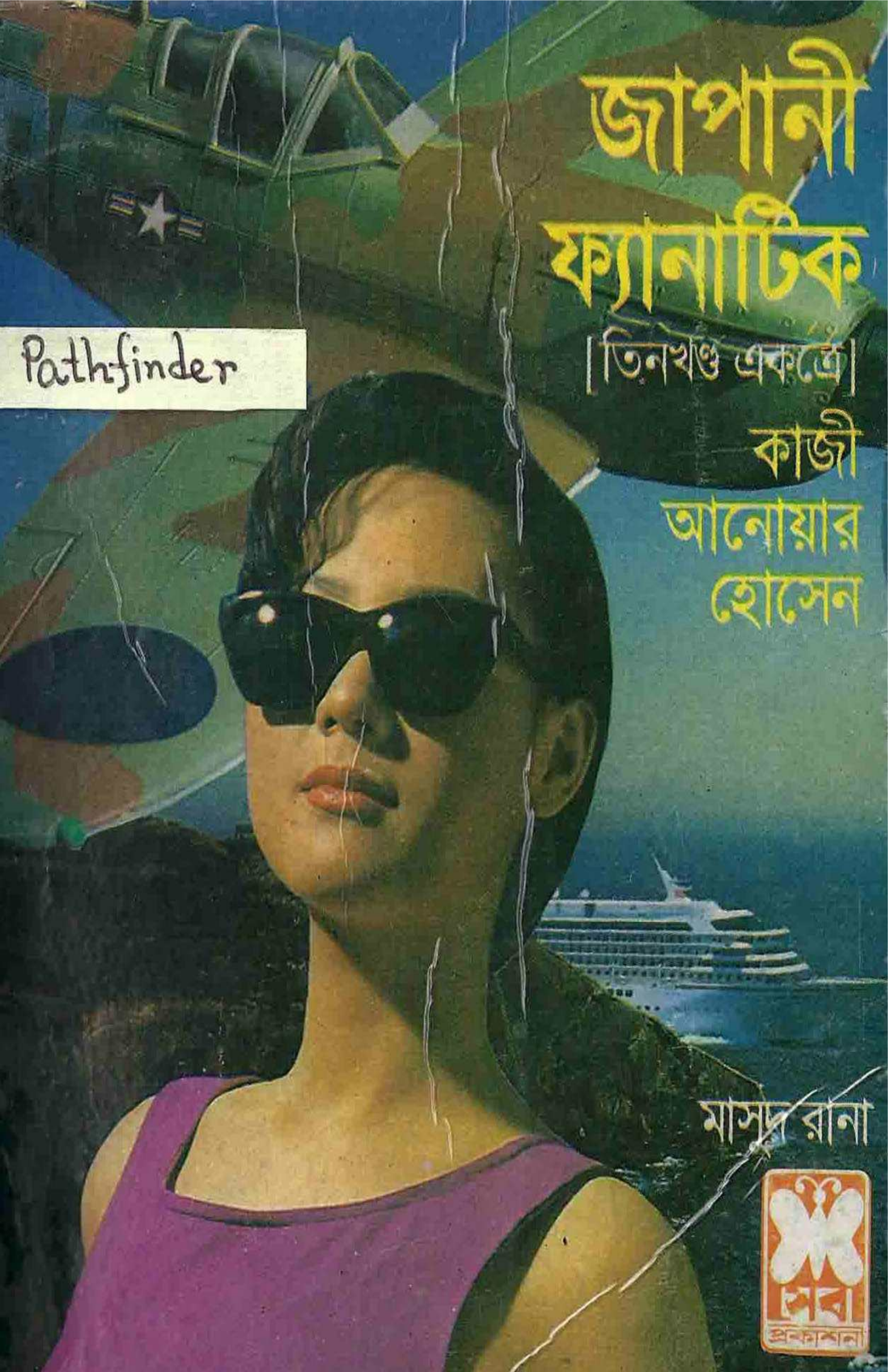

জাপানী ফ্যানাটিক

[তিনখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

সেবা প্রকাশনী

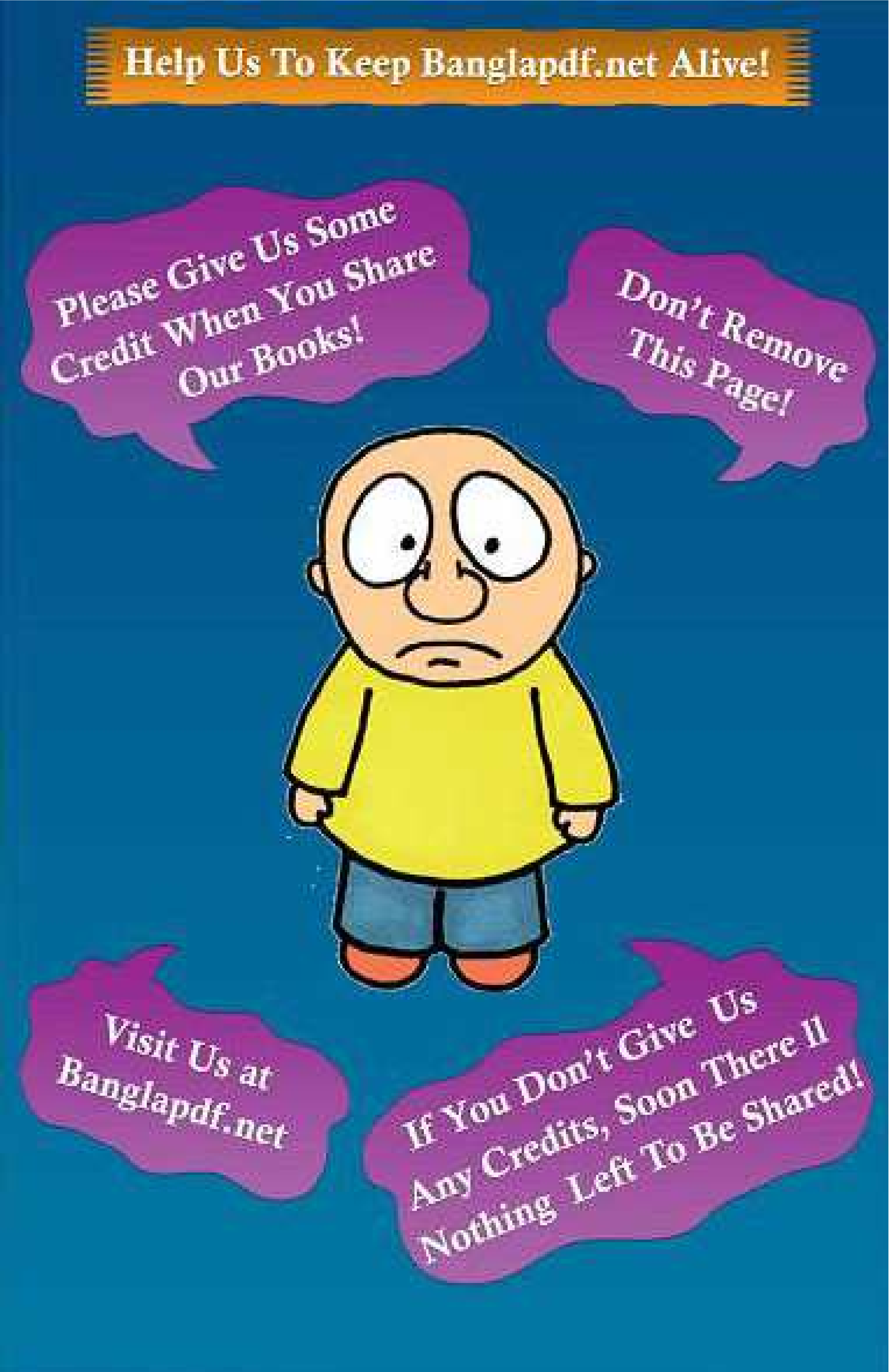
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

জাপানি ফ্যানাটিক

(তিনখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scanned By : Kamrul Ahsan

Edited By : Shamiul Islam Anik

Group : বই লাভার'স পোলাপান

লিংক : **https://www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan**

জাপানী ফ্যানাটিক-১

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৯৩

এক

৬ আগস্ট, ১৯৪৫। শেমাইয়া আইল্যান্ড, আলাস্কা।

ডেভিল বা শয়তান তার বাম হাতে একটা বোমা আঁকড়ে ধরে আছে, মুখে বোকা বোকা হাসি। চোখ দুটো আধখানা চাঁদ আকৃতির, ঘন ভুরু, চেহারায় ভাঁড়সুলভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। লাল স্যুট পরে আছে শয়তান, ডগার দিকে দ্বিধাবিভক্ত লম্বা লেজ, মাথায় বাঁকা শিং। পা দুটো থাবার মত, একটা সোনালি দাঁড়-এ দাঁড়িয়ে আছে সে, থাবার নখগুলো পেঁচিয়ে ধরেছে দাঁড়টাকে। দাঁড়ের গায়ে লেখা রয়েছে 24K.

ছবিটা একটা বৃত্তের ভেতর, বি-টোয়েনটিনাইন বোমারুর ফিউজিলাজে আঁকা। বৃত্তের ওপর ও নিচে লেখা রয়েছে বেলিংস ডেমনস।

ভৌতিক একটা নিসঙ্গ কাঠামোর মত বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লেনটা। ওটার নাম রাখা হয়েছে কমান্ডারের নাম অনুসারে, এবং তার ক্রুদের কথা মনে রেখে। পোর্টেবল কয়েকটা ফ্লাডলাইটের আলোয় পেটের নিচটা আলোকিত, চকচকে অ্যালুমিনিয়াম কাঠামোর চারপাশে কিম্ভূতকিমাকার ছায়া ফেলছে গ্রাউন্ড ক্রুরা। বৃষ্টি, বেরিং সী থেকে ছুটে আসা জোরাল বাতাস, তার সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত পরিবেশটাকে আরও ভৌতিক করে তুলেছে।

স্টারবোর্ড ল্যান্ডিং গিয়ার-এর জোড়া টায়ারের একটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর ডিক বেলিংস, হাত দুটো লেদার ফ্লাইট জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো, শান্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে নিজের চার-পাশের কর্ম-চাঞ্চল্য লক্ষ করছে। গোটা এলাকায় সশস্ত্র এমপি ও কে-নাইন সেন্ট্রিদের কড়া পাহারা। ক্যামেরা ক্রুদের ছোট একটা দল রেকর্ড করছে ঘটনাটা। অস্বাভাবিক মোটা বোমাটা দেখে ভয়ে শিরশির করে উঠল তার শরীর, উইঞ্চের সাহায্যে বি-টোয়েনটি-নাইনের সংস্কার করা বম্ববেতে তোলা হচ্ছে ওটা। বোমারুর নিচে ফাঁকা জায়গা বেশি নয়, তার তুলনায় বোমাটা অনেক বড়, সেজন্যে একটা গভীর গর্ত থেকে তোলা হচ্ছে ওটাকে।

ইউরোপে দু'বছর বোমারু পাইলট হিসেবে কাজ করেছে বেলিংস, হামলায় অংশ নিয়েছে চল্লিশবার, কিন্তু এ-ধরনের ভয়ঙ্কর জিনিস জীবনে কখনও দেখেনি সে। বোমাটাকে প্রকাণ্ড ফুটবলের মত লাগল তার, এক ধারে বাক্স আকৃতির খোপের ভেতর কয়েকটা ফিন ওটার কাঠামোটাকে আরও যেন বিদঘুটে করে তুলেছে। গোলাকার ব্যালিস্টিক কেসিং হালকা ধূসর রঙ করা, ওটাকে ধরে রাখার জন্যে মাঝখানে ব্যবহার করা হয়েছে কয়েকটা ক্ল্যাম্প,

দেখে মনে হবে বিশাল একটা যিপার।

ওটাকে তার তিন হাজার মাইল বয়ে নিয়ে যেতে হবে, ভাবতেই শিউরে উঠল বেলিংস। বিজ্ঞানীরা, বোমাটাকে বেঁধেছেঁদে প্লেনে তোলার কাজ যারা তদারক করছেন, কাল বিকেলে বেলিংস ও তার ক্রুদের ব্রিফ করেছেন। ট্রিনিটি টেস্ট এক্সপ্লোসন-এর সচল ছবি দেখানো হয়েছে তরুণ ক্রুদের। অবিশ্বাসে দম বন্ধ করে রেখেছিল সবাই। একটা মাত্র বোমার বিস্ফোরণ এমন ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ঘটায় কিভাবে! একটা পুরো শহর নিশ্চিহ্ন করে দিতে একটা বোমাই যথেষ্ট হয় কি করে!

আরও আধ ঘণ্টা পর বম্ব-বের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর্মড অর্থাৎ বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে অ্যাটম বোমাটা, ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপদে রাখার; ফুয়েল ভরা হয়েছে প্লেনে, টেকঅফ করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

নিজের প্লেনকে ভালবাসে বেলিংস। আকাশে জটিল যন্ত্রদানব আর সে এক হয়ে যায়। সে মাথা, প্লেনটা তার শরীর, এমন একটা মিলন যা তার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রতিবার মিলিত হবার মুহূর্তে রোমাঞ্চ অনুভব করে সে, অথচ আজ তার ভয় করছে, অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে বুকটা।

মন থেকে অশুভ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে একটা ঘরের দিকে ছুটল বেলিংস, ক্রুদের শেষবারের মত ব্রিফ করবে। ভেতরে ঢুকে ক্যাপটেন বম্বারডিয়ার মারফি হবসনের পাশে বসল। গোলগাল আকৃতির হাসিখুশি লোক হবসন, দেখার মত চওড়া গোঁফ আছে মুখে।

হবসনের আরেক পাশে বসে আছে ক্যাপটেন কার্ট ডেনিম, বেলিংসের কো-পাইলট। হালকা-পাতলা গড়ন ডেনিমের, একটু চঞ্চল টাইপের। ঠিক তার পিছনে বসে আছে লেফটেন্যান্ট মাইকেল গ্যাবন, নেভিগেটর। তার পাশে বসেছে নেভী কমান্ডার বিল ওয়েসন, উইপনস এঞ্জিনিয়ার। প্লেন চলার সময় বোমার ওপর নজর রাখবে সে, দায়িত্ব পালন করবে মনিটরিং-এর।

ডিসপ্লে বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার, বোর্ডে দেখানো হয়েছে টার্গেটের এরিয়াল ফটোগ্রাফ। ওসাকার শিল্পাঞ্চল প্রধান টার্গেট। আকাশে ভারী মেঘ থাকলে টার্গেট বদলে যাবে, বোমাটা তখন ফেলতে হবে ঐতিহাসিক নগরী কাইয়োটায়। দুটো পথই ম্যাপে দেখিয়ে দেয়া হলো। শান্তভাবে নোট নিল বেলিংস।

আবহাওয়া দফতরের একজন কর্মকর্তা ওয়েদার চার্ট সাঁটলেন বোর্ডে। উল্টোদিক থেকে হালকা বাতাস থাকবে, থাকবে ছড়ানো-ছিটানো মেঘ। উত্তর জাপানের দিকে বাতাসের তীব্রতা সম্পর্কে বেলিংসকে সতর্ক করে দিলেন তিনি। সাবধানের মার নেই ভেবে একজোড়া বি-টোয়েনটিনাইনকে এক ঘণ্টা আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, ফ্লাইট রুটের ওপরে আবহাওয়ার অবস্থা ও টার্গেট দুটোর ওপর মেঘের অবস্থা দেখে রিপোর্ট করবে তারা।

পোলারাইজড ওয়েল্ডার গগলস দেয়া হলো সবাইকে। তারপর ক্রুদের

সামনে দাঁড়াল বেলিংস। 'গা-গরম করা বক্তৃতা আমার আসে না,' বলল সে, লক্ষ করল স্বস্তিসূচক নিঃশব্দ হাসি ফুটল তার ক্রুদের মুখে। 'এক বছরের ট্রেনিং মাত্র এক মাসে সারতে হয়েছে আমাদের, তবে আমি জানি যে এই মিশনে সফল হবার যোগ্যতা আমরা রাখি। কোন রকম গর্ব না করেও বলতে পারি যে এয়ার ফোর্সে তোমরাই সেরা ফ্লাইট ক্রু। আমরা যদি যে যার কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, এই অভিশপ্ত যুদ্ধটা থামতে পারে।' কথা শেষ করে ধর্মযাজকের দিকে তাকাল সে। মিশনের নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করলেন তিনি।

প্লেনের উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রুরা, বেলিংসের সামনে এসে দাঁড়ালেন জেনারেল আব্রাহাম চেস্টারফিল্ড। জেনারেল চেস্টারফিল্ড জেনারেল পিট বার্কলির বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এখানে। জেনারেল পিট বার্কলি ম্যানহাটন বম্ব প্রজেক্টের প্রধান।

বেলিংসকে খুঁটিয়ে এক মুহূর্ত দেখলেন চেস্টারফিল্ড। পাইলটের চোখের চারধারে ক্লান্তির ছাপ, তবে চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল। 'গুড লাক, মেজর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। কাজটা আমরা ভালভাবে শেষ করব।'

'মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করি না,' চেস্টারফিল্ড বললেন, চেহারায় জোর করে ফুটিয়ে তুললেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। পাইলট কিছু বলবে, সেই আশায় অপেক্ষা করে থাকলেন তিনি। কিন্তু বেলিংস চুপ করে থাকল।

অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল বেলিংস। 'আমরা কেন, জেনারেল?'

চেস্টারফিল্ডের মুখের হাসি দেখা গেল কি গেল না। 'তুমি পিছু হটতে চাও, মেজর?'

'না। কাজটা আমরা করব। কিন্তু দায়িত্বটা আমরা কেন পেলাম?' দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল বেলিংস। 'কথাটা বলার জন্যে ক্ষমা করবেন, জেনারেল, তবে এ বিশ্বাস করা কঠিন যে গোটা এয়ার ফোর্সে শুধু আমরাই এ-কাজের জন্যে যোগ্য ও বিশ্বস্ত বিবেচিত হয়েছি। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে আরও অনেক পাইলট প্লেন নিয়ে যাওয়া-আসা করছে, একটা অ্যাটম বোমা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত লোক তাদের মধ্যে নেই? বোমাটা ফেলতে হবে জাপানের মাঝখানে, তারপর ল্যান্ড করতে হবে ওকিনাওয়া-য়, এ-ও তেমন কঠিন কোন কাজ নয়, যদিও ল্যান্ড করার সময় ফুয়েল ট্যাংকে খানিকটা ফেনা ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়।'

এত কথার উত্তরে জেনারেল চেস্টারফিল্ড শুধু বললেন, 'যতটুকু তোমরা জানো তার বেশি না জানাই তোমাদের জন্যে ভাল।'

'যাতে আমরা ধরা পড়লে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন ফাঁস করতে না পারি?'

গম্ভীর হলেন জেনারেল চেস্টারফিল্ড। 'তুমি ও তোমার ক্রুরা অশুভ পরিণতি সম্পর্কে জানো। তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে সায়ানাইড

ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। তবে আমি জানি তোমাদের মিশনের শুভ সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।'

'বলা হয়েছে, শত্রু এলাকায় প্লেন ক্র্যাশ করার পর কেউ বেঁচে থাকলে ক্যাপসুলটা গিলে ফেলতে হবে,' বলল বেলিংস। 'আচ্ছা, বোমাটা সাগরে ফেলে দিলে অসুবিধে কোথায়? তাতে অন্তত নৌ-বাহিনী আমাদেরকে উদ্ধার করার একটা সুযোগ পাবে।'

চেহারায় গাম্ভীর্য ও বিষণ্নতা, মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'অস্ত্রটা শত্রুদের হাতে পড়ার সামান্য সম্ভাবনার কথাও আমরা ভাবতে পারি না।'

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করল বেলিংস। 'সেজন্যেই আমাদের বিকল্প হলো, জাপানের মেইনল্যান্ডের ওপর আকাশে থাকার সময় আমরা যদি গুলি খাই, যতটা সম্ভব নিচে নেমে বোমাটা ফাটিয়ে দিতে হবে।'

চেস্টারফিল্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। 'এটা সুইসাইডাল মিশন নয়। তোমার ও তোমার ক্রুদের নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, বাবা। ওসাকায় "মায়ের নিঃশ্বাস" ফেলা আসলে পানির মত সহজ একটা কাজ।'

মুহূর্তের জন্যে হলেও, জেনারেলের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো বেলিংসের। কিন্তু তাঁর চোখে বিষণ্নতার ছায়া দেখে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল সে। 'মায়ের নিঃশ্বাস,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, বেসুরো গলায়, যেন কল্পনাতীত কোন আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে যাচ্ছে। 'কে সে, বোমাটার এ-ধরনের একটা কোড নেম কার মাথা থেকে বেরুল?'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে জেনারেল বললেন, 'সম্ভবত প্রেসিডেন্টের মাথা থেকে।'

সাতাশ মিনিট পর উইন্ডস্ক্রীনের সচল ওয়াইপারের দিকে তাকাল বেলিংস। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে, আবছা ও ভেজা অন্ধকারে মাত্র দুশো গজ সামনে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে। এঞ্জিনগুলোকে দু'হাজার দুশো আরপিএম পর্যন্ত তুলল, দুটো পা-ই চেপে রেখেছে ব্রেকের ওপর। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার সার্জেন্ট রিপ ডায়হাম রিপোর্ট করল, চার নম্বর আউটবোর্ড এঞ্জিন পঞ্চাশ আরপিএম কম গতিতে চলছে। রিপোর্টটাকে গুরুত্ব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল বেলিংস। গতি সামান্য কমে থাকার জন্যে, সন্দেহ নেই, ভেজা বাতাসই দায়ী। থ্রটল টেনে এঞ্জিনগুলোকে শান্ত করল সে, তবে সচল রাখল।

কো-পাইলট জানাল, টাওয়ার থেকে টেকঅফের ক্লিয়ার‍্যান্স পাওয়া গেছে। ফ্ল্যাপস নিচু করল সে। ফ্ল্যাপ সেটিং ঠিক আছে, রিপোর্ট করল দু'জন ক্রু। হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অন করল বেলিংস। 'ওকে, বন্ধুরা, আমরা রওনা হলাম।'

থ্রটলটা আবার ধীরে ধীরে সামনে বাড়াল সে। তারপর ব্রেক রিলিজ করল।

প্লেনটার ধারণক্ষমতা আটষট্টি টন। সাত হাজার গ্যালন ফুয়েল থাকায়

ট্যাংকগুলো কানায় কানায় ভরে আছে। প্লেনের ফরওয়ার্ড বম্ব-বেতে রয়েছে ছয় টন ওজনের বোমাটা। সব মিলিয়ে ক্রুর সংখ্যা বারো। প্লেন এগোতে শুরু করল। প্রায় সতেরো হাজার পাউন্ড অতিরিক্ত বোঝা বহন করছে।

চারটে রাইট সাইক্লোন এঞ্জিন, প্রতিটি তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ কিউবিক ইঞ্চি। ১৬.৫ ফুট প্রপেলারগুলোকে ঘোরাচ্ছে আট হাজার আটশো হর্স পাওয়ার। বিশাল বোমারুটা সগর্জনে অন্ধকারের ভেতর ছুটল।

আতঙ্ককর অলস একটা ভঙ্গিতে গতি বাড়ছে ওটার। সামনে লম্বা হয়ে আছে রানওয়ে, পাথর কেটে তৈরি করা, শেষ মাথায় কিছু নেই, পাহাড়ের খাড়া গা ঝপ করে নেমে গেছে আশি ফুট নিচের সাগরে। ডান দিক থেকে বাম দিকে ছুটন্ত বিদ্যুতের একটা চোখ ধাঁধানো চমক উজ্জ্বল নীল আলোয় ভাসিয়ে দিল রানওয়ের দু'পাশে ফাঁক-ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফায়ারট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে। প্লেনের গতি এখন আশি নট, হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরল বেলিংস, প্লেনটাকে আকাশে তোলার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পাইলটদের সামনে, বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা নাকের অংশে বম্বারডিয়ার মারফি হবসন দেখতে পাচ্ছে দ্রুত ছোট হয়ে আসছে রানওয়ে। ছটফটে কার্ট ডেনিম সীট ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল, অন্ধকার ভেদ করে রানওয়ের কিনারাটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

চার ভাগের তিন ভাগ রানওয়ে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। এখনও মাটি কামড়ে রয়েছে প্লেন। সময় যেন আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। একই অনুভূতি হলো সবার, ওরা যেন অতল শূন্য গহ্বরে ঢুকে পড়ছে। তারপর রানওয়ের শেষ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জীপগুলোর আলো বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে অকস্মাৎ ঝলসে উঠল।

'গড অলমাইটি!' গুঙিয়ে উঠল ডেনিম। 'প্লেনটাকে তোলো!'

আরও তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল বেলিংস, তারপর শান্তভাবে হুইলটাকে নিজের বুকের দিকে টেনে আনল। বি-টোয়েনটিনাইনের চাকা মাটি ছাড়ল। পিছিয়ে পড়ল রানওয়ের কিনারা, মাত্র ত্রিশ ফুট ওপরে উঠে এসেছে প্লেন।

রাডার ঘর থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল চেস্টারফিল্ড, তাঁর পিছনে স্টাফরাও দাঁড়িয়ে। বেলিংস ডেমনসের টেকঅফ যতটা না চোখ দিয়ে দেখলেন তিনি তারচেয়ে বেশি দেখলেন কল্পনার সাহায্যে।

হাত দিয়ে কান ঢেকে এঞ্জিনের আওয়াজ শুনলেন চেস্টারফিল্ড, অন্ধকারের ভেতর দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শব্দে একটা ছন্দপতন ঘটছে, তবে তা খুবই অস্পষ্ট। অভিজ্ঞ ফ্লাইট মেকানিক বা একজন এয়ারক্রাফট এঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ ধরতে পারবে না। সামরিক জীবনের শুরুতে এই দুই পেশাতেই দক্ষতা অর্জন করেছেন জেনারেল।

একটা এঞ্জিন সামান্য বেসুরো আওয়াজ করছে। আঠারোটার মধ্যে এক বা একাধিক সিলিন্ডার ঠিকমত কাজ করছে না। মনে আতঙ্ক. কান পেতে

থাকলেন জেনারেল, এমন একটা লক্ষণ পেতে চাইছেন যা থেকে বোঝা যাবে প্লেনটা টেকঅফ করবে না। টেকঅফ করার সময় বেলিংস ডেমনস বিধ্বস্ত হলে দ্বীপটার সমস্ত কিছু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছারখার হয়ে যাবে।

তারপর রাডার ঘরের দরজা থেকে অপারেটর চিৎকার করে বলল, 'আকাশে উঠে গেছে!'

নিঃশ্বাস ফেলার সময় থরথর করে কেঁপে উঠল জেনারেলের শরীর। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ফিরে যাচ্ছেন ঘরে। এখন আর তাঁর কিছু করার নেই, ওয়াশিংটনে জেনারেল পিট বার্কলিকে শুধু একটা মেসেজ পাঠাতে হবে, জানাতে হবে যে 'মায়ের নিঃশ্বাস' জাপানের পথে রওনা হয়ে গেছে। সবাইকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। থাকতে হবে ভয় মেশানো আশা নিয়ে।

জেনারেল চেস্টারফিল্ড ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করলেন। বেলিংসকে তিনি চেনেন। জেদি লোক, একটা এঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দিলে ফিরবে না সে। পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে হলেও ডেমনসকে ওসাকায় নিয়ে যাবে।

'গড হেলপ দেম,' বিড়বিড় করলেন জেনারেল, যদিও জানেন যে এই অপারেশনে তাঁর যে ভূমিকা, ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা কবুল করবেন না।

'গিয়ার আপ,' নির্দেশ দিল মেজর বেলিংস।

'শব্দগুলো শুনে আগে কখনও এত আনন্দ লাগেনি,' বলে লিভারটা সরাল ডেনিম। গিয়ার মটর গুঞ্জন তুলল, তিন সেট চাকা ঢুকে পড়ল নাক আর ডানার নিচে খোপের ভেতর। 'গিয়ার আপ অ্যান্ড লক।'

এয়ারস্পীড বাড়ল, ফুয়েল বাঁচানোর জন্যে থ্রটল সেটিং নামিয়ে আনল বেলিংস। এয়ারস্পীড দুশো নটে পৌঁছুল, এবার ধীরে ধীরে আকাশের আরও ওপরে তুলল প্লেনটাকে। স্টারবোর্ডের দিকে রয়েছে অ্যালুসিয়ান দ্বীপ মালা, যদিও দেখা যাচ্ছে না। আড়াই হাজার মাইলের মধ্যে আর কোন মাটিই ওরা দেখতে পাবে না। 'চার নম্বর এঞ্জিনের খবর কি?' জানতে চাইল সে।

'নিজের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করছে, তবে একটু বেশি গরম বলে মনে হচ্ছে,' জবাব দিল রিপ ডায়হাম।

'পাঁচ হাজার ফুটে উঠি, ওটার কিছু আরপিএম কমিয়ে আনব।'

'ক্ষতি নেই, মেজর,' মন্তব্য করল এঞ্জিনিয়ার ডায়হাম।

বেলিংসকে একটা কোর্স জানাল মাইকেল গ্যাবন, নেভিগেটর। এই কোর্স ধরে আগামী সাড়ে দশ ঘণ্টা ছুটবে প্লেনটা। চার হাজার নয়শো ফুটে উঠে কো-পাইলটের হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দিল বেলিংস। সীটে হেলান দিয়ে পেশী শিথিল করল সে, কালো আকাশের দিকে তাকাল। কোথাও একটা তারা নেই। ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটছে ওরা। প্লেন ঝাঁকি খাচ্ছে দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বাতাসের দাপট ক্রমশ বাড়ছে।

ঝড়ের প্রবল মারমুখী অংশটা থেকে বেরিয়ে এল প্লেন, এতক্ষণে সেফটি বেল্ট খুলে সীট থেকে উঠল বেলিংস। শরীরটা মুচড়ে ঘুরল সে, পোর্টসাইডের একটা জানালা দিয়ে পেনের কোমর ও লেজের দিকটা দেখতে পেল। রিলিজ

মেকানিজমে ঝুলন্ত বোমাটার অংশবিশেষ চোখে পড়ে গেল তার।

টানেলে ঢুকে বম্ব-বেকে পাশ কাটাল বেলিংস, অপরদিকে পৌঁছে লাফ দিয়ে নিচে নামল। ছোট্ট, এয়ারটাইট দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। লেগ পকেট থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালল, ক্যাটওয়াক ধরে হাঁটছে। দুটো বম্ব-বে জোড়া লাগিয়ে এক করা হয়েছে, ক্যাটওয়াকটা তারই ওপর। দাঁড়াল সে, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বোমাটায় হাত রাখল। আঙুলের ডগায় ইস্পাতের গা বরফের মত ঠাণ্ডা। মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে লাখ লাখ মানুষকে ছাই করতে পারে এই বোমা? বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো তার। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সেকেন্ডগুলোয় মারা পড়বে আরও লাখ লাখ মানুষ হয় পুড়ে, নয়তো রেডিয়েশনে আক্রান্ত হয়ে। সাদা-কালো মুভি ফিল্মে ট্রিনিটি টেস্ট দেখলেও, শক ওয়েভের থার্মোনিউক্লিয়ার টেমপারেচার অনুভব করা সম্ভব নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেলিংস ভাবল, আমি কোন অপরাধ করছি না—কারণ আমি চাই যুদ্ধটা বন্ধ হোক, চাই নিজের দেশের লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাতে।

ককপিটে ফিরে এসে বিল ওয়েসনের সঙ্গে গল্প শুরু করল সে। বোমার ডিটোনেশন সার্কিট দেখছে ওয়েসন, হাতে একটা ছক কাটা নকশা। মাঝে মধ্যেই সামনে রাখা ছোট কনসোল-এর দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে অর্ডন্যান্স এক্সপার্ট।

'ওখানে পৌঁছুনোর আগেই ফেটে যেতে পারে, এমন কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?' জানতে চাইল বেলিংস।

'বাজ পড়লে ফাটতে পারে,' জবাব দিল ওয়েসন।

আঁতকে উঠে তার দিকে তাকাল বেলিংস। 'কথাটা অনেক দেরি করে বলছ, নয় কি? সেই মাঝ রাত থেকে একটা বিদ্যুৎবহুল ঝড়ের ভেতর রয়েছি আমরা।'

মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসল ওয়েসন। 'বাজ তো আঘাত করতে পারত আমরা যখন মাটিতে ছিলাম তখনও। কি আসে যায়, আমরা তো প্রায় পৌঁছে গেছি, তাই না?'

ওয়েসেনের হাসি-খুশি ভাবটা অদ্ভুত লাগল বেলিংসের। 'জেনারেল চেস্টারফিল্ড কি ঝুঁকিটা সম্পর্কে জানেন?'

'সবার চেয়ে ভালভাবে জানেন। তিনি তো অ্যাটমিক বম্ব প্রজেক্টে শুরু থেকেই জড়িত।'

শিউরে উঠল বেলিংস, ঘুরে দাঁড়াল। এ স্রেফ পাগলামি, ভাবল সে। গোটা অপারেশনটাই আসলে পাগলামি। এই পাগলামির কথা বলার জন্যে ওরা যদি কেউ বেঁচে থাকে, সেটা হবে নেহাতই মিরাকল।

ইতিমধ্যে পাঁচ ঘণ্টা উড়ে ২০০০ হাজার গ্যালন ফুয়েল খরচ করেছে প্লেনটা। বি-টোয়েনটিনাইনকে ১০০০০ ফুটে সিধে করল বেলিংস। পুবের আকাশে ভোরের ম্লান আলো ফুটতে ক্রুরা একটু নড়েচড়ে বসল। ঝড়টা ওদের অনেক পিছনে রয়েছে, ছড়ানো-ছিটানো সাদা মেঘের নিচে উত্তাল সাগর দেখতে

পাচ্ছে ওরা।

অলস ভঙ্গিতে, ২২০ নটে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে বেলিংস ডেমনস। লেজে হালকা একটু বাতাস পাচ্ছে ওরা, সেজন্যে খুশি সবাই। দিনের আলো ফোটার পর উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল শূন্যতা দেখতে পেল ওরা। মনে হলো গোটা পৃথিবীতে, সাগর আর আকাশের মাঝখানে, একা শুধু তারাই আছে।

জাপানের প্রধান দ্বীপ, হনশু থেকে তিনশো মাইল দূরে এসে ধীরভঙ্গিতে আকাশের আরও ওপরে উঠতে শুরু করল বেলিংস। ৩২০০০ ফুটে উঠে যাবে সে। ওসাকায় পৌঁছে এই উচ্চতা থেকেই বোমাটা ফেলবে মারফি হবসন। নেভিগেটর গ্যাবন জানাল, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বিশ মিনিট এগিয়ে আছে তারা। বর্তমান গতিবেগের হিসেবে এখন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর ওকিনাওয়ায় ল্যান্ড করবে প্লেন।

ফুয়েল গজের দিকে তাকাল বেলিংস। হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল মনটা। বাতাস অনুকূল থাকায় চারশো গ্যালন ফুয়েল অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে ওরা।

সবাই তার মত খুশি নয়। এঞ্জিনিয়ারের প্যানেলের সামনে বসে চার নম্বর এঞ্জিনের টেমপারেচার গজ পরীক্ষা করছে ডায়হাম। প্রতি মুহূর্তে আরও গম্ভীর হয়ে উঠছে তার চেহারা। ডায়ালে নিয়মিত টোকা দিয়ে যাচ্ছে সে।

লাল ঘরে পৌঁছে থরথর করে কাঁপছে কাঁটাটা।

টানেল দিয়ে ক্রল করে সামনে এগোল ডায়হাম, একটা পোর্ট দিয়ে এঞ্জিনের তলায় তাকাল। এঞ্জিনের বহিরাবরণ তেলে ভিজে আছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে এগজস্ট থেকে। ককপিটে ফিরে এসে পাইলট ও কো-পাইলটের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে উঁচু হলো সে। 'খবর খারাপ, মেজর,' বলল সে। 'চার নম্বর এঞ্জিন বন্ধ করতে হবে।'

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ওটাকে চালু রাখা যায় না?' জানতে চাইল বেলিংস।

'না, স্যার—একটা ভালব গিলে ফেলতে পারে, যে-কোন মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।'

'আমিও বলি, কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে চার নম্বরকে ঠাণ্ডা করা হোক,' বলল কো-পাইলট ডেনিম।

দ্রুত একটা হিসাব করল বেলিংস। এই মুহূর্তে ১২০০০ ফুটে রয়েছে ওরা। ওভারহিটিং হবার আশঙ্কা আছে, কাজেই তিনটে সচল এঞ্জিন নিয়ে আরও ওপরে ওঠা উচিত হবে না। চার নম্বর ঠাণ্ডা হোক, আবার ওটা চালু করা হবে ৩২০০০ ফুটে ওঠার সময়। গ্যাবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। নেভিগেটর গ্যাবন বোর্ডের দিকে ঝুঁকে ফ্লাইট পাথ ট্রেস করছে। বেলিংস জানতে চাইল, 'জাপান আর কত দূরে?'

গতি সামান্য কমেছে, সেটা টুকে নিয়ে দ্রুত একটা হিসাব করল গ্যাবন, জানাল, 'মেইনল্যান্ডে পৌঁছুতে লাগবে এক ঘণ্টা একুশ মিনিট।'

মাথা ঝাঁকাল বেলিংস। 'ঠিক আছে, আপাতত আমরা চার নম্বর বন্ধ করে দেব।'

পাইলটের কথা শেষ হয়নি, তার আগেই থ্রটল বন্ধ করে ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল ডেনিম, তারপর এনগেজ করল অটোমেটিক পাইলট।

পরবর্তী আধঘণ্টা সবাই সতর্ক একটা চোখ রাখল চার নম্বরের ওপর। টেমপারেচার কমছে, একটু পরপরই ওদেরকে জানাল ডায়হাম।

'মাটি দেখতে পাচ্ছি,' এক সময় বলল গ্যাবন। 'নাক বরাবর বিশ মাইল সামনে একটা দ্বীপ।'

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল ডেনিম। 'যেন সাগর ফুড়ে বেরিয়ে আছে একটা স্যান্ডউইচ।'

গ্যাবন বলল, 'খাড়া পাথুরে পাঁচিল। কোথাও সৈকত দেখা যাচ্ছে না।'

'কি নাম দ্বীপটার?' জানতে চাইল বেলিংস।

'ম্যাপে ওটা নেই।'

'প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ? জাপানীরা হয়তো অফ-শোর ওয়ার্নিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করছে।'

'উঁহুঁ, দেখে মনে হচ্ছে একদম ফাঁকা ও নির্জন।'

আপাতত নিরাপদবোধ করল বেলিংস। এখন পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কোন জাহাজ চোখে পড়েনি। জাপানী তীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে ওরা, শত্রুদের কোন ফাইটার এতটা দূরে বাধা দিতে আসবে না। নিজের সীটে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। খুদে একটা বিন্দুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই সচেতন নয়। ওদের পোর্টউইং-এর ডগা থেকে সাত হাজার ফুট ওপরে ওটা। দশ মাইল দূরে।

বেলিংস ডেমনরা জানে না, আর মাত্র কয়েক মিনিট বেঁচে আছে ওরা।

লেফটেন্যান্ট জুনিয়র গ্রেড লাম আকুইদা তার অনেক নিচে মুহূর্তের জন্যে কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠতে দেখেছে। আকাশে কিছু ঝিক্ করে উঠতে পারে শুধু রোদ লাগলে, কাজেই আরও কাছ থেকে দেখা দরকার জিনিসটা কি। ডাইভ দিল সে। সন্দেহ নেই, ওটা একটা প্লেন। সম্ভবত অন্য কোন প্যেট্রল-এর প্লেন। রেডিও অন করার জন্যে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল সে। আর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দেখলে ক্ষতি নেই। রেডিও অন করার আগে প্লেনটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

তরুণ ও অনভিজ্ঞ পাইলট হলেও, লাম আকুইদা ভাগ্যবান বটে। তাদের ব্যাচে বাইশজন ছাত্র ছিল, ট্রেনিং শেষ করার পর তিনজন বাদে বাকি সবাইকে পাঠানো হয়েছে সুইসাইড স্কোয়াড্রনে। ওদের তিনজনকে উপকূল পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের প্রায় ঝুঁকিবিহীন দায়িত্ব পেয়ে দারুণ হতাশ হয়েছে আকুইদা। সম্রাটের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার একটা ব্যাকুলতা ছিল তার

মধ্যে। কিন্তু হুকুম হুকুমই, তার ওপর কথা চলে না। আপাতত এই একঘেয়েমিতে ভরা দায়িত্ব পালন করলেও, তার আশা কিছুদিনের মধ্যেই আরও বড় কোন কাজের জন্যে ডাকা হবে তাকে।

নিঃসঙ্গ প্লেনটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে আকারে, সেই সঙ্গে অবিশ্বাসে বড় হচ্ছে আকুইদার চোখ দুটো। ভুল দেখছে নাকি? চোখ রগড়াল সে। একটু পরই পালিশ করা ৯০ ফুট অ্যালুমিনিয়াম ফিউজিলাজ, বিশাল ১৪১ ফুট ডানা, তিনতলা বিশিষ্ট খাড়া স্ট্যাবিলাইজার চিনতে পারল সে। ওটা যে একটা আমেরিকান বি-টোয়েনটিনাইন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। উত্তর-পুব দিকের খালি একটা সাগর থেকে উড়ে আসছে প্লেনটা, কমব্যাট সিলিঙের ২০০০০ ফুট নিচ দিয়ে। উত্তরবিহীন প্রশ্নগুলো ভিড় করল তার মনে। কোত্থেকে এল ওটা? একটা এঞ্জিন বন্ধ রেখে কেন ওটা মধ্য জাপানের দিকে যাচ্ছে? ওটার মিশন কি হতে পারে?

অযথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না তার। বিশাল ডানা সহ বোমারুটা সামনে ঝুলে রয়েছে। মিতসুবিশি এসিক্স এম জিরো প্লেনটার থ্রটল বিরতিগুলোয় না থামিয়ে টানল সে, বৃত্ত রচনার সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল নিচের দিকে।

ফাইটারটাকে দেরিতে দেখতে পেল গানার, যদিও দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করল সে। দেরি করল না আকুইদাও, জিরোর দুটো মেশিনগান ও একজোড়া টোয়েনটি মিলিমিটার কামান গর্জে উঠল।

ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও মানুষের মাংস দলা পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। জিরোর ট্রেসারগুলো ডানা ভেঙে ভেতরে ঢুকল, বি-টোয়েনটিনাইনের তিন নম্বর এঞ্জিনটাকে আঘাত করল। একাধিক গর্ত থেকে হড়হড় করে বেরিয়ে এল ফুয়েল। তারপরই আগুন ধরে গেল এঞ্জিনটায়। মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ইতস্তত করল বোমারু, তারপর চিৎ হয়ে গেল, ডিগবাজি খেতে খেতে নামতে শুরু করল সাগরে।

লেফটেন্যান্ট আকুইদা একটা ডানার ওপর খাড়া করল জিরোকে, আহত বি-টোয়েনটিনাইনকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। কালো ধোঁয়া আর কমলা শিখা মোচড় খেতে খেতে উঠে আসছে আকাশে। প্লেনটাকে সাগরে পড়তে দেখল সে, লাফ দিয়ে উঠল সাদা পানি।

আরও কিছুক্ষণ চক্কর দিল সে, কেউ বেঁচে গেল কিনা জানতে চায়। ভাসমান আবর্জনা ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ল না। উল্লাসে অধীর হয়ে আছে আকুইদা, ফাইটার পাইলট হিসেবে এটাই তার প্রথম সাফল্য। ধোঁয়ার দিকে শেষ একবার তাকিয়ে নিজের এয়ারপোর্টের দিকে ফিরে চলল সে। রিপোর্ট করতে হবে।

বেলিংসের বিধ্বস্ত প্লেন যখন এক হাজার ফুট পানির নিচে সাগরের তলায়

স্থির হচ্ছে, অপর একটা বি-টোয়েনটিনাইন অন্য এক টাইম জোন-এ, ছয়শো মাইল দক্ষিণ-পুবে, একই ধরনের একটা বোমা নিয়ে ছুটে চলেছে—কর্নেল পল টিবেটস রয়েছে কন্ট্রোলে, তার 'এনোলা গে' জাপানী শহর হিরোশিমার ওপর পৌছে গেছে।

বেলিংস ও টিবেটস, দু'জন কমান্ডার কেউই পরস্পরের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। দু'জনেরই ধারণা, শুধু তার প্লেন ও তার ক্রুরাই যুদ্ধ থামানোর জন্যে দুনিয়ার বুকে প্রথম অ্যাটম বোমা ফেলতে যাচ্ছে।

বেলিংস ডেমনস তার গন্তব্যে পৌছুতে ব্যর্থ হলো। সাগরের তলায় এক সময় স্থির হয়ে গেল বিধ্বস্ত প্লেনটা। ঘটনাটার কথা দুনিয়ার লোককে জানানো হলো না। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে সমস্ত তথ্য চেপে যাওয়া হলো।

দুই

৩ অক্টোবর, ১৯৯১, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় থেমে গেছে। সাগরের সেই উন্মত্ততা এখন আর নেই, তবে ঢেউগুলো এখনও জাহাজের বো-র নাগাল পেতে চাইছে, মাঝে মধ্যেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ছে ডেকে, পিছনে রেখে যাচ্ছে একরাশ সাদা ফেনা। ঘন কালো মেঘে ভাঙন ধরল, বাতাসের তেজ কমে দাঁড়াল ত্রিশ নটে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা সুড়ঙ্গের মত খাড়া হয়ে নিচে নামল রোদ, ফুলে-ফেঁপে থাকা ঢেউগুলোর ওপর এঁকে দিল নীল একটা বৃত্ত।

নরওয়ের রিনডাল লাইনস্ প্যাসেঞ্জার-কার্গো লাইনার এসটাভা নোভার ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন কার্নি গুনারসন, চোখে বিনকিউলার, ঢেউ ও সাদা ফেনার মাথায় নৃত্যরত বিশাল একটা জাহাজের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। চেহারা দেখে মনে হলো, ওটা একটা জাপানী অটো ক্যারিয়ার। ব্রিজ আর আপার ডেকে ক্রুদের কোয়ার্টার ছাড়া আর কোথাও কোন পোর্ট বা জানালা নেই।

জাহাজটা দশ ডিগ্রির মত কাত হয়ে আছে, ঢেউয়ের ধাক্কায় সেটার মাত্রা দাঁড়াচ্ছে বিশ ডিগ্রি। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জীবনের চিহ্ন বলতে ওইটুকুই। একটা লাইফবোটও দেখা যাচ্ছে না, তার মানে নামানো হয়েছে ওগুলো। গম্ভীর হয়ে উঠল ক্যাপটেন গুনারসনের চেহারা। অশান্ত সাগরের কোথাও কোন লাইফবোটের চিহ্নমাত্র নেই। বিনকিউলার ঘুরিয়ে জাহাজটার নাম আরেকবার পড়লেন তিনি। জাপানীরা সাধারণত ইংলিশ নাম রাখে তাদের জাহাজের, এটাও তার ব্যতিক্রম নয়।

জাহাজটার নাম প্রাইড অভ ম্যান।

বাতাস ও পানির ঝাপটা থেকে সেন্টাল ব্রিজে ফিরে এলেন গুনারসন, কমিউনিকেশন রূমে উঁকি দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এখনও কোন সাড়া নেই?'

মাথা নাড়ল রেডিও অপারেটর। 'না, স্যার। আমরা ওটাকে দেখার পর থেকে ওরা কোন শব্দই করছে না। ওটার রেডিও নিশ্চয়ই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোন সাহায্য না চেয়ে জাহাজ খালি করে চলে গেছে সবাই, এ অবিশ্বাস্য।'

ব্রিজের জানালা দিয়ে নিঃশব্দে জাপানী জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন গুনারসন, এসটাডা নোভার স্টারবোর্ড রেইল থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে ওটা। নরওয়েতে জন্ম, ক্যাপটেন গুনারসন অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ, তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর স্বভাব নয়। ছাব্বিশ বছর সাগরে আছেন তিনি, প্যাসেঞ্জার ও ক্রুরা তাঁকে সম্মান করে। কাঁচা-পাকা ছোট দাড়িতে হাত বুলালেন তিনি, চিন্তা করছেন। কোরিয়া থেকে সান ফ্রান্সিসকোয় যাচ্ছে এসটাডা নোভা, ঝড়ের মধ্যে পড়ে শিডিউল থেকে পিছিয়ে পড়েছে দু'দিন। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ব্রিজ থেকে নড়েননি ক্যাপটেন, প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করছেন। পরিবেশ একটু ভাল হয়ে আসার পর ভাবছিলেন এবার একটু বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে, ঠিক এই সময় প্রাইড অভ ম্যানকে দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।

প্রাইড অভ ম্যানের লাইফবোটগুলোকে এখন খুঁজতে হবে। এটা আসলে মানবিক একটা দায়িত্ব, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আবার, নিজের প্যাসেঞ্জারদের কথাও ভাবতে হবে তাঁকে—সবাই তারা সী সিকনেসে ভুগছে। কোন উদ্ধার অপারেশনে তারা উৎসাহী হবে বলে মনে হয় না।

'ওটায় একটা বোর্ডিং পার্টি পাঠাবার অনুমতি দেবেন, ক্যাপটেন?'

চীফ অফিসার পিটার ভেনসম-এর দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। হালকা-পাতলা গড়ন চীফ অফিসারের, নীল চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে ব্রিজের একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গুনারসন, দুই জাহাজের মাঝখানে ঢেউগুলোর দিকে তাকালেন। একেকটা ঢেউ তিন থেকে চার মিটার উঁচু। 'আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না, ভেনসম। এসো, বরং আরও খানিকটা অপেক্ষা করি, সাগর আগে শান্ত হোক।'

'এরচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে বোট নিয়ে পানিতে নেমেছি আমরা, ক্যাপটেন,' মনে করিয়ে দিলেন চীফ অফিসার।

'তাড়াহুড়োর কি আছে। ওটা তো একটা মরা জাহাজ, মর্গে পড়ে থাকা লাশের মত। দেখে মনে হচ্ছে ওটার কার্গো কাত হয়ে পড়েছে, পানিও ঢুকছে। ওটাকে বাদ দিয়ে আমাদের উচিত লাইফবোটগুলোর খোঁজ করা।'

'ওখানে আহত মানুষ থাকতে পারে,' যুক্তি দেখালেন চীফ অফিসার।

মাথা নাড়লেন গুনারসন। 'জাহাজ খালি করার সময় কোন ক্যাপটেন তার আহত ক্রুদের ফেলে যাবে না।'

'হ্যাঁ, যদি তাঁর মাথার ঠিক থাকে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি নট ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে কোন ডিসট্রেস সিগন্যাল না দিয়ে অক্ষত একটা জাহাজ থেকে বোটে করে যাকে পালাতে হয়, তার কি মাথা ঠিক থাকার কথা?'

'হ্যাঁ, একটা রহস্য বটে,' একমত হলেন গুনারসন।

'ওটার কার্গোর কথাও বিবেচনা করতে হবে,' বললেন চীফ অফিসার পিটার ভেনসম। 'ওয়াটার লাইন বলে দিচ্ছে, জাহাজটা পুরোপুরি লোড করা। দেখে মনে হচ্ছে সাত হাজারের বেশি বইতে পারে ওটা।'

চোখ কুঁচকে চীফ অফিসারের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'তুমি স্যালভেজ-এর কথা ভাবছ, ভেনসম?'

'জ্বী, স্যার, ভাবছি। আমরা যদি কার্গো সহ জাহাজটাকে কোন বন্দরে নিয়ে যেতে পারি, ওটার দামের অর্ধেক হবে আমাদের স্যালভেজ ক্লেইম। কোম্পানী ও ক্রুরা ভাগ করে নিতে পারে ছয়শো মিলিয়ন ক্রোনার।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ক্যাপটেন গুনারসন। লোভ ও অজানা একটা ভয়, দুটোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। জিতল লোভই। 'ঠিক আছে, বোর্ডিং ক্রু বেছে নাও, সাথে যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার থাকে। ফানেলে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, তারমানে ওটার মেশিনারি কাজ করছে বলেই মনে হয়।' একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'তবে পানি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল বলে মনে করি আমি।'

'অত সময় আমরা পাব না,' চীফ অফিসার বললেন। 'আর একটু বেশি কাত হলে ডুবে যাবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপটেন গুনারসন। শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, তবে এ-কথাও তাঁর মনে হলো যে প্রাইড অভ ম্যানের অবস্থা একবার প্রচার হলে হাজার মাইলের মধ্যে প্রতিটি স্যালভেজ টাগ ফুলস্পীডে ছুটে আসবে। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'গিয়ে যদি দেখো যে প্রাইড অভ ম্যানে কেউ নেই, এবং ওটাকে চালানো যাবে, সাথে সাথে রিপোর্ট করবে আমাকে, লাইফবোটগুলোর খোঁজে সার্চ শুরু করব আমি।'

ক্যাপটেন তাঁর কথা শেষ করেননি, তার আগেই ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গেলেন চীফ অফিসার পিটার ভেনসম। দশ মিনিটের মধ্যে বোটে লোক নামালেন তিনি। বোর্ডিং পার্টিতে নিজে তো থাকলেনই, চারজন সীম্যানকেও নেয়া হলো, আরও থাকল অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ এঞ্জিনিয়ার অস্কার রবিনসন; কমিউনিকেশন অপারেটর জেরি ফাইনস্টোন, এসটাডা নোভায় একমাত্র সেই জাপানী ভাষা বলতে পারে। সীম্যান চারজন জাহাজটায় তল্লাশি চালাবে, অস্কার রবিনসন পরীক্ষা করবে এঞ্জিনরূম। চীফ অফিসার ভেনসম আনুষ্ঠানিকভাবে অটো ক্যারিয়ারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, যদি ওটা খালি অবস্থায় পাওয়া যায়।

হেলমে থাকলেন ভেনসম নিজে, লঞ্চটা অশান্ত পানি কেটে এগিয়ে চলল। প্রতিবার ঢেউয়ের মাথা থেকে নামার সময় মনে হলো, এবার বুঝি তলিয়ে যাবে লঞ্চ, যদিও পরবর্তী ঢেউ এসে আবার সেটাকে তুলে নিল মাথার ওপর।

প্রাইড অভ ম্যান থেকে একশো মিটার দূরে এসে জানতে পারল, আশপাশে ওরা একা নয়। কাত হয়ে পড়া জাহাজটাকে ঘিরে একদল হাঙর চক্কর মারছে। হিংস্র প্রাণীগুলো কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে জাহাজটা ডুবে

যাবে, আর ডুবে গেলে মুখরোচক কিছু খাদ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

প্রাইড অভ ম্যানের বো একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছে। অনেক কষ্টে অ্যালুমিনিয়াম গ্র্যাপলিং হুক সহ একটা নাইলন বোর্ডিং ল্যাডার বোর একপাশে, রেইলিঙে আটকানো গেল, তিনবার চেষ্টা করার পর। রশির মই বেয়ে প্রথমে উঠে গেলেন চীফ অফিসার ভেনসম। তাঁর পিছু নিল রবিনসন ও বাকি সবাই। প্রকাণ্ড অ্যাঙ্কর উইঞ্চ-এর সামনে জড়ো হল সবাই, ওদেরকে নিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে এগোলেন ভেনসম, সিঁড়িটা দেখতে অনেকটা ফায়ার এস্কেপ-এর মত, জানালাবিহীন ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের গায়ে লেগে আছে। পাঁচ ডেক ওপরে ওঠার পর বিরাট একটা ব্রিজে এসে ঢুকলেন ভেনসম, পনেরো বছর সাগরে থাকা সত্ত্বেও এত বড় ব্রিজ আগে কখনও দেখেননি তিনি। মাঝখানে, ছোট একটা জায়গায়, এক গাদা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট সাজানো রয়েছে।

ভেতরে কোন মানুষ নেই, তবে চার্ট, সেক্সট্যান্ট, অন্যান্য নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, খোলা কেবিনেট-এর ভেতর থেকে বের করা হয়েছে ওগুলো। একটা কাউন্টারে দুটো খোলা ব্রীফকেস পড়ে রয়েছে, ওগুলোর মালিক যেন কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে। সবাই যে খুব আতঙ্কিত অবস্থায় পালিয়েছে, বোঝা যায়।

মেইন কনসোলটা পরীক্ষা করলেন ভেনসম। 'জাহাজটা পুরোপুরি অটোমেটেড,' রবিনসনকে বললেন তিনি।

এঞ্জিনিয়ারের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। 'ওয়াভারফুল! ভয়েস অপারেটেড কন্ট্রোল। কোন লিভার ধরে টানা-হেঁচড়া করতে হয় না, হেলমসম্যানকে দিতে হয় না কোর্স ইন্সট্রাকশন।'

ভেনসম পাশে দাঁড়ানো ফাইনস্টোনের দিকে তাকালেন। 'এটাকে তুমি অন করতে পারবে? দেখো তো, কথা বলতে পারো কিনা।'

কমপিউটারাইজড কনসোলের দিকে ঝুঁকে কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ফাইনস্টোন। তারপর দ্রুত হাতে দুটো বোতামে চাপ দিল। কনসোল আলোকিত হয়ে উঠল, শোনা গেল মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে ভেনসমের দিকে তাকাল সে। 'আমার জাপানী মরচে ধরা, তবে এটার সাহায্যে কমিউনিকেট করতে পারব বলে মনে হয়।'

'জাহাজের স্ট্যাটাস রিপোর্ট করতে বলো।'

ছোট একটা রিসিভারের দিকে মুখ নামিয়ে কথা বলল ফাইনস্টোন, তারপর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর একটা পুরুষ কণ্ঠ, স্পষ্টভাবে, সাড়া দিল। জবাব শেষ হতে চীফ অফিসারের দিকে তাকাল ফাইনস্টোন, চেহারায় হতভম্ব ভাব। 'কমপিউটর বলছে সী ককগুলো খোলা, এঞ্জিনরূমে ফ্লাড লেভেল দু'মিটার ছুঁই ছুঁই করছে।'

'বন্ধ করার নির্দেশ দাও!' কঠিন সুরে বললেন পিটার ভেনসম।

অল্প কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময়ের পর মাথা নাড়ল ফাইনস্টোন। 'কমপিউটর

বলছে, সী কক আটকে গেছে, ইলেকট্রনিক কমান্ডের সাহায্যে ওগুলো বন্ধ করা যাবে না।'

রবিনসন বলল, 'আমি বরং নিচে নেমে গিয়ে দেখি ওগুলো বন্ধ করা যায় কিনা। ব্যাটা রোবটকে বলো, পানি সেচতে শুরু করুক।' দু'জন সীম্যানকে নিয়ে কম্পানিয়নওয়ে ধরে ছুটল সে, এঞ্জিন রুমের দিকে যাচ্ছে।

বাকি সীম্যানের একজন পিটার ভেনসমের কাছে এসে দাঁড়াল, অবিশ্বাস ও বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে আছে চোখ দুটো, মুখের রঙ কাগজের মত সাদা। 'স্যার···আমি একটা লাশ পেয়েছি। সম্ভবত রেডিওম্যান···।'

দ্রুত কমিউনিকেশন রুমে চলে এলেন ভেনসম। রেডিও ট্রান্সমিটার প্যানেলের দিকে ঝুঁকে চেয়ারে বসে রয়েছে প্রায় আকৃতিবিহীন একটা লাশ। প্রাইড অভ ম্যানে পা দেয়ার সময় হয়তো মানুষই ছিল সে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে মানুষ বলার কোন উপায় নেই। শরীরের কোথাও কোন চুল নেই। যেখানে ঠোঁট ছিল সেখানে সবগুলো বেরিয়ে থাকা দাঁত না থাকলে ভেনসম বলতে পারতেন না আকৃতিটা সামনে তাকিয়ে আছে নাকি পিছনে। বীভৎস একটা দৃশ্য, দেখে মনে হলো ফোসকা পড়ার পর গায়ের সমস্ত চামড়া গলে গেছে, নিচের মাংসও খানিকটা পুড়ে ও খানিকটা গলে গেছে।

অথচ আশপাশে কোথাও সামান্যতম উত্তাপ বা আগুনের চিহ্নমাত্র নেই। লোকটার গায়ের কাপড় এত পরিষ্কার ও এত সুন্দর ভাঁজ করা, যেন এইমাত্র ইস্ত্রি করার পর পরেছে।

লোকটা যেন তার শরীরের ভেতরকার উত্তাপে পুড়ে গেছে।

উৎকট দুর্গন্ধে বমি পেল চীফ অফিসারের। নিজেকে সামলাতে পুরো এক মিনিট সময় নিলেন তিনি। তারপর চেয়ার সহ লাশটাকে একপাশে সরিয়ে ঝুঁকে পড়লেন রেডিওর দিকে। কয়েকবার ভুল করার পর নির্দিষ্ট সুইচটা খুঁজে পেলেন, যোগাযোগ করলেন এসটাডা নোভার ক্যাপটেন কার্নি গুনারসনের সাথে।

গুনারসন জানতে চাইলেন, 'কি দেখলে বলো, ভেনসম।'

'এখানে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে, ক্যাপটেন। শুধু একটা লাশ ছাড়া এখনও আর কাউকে দেখিনি আমরা। জাহাজটা পরিত্যক্ত। লাশটা রেডিওম্যানের। পোড়া, চেনা যায় না।'

'তারমানে কি আগুন ধরেছিল?'

'আগুনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কমপিউটারাইজড অটোমেটেড কন্ট্রোল সিস্টেমের স্ক্রীনে, ফায়ার ওয়ার্নিং লেখাটার নিচে সবুজ আলো জ্বলছে।'

'এমন কোন লক্ষণ দেখছ যাতে বোঝা যায় কি কারণে লাইফবোট নিয়ে চলে গেছে ক্রুরা?' গুনারসন জানতে চাইলেন।

'সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যায়, তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময় জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে গেছে।'

ফোন ধরা হাতের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেল, গম্ভীর হলেন ক্যাপটেন গুনারসন। 'আবার বলো।'

'সী ককগুলো খোলার পর এমনভাবে আটকানো হয়েছে যে কমপিউটর ওগুলো বন্ধ করতে পারছে না। বন্ধ করা যায় কিনা হাত দিয়ে চেষ্টা করে দেখছে রবিনসন।'

'কয়েক হাজার গাড়ি বহন করছে। ওটা একটা অক্ষত জাহাজ, কেন ওটাকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করলেন গুনারসন।

'কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। এখানে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে। রেডিও অপারেটরের লাশটা বীভৎস। তাকে যেন আগুনে ঝলসানো হয়েছে।'

'তুমি চাও আমাদের ডাক্তারকে পাঠাব?'

'পোস্ট-মর্টেম ছাড়া এখানে তার কিছু করার নেই, স্যার।'

'বুঝলাম। স্টেশনে আরও ত্রিশ মিনিট আছি, তারপর নিখোঁজ বোটগুলো সার্চ করতে বেরুব।'

'কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করেছেন, স্যার?'

'ক্রুদের কেউ বেঁচে থাকলে আমাদের স্যালভেজ ক্লেইম চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এ-কথা ভেবে অপেক্ষা করছি। তল্লাশি চালিয়ে দেখো, সত্যিই যদি জাহাজটা পরিত্যক্ত হয়, আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টরকে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দেব যে প্রাইড অভ ম্যানের দখল নিতে যাচ্ছি আমরা।'

'এঞ্জিনিয়ার রবিনসন সী কক বন্ধ করছে, পাম্প করে পানিও বের করে দেয়া হচ্ছে। পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে, কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হতে পারব আমরা।'

'যত তাড়াতাড়ি করতে পারো ততই ভাল,' গুনারসন বললেন। 'তোমরা একটা ব্রিটিশ ওশেনোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল-এর দিকে ভেসে যাচ্ছ। ওরা স্থির একটা পজিশনে রয়েছে।'

'কতদূরে?'

'প্রায় বারো কিলোমিটার।'

'তাহলে ওরা নিরাপদ দূরত্বেই আছে।'

বলার মত আর কিছু খুঁজে পেলেন না ক্যাপটেন গুনারসন। অবশেষে শুধু বললেন, 'গুড লাক, ভেনসম। আমি চাই বন্দরে নিরাপদে পৌঁছুবে তোমরা।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রেডিও থেকে মুখ তুললেন চীফ অফিসার ভেনসম, চেয়ারে বসে থাকা গলা লাশটার দিকে তাকালেন না। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি, শিরশির করে উঠল গা। পরিত্যক্ত জাহাজের মত ভৌতিক আর কিছু হয় না, ভাবলেন তিনি। ফাইনস্টোনকে নির্দেশ দিলেন, 'জাহাজের লগ খুঁজে বের করো, দেখো অনুবাদ করতে পারো কিনা।' অবশিষ্ট দুজন সীম্যানকে অটো ডেক সার্চ করতে পাঠালেন, নিজে রওনা হলেন ক্রুদের কোয়ার্টার পরীক্ষা করতে। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন একটা পোড়োবাড়ির ভেতর

হাঁটছেন।

কিছু কাপড়চোপড় এলোমেলোভাবে পড়ে আছে, সেগুলো ছাড়া বাকি সবকিছু দেখে মনে হলো ক্রুরা যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। কোথাও কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না, যেখানে যা থাকার সবই ঠিকমত আছে। ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে একটা ট্রের ওপর দুটো চায়ের কাপ রয়েছে, কিভাবে যেন ঝড়ের মধ্যেও ছিটকে পড়েনি। বিছানায় পড়ে রয়েছে একটা ইউনিফর্ম। কার্পেটে মোড়া ডেকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে পালিশ করা দু'পাটি জুতো। পরিচ্ছন্ন ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি—নাবালক তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মহিলা।

ডেস্কের নিচে কিছু একটা পড়ে ছিল, পায়ে লাগল। পিছিয়ে এসে ঝুঁকলেন ভেনসম, জিনিসটা তুলে নিলেন। একটা নাইন-মিলিমিটার পিস্তল। ট্রাউজারের ওয়েস্ট ব্যান্ডে ঢুকিয়ে রাখলেন তিনি।

সার্চ শেষ করে ব্রিজে ফিরে এলেন ভেনসম। চার্টরুমে বসে রয়েছে ফাইনস্টোন, পা দুটো ছোট একটা কেবিনেটে তুলে দিয়ে জাহাজের লগ পড়ছে। 'পেয়েছ তাহলে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'খোলা একটা ব্রীফকেসে,' লগের প্রথম দিক থেকে পড়তে শুরু করল ফাইনস্টোন। 'প্রাইড অব ম্যান, সাতশো ফুট, ১৬ মার্চ ১৯৮৮-তে ডেলিভারি। শিম্বুনাকা স্টীমশিপ কোম্পানী লিমিটেড-এর জাহাজ, হেড অফিস কোবে। চলতি ভয়েজে আমরা সাত হাজার দুশো অষ্টাশিটা মাওমিৎশু অটোমোবাইল বহন করে সান ফ্রান্সিসকোয় নিয়ে যাচ্ছি।'

'ক্রুরা জাহাজ ছেড়ে চলে গেল কেন, কোন সূত্র পেয়েছ?' জানতে চাইলেন ভেনসম।

মাথা নাড়ল ফাইনস্টোন। 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, বিদ্রোহ—কিছুই বলা হয়নি। ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নেই। শেষ এন্ট্রিটা একটু অদ্ভুত।'

'পড়ো।'

নিজে আরেকবার পড়ে নিল ফাইনস্টোন, অনুবাদে যাতে ভুল না হয়। তারপর বলল, 'আমি যতটুকু অর্থ করতে পারছি—"আবহাওয়ার অবস্থা খারাপের দিকে। ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়ছে। ক্রুরা অজ্ঞাত রোগে ভুগছে। ক্যাপটেন সহ সবাই অসুস্থ। সন্দেহ করা হচ্ছে ফুড পয়জনিং। আমাদের প্যাসেঞ্জার, মি. কিয়োশি, কোম্পানী ডিরেক্টরদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, উন্মাদের মত আচরণ করছেন। তাঁর বক্তব্য, জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত আমাদের, জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়া দরকার। ক্যাপটেন বলছেন, মি. কিয়োশি নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছেন; নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে যেন তাঁর কোয়ার্টারে আটকে রাখা হয়।" এ থেকে আমি তো কিছুই বুঝলাম না, স্যার।'

ভাবলেশহীন চেহারা, ভেনসম জানতে চাইলেন, 'ব্যস, আর কিছু নেই?'

'না, স্যার, আর কিছু নেই।'

'তারিখ?'
'পয়লা অক্টোবর।'
'তারমানে দু'দিন আগের ঘটনা।'
মাথা ঝাঁকাল ফাইনস্টোন, অন্যমনস্ক। 'এরপরই বোধহয় জাহাজ ছেড়ে চলে যায় ওরা। আশ্চর্য, লগটাও ওরা সাথে করে নিয়ে যায়নি!'
শান্ত পায়ে কমিউনিকেশন রুমের দিকে এগোলেন ভেনসম, গভীরভাবে চিন্তা করছেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, নিজেকে স্থির রাখার জন্যে হাত বাড়িয়ে দরজার চৌকাঠটা ধরে ফেললেন। পুরো ঘরটা তাঁর চোখের সামনে মনে হলো যেন দুলছে। বমি বমি একটা ভাবও অনুভব করলেন। গলা বেয়ে তরল পদার্থ উঠে আসছে, বুঝতে পেরে ঢোক গিলে নিচে পাঠিয়ে দিলেন সেটাকে। হামলাটা হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল।
এলোমেলো পা ফেলে রেডিওর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, এসটাডা নোভার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। 'দিস ইজ ফার্স্ট অফিসার ভেনসম কলিং ক্যাপটেন গুনারসন। ওভার।'
'বলো, ভেনসম,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন গুনারসন। 'কি খবর?'
'সার্চ করার দরকার নেই, তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে। প্রাইড অভ ম্যানের লগে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় পুরোপুরি শুরু হবার আগেই জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে ক্রুরা। চলে গেছে দু'দিন আগে। ইতিমধ্যে বাতাস তাদেরকে দুশো কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'
'যদি তারা বেঁচে থাকে?'
'সম্ভাবনা কম।'
'ঠিক আছে, ভেনসম। তোমার সাথে আমি একমত, আমরা সার্চ করলে কোন লাভ নেই। আমাদের যতটুকু করার করেছি আমরা। ইতিমধ্যে আমি মিডওয়ে আর হাওয়াই-এর আমেরিকান সী রেসকিউ ইউনিটগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছি, আশপাশে যারা আছে তাদেরকেও। তোমরা সচল হলে আমরাও সান ফ্রান্সিসকোর কোর্স ধরব।'
'ঠিক আছে,' ভেনসম বললেন। 'রবিনসন কতটুকু কি করতে পারল দেখার জন্যে আমি এখন এঞ্জিন রুমে যাচ্ছি।'
যোগাযোগ কেটে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাবেন তিনি, জাহাজের একটা ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ভেনসম বললেন, 'ব্রিজ।'
'মি. ভেনসম,' দুর্বল একটা গলা ভেসে এল।
'হ্যাঁ, কি হয়েছে?'
'সীম্যান হাফটনসন, স্যার। আপনি এখুনি একবার সি কার্গো ডেকে আসতে পারবেন? এখানে আমি একটা জিনিস পেয়েছি…।'
হঠাৎ থেমে গেল হাফটনসনের গলা। সে বমি করছে, শুনতে পেলেন ভেনসম। 'হাফটনসন, তুমি অসুস্থ?'
'প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন, স্যার!' তারপরই যোগাযোগ কেটে গেল।

ফাইনস্টোনের দিকে ফিরে চিৎকার করলেন ভেনসম, 'এঞ্জিন রূমের সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোন্ বোতামটায় চাপ দেব?'

ফাইনস্টোন কথা বলল না। চার্টরূমে ফিরে এলেন ভেনসম। আগের মতই চেয়ারে বসে রয়েছে ফাইনস্টোন, তার মুখ মরার মত ফ্যাকাসে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। মুখ তুলে তাকাল সে, কথাও বলল, প্রতিবার দম নেয়ার সময় বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। 'চার নম্বর বোতামটা···এঞ্জিন রূমে··· ।'

'কি হয়েছে তোমার?' ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইলেন ভেনসম।

'জানি না···আমি···আমার খারাপ লাগছে···ভয়ানক অসুস্থ বোধ করছি···বমি করেছি দু'বার··· ।'

'শান্ত হও,' ধমক দিলেন ভেনসম। 'সবাইকে ডাকছি আমি। এটা একটা ডেথ শিপ, নেমে যাব আমরা।' ছোঁ দিয়ে ফোন তুলে যোগাযোগ করলেন এঞ্জিন রূমের সাথে। কিন্তু এঞ্জিন রূম থেকে কেউ সাড়া দিল না। ভয়ে কুঁকড়ে গেল তাঁর মন। অজানা একটা ভয়, তাদের ওপর হামলা করছে। তাঁর মনে হলো গোটা জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর একটা তীব্র গন্ধ।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেন ভেনসম। বাল্কহেডে বসানো একটা ডেক ডায়াগ্রাম-এর ওপর চোখ বুলালেন। পরমুহূর্তে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নামতে শুরু করলেন, প্রতিবারে ছ'টা করে ধাপ টপকে। প্রকাণ্ড হোল্ডগুলোর দিকে ছুটতে চাইছেন তিনি, যেখানে গাড়িগুলো আছে, কিন্তু বমির একটা ভাব তাঁর পেটের পেশীগুলোকে কঠিন করে তুলল। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করলেন তিনি, দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে এগোচ্ছেন, যেন একটা বদ্ধ মাতাল।

অবশেষে হোঁচট খেতে খেতে সি কার্গো ডেকের দোরগোড়ায় পৌঁছুলেন তিনি। বহুরঙা অটোমোবাইলের একটা সাগর যেন, সামনে ও পিছন দিকে একশো মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিস্ময়করই বলতে হবে, এত বড় একটা ঝড়ের মধ্যে পড়েও গাড়িগুলো স্থানচ্যুত হয়নি।

হাফটনসন-এর নাম ধরে চিৎকার করলেন ভেনসম, ইস্পাতের বাল্কহেডে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। কোন জবাব পেলেন না। তারপর ব্যাপারটা দেখতে পেলেন তিনি।

একটা গাড়ির হুড তোলা।

দীর্ঘ সারির মাঝখান দিয়ে টলতে টলতে এগোলেন ভেনসম। দু'পাশের গাড়ির দরজায় ও ফেন্ডারে ধাক্কা খাচ্ছেন, বেরিয়ে থাকা বাম্পারে লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে হাঁটুর চামড়া। হুড খোলা গাড়িটার কাছাকাছি এসে চিৎকার করলেন আবার, 'এখানে কেউ আছ?'

এবার তিনি অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাড়াতাড়ি এগোলেন তিনি, পৌঁছে গেলেন গাড়িটার কাছে। একটা টায়ারের পাশে হাফটনসনকে পড়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে।

ভেজা ঘামে ভরে গেছে হাফটনসনের মুখ। রক্ত মেশানো ফেনা বেরুচ্ছে

মুখের ভেতর থেকে। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু দৃষ্টি নেই। চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ফলে হাত দুটো হয়ে উঠেছে লাল। দেখে মনে হলো চীফ অফিসারের চোখের সামনে গলে যাচ্ছে সে।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে স্থির হবার চেষ্টা করলেন ভেনসম, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছেন তিনি। অসহায় বোধ করছেন, হতাশায় মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরলেন। হাত দুটো যখন শরীরের দুপাশে নামিয়ে আনছেন, দেখলেন আঙুলে পেঁচিয়ে রয়েছে মাথার চুল। 'ঈশ্বর, আমরা এভাবে মারা যাচ্ছি কেন?' ফুঁপিয়ে উঠে জানতে চাইলেন, ফিসফিস করে। হাফটনসনের চেহারায় নিজের মৃত্যু দেখতে পেলেন তিনি। 'কিসে মারা যাচ্ছি আমরা?'

তিন

ব্লু বার্ড ব্রিটিশদের একটা ওশেনোগ্রাফিক জলযান। ওটার বিরাট ক্রেন থেকে ঝুলছে ডীপ-সী সাবমারসিবল গ্রীন ডলফিন। সাগর এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে, কাজেই পাঁচ হাজার দুশো মিটার পানির নিচে, সাগরের তলায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাবার জন্যে সাবমারসিবলকে এবার নামানো যেতে পারে।

সাবমারসিবলটা নতুন। অত্যাধুনিক ডিজাইন, তৈরি করেছে একটা ব্রিটিশ অ্যারোস্পেস কোম্পানী। মেনডোসিনো ফ্র্যাকচার যোন সার্ভে করার জন্যে এই প্রথম ওটাকে সাগরের তলায় পাঠানো হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝেতে বিশাল একটা ফাটল আছে, নর্থ ক্যারোলিনা উপকূল থেকে জাপানের দিকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই ফাটলটারই নাম মেনডোসিনো।

অন্যান্য অ্যারোডাইনামিক সাবমারসিবলের ভেতরে চুরুট আকৃতির খোল থাকে, নিচে জোড়া লাগানো থাকে পেট ফোলা পড, কিন্তু গ্রীন ডলফিনে রয়েছে ট্রান্সপারেন্ট টাইটেনিয়াম ও পলিমার দিয়ে তৈরি চারটে গম্বুজ, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে গোলাকৃতি টানেল। একটা গম্বুজ জটিল ক্যামেরা ইকুইপমেন্টে ঠাসা, আরেকটায় রয়েছে এয়ার ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ও ব্যাটারি। তৃতীয় গম্বুজে ভরা হয়েছে অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট ও ইলেকট্রিক মটর। চার নম্বর গম্বুজটা সবচেয়ে বড়, বাকি তিনটের ওপরে বসে আছে, ক্রুরা সবাই এটাতেই থাকে। এই চার নম্বর থেকেই পরিচালিত হয় গ্রীন ডলফিন।

দুনিয়ার গভীরতম সাগরতলে পানির চাপ অত্যন্ত বেশি, সে চাপ সহ্য করার মত করেই তৈরি করা হয়েছে গ্রীন ডলফিনকে। ওটার সাপোর্ট সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে একজন ক্রু আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারবে। অন্ধকার ও ভেজা অতল পাতালে আট নট গতিতে ছুটতে পারে ওটা।

ক্লোভার পেনিংটন গ্রীন ডলফিনের চীফ এঞ্জিনিয়ার ও পাইলট। সব কিছু চেক করে দেখার পর ফর্মে সই করলেন তিনি। পঞ্চাশ বছর বয়েস, টাক ঢাকার জন্যে কাঁচা-পাকা চুলগুলো আড়াআড়ি ভাবে আঁচড়ানো। লালচে মুখ, প্রায় খয়েরি চোখ। গ্রীন ডলফিনের ডিজাইন তৈরিতে সাহায্য করেছেন, ওটাকে এখন ব্যক্তিগত ইয়ট হিসেবে দেখেন তিনি। সাগরের তলায় খুব ঠাণ্ডা লাগবে, ভারী একটা উলেন সোয়েটার পরে নিলেন, পায়ে গলালেন একজোড়া নরম ফার দিয়ে কিনারা মোড়া মোকাসিন। বোর্ডিং টানেল থেকে নিচে নেমে বন্ধ করে দিলেন হ্যাচটা। এরপর চলে এলেন কন্ট্রোল গম্বুজে, বোতাম টিপে চালু করলেন কমপিউটরাইজড লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম। জিওলজিস্ট ড. মার্টিন করবেট এরই মধ্যে নিজের সীটে বসে একটা বটম সোনার পেনিট্রেটিং ইউনিট অ্যাডজাস্ট করছেন। 'রেডি হোয়েন ইউ আর,' ক্লোভার পেনিংটনকে বললেন তিনি।

গম্বুজের ডানে খালি সীটের দিকে তাকালেন ক্লোভার পেনিংটন। 'আমি ভেবেছিলাম সিলভিয়া চলে এসেছে।'

'এসেছে,' বললেন মার্টিন করবেট। 'ক্যামেরা রুমে, ভিডিও সিস্টেম চেক করে দেখছে।'

ঝুঁকে টানেলের ভেতর তাকালেন পেনিংটন, ভেতরের গম্বুজে মোজা পরা একজোড়া মেয়েলি পা দেখতে পেলেন শুধু। বললেন, 'সিলভিয়া, আমরা তৈরি।'

মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'আর এক সেকেন্ড, আমার হয়ে এসেছে।'

নিজের কন্ট্রোল প্যানেলের নিচে পা দুটো লম্বা করে দিলেন পেনিংটন, এই সময় কন্ট্রোল গম্বুজে ফিরে এল সিলভিয়া ফক্স। মেঝের দিকে মাথা ঝুলিয়ে অনেকক্ষণ কাজ করেছে সে, ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে আছে। তার রূপকে আগুন বলা যাবে না, তবে সুন্দরী বটে। সরল একরাশ সোনালি চুল মুখের চারপাশে ফুলে আছে, বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে সরাতে হয়। রোগা-পাতলা গড়ন, মেয়ে অনুপাতে কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া। ক্রুরা তার নিতম্ব ও স্তন সম্পর্কে শুধু কল্পনা করতে পারে, কারণ ওগুলোর আকার-আকৃতি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই—ঢোলা সোয়েটার ও ঢোলা স্কার্ট পরে সিলভিয়া, নিজের শারীরিক সম্পদ আড়াল করে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক সে। তবে, মাঝে মধ্যে যখন সে হাই তোলে বা আড়মোড়া ভাঙে, বুকটা নিরেট ও ভরাট কিছু একটার আভাস দেয়।

বয়স ছাব্বিশ, যদিও দেখে আরও অনেক কম মনে হয়। এক সময় ক্যালিফোর্নিয়া সৈকতে সোনালি মেয়ে বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল সে, মডেল হিসেবে তার সাফল্য রীতিমত ঈর্ষা করার মত। তখনই সৌখিন ফটোগ্রাফারদের দলে নাম লেখায়। লেখাপড়া শেষ করার পর একদল মেরিন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরুল, পানির তলায় এমন সব জায়গার ছবি তুলবে যেখানে আগে কখনও কোন ক্যামেরা পৌঁছায়নি। ফটোগ্রাফার

হিসেবে গ্রীন ডলফিনে তার উপস্থিতি আসলে একটা কাভার।

গম্বুজের ডানদিকের সীটটায় বসল সে, সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন পেনিংটন। ক্রেন অপারেটর ধীরে ধীরে পানিতে নামিয়ে দিল সাবমারসিবলকে।

ঢেউগুলো এখন এক কি দেড় মিটার উঁচু। একটা ঢেউয়ের মাথায় নেমে নিচের দিকে কাত হয়ে পড়ল গ্রীন ডলফিন। লিফট কেবল ইলেকট্রনিক সঙ্কেতের সাহায্যে রিলিজ করা হল। শেষবারের মত বাইরে থেকে সাবমারসিবলকে চেক করল কয়েকজন ডাইভার।

পাঁচ মিনিট পর ডিক হপার, সারফেস কন্ট্রোলার, পেনিংটনকে রিপোর্ট করলেন, পানির নিচে এখন নেমে যেতে পারে গ্রীন ডলফিন। ভরা হলো ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক, পানির ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাবমারসিবল। শুরু হলো অভিযান।

অত্যাধুনিক হলেও, পুরানো ও প্রচলিত পদ্ধতিতেই নিচে নামতে হয় গ্রীন ডলফিনকে—ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক পানিতে ভরে। ওঠার সময় বিভিন্ন আকারের ভারী লোহা পানিতে ফেলে দেয়া হয়। অস্বাভাবিক গভীরতায় পানির চাপ এত বেশি যে চলতি পাম্প টেকনলজি কোন কাজে আসবে না।

তরল জগতে দীর্ঘ পতন, সম্মোহনতুল্য একটা ঘোরের ভাব এনে দেয় সিলভিয়ার মনে। সারফেসে ছড়িয়ে থাকা আলোয় প্রথমদিকে সব ক'টা রঙই দেখতে পাওয়া যায়, তারপর এক এক করে বিদায় নেয় ওগুলো, থাকে শুধু নিখাদ কালো।

গম্বুজের সামনে প্রত্যেকের আলাদা কন্ট্রোল কনসোল ছাড়াও, গম্বুজের বাইরের দৃশ্য একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত দেখার জন্যে স্বচ্ছ পলিমার ও টাইটেনিয়াম মোড়া একটা জানালা রয়েছে। কালো পানিতে মাঝে মধ্যে দু'একটা আলোকিত মাছ দেখা যাচ্ছে, যদিও সেদিকে কোন খেয়াল নেই ড. মার্টিন করবেটের। সাগরের তলায় কি দেখতে পাবেন, সেটাই তাঁর একমাত্র চিন্তা। পেনিংটন গভীরতা ও লাইফ-সাপোর্ট ইন্সট্রুমেন্ট মনিটর করছেন। চাপ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, সেই সঙ্গে কমে যাচ্ছে তাপমাত্রা।

জরুরী অবস্থার জন্যে ব্লু বার্ডে দ্বিতীয় কোন সাবমারসিবল নেই। সাগরের তলায় অনেক রকম বিপদই ঘটতে পারে। গ্রীন ডলফিন পাথরের ফাটলে আটকা পড়তে পারে, যন্ত্রপাতিতে ত্রুটি দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে পানির ওপর উঠে আসতে পারবে না ওরা। এরকম কোন বিপদে পড়লে বাঁচার একমাত্র উপায় কন্ট্রোল গম্বুজটাকে ছাড়িয়ে আলাদা করে নেয়া, বিরাট একটা বুদ্বুদের মত ওপরে ভেসে উঠবে সেটা। তবে পদ্ধতিটা জটিল, হাই-প্রেশার কন্ডিশনে কখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। পদ্ধতিটা যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয়, উদ্ধার পাবার কোনই আশা নেই, অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে সবাই।

ঈলের মত লম্বা একটা আলোকিত মাছ দেখে ভিডিও ক্যামেরা চালু করল সিলভিয়া। 'ভাবতে পারেন, বিশ ফুট লম্বা ওটা!' খানিক পর বোতাম টিপে

বাইরের আলো জ্বালল সে, পালিয়ে গেল কালো অন্ধকার, তার জায়গায় সবুজ একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল পানিতে। গ্রীন ডলফিনের বাইরে গভীর সাগর সম্পূর্ণ খালি, প্রাণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ব্যাটারির শক্তি বাঁচানোর জন্যে আলোটা নিভিয়ে দিল সিলভিয়া।

গম্বুজের ভেতর ঠাণ্ডা লাগছে ওদের। হাতের রোম খাড়া হচ্ছে, দেখতে পেল সিলভিয়া। দু'হাতে কাঁধ আঁকড়ে ধরে শীতে কেঁপে ওঠার একটা ভঙ্গি করল সে। সংকেতটা বুঝতে পেরে ছোট একটা হিটিং সিস্টেম চালু করলেন পেনিংটন, যদিও তীব্র শীত তাড়াবার জন্যে যথেষ্ট নয় ওটা।

সাগরের তলায় পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগবে ওদের। যে যার কাজে ব্যস্ত না থাকলে সময়টা কাটানো কঠিন হত। সোনার মনিটর ও ইকো সাউন্ডারের দিকে তাকিয়ে আছেন পেনিংটন, একটা চোখ রেখেছেন ইলেকট্রিক্যাল ও অক্সিজেন-লেভেল গজ-এর ওপর। তলায় পৌঁছুবার পর কিভাবে অনুসন্ধান চালাবেন, তার একটা নকশা তৈরি করছেন ড. মার্টিন করবেট। সিলভিয়া নিজের ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত।

ব্লু বার্ড থেকে ডিক হপার, সারফেস কন্ট্রোলারের গলা ভেসে এল আন্ডারওয়াটার আকুসটিকস টেলিফোনে, ভৌতিক লাগল ওদের কানে। 'দশ মিনিটের মধ্যে তলায় পৌঁছে যাবেন আপনারা,' বললেন তিনি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন পেনিংটন। 'সোনার তাই বলছে।'

কাজ থেকে মুখ তুলে সোনার স্ক্রীনে তাকাল সিলভিয়া, তাকালেন করবেটও। স্ক্রীন থেকে পানির দিকে, তারপর আবার স্ক্রীনের দিকে চোখ ফেরালেন পেনিংটন। সোনার ও কমপিউটরের ওপর বিশ্বাস আছে তাঁর, তবে নিজের চোখের চেয়ে বেশি নয়।

'সাবধান হোন,' সতর্ক করে দিলেন ডিক হপার। 'একটা ক্যানিয়ন ওয়াল-এর পাশে নামছেন আপনারা।'

'দেখতে পেয়েছি,' জানালেন পেনিংটন। 'পাঁচিলটা চওড়া একটা উপত্যকার দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে।' হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন, খালি হয়ে গেল একটা ব্যালাস্ট, ওদের নামার গতি খানিকটা কমল। তলা থেকে ত্রিশ মিটার ওপরে রয়েছে, আরেকটা ব্যালাস্ট খালি করা হলো। প্রায় স্থির হয়ে গেল সাবমারসিবল।

সাগরের তলা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো চোখের সামনে। ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো একটা ঢাল। যতদূর দৃষ্টি চলে ভাঁজ করা, মোচড় খাওয়া অদ্ভুত আকৃতির পাথর আর পাথর। 'আমরা একটা লাভা প্রবাহের পাশে নামছি,' বললেন পেনিংটন। 'কিনারাটা প্রায় মাইল-খানেক সামনে। তারপর তিনশো ফুট নেমে গেছে পাঁচিলের গা, নিচে উপত্যকার মেঝে।'

'আই কপি,' জবাব দিলেন ডিক হপার।

'পোকার মত দেখতে, ওই পাথরগুলো কি?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'পিলো লাভা,' জবাব দিলেন ড. করবেট। 'ওগুলো তৈরি হয়েছে জ্বলন্ত লাভা যখন ঠাণ্ডা সাগরে বেরিয়ে আসে। আউটার সেল ঠাণ্ডা হয়ে যায়,

আকৃতি পায় টিউবের মত, ভেতরে সচল থাকে তরল লাভা।'

অলটিচ্যুড পজিশনিং সিস্টেম চালু করলেন পেনিংটন, ফলে ঢালের মেঝে থেকে চার মিটার ওপরে থাকবে সাবমারসিবল। উঁচু-নিচু মালভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ওরা।

'গেট রেডি,' বললেন পেনিংটন। 'আমরা নিচে নামছি।'

কয়েক সেকেন্ড পর সাগরের তলা অদৃশ্য হলো, আবার সামনে দেখা গেল কালো অন্ধকার, নিচের দিকে নাক নামিয়ে আবার শুরু হলো গ্রীন ডলফিনের পতন, গিরিখাদের খাড়া পাঁচিল থেকে চার মিটার দূরত্ব বজায় রেখে।

আন্ডারওয়াটার ফোন থেকে ডিক হপারের গলা ভেসে এল। 'আপনাদেরকে আমি পাঁচ-তিন-ছয়-শূন্য মিটারে পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আমার লেখাও তাই বলছে,' জবাব দিলেন পেনিংটন।

'আপনারা যেখানে নামছেন, এই উপত্যকার মেঝেতেই রয়েছে ফ্র্যাকচার জোন,' জানালেন ডিক হপার।

'বোধহয়,' বিড়বিড় করলেন পেনিংটন, কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। গ্রীন ডলফিনের নিচটা স্ক্রীনে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

বারো মিনিট পর সামনে সমতল একটা মেঝে দেখা গেল। এতক্ষণে সিধে হলো সাব। গম্বুজের চারদিকে গভীর তলদেশের পদার্থ ঘুরপাক খাচ্ছে, হালকা স্রোতে তুষার কণার মত দেখতে লাগল। আলো একটা গোলাকার বৃত্ত সৃষ্টি করেছে, ছোট ঢেউ খেলানো বালি দেখা গেল সামনে। বালির বিস্তৃতিটুকু খালি নয়; হাজার হাজার গোল জিনিস, কামানের গোলার মত, সাগরের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে।

'ম্যাঙ্গানিজ নডিউল,' ব্যাখ্যা করলেন ড. করবেট, যেন ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। 'কিভাবে ওগুলো তৈরি হলো কেউ তা সঠিকভাবে বলতে পারে না, তবে সন্দেহ করা হয় যে হাঙরের দাঁত ও তিমির কানের হাড়ই নাকি দায়ী।'

'ওগুলোর কোন দাম আছে?' জানতে চাইল সিলভিয়া, ক্যামেরা চালু করল।

'ম্যাঙ্গানিজ ছাড়াও ওগুলোতে কিছুটা করে কোবাল্ট, কপার, নিকেল আর জিঙ্ক আছে। আমার ধারণা, ফ্র্যাকচার জোনের কয়েকশো মাইল জুড়ে পড়ে আছে ওগুলো। এক বর্গ কিলোমিটারে যতগুলো আছে, আমার হিসেবে তার দাম হবে আট মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

'যদি আপনি ওগুলো তুলতে পারেন, সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার ওপরে,' মন্তব্য করলেন পেনিংটন।

নডিউল ছড়ানো বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে গ্রীন ডলফিন, কোন দিকে যেতে হবে সে-ব্যাপারে পেনিংটনকে পরামর্শ দিচ্ছেন ড. করবেট। হঠাৎ ওদের পোর্টসাইডে কি যেন একটা চকচক করে উঠল। জিনিসটার দিকে তাড়াতাড়ি সাবমারসিবলকে কাত করলেন পেনিংটন।

'কি দেখছেন?' জানতে চাইলেন ড. করবেট, নিজের ইন্স্ট্রুমেন্ট থেকে

মুখ তুলে।

নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল সিলভিয়া। 'একটা বল!' তার গলায় অবিশ্বাস ও বিস্ময়। 'প্রকাণ্ড একটা মেটাল বল, সাথে অদ্ভুত টাইপের গোঁজ রয়েছে। আমার ধারণা, দশ ফুট ডায়ামিটারের কম হবে না!'

পেনিংটন মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয়ই কোন জাহাজ থেকে পড়েছে।'

'খুব বেশিদিন আগেও নয়, কারণ কোথাও মরচে ধরেনি এখনও,' বললেন ড. করবেট।

তারপর হঠাৎ করেই সাদা বালির চওড়া একটা বিস্তৃতি দেখতে পেলেন ওঁরা, কোথাও একটা নডিউল নেই। দেখে মনে হলো যেন বিরাট একটা ভ্যাকুম ক্লিনার মাঠের মাঝখানটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

'সোজা ও সরল একটা কিনারা!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন ড. করবেট। 'সাগরের তলায় এত লম্বা সোজা ও সরল কিনারা থাকতেই পারে না!'

সিলভিয়ার চোখেও পলক পড়ছে না। 'এত নিখুঁত, এত পরিচ্ছন্ন, এ মানুষের তৈরি না হয়েই যায় না।'

মাথা নাড়লেন পেনিংটন। 'অসম্ভব, এই গভীরতায় সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোন এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সাগরের তলায় মাইনিং অপারেশন চালাবার ক্ষমতা রাখে না।'

'এমন কোন জিওলজিক্যাল ডিসটার্ব্যান্স-এর কথাও কখনও শুনিনি যার ফলে সীবেডে এরকম একটা চমৎকার রাস্তা তৈরি সম্ভব,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ড. করবেট।

পেনিংটন জানতে চাইলেন, 'কি ধরনের ইকুইপমেন্ট সাগরের তলা ঝাড়ু দিতে পারে?'

'দানব আকৃতির একটা হাইড্রলিক ড্রেজ, পাইপের মধ্যে টেনে নিয়ে সারফেসে ভেসে থাকা একটা বার্জে খালি করবে নডিউলগুলো,' বললেন ড. করবেট। 'কয়েক বছর আগেই ধারণাটা বাতিল হয়ে গেছে।'

'যেমন মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারটাও বাতিল হয়ে গেছে, ওখানে পাঠানোর মত রকেট এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। দানব আকৃতির কোন ড্রেজও আমরা তৈরি করতে পারিনি।'

ড. করবেটের দিকে তাকাল সিলভিয়া। 'কোন ধারণা দিতে পারেন, ব্যাপারটা কবে ঘটেছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. করবেট। 'হয়তো গতকাল, হয়তো কয়েক বছর আগে।'

'কিন্তু কে তাহলে?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল সিলভিয়া। 'এ-ধরনের একটা টেকনলজি আবিষ্কার হয়ে থাকলে, কেউ কৃতিত্ব দাবি করেনি কেন?'

সাথে সাথে ওঁরা কেউ কিছু বললেন না। আবিষ্কারটা ওঁদের প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড এক আঘাত হেনেছে। চওড়া, পরিচ্ছন্ন বালির বিস্তৃতির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন, অজানা একটা ভয়ে শিরশির করেছে গা।

অবশেষে কথা বলে উঠলেন পেনিংটন, মনে হলো তাঁর কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে ভেসে এল। 'তারা যে-ই হোক, এ-দুনিয়ার কেউ নয়। অন্তত মানুষ নয়।'

চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক, নিজের হাত দুটোয় ফোসকা পড়তে দেখছেন পিটার ভেনসম। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত ও আকস্মিক পেট-ব্যথায় আধ পাগলা হয়ে উঠলেন তিনি, শরীরের কাঁপুনি থামাতে পারছেন না। সামনের দিকে ঝুঁকে বমি করলেন, হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন। চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাঁর হার্টবিট হঠাৎ করে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

সাংঘাতিক দুর্বল লাগছে, কমিউনিকেশন রুমে গিয়ে ক্যাপটেন কার্নি গুনারসনকে সাবধান করা সম্ভব নয়। গুনারসন সিগন্যাল পাঠিয়ে কোন সাড়া না পেলে কি ঘটেছে দেখার জন্যে আরও একটা বোর্ডিং পার্টি পাঠাবেন প্রাইড অভ ম্যানে। অহেতুক আরও কিছু লোক মারা যাবে।

ইতিমধ্যে ঘামে ভিজে গেছেন পিটার ভেনসম। হুড তোলা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, অদ্ভুত এক ঘৃণায় চকচক করছে তাঁর চোখ দুটো। অসাড় একটা ভাব গ্রাস করে ফেলেছে তাঁকে, তাঁর বিপর্যস্ত মন ইস্পাত, লেদার আর চামড়ার ভেতর অবর্ণনীয় একটা অশুভ কিছু দেখতে পেল।

যেন আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে, নিষ্প্রাণ গাড়িটার ওপর হিংস্র হয়ে উঠলেন ভেনসম, ক্যাপটেনের কোয়ার্টার থেকে পাওয়া পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ড থেকে বের করে গাড়ির সামনের দিকটায় একের পর এক গুলি করলেন তিনি।

দু'কিলোমিটার পুব দিকে রয়েছে এসটাডা নোভা, ব্রিজে দাঁড়িয়ে প্রাইড অভ ম্যানের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন কার্নি গুনারসন, চোখে বিনকিউলার, এই সময় বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব হারাল জাপানী জাহাজটা। চোখের পলক পড়ল না, গোটা জাহাজটা যেন বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

দানবীয় আকৃতির একটা আগুনে বল লাফ দিয়ে উঠল, সেটার নীল উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়েও গাঢ়। এক পলকেই চার কিলোমিটার জুড়ে বিস্ফোরিত হলো উত্তপ্ত সাদা গ্যাস। আকাশে জন্ম নিল একটা হেমিস্ফেরিক কনডেনসেশন ক্লাউড, ছড়িয়ে পড়ল বিশাল ছাতার আকৃতি নিয়ে।

সাগরের গা তিনশো মিটার জুড়ে ডেবে গেল গভীর একটা গামলার মত। তারপর কয়েক মিলিয়ন টন পানি সহ আকাশের দিকে খাড়া হলো একটা থাম, থামের গা থেকে কয়েক হাজার পানির মোটা ধারা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল, একেকটা এসটাডা নোভার চেয়েও বড় আকারে।

আগুনে বলটা থেকে ছুটল শক ওয়েভ, শনিকে ঘিরে থাকা রিঙের মত, দ্রুত বড় হচ্ছে আকারে, প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ কিলোমিটার গতিতে। এসটাডা নোভায় আঘাত করল শক ওয়েভ—থেঁতলে, মুচড়ে, দলা পাকিয়ে আকৃতিহীন

করে দিল জাহাজটাকে।

ক্যাপটেন কার্নি গুনারসন খোলা ব্রিজ উইং-এ দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধ্বংসকাণ্ডটা দেখেননি। তাঁর চোখ ও মস্তিষ্ক ঘটনাটা রেকর্ড করার সময় পায়নি। থারমল রেডিয়েশনে এক মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে কার্বনে পরিণত হয়েছেন তিনি। তাঁর গোটা জাহাজ পানি থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল, ছিটকে পড়ল একধারে। প্রাইড অব ম্যানের ইস্পাত ও ধুলো তরল বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল এসটাডা নোভার বিধ্বস্ত ডেকে। ফাটল ধরা খোল থেকে বেরিয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা, গ্রাস করে ফেলল ভাঙাচোরা জাহাজটাকে। তারপর ভেতর দিকে বিস্ফোরণ ঘটল। কার্গো ডেকের কন্টেইনারগুলো চারদিকে ছুটে গেল ঝড়ের মুখে পড়া গাছের পাতার মত।

যন্ত্রণাকাতর, কর্কশ চিৎকার দেয়ার সময়টুকুও পাওয়া গেল না। যারা ডেকে ছিল, দেশলাইয়ের কাঠির মত জ্বলে উঠল দপ করে, চড়চড় আওয়াজ তুলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হাড়, পরমুহূর্তে উবে গেল কর্পূরের মত। দুশো পঞ্চাশ জন প্যাসেঞ্জার ও ক্রু, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল।

প্রাইড অভ ম্যান বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল ব্যাপারটা। আগুনে বলের ওপর ফুলকপি আকৃতির যে মেঘটা জমেছিল, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল সেটা, সাধারণ মেঘের সাথে মিশে যাওয়ায় আলাদাভাবে চেনা গেল না। ধীরে ধীরে শান্ত হলো আলোড়িত পানি, ঢেউ বাদ দিলে সাগরের ওপরটা এখন আগের মতই মসৃণ। বারো মাইল দূরে এখনও ভেসে রয়েছে ব্লু বার্ড। সার্ভে শিপে যখন আঘাত হানল, শক ওয়েভের অবিশ্বাস্য চাপ তখনও শক্তি হারাতে শুরু করেনি। ব্লু বার্ডের সুপারস্ট্রাকচার উপড়ে নিল ওটা, বাইরে থেকে ভেতরের বাল্কহেডগুলো দেখা যাচ্ছে। উপড়ে পানিতে পড়ল চিমনি, ফুটন্ত পানির সাথে ঘুরছে সেটা। চোখের পলক পড়ল না, অদৃশ্য হলো ব্রিজ, সাগরে ছড়িয়ে পড়ল ইস্পাত ও মাংস কণা।

ব্লু বার্ডের মাস্তুল কাত হয়ে ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে বড় ক্রেনটা, যেটার সাহায্যে গ্রীন ডলফিনকে পানির ওপর তোলা হয়। খোলের প্লেটগুলো ভেঙে ঢুকে পড়েছে জাহাজের ফ্রেম ও লংগিচ্যুডাইনাল বীমগুলোর মাঝখানে। এসটাডা নোভার মতই, ব্লু বার্ডকে চেনা যায় না, আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে। কালো, তেলতেলে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে বিধ্বস্ত পোর্ট সাইড থেকে। যারা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, উত্তাপে পুড়ে গেছে সবাই। ডেকের নিচে এমন কেউ নেই যে আহত হয়নি।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে একটা বাল্কহেডের গায়ে ছিটকে পড়লেন ডিক হপার, বাল্কহেড থেকে ফুটবলের মত ড্রপ খেয়ে ফিরে এলেন মেঝেতে। বাতাসের তীব্র অভাবে দম আটকে মারা যাচ্ছেন তিনি। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন সিলিঙে সদ্য তৈরি একটা গর্তের দিকে।

গর্তের ভেতর দিয়ে ব্রিজ আর চার্টরূম দেখতে পেলেন তিনি। ভেতরে কেউ নেই, কিছু নেই, ছাল-চামড়া পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। হুইলহাউস পরিণত হয়েছে পোড়া আর হাড্ডি ভাঙা মানুষের একটা স্তূপে, গর্তের কিনার

থেকে নিচের কমপার্টমেন্টে ঝর ঝর করে নেমে আসছে তাদের রক্ত।

কাত হবার চেষ্টা করলেন ডিক হপার, সাথে সাথে গুঙিয়ে উঠলেন তীব্র ব্যথায়। তিনটে হাড় ভেঙেছে পাঁজরের, একটা পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, শরীরের অসংখ্য জায়গায় ছিঁড়ে গেছে চামড়া। ধীরে ধীরে, দাঁতে দাঁত চেপে, বসলেন তিনি। আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই গ্রীন ডলফিনের কথা মনে পড়ল তাঁর। ক্রল করে ডেক পেরুলেন তিনি, থামলেন আন্ডারওয়াটার টেলিফোনের কাছে। 'গ্রীন ডলফিন?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন। 'ডু ইউ রিড?'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন ডিক হপার, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। 'ড্যাম ইউ, পেনিংটন। কথা বলুন!'

তারপরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ব্লু বার্ডের সাথে গ্রীন ডলফিনের সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি যা ভয় করেছিলেন, তাই ঘটেছে। সার্ভে শিপ ভেঙেচুরে তুবড়ে যাবার পিছনে কারণ যা-ই হোক, সেই একই কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে পানির তলায় গ্রীন ডলফিনও। 'মারা গেছে ওরা,' বিড়বিড় করলেন। 'ছাতু হয়ে গেছে সবাই।'

তারপর হঠাৎ সহকারী ও ক্রুদের কথা ভাবলেন তিনি। নাম ধরে চিৎকার শুরু করলেন। শুধু মানুষের গোঙানি আর মৃত্যুপথযাত্রী জাহাজের ধাতব কাতর ধ্বনি শুনতে পেলেন। খোলা দরজা দিয়ে তাকাতে দেখতে পেলেন, এলোমেলোভাবে পাঁচটা দেহ পড়ে রয়েছে, একটাও নড়ছে না।

শোকে বিহ্বল, বিস্ময়ে দিশেহারা, নড়ার শক্তি পেলেন না ডিক হপার। অনুভব করলেন, জাহাজের খিঁচুনি উঠে গেছে। ব্লু বার্ডের পিছন দিকটা পাক খাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে ঢেউয়ের ভেতর, যেন একটা ঘূর্ণিজলে ধরা পড়েছে জাহাজ। বুঝতে অসুবিধে হলো না, পানির নিচে তলিয়ে যাবে জাহাজটা।

বাঁচার আকুতি জাগল তাঁর মনে, কাত হয়ে থাকা ডেকের ওপর বেরিয়ে এলেন, এমন ঘোরের মধ্যে আছেন যে কেমন ব্যথাই অনুভব করছেন না। লাশগুলোর ওপর দিয়ে ক্রল করে এগোলেন, চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা ও দোমড়ানো মোচড়ানো ধাতব ইকুইপমেন্ট। বাঁকা রেইলিঙের কাছে এসে থামলেন, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে রেইল টপকে নেমে পড়লেন পানিতে। কয়েক মিটার দূরে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে একটা তক্তা, সম্ভবত ভাঙা বাক্সের কোন অংশ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সেদিকে সাঁতরাচ্ছেন ডিক হপার। ওটা নাগালের মধ্যে আসার পর এই প্রথমবার তাকালেন ব্লু বার্ডের দিকে।

জাহাজের পিছন দিকটা ডুবে যাচ্ছে, উঁচু হচ্ছে বো। কয়েক মুহূর্ত ওভাবে থাকার পর হড়কে ডেবে গেল জাহাজের পিছনটা পানির নিচে। তারপর পুরো জাহাজটাই।

ব্লু বার্ডের ক্রুরা কেউ বাঁচল কিনা দেখার জন্যে চারদিকে তাকালেন ডিক হপার। কোথাও কোন লাইফবোট নেই। পানিতেও কেউ সাঁতার কাটছে না। ব্যাখ্যাহীন বিয়োগান্তক ঘটনাটার তিনিই যেন একমাত্র সাক্ষী হয়ে বেঁচে

রয়েছেন।

চার

পানির নিচে বৃত্তাকার শক ওয়েভের গতি ঘণ্টায় কমবেশি সাড়ে ছ'হাজার মাইল. সেটার পথে পড়ে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেল। গিরিখাদের আড়াল পাওয়ায় গ্রীন ডলফিন সাথে সাথে বিধ্বস্ত হলো না. তবে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে বারবার ডিগবাজি খেতে শুরু করল সেটা। একটা পড-এ মেইন ব্যাটারি আর প্রোপালশন সিস্টেম রয়েছে. পাথরের শক্ত নডিউলের সাথে বাড়ি খেল সেটা. ভেঙে ডেবে গেল ভেতর দিকে। ভাগ্য ভাল যে সংযুক্ত টিউবের দু'পাশের হ্যাচ কভার ভাঙল না, ভাঙলে কন্ট্রোল গম্বুজের ভেতর পানি ঢুকে রক্তাক্ত ছাতু বানিয়ে ফেলত ওদের।

বজ্রপাতের মত বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল আন্ডারওয়াটার টেলিফোনে. প্রায় একই সাথে শোনা গেল শক ওয়েভের আওয়াজ. যেন সগর্জনে ছুটে আসছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। তারপর নেমে এল ভৌতিক নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা আবার ভাঙল. শোনা গেল ইস্পাতের যন্ত্রণাকাতর কর্কশ আওয়াজ, অশান্ত পানির ওপর জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে নেমে আসছে সাগরের তলায়।

'কি ঘটছে?' চিৎকার করল সিলভিয়া. পড়ে যাওয়ার ভয়ে চেয়ারটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে।

আতঙ্কেই হোক. কিংবা দায়িত্বের প্রতি শর্তহীন নিষ্ঠা. নিজের কনসোল থেকে চোখ তুললেন না ড. মার্টিন করবেট। 'ভূমিকম্প নয়। কমপিউটর বলছে সারফেস ডিসটার্ব্যান্স।'

গ্রীন ডলফিনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ক্লোভার পেনিংটন। নডিউল ভর্তি মাঠে অনবরত বাড়ি খাচ্ছে সাবমারসিবল, অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া তাঁর কিছু করার নেই। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ভুলে আন্ডারওয়াটার টেলিফোনে চিৎকার করছেন তিনি। 'সারফেস কন্ট্রোলার, এখানে আমরা প্রচণ্ড একটা আলোড়নের মধ্যে পড়েছি! কারণটা বুঝতে পারছি না। থ্রাস্ট পড হারিয়েছি। প্লীজ সাড়া দিন!'

ডিক হপারের শুনতে পাবার কথা নয়। বেঁচে থাকার জন্যে পানির সাথে যুদ্ধ করছেন তিনি।

তখনও টেলিফোনে চিৎকার করছেন পেনিংটন, ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ হলো গ্রীন ডলফিনের। সাগরের তলায় ধাক্কা খেয়ে স্থির হলো সাবমারসিবল, ইলেকট্রিক্যাল ও অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট ভরা গম্বুজটার ওপর ভর দিয়ে।

'সব শেষ,' বিড়বিড় করলেন ড. করবেট. ঠিক কি বলতে চাইছেন নিজেও জানেন না, বিস্ময় ও আতঙ্কে মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না।

'কিসের শেষ!' কর্কশস্বরে বললেন পেনিংটন। 'ব্যালাস্ট ফেলে দিয়ে এখনও আমরা ওপরে ভেসে উঠতে পারব।' যদিও জানেন, পড়ে যে পানি ঢুকেছে তারচেয়ে আয়রন ব্যালাস্টের ওজন কমই হবে। তবু সুইচ অন করলেন তিনি, সাবমারসিবলের পেট থেকে কয়েকশো পাউন্ড বোঝা খসে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না, তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সাগরের মেঝে থেকে ওপরদিকে উঠতে শুরু করল গ্রীন ডলফিন।

'দশ ফুট ওপরে উঠেছি,' ত্রিশ সেকেন্ড পর ঘোষণা করলেন পেনিংটন, যদিও মনে হলো সুইচ টেপার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো সাবমারসিবল, এতক্ষণে আবার নিঃশ্বাস ফেললেন ওরা। ডিক হপারের সাথে আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন পেনিংটন।

ডেপথ্ মিটারের দিকে এমন কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া, তার মনে হলো ডায়ালের ওপর কাঁচটা ফেটে যাবে। 'গো…গো…,' বিড়বিড় করে আবেদন জানাচ্ছে সে।

দুঃস্বপ্নটা গ্রাস করল ওদেরকে বিনা নোটিসে। ইলেকট্রিক্যাল ও অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট ভরা গম্বুজটা সাগরের মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে তুবড়ে গিয়েছিল, পানির নির্দয় চাপে ডিমের মত ভেঙে পড়ল সেটা।

'ব্লাডি হেল!' খসে পড়ল সাবমারসিবল, সাগরের মেঝেতে লেগে ঝাঁকি খেল। তারপরই একবার ইতস্তত করে নিভে গেল আলোটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কি রকম আতঙ্ক সৃষ্টি করে তা একমাত্র অন্ধজনই বলতে পারে; ক্লোভার পেনিংটনের মনে হলো, অন্ধকার জ্যান্ত একটা প্রাণী, চারপাশ থেকে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরেছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. করবেট, 'মাদার অভ জেসাস, আমাদের সত্যি কোন আশা নেই!'

'কে বলেছে?' ধমকের সুরে কথা বললেন পেনিংটন। 'কন্ট্রোল গম্বুজ আলাদা করে নিয়ে এখনও আমরা ওপরে উঠে যেতে পারি।' কনসোলে হাত বুলালেন তিনি, নির্দিষ্ট সুইচটা খুঁজে নিলেন। ক্লিক করে শব্দের সাথে ইমার্জেন্সী লাইট জ্বলে উঠল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিলভিয়া বলল, 'থ্যাঙ্ক হেভেন। আমরা অন্তত দেখতে পাচ্ছি।' সামান্য একটু ঢিল পড়ল তার পেশীতে।

জরুরী অবস্থা, উঠে যেতে হবে ওপরে, সেভাবে নির্দেশ দিয়ে কমপিউটরের প্রোগ্রাম সেট করলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার ক্লোভার পেনিংটন। রিলিজ মেকানিজম সেট করে সিলভিয়া ও ড. করবেটের দিকে তাকালেন। 'শক্ত হয়ে বসতে হবে। উঠতে শুরু করলে কি ঘটে বলা যায় না।'

'আমি তৈরি,' ভয়ে ভয়ে বলল সিলভিয়া।

রিলিজ হ্যান্ডেল থেকে সেফটি পেগ সরিয়ে নিলেন পেনিংটন, তারপর শক্ত হাতে ধরে টান দিলেন।

কিছুই ঘটল না।

নিয়ম ধরে তিনবার চেষ্টা করলেন পেনিংটন, কিন্তু সাবমারসিবলের মেইন সেকশন থেকে কন্ট্রোল গম্বুজ গোঁয়ারের মত আলাদা হতে অস্বীকার করল। মরিয়া হয়ে উঠে কমপিউটরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথাও কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে কিনা। চোখের পলকে উত্তর পাওয়া গেল স্ক্রীনে। সাগরের তলার সাথে ধাক্কা খাওয়ার সময় রিলিজ মেকানিজম মুচড়ে বাঁকা হয়ে গেছে, মেরামতের অযোগ্য।

'আমি দুঃখিত,' হতাশায় মুষড়ে পড়ে বললেন পেনিংটন। 'কেউ এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাদের।'

'সম্ভাবনা কম,' বিড়বিড় করলেন ড. করবেট, স্কি জ্যাকেটের হাতা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন।

'অক্সিজেনের অবস্থা কি?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

মেইন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে পড বিধ্বস্ত হওয়ায়। তবে কন্ট্রোল গম্বুজে ইমার্জেন্সী সাপ্লাই থেকে যা পাওয়া যাবে তাতে দশ থেকে বারো ঘণ্টা টিকে থাকতে পারবে ওরা।

পেনিংটনের জবাব শুনে মাথা নাড়লেন ড. করবেট। 'দুনিয়ার সমস্ত গির্জা, মসজিদ ও মন্দিরে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করা হলেও সময়মত আমরা উদ্ধার পাব না। সাইটে আরেকটা সাবমারসিবল নিয়ে আসতে সময় লাগবে বাহাত্তর ঘণ্টা। ওটা আনার পরও সন্দেহ আছে, ওরা আমাদেরকে সারফেসে তুলতে পারবে কিনা।'

আশাব্যঞ্জক কিছু শোনাবেন, এই আশায় ক্লোভার পেনিংটনের দিকে তাকাল সিলভিয়া, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তাঁর নির্লিপ্ত চেহারা দেখে মনে হলো, অন্য কোন জগতে চলে গেছেন। তারপর, সিলভিয়ার দৃষ্টি অনুভব করে, চোখ মিটমিট করলেন, ফিরে এলেন বাস্তবে। বললেন, 'ড. করবেট ঠিকই বলছেন। বলতে ঘৃণাবোধ করছি, তবে কথাটা সত্যি, মিরাকুলাস কিছু একটা না ঘটলে কোনদিন আমরা আর রোদ দেখতে পাব না।'

'কি বলছেন! ব্লু বার্ড আমাদের সন্ধানে সাগর তোলপাড় করে ফেলবে না!' প্রতিবাদ জানাল সিলভিয়া।

মাথা নাড়লেন পেনিংটন। 'সারফেসে নিদারুণ কিছু একটা ঘটেছে। শেষ যে শব্দটা আমরা শুনেছি, ওটা ছিল জাহাজ ভাঙার।'

'কিন্তু আমরা যখন পানিতে নামি, আশপাশে আরও দুটো জাহাজ ছিল,' বলল সিলভিয়া। 'কোন্‌টা ভেঙেছে কে জানে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করে থাকলেন পেনিংটন। গম্বুজের পরিবেশ হতাশায় ভারী হয়ে উঠল। জীবিত উদ্ধার পাবার যে-কোন আশা ফ্যান্টাসি ছাড়া কিছু নয়। শুধু ধরে নেয়া যায়, পরে হয়তো গ্রীন ডলফিন এবং ওদের লাশগুলো উদ্ধার করা হবে।

ফিলিপ হারমান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী, পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে গল-গল করে ধোঁয়া ছাড়ছেন, রবিন ট্যালবটকে অফিসে

ঢুকতে দেখে চশমার ওপর দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন তিনি।

তামাকের গন্ধ ও ধোঁয়া অপছন্দ করেন রবিন ট্যালবট, নাক কুঁচকে হাসলেন তিনি, বললেন, 'গুড আফটারনুন, ফিলিপ।'

'এখনও বৃষ্টি হচ্ছে?' জানতে চাইলেন ফিলিপ হারমান।

'ঝির ঝির করে।' রবিন ট্যালবট লক্ষ করলেন, ফিলিপ হারমান উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছেন। তাঁর কফি রঙা চুল এলোমেলো, কপালে চিন্তার রেখা।

'প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন,' তাড়াতাড়ি বললেন ফিলিপ হারমান। 'প্যাসিফিক ব্লাস্ট সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন তাঁরা।'

'লেটেস্ট রিপোর্ট আমি নিয়ে এসেছি,' শান্ত গলায় আশ্বাস দিলেন রবিন ট্যালবট। অফিশিয়াল ওয়াশিংটনে যে পাঁচ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর, উনি তাঁদের অন্যতম হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ তাঁকে চেনে না। চেনেন না বেশিরভাগ বুরোক্র্যাট বা পলিটিশিয়ানরাও। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর হিসেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস-এরও প্রধান তিনি, রিপোর্ট করেন সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে।

রবিন ট্যালবটকে দেখে মনে হবে না যে তিনি প্রখর বুদ্ধির বা ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী, সেই সাথে সাতটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই চেহারা তাঁর। মাঝারি আকৃতি, বয়স ষাটের কাছাকাছি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, নিরেট গড়ন, সামান্য একটু ভুঁড়ি আছে, চোখ দুটো শান্ত ও কোমল। বিয়ে করার পর সাঁইত্রিশ বছর ধরে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত, তাঁর দুই মেয়েই কলেজে মেরিন বায়োলজি পড়ে।

ফিলিপ হারমান যখন পথ দেখিয়ে ওভাল অফিসে নিয়ে এলেন রবিন ট্যালবটকে, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট তখন নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করছেন। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সাথে সাথে তাকালেন তাঁরা। রবিন ট্যালবট লক্ষ করলেন, দু'জনেই তাঁরা ফিলিপ হারমানের মত উত্তেজিত হয়ে আছেন।

'এসেছ বলে ধন্যবাদ, রবিন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। হাত বাড়িয়ে একটা সোফা দেখালেন, সোফার ওপরে অ্যানড্রু জ্যাকসন-এর একটা পোর্ট্রেইট। 'বসো, প্লীজ, তারপর বলো! প্যাসিফিকে এ-সব কি ঘটছে?'

যে-কোন সঙ্কটে উদ্বিগ্ন রাজনীতিকদের সাথে কথা বলার সময় কৌতুক বোধ করেন রবিন ট্যালবট। তিনি যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, এ-কথা তাঁরা জানা সত্ত্বেও স্বীকার করতে চান না। বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও সীমিত, অন্তত তাঁর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে। ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বসলেন তিনি, কোলের ওপর ব্রীফকেসটা রেখে অলসভঙ্গিতে খুললেন। রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগতে পারে, তাই একটা ফাইল বের করে হাতে রাখলেন।

'আমরা কি একটা পরিস্থিতির মুখে পড়েছি?' ধৈর্য হারিয়ে জানতে

চাইলেন প্রেসিডেন্ট. এখানে পরিস্থিতি একটা সাঙ্কেতিক শব্দ, বেসামরিক জনসাধারণ ভয়ঙ্কর কোন হুমকির মুখে পড়লে ব্যবহার করা হয়—যেমন, পারমাণবিক আক্রমণ।

'ইয়েস, স্যার, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি—আমরা একটা পরিস্থিতির মুখে পড়েছি।'

'কি দেখতে পাচ্ছি আমরা?'

ফাইলের দিকে তাকালেন না রবিন ট্যালবট, রিপোর্টটা মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর, পুরো ত্রিশটা পাতা। 'ঠিক এগারোটা চুয়ান্নতে মহা শক্তিশালী একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, মিডওয়ে দ্বীপ থেকে প্রায় নয়শো কিলোমিটার উত্তর-পূবে। আমাদের একটা পিরামিড স্পাই স্যাটেলাইট ফ্ল্যাশ ও অ্যাটমস্ফেরিক ডিসটার্ব্যান্স-এর ছবি তুলেছে, আর শক ওয়েভ রেকর্ড করেছে গোপন হাইড্রোফোনিক বয়ার সাহায্যে। সমস্ত ডাটা সরাসরি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে পাঠানো হয়েছে, বিশ্লেষণ করার জন্যে। আরও পাঠানো হয়েছে সিস্‌মোগ্রাফিক রিডিং। ল্যাংলিতেও রিপোর্ট করা হয়েছে।'

'উপসংহার?'

'বিস্ফোরণটা যে পারমাণবিক, এ-ব্যাপারে সবাই একমত,' শান্তভাবে বললেন রবিন ট্যালবট।

'আমরা কি রেড অ্যালার্ট-এ রয়েছি?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ জানতে চাইছেন পারমাণবিক আক্রমণ ঠেকাবার প্রস্তুতির কোন্ পর্যায়ে রয়েছেন তাঁরা।

মাথা ঝাঁকালেন রবিন ট্যালবট। 'নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে নোরাডকে নির্দেশ দিয়েছি, রেড অ্যালার্ট থ্রী ঘোষণা করতে হবে, তৈরি থাকতে হবে রেড অ্যালার্ট-টুর জন্যে—নির্ভর করে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়ার ওপর।'

ফিলিপ হারমান স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রবিন ট্যালবটের দিকে। 'আমরা কি আকাশে?'

'নিশ্চিত হবার জন্যে, আরও তথ্য সংগ্রহের জন্যেও, বিশ মিনিট আগে এডওয়ার্ড এয়ার ফোর্স বেস থেকে একটা ক্যাসপার এসআর-নাইনটি রেকন এয়ারক্রাফট টেক অফ করেছে।'

'শক ওয়েভের জন্যে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনই দায়ী, এটা কি নিশ্চিতভাবে জানা গেছে?' জানতে চাইলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। পঞ্চাশ বছর বয়েস, মোটাসোটা ভদ্রলোক, ছ'বছর কংগ্রেসে ছিলেন। 'পানির নিচে ভূমিকম্প থেকেও সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা আগ্নেয়গিরির…।'

মাথা নাড়লেন রবিন ট্যালবট। তারপর তিনি ফাইল খুলে বিভিন্ন সায়েন্টেফিক রিপোর্টগুলো পড়ে শোনালেন। বললেন, 'আরও তথ্য পাবার পর বলা সম্ভব হবে কতটা শক্তিশালী ছিল বিস্ফোরণটা।'

'অনুমান?'

'দশ থেকে বিশ কিলোটন।'

'শিকাগোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট,' মন্তব্য করলেন ফিলিপ হারমান।

'কে, কারা, কেন?' কঠিন সুরে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের নিজেদের কোন নিউক্লিয়ার সাবমেরিন হতে পারে, কোন কারণে বিস্ফোরিত হয়েছে?'

'চীফ অব ন্যাভাল অপারেশনস আমাকে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের চারদিকে পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে আমাদের কোন সাবমেরিন নেই।'

'রাশিয়ান সাবমেরিন?'

'না,' রবিন ট্যালবট বললেন। 'আমার রুশ প্রতিপক্ষ নিকোলাই মালচেঙ্কোর সাথে কথা হয়েছে। তিনি বলছেন, তাঁদের সমস্ত নিউক্লিয়ার জলযান নিরাপদে আছে। স্বভাবতই বিস্ফোরণের জন্যে আমাদেরকে দায়ী করছেন তিনি। আমার ধারণা, আমাদের মত তাঁরাও অন্ধকারে রয়েছেন।'

'নিকোলাই মালচেঙ্কো সত্যি কথা না-ও বলতে পারেন,' সন্দেহ প্রকাশ করলেন ফিলিপ হারমান।

তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রবিন ট্যালবট। 'নিকোলাইয়ের সাথে ছাব্বিশ বছরের সম্পর্ক আমার। পরস্পরকে ঘিরে আমরা প্রচুর নাচানাচি করলেও কেউ কখনও মিথ্যে কথা বলিনি।'

'আমরা দায়ী নই, রাশিয়া দায়ী নয়, তাহলে কে?' প্রেসিডেন্টের গলা আশ্চর্য নরম।

'আরও অন্তত দশটা দেশের হাতে অ্যাটম বোমা রয়েছে,' বললেন ফিলিপ হারমান। 'তারা কেউ টেস্ট করার জন্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।'

'সম্ভাবনা কম,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'গ্লোবাল ব্লক ও ওয়েস্টার্ন ইন্টেলিজেন্সকে লুকিয়ে প্রস্তুতি শেষ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত জানা যাবে, এটা একটা দুর্ঘটনা। একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস, বিস্ফোরিত হবার কথা নয়, কিন্তু হয়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড পর প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'এলাকায় যে-সব জাহাজ ছিল, সেগুলোর পরিচয় জানা গেছে?'

'সমস্ত তথ্য এখনও আসেনি, তবে জানা গেছে আশপাশে তিনটে জাহাজ ছিল। নরওয়ের একটা প্যাসেঞ্জার-কার্গো লাইনার, একটা জাপানী অটো-ক্যারিয়ার, একটা ব্রিটিশ ওশেনোগ্রাফিক শিপ—গভীর সাগরে সার্ভে পরিচালনা করছিল ওরা।'

'তারমানে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে।'

'ঘটনার আগে ও পরের স্যাটেলাইট ছবি থেকে জানা গেছে, তিনটে জাহাজই ডুবে গেছে—বিস্ফোরণের সময় বা বিস্ফোরণের পরপরই। কোন মানুষ বেঁচেছে বলে মনে হয় না। ফায়ার বল আর শক ওয়েভে যদি মারা না-ও যায়, রেডিয়েশনে মারা গেছে।'

'ধরে নিচ্ছি রেসকিউ মিশন পাঠানো হচ্ছে?' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন।

'গুয়াম আর মিডওয়ের ন্যাভ্যাল ইউনিটকে অকুস্থলে যাবার নির্দেশ দেয়া

হয়েছে।'

একদৃষ্টে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্রিটিশরা আমাদেরকে কিছু না জানিয়ে বোমা টেস্ট করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না!'

'এ-কথা নরওয়ে সম্পর্কেও বলা যায়,' মন্তব্য করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'কিংবা জাপান সম্পর্কে,' বিড়বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওরা নিউক্লিয়ার বোমা বানাবার চেষ্টা করছে, এ-ধরনের কোন রিপোর্ট আমরা পাইনি।'

'ডিভাইসটা চুরি করাও হয়ে থাকতে পারে,' বললেন ফিলিপ হারমান। 'হয়তো গোপনে নরওয়ে বা জাপানের জাহাজে করে পাচার করা হচ্ছিল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন রবিন ট্যালবট। 'ওটা চুরি করা বলে মনে হয় না আমার। আমার ধারণা, নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল ওটাকে—তদন্তে সেটাই প্রমাণিত হবে।'

'নির্দিষ্ট গন্তব্যে?'

'ক্যালিফোর্নিয়ার দুটো বন্দরের যে-কোন একটায়।'

ঠাণ্ডা, গভীর দৃষ্টিতে রবিন ট্যালবটের দিকে তাকালেন সবাই। গোটা ব্যাপারটার বিশালত্ব এতক্ষণে যেন উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিতে যাচ্ছে।

'প্রাইড অভ ম্যান সাতহাজার মাওমিৎশু অটোমোবাইল নিয়ে কোবে থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছিল,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'এসটাডা নোভা আসছিল কোরিয়ার পুসান থেকে, বহন করছিল কোরিয়ান জুতো, কমপিউটর, কিচেন সরঞ্জাম ও একশো ত্রিশ জন প্যাসেঞ্জার। গন্তব্য ছিল সান ফ্রান্সিসকো।'

'গুড গড!' বিড়বিড় করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'ভীতিকর একটা চিন্তা! বিদেশী এক জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রে নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে আসছে!'

'তোমার পরামর্শ, রবিন?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এখুনি ফিল্ড টীম পাঠাতে হবে। নেভীর ডীপ-সী স্যালভেজ ভেসেল হলে ভাল হয়, তলিয়ে যাওয়া জাহাজগুলো সার্ভে করে জানতে চেষ্টা করবে কোন জাহাজে বোমাটা ছিল।'

প্রেসিডেন্ট ও ফিলিপ হারমান দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ডীপ-ওয়াটার অপারেশনের জন্যে নুমার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর তাঁর কর্মীরা সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করি আমি। তাঁকে ব্রিফ করার দায়িত্ব আমি তোমাকে দিতে চাই, রবিন।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, এ-ব্যাপারে আপনার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই দ্বিমত পোষণ করি আমি,' চেহারা গম্ভীর করে বললেন রবিন ট্যালবট। 'এ-ধরনের একটা অপারেশনে আমরা শুধু নেভীকে বিশ্বাস করতে পারি…।'

ক্ষীণ হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে। 'তোমার উদ্বেগ আমি বুঝতে পারি, রবিন। কিন্তু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। কোন রকম নিউজ লিক ছাড়াই কাজটা করতে পারবে নুমা, আমি জানি।'

সোফা ছাড়লেন রবিন ট্যালবট, অস্বস্তিবোধ করছেন, কারণ বুঝতে পেরেছেন যে নুমা সম্পর্কে এমন কিছু জানেন প্রেসিডেন্ট যা তিনি জানেন না। 'ফিলিপ যদি অ্যাডমিরালকে জানিয়ে রাখেন, তাঁর অফিসের উদ্দেশে এখুনি আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।'

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'ধন্যবাদ, রবিন। তুমি আর তোমার লোকজন অল্প সময়ের ভেতর অনেক কাজ করেছ।'

ওভাল অফিস থেকে রবিন ট্যালবটকে বিদায় দেয়ার সময় আশপাশে কেউ নেই দেখে ফিলিপ হারমান নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'তোমার কি ধারণা, বোমাটা কারা পাচার করছিল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন রবিন ট্যালবট। 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব। যে প্রশ্নটা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলছে, সেটা হচ্ছে: কি উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল বোমাটা?'

সাবমারসিবলের ভেতর পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে ও ভ্যাপসা হয়ে উঠল। গম্বুজের দেয়াল ঘামছে, ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। অক্সিজেন বাঁচাবার জন্যে কেউ নড়ছে না, কথা বলছে খুব কম। সাড়ে এগারো ঘণ্টা পর ওদের লাইফ-প্রিজারভিং অক্সিজেন সাপ্লাই প্রায় শেষ হয়ে গেল।

ভয় ও আতঙ্কের জায়গা দখল করল হতাশা, হাল ছেড়ে দিয়েছে ওরা। ড. করবেট পাথুরে মূর্তির মত বসে আছেন নিজের চেয়ারে, হেলান দিয়ে। মনে মনে নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন তিনি, অপেক্ষা করছেন মৃত্যুর।

ছেলেবেলায় ফিরে গেছে সিলভিয়া, কল্পনা করছে অন্য কোন জায়গায় অন্য কোন সময়ে রয়েছে সে। ভাইদের সাথে বাড়ির সামনে রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে, ক্রিসমাসে উপহার পাওয়া সাইকেল চালাচ্ছে। এক সময় মাথাটা একদিকে কাত করে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। প্রথমে সন্দেহ হলো, তার বোধহয় মাথা ঠিক নেই। তা না হলে কোরাস শুনতে পাবে কেন! চোখ মেলল সে। গম্বুজের ভেতর অন্ধকার, কাউকে দেখতে পেল না। 'গান গায় কে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

আলো জ্বাললেন ক্লোভার পেনিংটন। 'কি ব্যাপার? ওটা কিসের শব্দ?'

চোখ মেললেন ড. করবেট, বিড়বিড় করে বললেন, 'সিলভিয়া ভুল শুনছে।'

'ভুল শুনছি মানে? তবে গাওয়া হচ্ছে ভুল একটা গান, আসলে গান ধরা উচিত ছিল—উই মে নেভার পাস দিস ওয়ে এগেইন।'

সিলভিয়ার দিকে তাকালেন পেনিংটন। 'হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি...।'

'তাহলে বলব, দু'জনেই হ্যালুসিনেশনের শিকার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ড. করবেট। অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ পেনিংটনের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'ফর গডস সেক, ম্যান! সিস্টেমটা বন্ধ করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলুন! দেখতে পাচ্ছেন না, সিলভিয়া

কষ্ট পাচ্ছে! আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি!'

বাতাসের অভাবে পেনিংটনের বুকটাও ব্যথা করছে। বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তিনিও জানেন। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুকে এগিয়ে আনার পক্ষপাতি তিনি নন। 'শেষ পর্যন্ত দেখব আমরা,' ভারী গলায় বললেন। 'এমন হতে পারে, প্লেনে করে আরেকটা সাবমারসিবল আনা হয়েছে ব্লু বার্ডে।'

'আপনি একটা পাগল! সাত হাজার কিলোমিটারের মধ্যে দ্বিতীয় কোন ডীপ-ওয়াটার সাবমারসিবল নেই। তবু যদি একটা আনা হয়, আর ব্লু বার্ড যদি ভেসে থাকে, এখানে নামাতে আরও আট ঘণ্টা সময় লাগবে ওদের।'

'আপনার সাথে তর্ক করব না। তবে আশা ছাড়তে রাজি নই আমি।'

'আশ্চর্য, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?' ড. করবেটকে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া। 'শব্দটা আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে।'

'চুপ!' ধমক দিলেন পেনিংটন। 'আরও কি যেন শুনতে পাচ্ছি!'

গম্বুজের ওপর দিকে, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া, পেনিংটনের দেখাদেখি। গ্রীন ডলফিনের ভেতরের আলোয় বাইরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত আকৃতির একটা জীব দেখতে পেল সে। ওটার কোন চোখ নেই, তবে গম্বুজটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে বলে মনে হলো, সারাক্ষণ দুই সেন্টিমিটার দূরত্ব বজায় রেখে।

হঠাৎ করে পানিতে কি যেন একটা চকচক করে উঠল। দূরে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে, আভাস পাওয়া গেল দানবীয় একটা আকৃতির। কালো অন্ধকার নীলচে হয়ে উঠল, সেই সাথে আরও স্পষ্ট ভাবে ভেসে এল গানের আওয়াজ।

আতঙ্কিত বোধ করলেন পেনিংটন। অক্সিজেনের অভাবে উল্টোপাল্টা কাজ শুরু করেছে ব্রেন, অবাস্তব দৈত্যের জন্ম দিচ্ছে। ওদের দিকে কিছু একটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হলেও, তা সত্যি হতে পারে না। মনে মনে ঠিক করলেন, আরও কাছে আসুক, তারপর বাইরের আলোটা জ্বালবেন—শুধু শুধু ব্যাটারি খরচ করার কোন মানে হয় না।

ক্রল করে সামনে এগোল সিলভিয়া, গম্বুজের দেয়ালে ঠেকে গেল তার নাক। কানে ঢুকল অনেকগুলো গলা। 'কি, বলিনি?' ফিসফিস করল সে। 'আমার কথাই ঠিক! শুনুন এবার, গান শুনুন!'

অনেক দূরে ও অস্পষ্ট, তবু গানের কথাগুলো এবার শুনতে পেলেন পেনিংটন। মনে হলো, তিনি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে মানুষ চোখে ভুল দেখতে পারে, কানেও ভুল শুনতে পারে। তবে নীল আলোটা আরও উজ্জ্বল হচ্ছে, গানটাও তিনি চিনতে পারছেন।

'ওহ্ হোয়াট আ টাইম আই হ্যাড উইথ মিনি দ্য মারমেইড
ডাউন অ্যাট দ্য বটম অভ দ্য সী।
আই ফরগট মাই ট্রাবলস দেয়ার অ্যামাং দ্য বাবলস।
গী, বাট শি ওয়াজ অফুলি গুড টু মি।'

বোতাম টিপে বাইরের আলোটা জ্বাললেন তিনি। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে

থাকলেন। সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছেন তিনি, পৌঁছে গেছেন ক্লান্তির চরম সীমায়। কালো অন্ধকার থেকে যে জিনিসটা তাঁর চোখের সামনে বেরিয়ে এল, সেটাকে বাস্তব বলে মেনে নিতে পারলেন না। জ্ঞান হারালেন সাথে সাথে।

বিস্ময়ের আঘাতে অসাড় হয়ে গেল সিলভিয়া, গম্বুজের দিকে এগিয়ে আসা জিনিসটার ওপর থেকে চোখ দুটো সরাতে পারল না। দানবই বটে, তবে যান্ত্রিক দানব। নিচের দিকটা ট্র্যাক্টর-এর মত, গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে, মূল কাঠামো থেকে বেরিয়ে আছে আলাদা দুটো বাহু, সেগুলোও আকারে বিশাল। গ্রীন ডলফিনের আলোয় এসে থামল অদ্ভুত আকৃতির কাঠামোটা।

ঝাপসা, মনুষ্য আকৃতির কি যেন একটা বসে আছে বিদঘুটে মেশিনটার স্বচ্ছ নাকে, গম্বুজ থেকে মাত্র দু'মিটার দূরে। চোখ বন্ধ করে আবার খুলল সিলভিয়া। ঝাপসা আকৃতিটা এবার পুরোপুরি মানুষের আকৃতি পেল। আসমানী রঙের জাম্পস্যুট পরে আছে লোকটা, সামনের দিকে আংশিক খোলা। মুখের রঙ ফর্সাই বলা যায়, তবে লালচে নয় বা শ্বেতী রোগীদের মত অস্বাভাবিক সাদা নয়। চোখ দুটো কালো, মাথার চুলও তাই। ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা, চোখ দুটো মায়া ভরা।

সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, দৃষ্টিতে কৌতুক। পিছন দিকে হাত লম্বা করে একটা ক্লিপবোর্ড টেনে আনল কোলের ওপর, একটা প্যাডে কি যেন লিখল। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে উল্টো করে সেঁটে ধরল নিজের ভিউ উইন্ডোয়।

শব্দগুলো পড়ার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকাল সিলভিয়া। লেখা রয়েছে, 'উইনার-এ স্বাগতম। অক্সিজেন লাইন জোড়া লাগাচ্ছি, ততক্ষণ টিকে থাকুন।'

কোত্থেকে এল লোকটা? মৃত্যুর সময় এরকমই হয় বুঝি, অবাস্তব সব দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে? সিলভিয়া অনেককে বলতে শুনেছে, মারা যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে নিকটাত্মীয়দের দেখতে পায় মানুষ। কিন্তু এ লোকটা তো সম্পূর্ণ অচেনা তার! এমনকি শ্বেতাঙ্গ বলেও মনে হচ্ছে না। এল কোত্থেকে?

ধাঁধার কোন উত্তর পেল না সিলভিয়া, জ্ঞান হারাল।

পাঁচ

বড় একটা বুদ্বুদ আকৃতির ঘরের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদ রানা, হাত দুটো নুমার জাম্পস্যুটের পকেটে ঢোকানো, তাকিয়ে আছে গ্রীন ডলফিনের দিকে। মসৃণ ও কালো লাভা মোড়া মেঝেতে ভাঙা একটা খেলনার

মত পড়ে রয়েছে সাবমারসিবলটা। নির্লিপ্ত চেহারা, হ্যাচ বেয়ে ওপরে উঠে পাইলটের চেয়ারে বসল ও, কনসোলে সাজানো ইন্সট্রুমেন্টগুলো পরীক্ষা করল।

সারা দুনিয়ার সরকারী মহল যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স চীফ রবিন ট্যালবট সম্পর্কে যেমন প্রায় কিছুই জানে না, তেমনি বাংলাদেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ মাসুদ রানা সম্পর্কেও দুনিয়ার খুব কম লোকই জানে। রানা যে শুধু বিসিআই এজেন্ট তা-ই নয়, মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এমন অনেক সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও। এসপিওনাজ জগতে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশংসা অর্জন করা অসম্ভব একটা ব্যাপার, সেই অসম্ভব কাজটি একা বোধহয় রানার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। সেজন্যেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ওর উপদেশ ও পরামর্শ কামনা করে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী জাতিসংঘ কমিটিতে ওকে সদস্য পদ দেয়া হয়, কেজিবি ওর সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠায়, নুমায় দেয়া হয় বিশেষ প্রজেক্ট ডিরেক্টর-এর সম্মানজনক অবৈতনিক পদ। শক্রতাবশত কোন দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, এমন যে কোন শুভ ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আপত্তি নেই রানার, এটা যাঁরা জানেন তাঁরাই ওকে বিপদে-আপদে ডাকেন। তাঁরা জানেন, রানা যে শুধু যোগ্য ব্যক্তি তা-ই নয়, ওকে নির্ভয়ে বিশ্বাসও করা যায়। নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বিসিআই-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সূত্রে রানার সাথে তাঁর পরিচয়। পরে, বিভিন্ন সঙ্কটে রানার সাহায্য পেয়ে, ওর গুণ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তিনি। রানাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন ভদ্রলোক, নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন। রানাকে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে টপ সিক্রেট কাজ করানোর প্রয়োজনে নুমার গোপন রহস্যটি তাই ওকে জানাতে দ্বিধা করেননি—নুমা আসলে গোপন একটা ইন্টেলিজেন্স সংস্থা, যার অস্তিত্বের কথা একমাত্র প্রেসিডেন্ট জানেন। নুমার ডিরেক্টর হিসেবে জর্জ হ্যামিলটন সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রিপোর্ট করেন।

সাবমারসিবলের বাইরে, বৃত্তাকার দেয়াল ও ধনুক আকৃতির ছাদের নিচে মসৃণ মেঝে থেকে প্রতিধ্বনি তুলল পায়ের আওয়াজ। চেয়ারে ঘুরে বসল রানা, তাকাল নুমায় ওর পুরানো বন্ধু ও সহকর্মী ববি মুরল্যান্ডের দিকে। রানার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সে, বলিষ্ঠ গড়ন, হাসিখুশি চেহারা। 'কি রকম দেখছ এটাকে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্রিটিশরা ভাল একটা জিনিস বানিয়েছে,' প্রশংসার সুরে জবাব দিল রানা, হ্যাচটা বন্ধ করে দিল ববি মুরল্যান্ড।

বিধ্বস্ত গম্বুজটার চারদিকে চোখ বুলাল ববি, মাথা নাড়ল। 'ওরা ভাগ্যবান বটে। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে আমরা ওদের লাশ দেখতে পেতাম।'

'কেমন আছে সবাই?'

'দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে,' বলল ববি। 'গ্যালিতে বসে আমাদের খাবার সাবাড় করছে, বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারফেসে ওদের জাহাজে পৌঁছে দিতে হবে। জানতে চাইছে, আমরা কারা, কোত্থেকে এলাম, সাগরের এত গভীরে বিলাসবহুল জীবনযাপনের এত সব সুবিধে কিভাবে পাচ্ছি ইত্যাদি।'

গ্রীন ডলফিনের চারদিকে আরেকবার তাকাল রানা, বলল, 'আমাদের এত বছরের গোপনীয়তা সব ভেস্তে গেল।'

'সেজন্যে তুমি দায়ী নও।'

'প্রজেক্ট গোপন রাখার স্বার্থে আমার বরং উচিত ছিল ওদেরকে মরতে দেয়া।'

'আরে শালা, কাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে? ববি মুরল্যান্ডকে?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'তোমাকে আমি আহত কুকুরকে রাস্তা থেকে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে দেখেছি। এমন কি ডাক্তারের বিল পর্যন্ত দিতে দেখেছি, যদিও কুকুরটাকে তুমি গাড়ি চাপা দাওনি। ইউ আর আ বিগ সফটি, মাই ফ্রেন্ড। কিসের গোপন অপারেশন! কুষ্ঠ বা এইডস থাকলেও ওদেরকে তুমি উদ্ধার করতে।'

'ব্যাপারটা কি এতই পরিষ্কার?'

ববি মুরল্যান্ডের চেহারা থেকে বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকু মুছে গেল। 'ফুটবল খেলায় ল্যাং মারার অভ্যেসটা আমাকে শুধু তোমার কারণে ছাড়তে হয়েছে। আমি একবার মারলে তুমি তিনবার মেরে প্রতিশোধ নাও। ভেবেছ তোমাকে চিনতে ভুল করব আমি! বাইরে তোমাকে পাষাণ বলে মনে হতে পারে, ভেতরটা আসলে কাদা।'

ববির দিকে তাকাল রানা, চিন্তিত। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। তোমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে জবাবদিহি করতে হবে তাঁর।'

'তা হবে। তোমার জন্যে দুঃসংবাদ, একটা সাঙ্কেতিক মেসেজ এসেছে কমিউনিকেশন রুমে। ওয়াশিংটন থেকে আসছেন অ্যাডমিরাল, দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে তাঁর প্লেন। একটা সাবকে নির্দেশ দিয়েছি, সারফেসে উঠে গিয়ে তাঁকে যেন নিয়ে আসে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আমার ধারণা, তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ হলো ওই বিদঘুটে ডিস্টার্ব্যান্স।'

গ্রীন ডলফিন থেকে বেরিয়ে এসে গোলাকৃতি দরজাটার দিকে এগোল রানা, সাথে ববি। কার্বন ও সিরামিক রিএনফোর্সড প্লাস্টিক দেয়ালগুলো সাগরের পাঁচ হাজার চারশো মিটার নিচেও সম্পূর্ণ নিরাপদ। সমতল মেঝেতে গ্রীন ডলফিন ছাড়াও ট্র্যাক্টর-এর মত দেখতে বিশাল একটা ভেহিকেল রয়েছে, কাঠামোর ওপর দিকটা চুরুট আকৃতির। পাশাপাশি রয়েছে আরও দুটো সাবমারসিবল, কয়েকজন লোক ওগুলো সার্ভিসিং করছে।

গোল একটা সরু টানেল দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, গম্বুজ আকৃতির দ্বিতীয়

চেম্বার। এটাকে ডাইনিং কমপার্টমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লম্বা একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, সবই অ্যালুমিনিয়ামের। অতিথিদের ওপর নজর রাখছে নুমার দু'জন ক্রু, কিচেন ও টানেলের দরজা থেকে।

টেবিলের এক ধারের তিনটে চেয়ারে বসে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে আলোচনা করছেন ড. করবেট, ক্লোভার পেনিংটন ও সিলভিয়া ফক্স। ওদেরকে দেখেই চুপ করে গেলেন সবাই।

উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে একে একে সবার দিকে তাকাল রানা। সবিনয়ে জানতে চাইল, 'হাউ ডু ইউ ডু। আমি মাসুদ রানা। একটা প্রজেক্ট অপারেশন চলছিল, আপনাদের আমরা দেখতে পাই। প্রজেক্টটার আমিই হেড।'

'থ্যাঙ্ক গড! কথা বলার মত একজনকে পাওয়া গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন ক্লোভার পেনিংটন।

'ভাষাটাও ইংরেজি!' হাঁফ ছাড়লেন ড. করবেট।

ইঙ্গিতে ববিকে দেখাল রানা। 'মি. ববি মুরল্যান্ড, চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট। ও-ই আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাবে, কোয়ার্টার বরাদ্দ করবে, যা যা লাগে সব সাপ্লাই দেবে।'

পরিচয়, করমর্দন ইত্যাদি শেষ হলো। সবাইকে কফি দিতে বলল ববি। ধীরে ধীরে শিথিল হলো তিন আগন্তুকের পেশী।

'সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ,' বললেন পেনিংটন। 'আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

'আমি আর ববি খুশি, সময়মত আপনাদের দেখতে পাওয়ায়।'

'আপনি...,' কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল সিলভিয়া, তারপর বলল, '...আপনার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে আমেরিকান, কিন্তু গায়ের ও চোখের রঙ দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে...!'

'আমি বাংলাদেশী, তবে ব্রিটিশ ও মার্কিন পাসপোর্টও আছে,' বলল রানা। 'আমরা সবাই বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও মার্কিন সরকারের যৌথ একটা প্রজেক্টে কাজ করছি।'

হাবভাব দেখে মনে হলো, রানাকে যেন ভয় পাচ্ছে সিলভিয়া, একটা হরিণ যেমন পাহাড়ী সিংহকে ভয় পায়। অথচ প্রবল একটা আকর্ষণও বোধ করছে। 'জ্ঞান হারাবার আগে অদ্ভুত একটা সাবমারসিবলে আপনাকেই আমি দেখেছিলাম।'

'ওটা ছিল ডিএসএমভি, ডীপ সী মাইনিং ভেসেল। আমরা ওটাকে লোলা বলি। সাগর থেকে জিওলজিক্যাল নমুনা সংগ্রহ করাই ওটার কাজ।'

'বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সাথে জিওলজির কি সম্পর্ক?' গলায় অবিশ্বাস, জানতে চাইলেন ক্লোভার পেনিংটন।

হাসল রানা। 'আগেই বলেছি, যৌথ প্রজেক্ট। আমেরিকানরা সাবওশেনিক টেস্ট মাইনিং ও সার্ভে প্রজেক্ট পরিচালনা করছে, হাইলি ক্লাসিফায়েড। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে খাদ্য ভাণ্ডারের

রিজার্ভ পরিমাপের চেষ্টা করছে। অর্ধেক খরচ দিচ্ছে জাতিসংঘ, বাকি অর্ধেক মার্কিন সরকার। জাতিসংঘ তথা বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ছ'জনের একটা তালিকা দেয়া হয় মার্কিন সরকারকে, তারা আমাকে গ্রহণ করেছে।' রানা নুমার স্পেশ্যাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ওর ওপর মার্কিন সরকারের বিশ্বাস আছে, নিজেদের ক্লাসিফায়েড একটা অপারেশনে তাই আর কাউকে পছন্দ হয়নি তাদের। 'প্রজেক্টের নাম উইনার।'

'এ-ধরনের একটা প্রজেক্ট গোপন বা ক্লাসিফায়েড হয় কি করে?' জানতে চাইলেন ড. করবেট। 'সারফেসে নিশ্চয়ই আপনাদের সাপোর্ট ভেহিকেল আছে—স্যাটেলাইট বা আশপাশের জাহাজ থেকে ওটাকে দেখা যাবে।'

'সাগরের তলায় সচল এই আবাসটি আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ,' বলল রানা। 'হাই-টেক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম আমাদেরকে সাগরের পানি থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে। ডিস্যালিনেশন ইউনিট যোগান দিচ্ছে সুপেয় পানি। হাইড্রোথারমাল ভেন্টস থেকে পাচ্ছি উত্তাপ। খাবার যোগান দিচ্ছে শামুক, চিংড়ি আর কাঁকড়া। আলট্রাভায়োলেট লাইটে গোসল করি, নিজেদের ধুয়ে নিই অ্যান্টিসেপটিক শাওয়ারে, ফলে জীবাণুমুক্ত থাকা কোন সমস্যা নয়। কোন সাপ্লাই বা ইকুইপমেন্ট আমরা নিজেরা যদি যোগাড় করতে না পারি, আকাশ থেকে সাগরে ফেলা হয় সেটা, সাগরের তলা থেকে সংগ্রহ করে নিই আমরা। সদস্যদের কাউকে যদি ফেরত পাঠাবার দরকার হয়, আমাদের একটা সাবমারসিবল সারফেসে উঠে যায়, সেখানে দেখা হয় জেট-পাওয়ারড ফ্লাইং বোটের সাথে।'

বিস্মিত হলেও, ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন পেনিংটন। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন তিনি, তাঁর জানার কথা এ-ধরনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া অসম্ভব নয়।

'বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে নিশ্চয়ই চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে আপনাদের?' জানতে চাইলেন ড. করবেট।

'তার জড়ানো একটা সারফেস রিলে বয়া সাহায্য করে। আমরা ট্রান্সমিট ও রিসিভ করি ভায়া স্যাটেলাইট।'

'পানির নিচে কতদিন আছেন আপনারা?'

'দু'মাসের ওপর হলো আমরা কেউ সূর্য দেখিনি।'

'এত গভীরে রিসার্চ স্টেশন চালু করার মত টেকনলজি আছে আমেরিকানদের, আমার ধারণা ছিল না।' একদৃষ্টে কফির কাপে তাকিয়ে আছেন পেনিংটন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কোন মন্তব্য করল না।

'সব মিলিয়ে কতজন ক্রু আপনার?'

উত্তর দেয়ার আগে কাপে চুমুক দিল রানা। 'বেশি নয়, বারোজন পুরুষ, দু'জন মেয়ে।'

'দেখতে পাচ্ছি এখানেও মেয়েদেরকে তাদের সেই পুরানো কাজই করতে

হয়,' কণ্ঠে সামান্য ব্যঙ্গ, গ্যালির দিকে তাকিয়ে বলল সিলভিয়া, ওদিকে একটি স্বর্ণকেশী মেয়ে তরকারি কাটা-বাছা করছে।

'ক্রুরা সবাই ভলান্টিয়ার হিসেবে এসেছে, লিজাও,' বলল রানা। 'কমপিউটর সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রি আছে ওর, কমপিউটর সেকশনের দায়িত্বও পালন করে। আমরা সবাই একই সাথে দুটো করে দায়িত্ব পালন করি।'

'অপর মেয়েটি বোধহয় চাকরানী ও ইকুইপমেন্ট মেকানিক?'

ক্ষীণ হাসল রানা। 'প্রায় ঠিক ধরেছেন। অডেসা আমাদের মেরিন ইকুইপমেন্ট এঞ্জিনিয়ার, আবার আমাদের রেসিডেন্ট বায়োলজিস্টও। আর, আপনার জায়গায় আমি হলে, নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে ওকে কোন উপদেশ দিতাম না। মিস কলোরাডো বডি-বিল্ডিং কমপিটিশনে প্রথম হয়েছে ও।'

'একটা জিনিস ব্যাখ্যা করা হলে খুশি হব আমি,' বললেন পেনিংটন। 'আপনারা জানলেন কিভাবে যে আমরা বিপদে পড়েছি, বা কোথায় আমাদের পাওয়া যাবে?'

'লোলা থেকে গোল্ড-ডিটেকশন সেনসর পড়ে গিয়েছিল কোথাও, সেটা খোঁজার জন্যে ফিরে আসছিলাম আমি আর ববি, এই সময় আপনাদের আন্ডারওয়াটার ফোনের রেঞ্জে চলে আসি।'

'অস্পষ্ট হলেও আপনাদের ডিসট্রেস কল শুনতে পাই আমরা,' বলল ববি।

'প্রথমে আপনাদেরকে অক্সিজেন সাপ্লাই দেই,' বলল রানা, 'তারপর লোলার ম্যানিপুলেটর আর্মস আপনাদের সাবমারসিবলের লিফট হুকে আটকাই, ওটাকে তুলে আনি আমাদের ইকুইপমেন্ট চেম্বারে, প্রেশার এয়ার-লকের ভেতর দিয়ে।'

'আপনারা আমাদের গ্রীন ডলফিনকে রক্ষা করেছেন?' হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলেন পেনিংটন।

'চেম্বারে গেলেই দেখতে পাবেন।'

'বলুন তো, কত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে সাপোর্ট শিপে পৌছে দেয়া যাবে?' ঠিক প্রশ্ন নয়, যেন দাবি জানালেন ড. করবেট।

'দুঃখিত, দেরি হবে,' বলল রানা।

'আমাদের সাপোর্ট শিপকে জানানো দরকার যে আমরা বেঁচে আছি,' বলল সিলভিয়া, প্রতিবাদের সুরে। 'নিশ্চয়ই আপনারা ওটার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন?'

ববির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা। 'আপনাদেরকে উদ্ধার করতে আসার পথে একটা বিধ্বস্ত জাহাজকে পাশ কাটিয়ে এসেছি আমরা, সম্প্রতি নেমে এসেছে সাগরের তলায়।'

'না, ওটা ব্লু বার্ড হতে পারে না!'

ববি বলল, 'দেখে মনে হলো, প্রচণ্ড কোন বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে। কেউ বেঁচেছে বলে মনে হয় না।'

'আমরা যখন নিচে নামি, আশপাশে আরও দুটো জাহাজ ছিল,' বললেন

পেনিংটন। 'আপনারা সম্ভবত ওই দুটোর একটাকে দেখেছেন।'

'বলা কঠিন।' রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'ওপরে কিছু একটা ঘটেছে। গোটা মহাসাগর লাফিয়ে উঠেছিল। তদন্ত করার সময় পাইনি আমরা।'

'শক ওয়েভটা আপনারাও নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন?' জানতে চাইলেন পেনিংটন।

'আপনাদের কাছ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে, গিরিখাদের আড়ালে ছিলাম আমরা। শক ওয়েভের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, আমাদের ওপর দিয়ে চলে যায়। সামান্য স্রোত ও আলোড়ন ছাড়া আর কিছু আমরা অনুভব করিনি।'

রানার দিকে কটমট করে তাকাল সিলভিয়া। 'আপনাদের ইচ্ছেটা কি, আমাদেরকে বন্দী করে রাখবেন?'

'বন্দী শব্দটায় আপত্তি আছে আমার। তবে প্রজেক্টটা ক্লাসিফায়েড তো, আপনারা ক'টা দিন আমাদের অতিথি হিসেবে থাকলে খুশি হব আমরা।'

'ক'টা দিন বলতে কি বোঝাতে চান?' সতর্ক সুরে জানতে চাইলেন ড. করবেট।

'আরও দু'মাস ওপরে ওঠার কোন প্ল্যান নেই আমাদের,' বলল রানা।

স্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। ড. করবেট, সিলভিয়া, তারপর রানার দিকে তাকালেন পেনিংটন। 'ব্লাডি হেল!' তিক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'দু'মাস আপনি আমাদেরকে আটকে রাখতে পারেন না!'

'আমার স্ত্রী···,' ঢোক গিলে বললেন ড. করবেট, 'ভাববেন আমি মারা গেছি।'

'আমার মা-বাবা···,' কথাটা শেষ না করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া।

'এত হতাশ হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'আগে আমাকে জানতে হবে, ওপরে কি ঘটেছে। তারপর আমাকে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে হবে। একটা না একটা উপায় হবেই।' আরও কিছু বলত রানা, দোরগোড়ায় বিল ট্যানারকে দেখে চুপ করে গেল। বিল ট্যানার ওদের সিসমোলজিস্ট, ইঙ্গিতে রানাকে ডাকছে।

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা, লক্ষ করল বিল ট্যানারের চেহারায় উত্তেজনা। 'সমস্যা?' কঠিন সুরে জানতে চাইল ও।

'ডিসটার্ব্যান্সটা সাগরের তলায় অনেকগুলো কাঁপন সৃষ্টি করেছে। এখন পর্যন্ত সেগুলো ছোট আর মৃদু, আমরা আসলে প্রায় অনুভবই করিনি। কিন্তু ওগুলোর শক্তি ও ব্যাপকতা বাড়ছে।'

'রিডিং কি বলছে?'

'আমরা এমন একটা পাথুরে স্তরে রয়েছি, প্রায় নড়বড়েই বলা যায়,' বলল বিল ট্যানার। 'এলাকাটা ভলকানিকও বটে। ক্রাস্টাল স্ট্রেইন এনার্জি যে হারে রিলিজ হচ্ছে, সাঙ্ঘাতিক ভয় পাচ্ছি আমি। আমার ধারণা, একটা ভূমিকম্প হতে যাচ্ছে। সিক্স-পয়েন্ট-ফাইভ।'

আঁতকে উঠল রানা। তারমানে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। গম্বুজের মাথায় একটা পাথর ছিটকে এসে লাগলে পানির চাপে চিঁড়ে-চেপটা হয়ে যাবে সবাই। 'কতক্ষণ সময় পাব আমরা?' জানতে চাইল ও।

'নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। তবে আমার আন্দাজ, বারো ঘণ্টা।'

'সরে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময়।'

'আমার হিসেব ভুলও হতে পারে,' বলল বিল ট্যানার, চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব। 'প্রথমে সামান্য যে আলোড়ন আমরা অনুভব করব, সেটা আসল ভূমিকম্পের আগমন বার্তাও হতে পারে—সেক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিনিট সময় পাব আমরা। আবার, আলোড়নটা থেমেও যেতে পারে।'

রানা কিছু বলার আগেই পায়ের নিচে মৃদু কাঁপুনি অনুভব করল ওরা, পিরিচের ওপর টুংটাং আওয়াজ তুলে নাচতে শুরু করল কাপগুলো।

রানার দিকে চোখ তুলে তিক্ত হাসল বিল ট্যানার। 'দেখা যাচ্ছে সময় আমাদের অনুকূলে নয়, মি. রানা।'

কাঁপনটা এত দ্রুত বাড়ছে যে আতঙ্ক বোধ করল ওরা। গুরু গম্ভীর একটা আওয়াজ আসছে দূর থেকে। তারপর ভেসে এল হুড়মুড় করে পাথর ধসের শব্দ, গিরিখাদের ঢাল বেয়ে নামছে। সবাই ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ইকুইপমেন্ট চেম্বারের ছাদের দিকে, পাথর ধসের আঘাতে যে-কোন মুহূর্তে ছাদ বা দেয়াল চুরমার হয়ে যেতে পারে। ছোট্ট একটা ফুটো হলেই যথেষ্ট, এক হাজার কামানের গর্জন তুলে ভেতরে ঢুকবে পানি।

আতঙ্কিত হলেও, বাইরে তার প্রকাশ নেই। প্রজেক্টের কমপিউটর রেকর্ড ছাড়া কেউ কিছু বহন করছে না। ইকুইপমেন্ট চেম্বারে জড়ো হয়ে ডীপ-সী ভেহিকেলে উঠতে আট মিনিট সময় নিল ক্রুরা।

রানা জানে, সবাইকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। দুটো সাবমারসিবলে খুব বেশি হলে চোদ্দজন লোককে জায়গা দেয়া যাবে। ওর দলে ওই চোদ্দজনই রয়েছে। সমস্যা সৃষ্টি করবে ব্লু বার্ডের ক্রুরা।

কাঁপনগুলো আগের চেয়ে শক্তিশালী, আসছেও আগের চেয়ে ঘন ঘন। সারফেসে পৌঁছে লোকজনকে নামিয়ে আবার ফিরে আসবে সাবমারসিবল, তা সম্ভব নয়, অত সময় পাওয়া যাবে না। যেতে-আসতে সময় লাগবে চার ঘণ্টা, অথচ খুব বেশি হলে সময় পাওয়া যাবে কয়েক মিনিট।

রানার থমথমে চেহারা দেখে ববি বলল, 'এক ট্রিপে সম্ভব নয়, দুই ট্রিপ লাগবে। আমি বরং দ্বিতীয় ট্রিপের জন্যে অপেক্ষা করি...।'

'দুঃখিত, দোস্ত,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'প্রথম সাবটা তুমি চালাচ্ছ, দ্বিতীয়টা নিয়ে তোমাকে অনুসরণ করব আমি। সারফেসে উঠে যাও, ইনফ্লেটেবল র‍্যাফটে প্যাসেঞ্জারদের নামাও, তারপর দ্রুত ফিরে এসে এখানে যারা রয়ে যাবে তাদের নিয়ে যাও।'

'ফিরে আসার সময় পাব না।'

'বেশ, এরচেয়ে ভাল একটা প্ল্যান দাও।'
পরাজয় স্বীকার করে মাথা নাড়ল ববি। 'এখানে থাকবে কারা?'
'ব্রিটিশ সার্ভে টীমের সদস্যরা।'
আড়ষ্ট হয়ে গেল ববি। 'কাউকে সিদ্ধান্ত নেয়ারও সুযোগ দেবে না? কেউ যদি ভলেন্টিয়ার হতে চায়? তুমি একটা মেয়েকে রেখে যেতে চাইছ, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'
'প্রথমে আমি নিজের দলের লোকদের বাঁচাতে চাইব,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।
কাঁধ ঝাঁকাল ববি, চেহারায় অসন্তোষ। 'এত কষ্ট করে বাঁচালাম ওদের, অথচ মৃত্যুর মুখে রেখে যাচ্ছি!'
আবার শুরু হলো কাঁপন, এবার অনেকক্ষণ স্থায়ী হলো, প্রায় দশ সেকেন্ড। সেই সাথে গুরু গম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আবার সব থেমে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ।
বন্ধুর চোখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ববি। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। রানাকে আশ্চর্য নির্লিপ্ত দেখল সে। তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে রানা মিথ্যে কথা বলছে। দ্বিতীয় সাবের পাইলট হবার কোন ইচ্ছেই ওর নেই। ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে থেকে যাবে।
কিন্তু এখন আর তর্ক করার সময় নেই। ববিকে ধরল রানা, প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রথম সাবমারসিবলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। 'অ্যাডমিরালকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো,' বলল ও।
রানার কথা শুনতে পেল না ববি, পাথর ধসের শব্দে চাপা পড়ে গেল। হ্যাচটা বন্ধ করে দিল রানা।
সাবের ভেতর সাতজন মানুষ গাদাগাদি করে বসেছে। কেউ কথা বলল না, কেউ কারও দিকে তাকাল না। সবার কাঁধ ও ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনে এগোল ববি, বসল পাইলটের সীটে। ইলেকট্রিক মটর স্টার্ট দিল সে, রেইল টপকে এয়ারলকে চলে এল সাব।
রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ববি, ওদিকে দ্বিতীয় সাবে লোকজনকে তুলে দিচ্ছে রানা। ওর নির্দেশে নুমার মহিলা সদস্যরা প্রথমে ভেতরে ঢুকল। তারপর সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।
হ্যাচের সামনে পৌঁছে ইতস্তত করছে সিলভিয়া, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'আপনি মারা যাবেন, আমি আপনার জায়গা দখল করায়?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল সে।
'হনলুলুর শেরাটন হোটেলে একটা টেবিল রিজার্ভ করে রাখবেন, সন্ধের দিকে।'
উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল সিলভিয়া, কিন্তু পিছনে দাঁড়ানো লোকটা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। ঘুরল রানা, প্রজেক্টের চীফ ভেহিকেল এঞ্জিনিয়ার ডেভ পার্লম্যানের সামনে দাঁড়াল।

চশমাটা নাকে ভাল মত বসিয়ে নিয়ে রানার দিকে ঝুঁকল ডেভ পার্লম্যান। 'আপনি আমাকে কো-পাইলট হিসেবে দেখতে চাইছেন, মি. রানা?'

'না, তুমি একাই ওটাকে নিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'ববি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি।'

চোখ থেকে বিষণ্ণ ভাবটা গোপন করতে পারল না ডেভ পার্লম্যান। 'আপনি কেন, আপনার বদলে আমিই বরং অপেক্ষা করি।'

'তোমার সুন্দরী একটা বউ আর তিনটে বাচ্চা আছে। আমি একা। তাড়াতাড়ি ওঠো!' তার দিকে পিছন ফিরে সামনে এগোল রানা, দাঁড়াল পেনিংটন আর ড. করবেটের সামনে।

পেনিংটনের চেহারাতেও ভয়ের লেশমাত্র নেই।

'মি. পেনিংটন, আপনি কি বিবাহিত?' জানতে চাইল রানা।

'আমি? দূর, কনফার্মড ব্যাচেলর!'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত দুটো কচলাচ্ছেন ড. করবেট, চোখে ভয়ের ছায়া। মৃত্যু যে অবধারিত, এ-ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই।

'তখন বলছিলেন, আপনার বউ আছে,' তাকে বলল রানা।

'একটা বাচ্চাও আছে,' ঢোক গিলে জানালেন ড. করবেট।

'আর একজনের জায়গা আছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ুন।'

'আমাকে নিয়ে আটজন হবে,' বললেন ড. করবেট। 'কিন্তু আপনার সাবমারসিবলে জায়গা হবে সাতজনের।'

'প্রথমটায় আমি মোটাসোটা লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলল রানা। 'এটায় তুলেছি রোগা-পাতলা লোকদের ও তিনটে মেয়েকে। আপনার মত ছোটখাট একজন মানুষ এখনও উঠতে পারবে।'

একটা ধন্যবাদও দিলেন না, তাড়াতাড়ি সাবে উঠে পড়লেন ড. করবেট। হ্যাচটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল রানা।

'আপনি অত্যন্ত সাহসী মানুষ, মি. রানা। ঈশ্বরের ভূমিকায় এত ভাল অভিনয় করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'দুঃখিত, আপনার জন্যে কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না।'

'নো ম্যাটার। ভাল একজন মানুষের সাথে মরতে গর্ববোধ করব আমি।'

সামান্য বিস্মিত হয়ে পেনিংটনের দিকে তাকাল রানা। 'মৃত্যু সম্পর্কে কে কি বলল আপনাকে?'

'আমাকে মিথ্যে অভয় দেবেন না, প্লীজ। সাগরকে আমি চিনি।'

'মি. পেনিংটন,' পাথর ধসের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর, 'আমার ওপর আস্থা রাখুন।'

রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন পেনিংটন। 'এমন কিছু আছে যা আপনি জানেন, আমি জানি না?'

'শুধু জেনে রাখুন, উইনার থেকে সবার শেষে রওনা হচ্ছি আমরা।'

বারো মিনিট পর বিরতিহীন হয়ে উঠল শক ওয়েভ। গিরিখাদের ঢাল

থেকে টন টন পাথর নেমে এল, গোলাকার কাঠামোটাকে আঘাত করল নির্দয়ভাবে। অবশেষে মানুষের তৈরি সাগরতলের আশ্রয়টাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল কয়েক বিলিয়ন লিটার হিমশীতল কালো পানি।

ছয়

দুই ঢেউয়ের মাঝখানে, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল প্রথম সাবমারসিবল। আকাশ স্বচ্ছ নীল, সাগর প্রায় শান্ত। ঢেউগুলো খুব বেশি হলে এক মিটারের মত উঁচু। হ্যাচ খুলে গোলাকার টাওয়ারে উঠল ববি। ভেবেছিল খালি সাগর দেখতে পাবে, কিন্তু চারদিকে তাকাতে গিয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ।

চল্লিশ মিটার দূরে একটা জাহাজ, সরাসরি ভাসমান সাবমারসিবলের দিকে এগিয়ে আসছে। বো-র ওপর চারকোনা ডেক, পিছনটা গোল মত ও উঁচু, দেখেই বোঝা যায় ওটা একটা চাইনীজ জাহাজ। বো-তে একটা চোখ আঁকা, ববির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে।

টাওয়ারের ওপর থেকে নিচের দিকে ঝুঁকল ববি, চিৎকার করল, 'এভরিবডি আউট! জলদি, জলদি!'

ঢেউয়ের মাথায় উঠল খুদে সাবমারসিবল, জাহাজের দু'জন ক্রু দেখতে পেল ওটাকে। চিৎকার জুড়ে দিল তারা, হেলমসম্যানকে স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নিতে বলছে জাহাজ। কিন্তু মাঝখানের ব্যবধান কমে গেছে। চকচকে খোল সদ্য পানিতে লাফিয়ে পড়া প্যাসেঞ্জারদের ওপর চড়াও হলো। জাহাজের ক্রুরা রেইলিঙে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাথরের মূর্তি। কারও মনে কোন সন্দেহ নেই, জাহাজের বো ধাক্কা দিয়ে সাবমারসিবলটাকে ডুবিয়ে দেবে এখুনি।

শেষ লোকটা লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল, এবার ববির পালা। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে জাহাজের বো ওপরে উঠল, তারপর নেমে এল সরাসরি সাবের গায়ে। সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড কোন আওয়াজ হলো, তা নয়। প্রায় কোন শব্দই হলো না। সাবটা এই ছিল, এখন নেই। দেরিতে হলেও, জাহাজের হেলমসম্যান ক্রুদের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে জাহাজ থামাবার চেষ্টা করছে সে। ক্রুরাও বসে নেই, পালগুলো নামিয়ে ফেলছে তারা। আবার চালু হলো জাহাজের এঞ্জিন, রেইলিং থেকে পানিতে ফেলা হলো লাইফ রিঙ।

অল্পের জন্যে রক্ষা পেল ববি, ছিটকে দূরে না পড়লে জাহাজের খোলে বাড়ি খেত। নাক দিয়ে নোনা পানি ঢুকল, খক খক করে কাশছে সে। কয়েকটা মাথা ঢেউয়ের মাথায় ডুবছে আর ভাসছে। গুণে দেখল, ছ'টা। আশ্চর্য, জাহাজ চড়াও হলেও, কেউ তেমন মারাত্মকভাবে আহত হয়নি।

সবাই লাইফ রিঙ ধরার জন্যে সাঁতার দিচ্ছে।

পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে চাইনীজ জাহাজ। নামটা পড়ল ববি, চাইনীজ কুইন। ভাগ্যকে ধিক্কার দিল সে, বন্ধুকে ফিরিয়ে আনার কোন সুযোগই আর থাকল না।

না, একটা উপায় আছে। দ্বিতীয় সাবটা নিয়ে নামতে হবে তাকে।

তবে আগের কাজ আগে। চারদিকে তাকাল সে, চিৎকার করল, 'কেউ আহত হলে হাত তোলো!'

তরুণ এক জিওলজিস্ট একা হাত তুলল। 'আমার একটা গোড়ালি মচকে গেছে।'

ধীরে ধীরে ঘুরে ফিরে এল জাহাজ, স্থির হলো ওদের দশ মিটার দূরে। রেইলিং থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। 'কেউ আহত হয়েছেন?' চিৎকার করলেন। 'আমরা কি বোট নামাব?'

'গ্যাংওয়ে নামান,' নির্দেশ দিল ববি। 'আপনাদের জাহাজে চড়ব আমরা।' তারপর বলল, 'চারদিকে নজর রাখুন। নিচে থেকে আমাদের আরও একটা সাব উঠে আসছে।'

'শুনতে পেয়েছি।'

পাঁচ মিনিট পর, একজন বাদে প্রথম সাবের সব ক'জন ক্রু চাইনীজ কুইনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, একা শুধু তরুণ জিওলজিস্টকে জালে আটকে জাহাজে তোলার পর সিক-বেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রৌঢ় লোকটা এগিয়ে এসে ববির সামনে দাঁড়ালেন। 'গড, সত্যি আমরা দুঃখিত। একেবারে শেষ মুহূর্তে আপনাদের আমরা দেখতে পাই।'

'আপনাদের দোষ নয়। আমরা আপনাদের খোলের নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেউ নিখোঁজ হয়েছে?'

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ, না।'

'ঈশ্বর মহান। তবে আজকের দিনটাই বিদঘুটে। এখান থেকে আঠারো-বিশ কিলোমিটার দূরে আরেক ভদ্রলোককে জাহাজে তুলেছি আমরা। তাঁর অবস্থা ভাল নয়। নাম বলছেন ডিক হপার। উনি আপনাদের কেউ?'

'না,' বলল ববি। 'আমাদের বাকি সবাই দ্বিতীয় একটা সাবমারসিবলে রয়েছে।'

'ক্রুদের নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন চোখ মেলে থাকে।' খোলা সাগরের ওপর চোখ বুলালেন প্রৌঢ়। 'আপনারা এলেন কোত্থেকে?'

'পরে ব্যাখ্যা করব। আপনাদের রেডিওটা কি ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই। ভাল কথা, আমি জেমস ম্যানলি।'

'ববি মুরল্যান্ড।'

কোয়ার্টার ডেকের একটা বড় কেবিন দেখিয়ে প্রৌঢ় বললেন, 'ওদিকে চলে যান, মি. মুরল্যান্ড। আপনি রেডিওতে কথা বলুন, ইতিমধ্যে আপনার লোকদের শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করি আমি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' তাড়াতাড়ি কেবিনটার দিকে এগোল ববি। সাগরের তলায় আটকা পড়ে আছে রানা ও মি. পেনিংটন, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল সে।

নুমার দ্বিতীয় সাবমারসিবল চাইনীজ কুইনের আধ কিলোমিটার দূরে ভেসে উঠল। পানিতে না ভিজে জাহাজে উঠতে পারল ক্রুরা।

পরিস্থিতি সম্পর্কে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে একটা ধারণা দিয়ে আগেই ডেকে বেরিয়ে এসেছে ববি, ফ্লাইং বোটে চড়ে রওনা হয়ে গেল সাবমারসিবলের উদ্দেশে। সাব থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে ডেভ পার্লম্যান, তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল ববি, 'স্ট্যান্ড বাই! ওটাকে আমি নিচে নিয়ে যেতে চাই।'

মাথা নাড়ল ডেভ পার্লম্যান। 'সম্ভব নয়। ব্যাটারি কেসিং-এ লিক দেখা দিয়েছে। চারটে ব্যাটারি শেষ। আরেকটা ডাইভ দেয়ার মত শক্তি নেই।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ল ববি, রেইলিঙে ঘুসি মারল সে। নুমার বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ার, সিলভিয়া ও ড. করবেট, এমন কি চাইনীজ কুইনের ক্রুরাও বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

'নট ফেয়ার,' বিড়বিড় করছে ববি। 'নট ফেয়ার।'

অনেকক্ষণ ওখানেই, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ববি, তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে, যেন পানির তলায় কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে। আকাশে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের এয়ারক্রাফট উদয় হলো, চক্কর দিচ্ছে চাইনীজ কুইনকে ঘিরে, তখনও রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ববি।

কোন রকম জ্ঞান আছে ডিক হপারের, কেবিনে ঢুকল ড. করবেট ও সিলভিয়া। বেডের পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে, ওদেরকে দেখে দাঁড়ালেন তিনি। 'হ্যালো, আমি মাইক সিলভার। আপনারা কি মি. ডিক হপারকে চেনেন?'

'আমরা বন্ধু, একই ব্রিটিশ সার্ভে শিপের সহকর্মী,' জবাব দিলেন ড. করবেট। 'কেমন আছেন উনি?'

'সুস্থ হতে সময় নেবেন,' বললেন মাইক সিলভার। 'এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'আপনি কি ডাক্তার?'

'পিডিঅ্যাট্রিকস, আসলে। ছ'হপ্তার ছুটি নিয়ে জেমস ম্যানলিকে সাহায্য করছি এই ভয়েজে।' ডিক হপারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মি. হপার, আপনার বন্ধুরা আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

চোখ না খুলে একটা হাত তুলে একবার আঙুল নাড়লেন ডিক হপার। তাঁর মুখ ফুলে আছে, কয়েক জায়গায় আঁচড়ের দাগ। ধীরে ধীরে চোখ মেললেন তিনি। ড. করবেট ও সিলভিয়াকে চিনতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনারা নিরাপদে আছেন। ভাবিনি আবার আপনাদের দেখতে পাব। সেই উন্মাদ ভদ্রলোক···মি. পেনিংটন কোথায়?'

'তিনি একটু পরই আসছেন,' বলল সিলভিয়া, ড. করবেটকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল। 'কি ঘটেছিল, মি. হপার? আমাদের ব্লু বার্ড কোথায়?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডিক হপার। 'জানি না। কোন এক ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আপনাদের সাথে আন্ডারওয়াটার ফোনে কথা বলছিলাম, হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল গোটা জাহাজ, আগুন ধরে গেল চারদিকে। কোন রকমে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, চোখের সামনে ডুবে গেল জাহাজ…।'

'ডুবে গেল?' বিড়বিড় করল সিলভিয়া, মেনে নিতে পারছে না। 'ব্লু বার্ড ডুবে গেছে, আমাদের ক্রুরা সবাই মারা গেছে?'

'কতক্ষণ ভেসে ছিলাম বলতে পারব না, জেমস ম্যানলির ক্রুরা আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে আনে। আশপাশে সার্চ করে ওরা, কিন্তু আর কাউকে পায়নি।'

'কিন্তু আমরা যখন ডাইভ দেই, কাছাকাছি আরও দুটো জাহাজ ছিল!' বলল সিলভিয়া। 'সেগুলো গেল কোথায়?'

'কোথাও দেখিনি। বোধহয় ওগুলোও তলিয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বললেন ডিক হপার, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে আবার জ্ঞান হারাবেন। ইচ্ছাশক্তি আছে, কিন্তু শরীরে বল নেই। চোখ বন্ধ করলেন তিনি, মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার মাইক সিলভার ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন ওদেরকে। 'আপনারা পরে কথা বলবেন, ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার।'

'ওঁর সমস্যাটা কি?' জানতে চাইলেন ড. করবেট।

'এক্স-রে ছাড়াই বলছি, পাঁজরের দু'তিনটে হাড় ভেঙেছে। গোড়ালি ফুলে ঢোল হয়ে আছে, বোধহয় ওখানেও একটা হাড় ভেঙেছে। এ-ধরনের আঘাতের চিকিৎসা আমার জানা আছে। কিন্তু…,'

'কিন্তু?'

'কিন্তু বাকি সব লক্ষণগুলো অদ্ভুত, জাহাজডুবি থেকে বাঁচা কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।'

'কি বলছেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন ড. করবেট।

'জ্বর, লো ব্লাড প্রেশার, ইরিথেমা, স্টমাক ক্র্যাম্প, অদ্ভুত ধরনের ফোসকা।'

'কারণ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার মাইক সিলভার। 'আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাইরে। এ-বিষয়ে মেডিকেল জার্নালে দু একটা আর্টিকেল পড়েছি শুধু। তবে এ-কথা বললে ভুল হবে না যে মি. ডিক হপারের সিরিয়াস লক্ষণগুলোর কারণ হলো রেডিয়েশন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সিলভিয়া, তারপর জানতে চাইল, 'নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন?'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার মাইক সিলভার। 'আমার তাই বিশ্বাস।'

'তাহলে ওঁকে বাঁচাবার উপায়?'

'এখানে চিকিৎসার সুবিধে নেই বললেই চলে। আমি এসেছি ডেকহ্যান্ড হিসেবে। আমার ব্যাগে শুধু ট্যাবলেট, অ্যান্টিসেপটিক ও ব্যান্ডেজ আছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমরা তীরের আরও কাছাকাছি না পৌঁছুলে ওঁকে হেলিকপ্টারে তোলাও সম্ভব নয়। তারপরও আমার সন্দেহ আছে, থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্যে ওঁকে বাঁচানো যাবে কিনা।'

'শালাদের ফাঁসি দাও!' হঠাৎ গর্জে উঠলেন ডিক হপার, চমকে উঠে সবাই তাঁর দিকে তাকাল। ভদ্রলোকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, সামনে দাঁড়ানো লোকজনকে ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেছে বাল্কহেড ফুঁড়ে দূরে কোথাও। 'শালাদের ফাঁসিতে ঝোলাও!'

তাঁকে অমন করতে দেখে ভয় পেল সিলভিয়া, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে পারল না। বিছানার দিকে ছুটে এলেন ড. করবেট ও মাইক সিলভার। বিছানার ওপর ছটফট করছেন ডিক হপার, ব্যর্থ চেষ্টা করছেন উঠে বসার।

'বেজন্মা কুত্তাগুলোকে খতম করো!' হিংস্র আক্রোশে বারবার গর্জন করছেন তিনি, কাদের যেন অভিশাপ দিচ্ছেন। 'আবার ওরা খুন করবে! শালাদের ফাঁসি দাও!'

একটা ইঞ্জেকশন দেয়ার চেষ্টা করলেন মাইক সিলভার, কিন্তু তার আগেই ডিক হপারের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চকচকে হয়ে উঠল চোখ দুটো, তারপর কুয়াশার মত মিহি একটা পর্দা পড়ল। বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়লেন তিনি। অসাড় হয়ে গেল শরীর।

বুকে চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে ডিক হপারের দম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। এক সময় ঘর্মাক্ত মাইক সিলভার জানালেন, 'ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

যেন সম্মোহিত, কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সিলভিয়া নিঃশব্দে কাঁদছে, ড. করবেট গম্ভীর ও বিষণ্ণ।

লাল চুল খুলি কামড়ে আছে, তার ওপর পানামা স্ট্র হ্যাট। নীল গলফ শার্ট, তার সাথে ম্যাচ করা প্যান্ট পরেছেন ভদ্রলোক। একহারা গড়ন, তলোয়ারের মত খাড়া ও ঋজু। বয়েস হয়েছে, বৃদ্ধই বলা যায়, তবে আসলে তিনি চিরতরুণ। চাইনিজ কুইনের গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে একটা দমকা বাতাসের মত উঠে এলেন, মুখের চুরুটটা থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে চারদিকে। নাটকীয় উদয় বা আবির্ভাব-এর জন্যে অস্কার দেয়ার প্রচলন থাকলে, কোন সন্দেহ নেই, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন প্রথম পুরস্কারটি ঠিকই ছিনিয়ে নিতেন। প্লেনে থাকতেই ববির কাছ থেকে দুঃসংবাদটা পেয়েছেন তিনি, কাজেই থমথম করছে তাঁর চেহারা। চাইনীজ কুইনের ডেকে পা দিয়েই ফ্লাইং বোট-এর পাইলটের উদ্দেশে একটা হাত তুললেন, পাইলটও সাড়া দিয়ে হাত নাড়ল। বাতাসের দিকে ঘুরে ছুটল এয়ারক্রাফট, ঢেউয়ের মাথায় বাড়ি খেল বার

কয়েক, তারপর শূন্যে উঠে পড়ল। দক্ষিণ-পুব দিকে হাওয়াইয়ান দ্বীপগুলোর দিকে চলে যাচ্ছে।

ববি সামনে বাড়ল, সাথে জেমস ম্যানলি অর্থাৎ চাইনীজ কুইনের মালিকও রয়েছেন। মালিকের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'হ্যালো, জেমস। ভাবিনি এখানে তোমার সাথে দেখা হবে আমার।'

ঠোঁটে মৃদু হাসি, অ্যাডমিরালের সাথে করমর্দন করলেন জেমস ম্যানলি। 'আমারও তো সেই কথা, জর্জ। তোমাকে দেখে ভারি খুশি লাগছে আমার।' ইঙ্গিতে নুমার টিমটাকে দেখালেন তিনি, ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। 'এবার হয়তো কেউ আমাকে জানাবে কাল আলো ও বজ্রপাতের যে প্রদর্শনীটা দেখলাম, আসলে সেটা কি ছিল, কারাই বা দায়ী। আরও জানতে পারব, এরা সবাই সাগরের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছিল কেন।'

সরাসরি জবাব দিলেন না অ্যাডমিরাল। ডেকের চারদিকে তাকালেন, নামিয়ে আনা পালগুলো দেখলেন। 'এটা আসলে কি দেখছি আমরা?'

'এটা একটা চীনা জাংক, শখ করে বানিয়েছি। হংকং থেকে হনলুলু যাচ্ছি আমরা, ওখান থেকে যাব সান ডিয়াগো।'

'পরস্পরকে আপনারা চেনেন?' অবশেষে জানতে চাইল ববি।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'নেভিতে একই সাথে নাম লেখাই আমরা, কিন্তু পরে রিজাইন করে ও। ইলেকট্রনিকস্-এর ব্যবসা করে প্রচুর কামিয়েছে, ইউএস ট্রেজারিতে যত টাকা আছে, তারচেয়ে বেশি আছে জেমস ম্যানলির কাছে।'

'বাড়িয়ে বলার দোষটা তোমার এখনও তাহলে আছে!' লাজুক হাসি দেখা গেল জেমস ম্যানলির ঠোঁটে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'বেস-এর শেষ খবর কি, ববি?'

'ওটা বোধহয় হারিয়েছি আমরা,' শান্তস্বরে জবাব দিল ববি। 'আমাদের অবশিষ্ট সাব থেকে আন্ডারওয়াটার টেলিফোনে সাড়া পাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিছু শোনা যায়নি। বিল ট্যানারের ধারণা, বেস থেকে আমরা বেরিয়ে আসার একটু পরই প্রচণ্ড শক ওয়েভ আঘাত করেছিল। আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি, সাব দুটোয় আমাদের সবার জায়গা হয়নি। রানা ও ব্রিটিশ মেরিন সায়েন্টিস্ট ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় নিচে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।'

'ওদেরকে বাঁচানোর জন্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

মাথা নিচু করল ববি। 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। করার মত কিছু নেই আমাদের।'

'কে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে? ববি? ববি মুরল্যান্ড? মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?' প্রায় গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'ও না তোমাকে কয়েকবার নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, ববি? সে-ই তুমি ওকে সাগরের সাড়ে পাঁচ হাজার মিটার নিচে রেখে এসে বলছ, ওকে উদ্ধার করার জন্যে কিছুই তোমার করার নেই? কেন, তুমি না বললে ব্যাকআপ সাবমারসিবল নিয়ে ফিরে যাবে?'

'বলেছিলাম ডেভ পার্লম্যান বাতিল ব্যাটারি নিয়ে উঠে আসার আগে! প্রথমটা ডুবে গেছে, দ্বিতীয়টা অচল, এখন আপনিই বলুন কি করার আছে আমাদের!'

অ্যাডমিরালের চেহারা নরম হলো। মাথা থেকে পানামা স্ট্র হ্যাট নামিয়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। রানাকে তিনি আপন সন্তানের মত ভালবাসেন। ববির সামনে দাঁড়ালেন একবার। 'ব্যাটারি মেরামত করা যায় না?'

ইঙ্গিতে সাবমারসিবলটা দেখাল ববি, বিশ মিটার দূরে ঢেউয়ের মাথায় দুলছে। 'চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না পার্লম্যান, তবে আশা না করাই ভাল।'

'কেউ যদি দায়ী হয় তো আমি,' মন খারাপ করে বললেন জেমস ম্যানলি।

ববি বলল, 'আমার ধারণা, এখনও বেঁচে আছে রানা। সহজে মরার লোক নয় সে।'

তার দিকে কটমট করে তাকালেন অ্যাডমিরাল, মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছেন।

ববি বলল, 'এখানে যদি আমরা আরেকটা সাব আনতে পারি...।'

'সী হক দশ হাজার মিটার নিচে নামতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল, রেইলিঙের সামনে চলে এলেন। 'লস অ্যাঞ্জেলস হারবারে আমাদের ডকে রয়েছে ওটা।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'নিয়ে আসতে আট ঘণ্টার মত লাগবে।'

'কিভাবে আনবে?' জানতে চাইলেন জেমস ম্যানলি।

'এয়ার ফোর্স সি-ফাইভে করে।'

'তুমি বলছ, একটা বারো টন সাবমারসিবলকে এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার থেকে পানিতে নামাবে?'

'তাছাড়া উপায় কি! বোটে করে আনতে এক হপ্তা লেগে যাবে।'

'তবু তোমাদের একটা সাপোর্ট শিপ লাগবে বলে মনে হয়,' বললেন জেমস ম্যানলি। 'তুমি চাইলে আমাদের চাইনিজ কুইনকে কাজে লাগাতে পারো।'

বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার জাহাজটাকে যদি ফ্লিট কমান্ড শিপ হিসেবে কাজে লাগানো যায়, ভারি উপকার হবে। নুমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, জেমস।'

'ফ্লিট? তারমানে?'

'কেন, জানো না ইউএস নেভির অর্ধেক জাহাজ চারদিক থেকে ছুটে আসছে এদিকে?' জানতে চাইলেন অ্যাডিমরাল, যেন ধরেই নিয়েছেন, রবিন ট্যালবট গোপনে তাঁকে যে ব্রিফ করেছেন সে-কথা কারও অজানা নেই। 'এই মুহূর্তে যদি এখানে ওদের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন মাথা তোলে, একটুও অবাক হব না।'

বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে অ্যাটাক সাবমেরিন সাউন্ডার। পানির চারশো

মিটার নিচে দিয়ে ছুটে আসছে চাইনিজ কুইনের দিকে। সাবমেরিনের কমান্ডার, পল ম্যালোরি, পার্ল হারবারে থাকার সময় নির্দেশ পেয়েছেন, বিস্ফোরণ এলাকায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে হবে তাঁকে। ওখানে পৌঁছে আন্ডারওয়াটার রেডিওলজিক্যাল কনটামিনেশন সম্পর্কে পরীক্ষা চালাতে হবে, ভাসমান কোন আবর্জনা থাকলে নিরাপদে তুলে নিতে হবে সাবমেরিনে। একটা বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পল ম্যালোরি, এক হাতে খালি একটা কাপ, তাকিয়ে আছেন ন্যাভাল রেডিওলজিক্যাল ডিফেন্স ল্যাবরেটরির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হেনরি গলব্রেথের দিকে। নেভির বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে পল ম্যালোরির উপস্থিত সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হল না। নিজের কাজে মগ্ন তিনি। সাবমেরিনের পিছনে লেজের মত লম্বা হয়ে আছে যন্ত্রপাতি ঠাসা একাধিক প্রোব, রেডিও-কেমিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ও কমপিউটরের সাহায্যে বিটা ও গামা-র মাত্রা ও ঘনত্ব মনিটর করছেন তিনি।

'আমরা কি এখনও অন্ধকারে?' জানতে চাইলেন পল ম্যালোরি।

'রেডিওঅ্যাকটিভিটি কোথাও বেশি, কোথাও কম ডিসট্রিবিউট করা হয়েছে,' বললেন হেনরি গলব্রেথ। 'তবে ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল এক্সপোজার-এর যথেষ্ট নিচে। হেভিয়েস্ট কনসেনট্রেশন ওপর দিকে।'

'সারফেস ডিটোনেশন?'

'হ্যাঁ—জাহাজ, সাবমেরিন নয়। বাতাসই বেশিরভাগ দূষিত হয়েছে।'

'আমাদের উত্তরে যে চীনা জাহাজটা রয়েছে, ওটার কোন ক্ষতি হবে না তো?'

মাথা নাড়লেন হেনরি গলব্রেথ। 'অনেকটা দূরে রয়েছে ওরা, বাতাসের উল্টোদিকে। সামান্য একটু ছোঁয়া পাবে মাত্র।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে বিস্ফোরণ এলাকার দিকে ভেসে আসছে যে?'

'বিস্ফোরণের আগে ও পরে প্রবল বাতাস ছিল, সাগরও ছিল অশান্ত,' বললেন গলব্রেথ। 'বেশিরভাগ রেডিয়েশন পুব দিকের আকাশে উঠে গেছে।' কমপার্টমেন্টের ফোনটা পিপ-পিপ করে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি। 'ইয়েস?'

'ক্যাপটেন কি ওখানে আছেন, স্যার?'

রিসিভারটা পল ম্যালোরির হাতে ধরিয়ে দিলেন গলব্রেথ।

'দিস ইজ দ্য ক্যাপটেন।'

'স্যার, সোনারম্যান অ্যাটকিনসন। অদ্ভুত একটা কনট্যাক্ট স্যার। আপনার শোনা উচিত।'

'এখুনি আসছি,' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন পল ম্যালোরি।

সোনারম্যানকে পাওয়া গেল তার কনসোলের কাছে, কানে এয়ারফোন আটকে কি যেন শুনছে, কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। পল ম্যালোরির এক্সিকিউটিভ অফিসার, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হ্যারি ইয়ং ব্লাড তাঁর দিকে একজোড়া স্পেয়ার ফোন বাড়িয়ে ধরলেন। তাড়াতাড়ি সেটা কানে আটকালেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন, কিন্তু কিছুই শুনতে

পেলেন না। 'কোথায় কনট্যাক্ট?'

সাথে সাথে জবাব না দিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড শোনার চেষ্টা করল সোনারম্যান অ্যাটকিনসন, তারপর বাম কান থেকে এয়ারফোন নামিয়ে বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আশ্চর্য? কি আশ্চর্য?'

'দাঁড়ান, স্যার, প্লীজ! স্পিকারটা অন করি।'

অদ্ভুত যোগাযোগের কথা এরইমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সাবমেরিনের সবখানে, সোনার এনক্লোজারের ভেতর অফিসারদের ভিড় জমে গেল। স্পিকার অন করা হতেই শোনা গেল আওয়াজটা। অস্পষ্ট, তবে দুর্বোধ্য নয়। কারা যেন কোরাস গাইছে।

'অ্যান্ড এভরি নাইট হোয়েন দ্য স্টারফিশ কেইম আউট,
আই উড হাগ অ্যান্ড কিস হার সো।
ওহ, হোয়াট আ টাইম আই হ্যাড উইথ মিনি দ্য মারমেইড
ডাউন ইন হার সীমী বাংলো।'

'নিশ্চয়ই চাইনিজ কুইন থেকে আসছে!' বললেন পল ম্যালোরি।

'না, স্যার। কোন জাহাজ বা কোন সারফেস ভেসেল থেকে আসছে না।'

'আরেকটা সাবমেরিন থেকে? রাশিয়ান নাকি?'

মাথা নাড়লেন হ্যারি ইয়ং ব্লাড। 'না। এদিকে রাশিয়ানদের কোন সাবমেরিন নেই।'

'রেঞ্জ? বিয়ারিং?' জানতে চাইলেন পল ম্যালোরি।

ইতস্তত করছে সোনারম্যান অ্যাটকিনসন। যেন বাচ্চা একটা ছেলে বিপদে পড়েছে, ভয় পাচ্ছে সত্যি কথা বলতে। 'হরাইজন্টাল কমপাস বিয়ারিং নেই, স্যার। কোরাসটা ভেসে আসছে সাগরের তলা থেকে, সোজা পাঁচ হাজার মিটার নিচ থেকে।'

সাত

গিরিখাদের তলায়, যেখানে এক সময় নুমার মাইনিং স্টেশন ছিল, পলি ও পাথর ধসে ঢাকা পড়ে গেছে। এবড়োখেবড়ো, উঁচু-নিচু একটা প্রান্তরে পরিণত হয়েছে জায়গাটা, বোল্ডার স্তূপগুলোকে ঘিরে ভেসে বেড়াচ্ছে মিহি পলির মেঘ। ভূমিকম্পের কাঁপন ও গর্জন থেমে যাবার পর মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা নেমে আসার কথা, কিন্তু তা নামেনি, সাগরের অতল গহ্বরে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা গানের আওয়াজ।

শব্দের উৎস সন্ধানে কেউ যদি জঞ্জাল ভর্তি প্রান্তরের ওপর দিয়ে এই মুহূর্তে হাঁটে, নিঃসঙ্গ একটি অ্যান্টেনা শ্যাফট দেখতে পাবে সে--বাঁকা ও মোচড়ানো, মাথাচাড়া দিয়ে আছে কাদার ওপর। একটা লালচে-খয়েরি

র‍্যাটফিশ দু'এক মুহূর্তের জন্যে পরীক্ষা করল অ্যান্টেনাটা, তারপর উৎসাহ হারিয়ে চোখা লেজ নেড়ে দূরে সরে গেল।

একটু পর অ্যান্টেনা থেকে কয়েক মিটার দূরে নড়ে উঠল পলিমাটির স্তূপ, শুরু হলো একটা ঘূর্ণি, ক্রমশ আকারে বড় হচ্ছে, ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা আলো। আলোর ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল একটা যান্ত্রিক হাত, চ্যাপ্টা কোদাল আকৃতির, হাতলের কাছটা গিঁটসর্বস্ব। যান্ত্রিক হাতটা শিকারী কুকুরের মত সিধে হলো, তারপর যেন শিকারের সন্ধানে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে চারদিকে তাকাল।

তারপর কোদালটা বাঁকা হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল, গভীর একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে। ট্রেঞ্চের গা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। খোঁড়ার কাজ তখনও শেষ হয়নি, বড় একটা বোল্ডার বাধা হয়ে দাঁড়াল। কোদালের তুলনায় বোল্ডারটা বড়। কোদালের পাশে চলে এল বিশাল একটা ধাতব থাবা। থাবার আঙুলগুলো শ্যেন পাখির বাঁকা নখের মত, চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরল বোল্ডারটাকে, কাদা থেকে তুলে ফেলল টান দিয়ে, ফেলে দিল ট্রেঞ্চের বাইরে অনেকটা দূরে। আবার নিজের জায়গায় সরে গেল থাবা, নিজের কাজ শুরু করল কোদাল।

'নাইস ওঅর্ক, মি. রানা,' চীফ এঞ্জিনিয়ার ক্লোভার পেনিংটন বললেন, পরম স্বস্তিতে নিঃশব্দে হাসছেন। 'লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বিকেলের চা খাওয়ার আগেই বাড়িতে পৌঁছে যাব।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে রানা, গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে টিভি মনিটর-এর দিকে। 'এখনও আমরা রাস্তায় পড়িনি।'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কার কৃতিত্ব? ভাগ্যের, নাকি প্রতিভার? আমি বলব, প্রতিভার। ভূমিকম্পের মূল ধাক্কাটা লাগার আগেই আমরা আপনার একটা ডীপ সী মাইনিং ভেসেলে ঢুকে পড়ি, তারপর ঢুকি এয়ার প্রেশার লকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেরি করলে এ-যাত্রা আর বাঁচতে হত না।'

'ভাগ্যের কৃতিত্ব হচ্ছে, এয়ার-লকের দেয়াল টিকে গেছে, ভেঙে পড়েনি,' বিড়বিড় করে বলল রানা, ভেহিকেলের কমপিউটরকে নির্দেশ দিচ্ছে কোদালটাকে আরও একটু বাঁকা করতে।

ডিএসএমভি-র চারদিকে তাকালেন পেনিংটন। 'সত্যি, অদ্ভুত একটা মেশিন। এর শক্তির উৎসটা কি?'

'ছোট একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর।'

'নিউক্লিয়ার? মাই গড! আমার ধারণা, সাগরের তলা দিয়ে ইচ্ছে করলে আমরা এটা নিয়ে ওয়াইকিকি সৈকতে পৌঁছে যেতে পারি, কি বলেন?'

'লোলার রিয়্যাক্টর ও লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম সাহায্য করবে আমাদের, তবে এটার গতি খুব কম, ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মাইল। পৌঁছুবার আগে না খেতে পেয়ে মারা যাব আমরা।'

'এখানে কোন খাবার নেই, বলতে চাইছেন?'

'একটা আপেলও না।'

'না খেয়ে মরি, তাতে আফসোস নেই,' বললেন পেনিংটন। 'মরার সময় গান শুনতে পাব, এটাই বা কম কিসে!'

'টেলিফোন হাউজিং চুরমার হয়ে গেছে, কাজেই সারফেসের সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র মাধ্যম হলো অ্যাকুস্টিক রেডিও ট্র্যান্সমিটার। আলাপ করার জন্যে রেঞ্জ অবশ্য যথেষ্ট নয়, তবে এটা ছাড়া আর কিছু নেই আমাদের। কোরাসটা কেউ যদি শুনতে পায়, বুঝতে পারবে এখানে কেউ বেঁচে আছে।'

'তাতে যে কতটুকু উপকার হবে, বলা মুশকিল,' ম্লান কণ্ঠে বললেন পেনিংটন। ;ধরুন, একটা রেসকিউ মিশন পাঠানো হলো, কিন্তু প্রেশার-লক না থাকায় এই ভেহিকেল থেকে একটা সাবমারসিবলে আমরা ঢুকব কিভাবে?' পকেট থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'নিন, আর চার-পাঁচ ঢোক অবশিষ্ট আছে।'

ডিগিং অপারেশন শুরু করার পর পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এতক্ষণে টিভির পর্দায় সরু, তবে প্রায় পরিচ্ছন্ন একটা করিডর দেখতে পেল রানা; ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে মেঝেটা। কমপিউটরকে দায়িত্ব থেকে আপাতত অব্যাহতি দিয়ে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল চালু করল ও।

থ্রটল কন্ট্রোল ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঠেলল রানা। লোলার দু'ধারের চওড়া ট্র্যাক ঘুরতে শুরু করল। গতি ধীরে ধীরে বাড়াল রানা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল লোলা। তারপর কাদায় আটকে গেল একটা চাকা।

'কাদা সরাতে হবে,' বলল রানা।

'তারপর আবার ওই কাদাতেই আটকা পড়বে,' মন্তব্য করলেন পেনিংটন, হতাশা চেপে রাখতে পারছেন না।

'আমাদের গোটা প্রজেক্ট ভেস্তে গেছে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আপনারা আপনাদের সাবমারসিবল, সাপোর্ট শিপ ও ক্রুদের হারিয়েছেন। এ-সবের জন্যে কেউ না কেউ দায়ী।'

'বেশ, দায়ী। তো কি হলো?'

'কি হল মানে? যদি বাঁচি তো দেখতে পাবেন! শালাদের ঠিকই আমি খুঁজে বের করব!' অদ্ভুতদর্শন যান্ত্রিক হাতটার সাহায্যে কাদা সরাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ব্রিটিশ সার্ভে টিমের চীফ এঞ্জিনিয়ার ক্লোভার পেনিংটন।

আট হাজার কিলোমিটার দূরে, ম্যানিলা বে-র মুখের কাছে একটা পাথুরে দ্বীপ। পাহাড়ের ঢালে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে খাড়া একটা সুড়ঙ্গ, বাঁকা হয়ে নেমে গেছে নিচে। বিশজন শ্রমিক নিচে দাঁড়িয়ে পাথর ও মাটি কেটে একটা গর্ত তৈরি করছে, দু'জন ভদ্র-লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল তারা। ফ্লাডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে সুড়ঙ্গের ভেতরটা। খানিক সামনে একটা টানেল দেখা গেল, ভেতরে একটা পুরানো

ও মরচে ধরা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গভীর গহ্বরে নামার জন্যে এক সময় আঁকাবাঁকা টানেল ব্যবহার করা হত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ডিনামাইট ফাটিয়ে টানেলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'ইয়ামাশিটার গুপ্তধন'-এর সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে এখানে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের পর ফিলিপাইনে জাপানী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল ইয়ামাশিটা। যুদ্ধের সময় চীন, দক্ষিণ-পুব এশিয়ার কয়েকটা দেশ, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ ও ফিলিপাইন থেকে বিপুল সোনা, মূল্যবান পাথর, অলঙ্কার, রূপো, প্রাচীন মূর্তি ইত্যাদি লুঠ করা হয়। শুধু সোনাই লুঠ করা হয় কয়েক হাজার মেট্রিক টন। ম্যানিলা ছিল কালেকশন পয়েন্ট, ওখানে সংগ্রহ করে রাখার পর জাপানে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকান সাবমেরিনগুলো আক্রমণ শুরু করায় শতকরা বিশ ভাগের বেশি টোকিয়োতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই জাপানী তস্কররা লুজান দ্বীপের চারদিকে অন্তত একশো জায়গায় ওগুলো লুকিয়ে রাখার প্ল্যান করে, আশা ছিল পরে এক সময় ফিরে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

কয়েক বছর গবেষণা করে সেই গুপ্তধন কোথায় আছে জানতে পেরেছেন ওঁরা। চলতি বাজারে ওগুলোর দাম আন্দাজ করা হয়েছে, সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আজ চার মাস ধরে চলছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। সিআইএ হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে পুরানো যে ওএসএস ম্যাপগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাহায্য নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান করছে মার্কিন ও ফিলিপাইন ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্টরা। ম্যাপে জাপানের একটা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচুর সময় ও ধৈর্য লেগেছে অনুবাদ করতে। পাহাড়ের নিচে সরাসরি পৌঁছুনো সম্ভব হয়নি। ডিনামাইট ফাটিয়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে টানেলগুলো। প্রথমে পাথর কেটে একটা খাড়া শ্যাফট তৈরি করতে হয়েছে, নিচে টানেল পাবার পর কাটতে হয়েছে মাটি, পাথর ও কংক্রিটের পাঁচিল। অবশেষে গভীর একটা গর্তের ভেতর চওড়া একটা টানেলের মুখ দেখা গেল। টানেলের মুখ থেকে ভেতর দিকে ছড়িয়ে রয়েছে নিচু ঝোপ। সেদিকে আলো ফেলার পর, দুই ভদ্রলোকের একজন, যিনি একটু বেশি লম্বা, ফ্রেডি নোলান, হঠাৎ আঁতকে উঠলেন। নিচু ঝোপগুলো আসলে কি, বুঝতে পেরেছেন তিনি।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন সিকো পানচিটো, ফিলিপাইন সিকিউরিটি ফোর্স-এর একজন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। 'কি দেখছ, ফ্রেডি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হাড়,' ফ্রেডি নোলান বললেন ফিসফিস করে। 'কঙ্কাল। গড, কম করেও কয়েকশো হবে!' পিছিয়ে এসে জায়গা করে দিলেন সিকো পান-চিটোকে।

ছোটখাট ভদ্রলোক শ্রমিকদের নির্দেশ দিলেন, 'গর্তটা আরও চওড়া করো।'

গর্ত বড় করার পর নিচে মানুষ নামার সুযোগ হলো। টানেলের গা সস্তা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। টানেলের মুখের কাছে থামলেন ফ্রেডি নোলান, পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরলেন।

কলোরাডো স্কুল অভ মাইনস থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করার পর কর্মজীবনের শুরুতে দীর্ঘ কয়েক বছর মূল্যবান পাথরের খোঁজে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত এলাকার খনিতে কাজ করেছেন ফ্রেডি নোলান। অস্ট্রেলিয়ায় ওপাল, কলম্বিয়ায় এমারেল্ড, তাঞ্জানিয়ায় রুবি আবিষ্কার করেছেন। সিআইএ তাঁকে বিশেষ একটা এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে ফিলিপাইনে পাঠায় ইয়ামাশিটা গুপ্তধনের সন্ধান! অত্যন্ত কড়া গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, গুপ্তধন পাওয়া গেলে ফিলিপাইনের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তা ব্যবহার করা হবে।

'গল্পটা তাহলে সত্যি!' তার পাশ থেকে বিড়বিড় করে বললেন সিকো পানচিটো।

মুখ তুলে তাকালেন ফ্রেডি নোলান। 'গল্প?'

'মিত্র বাহিনীর বন্দী সদস্যদেরকে দিয়ে তৈরি করানো হয় এই টানেলগুলো, টানেল তৈরি হবার পর তাদের সবাইকে মেরে ফেলে জাপানীরা, কেউ যাতে এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে না পারে।'

'সেরকমই মনে হচ্ছে। ভেতরে ঢোকার পর নিশ্চিত হতে পারব।'

'আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে, জাপানীরা আবার ফিরে আসেনি কেন? গুপ্তধন উদ্ধার করার জন্যে?'

'চেষ্টা করেনি, এ-কথা বলা যাবে না,' জবাব দিলেন নোলান। 'যুদ্ধের পর নির্মাণ কাজে সহায়তার নাম করে অনেক জাপানী ঠিকাদারি কোম্পানী ফিলিপাইনে ঢুকতে চেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, একবার ঢুকতে পারলে গোপনে সব সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু মার্কোস গুপ্তধনের কথা জানার পর জাপানীদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন, নিজেই খুঁজতে শুরু করেন।'

'মার্কোস সব না হলেও অংশবিশেষ উদ্ধার করেন। উৎখাত হবার আগে কয়েক দফায় যে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে পাচার করেন তিনি, বলা হয় তার বেশিরভাগটাই গুপ্তধন বেচা টাকা।' ঘৃণায় মুখ কুঁচকে থুথু ফেললেন সিকো পানচিটো। 'মার্কোস আর তাঁর স্ত্রীর লোভ আমাদের যে ক্ষতি করেছে, তা পূরণ করতে একশো বছর লাগবে আমাদের।'

নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে সামনে বাড়লেন ওঁরা, তা না হলে দুর্গন্ধে জ্ঞান হারাবেন। টানেলের ভেতর কোথাও কোথাও পানি জমে রয়েছে। একবার দাঁড়ালেন ফ্রেডি নোলান, লক্ষ করলেন সিলিং থেকে পানির ধারা গড়িয়ে নিচে নামছে। হাতের টর্চটা জ্বাললেন, আলো ফেললেন নিচের দিকে।

একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে সামনে, কঙ্কালের একটা হাতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। কঙ্কাল, তবে পরনের ইউনিফর্মটা চেনা গেল। গলায়

একটা চেইন, চকচক করছে টর্চের আলোয়। লকেটের ওপর আলো ফেললেন নোলান, তারপর ঝুঁকে ভাল করে তাকালেন। লকেটে নাম লেখা রয়েছে, সাইরাস উইন্টার। নামের নিচে লেখা রয়েছে আর্মি সিরিয়াল নম্বর। সিধে হলেন নোলান, আলোটা চারদিকে ঘোরালেন। টানেলের চারদিকে শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল। কোথাও কোথাও অনেকগুলো কঙ্কাল স্তূপ হয়ে আছে।

'মিত্র বাহিনীর সদস্য ছিল এরা সবাই,' বিড়বিড় করলেন সিকো পানচিটো। 'আমেরিকান, ফিলিপিনো, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান। দেখে মনে হচ্ছে, অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকেও বন্দীদের ধরে এনেছিল জাপানীরা, কাজ করানোর জন্যে। কিন্তু একসাথে এতগুলো মানুষকে খুন করা হলো কিভাবে?'

'বুলেটের কোন চিহ্ন নেই। টানেল বিধ্বস্ত হওয়ায় ওরা বোধহয় দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।' প্রথম ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়লেন ফ্রেডি নোলান। এক সারিতে অনেকগুলো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি ট্রাকের চাকা বসে গেছে, পচে গেছে প্রতিটি ক্যানভাস টপ। একটা ট্রাকের ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন তিনি। ভাঙা কাঠের বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই। এভাবে কয়েকটা ট্রাক পরীক্ষা করা হলো। সবগুলোই খালি।

দুশো মিটার এগিয়ে বাধা পেলেন ওঁরা। দেখেই বোঝা যায়, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে টানেল। বাধার সামনে ছোট একটা অটো হাউজ ট্রেইলার দেখা গেল, অ্যালুমিনিয়ামের গা এখনও চকচক করছে। ১৯৪০ সালে এ-ধরনের অটো ট্রেইলার ছিল না। গাড়িটার পাশে কোন মার্কা নেই, তবে টায়ারের গায়ে লেখাগুলো পড়া গেল।

ধাতব ধাপ বেয়ে ওপরে উঠলেন ফ্রেডি নোলান, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন। ভেতরটা দেখে অফিস বলে মনে হলো। ঠিকাদাররা এ-ধরনের সচল অফিস ব্যবহার করে।

চারজন লোককে নিয়ে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালেন সিকো পান-চিটো। ফ্লাডলাইটের তার বহন করছে লোকগুলো। উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল চারদিক। 'এটা আবার এল কোত্থেকে!' বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'আলোটা ভেতরে আনতে বলো,' নির্দেশ দিলেন ফ্রেডি নোলান।

আলো ফেলার পর দেখা গেল ট্রেইলারের ভেতরে কিছুই নেই। ডেস্ক থেকে সমস্ত কাগজ-পত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দেরাজগুলো খালি, খালি ওয়েস্টপেপার বাস্কেট। কোথাও কোন ছাইদানী নেই। দেয়ালে হুকের সঙ্গে ঝুলছে শুধু একটা হ্যাট। আরেক দিকের দেয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড দেখা গেল। আরবীতে লেখা কয়েকটা সংখ্যা দেখলেন ওঁরা, শিরোনাম লেখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কাতাকানা সঙ্কেত।

'কি ওগুলো?'

'গুপ্তধনের তালিকা বলে মনে হচ্ছে।'

ডেস্কের পিছনে, একটা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন সিকো পানচিটো। 'কিছুই নেই, সব নিয়ে চলে গেছে!'

'প্রায় পঁচিশ বছর আগে, বোর্ডে লেখা তারিখ দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

'মার্কোস?' জানতে চাইলেন পানচিটো।

'না, মার্কোস নন,' বললেন ফ্রেডি নোলান। 'জাপানীরা। ওরা ফিরে এসেছিল। আমাদের জন্যে শুধু হাড়গুলো রেখে গেছে।'

ওয়াশিংটনের ফোর্ড'স থিয়েটারে বসে অনুষ্ঠান দেখছেন রবিন ট্যালবট, পাশে স্ত্রী। হঠাৎ তাঁর হাতঘড়ির অ্যালার্ম পিপ পিপ করে উঠল। স্ত্রীকে বললেন, 'আসছি।' থিয়েটার থেকে শান্তভাবে বেরিয়ে এলেন তিনি, লবিতে পৌঁছে দেখলেন আর্থার ওয়েন একা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আর্থার ওয়েন হলেন অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল অপারেশনস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। নিজের অফিস ছেড়ে বড় একটা বেরোন না তিনি, ওখানে বসেই সারাদিন স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স ফটো পরীক্ষা করেন।

'কি খবর?' কোন ভূমিকা না করেই জানতে চাইলেন রবিন ট্যালবট।

'কোন্ জাহাজে বোমাটা ছিল, আমরা জানি,' আর্থার ওয়েন জবাব দিলেন।

'কিন্তু এখানে তো কথা বলা সম্ভব নয়!'

'ম্যানেজারের সাথে আলাপ করেছি, তাঁর অফিসটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।'

কামরাটা চেনেন রবিন ট্যালবট। ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের চেয়ারে বসলেন তিনি। 'তুমি নিশ্চিত? কোন ভুল হচ্ছে না?'

শান্তভাবে মাথা নাড়লেন আর্থার ওয়েন। 'একটা আবহাওয়া পাখি থেকে তোলা ফটোতে দেখা যাচ্ছে এলাকায় তিনটে জাহাজ ছিল। বিস্ফোরণের পর ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাবার সময় আমরা আমাদের পুরানো স্কাই কিং ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইট অ্যাকটিভেট করি। ওটা থেকে পাওয়া ফটোতে আমরা দুটো জাহাজ দেখতে পাচ্ছি।'

'কিভাবে?'

'রাডার-সোনার সিস্টেমের কার্যকারিতা কমপিউটরের সাহায্যে অনেক বাড়িয়ে নেওয়ার ফলে পানির নিচেটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, দেখে মনে হয় স্বচ্ছ কাচ।'

'তুমি তোমার লোকদের ব্রিফ করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

আর্থার ওয়েনের চোখে চোখ রাখলেন রবিন ট্যালবট। 'তুমি সন্তুষ্ট? কোথাও কোন খুঁত নেই?'

'কোন খুঁত নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন আর্থার ওয়েন।

'প্রমাণটা নিরেট?'

'হ্যাঁ।'

'জানো তো যে ভুল করলে তোমাকেও দায়ী হতে হবে?'

'তোমাকে রিপোর্ট করার পর বাড়িতে ফিরে নাক ডেকে ঘুমাব আমি।'

'বেশ, এবার বলো।'

পকেট থেকে একটা ফোল্ডার বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন আর্থার ওয়েন।

রবিন ট্যালবট হাসলেন। 'তুমি দেখছি ব্রীফকেসের ভক্ত নও।'

'হাত দুটো মুক্ত রাখতে চাই,' বলে ফোল্ডারটা খুললেন আর্থার ওয়েন। ভেতর থেকে পাঁচটা ফটোগ্রাফ বেরুলো। প্রথম তিনটেতে জাহাজগুলোকে পানির ওপর অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। 'এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ জাপানী অটো ক্যারিয়ারটাকে ঘিরে চক্কর মারছে নরওয়েজিয়ান প্যাসেঞ্জার-কার্গো লাইনার—স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অটো ক্যারিয়ার। বারো কিলোমিটার দূরে, পানিতে একটা সাবমারসিবল নামাচ্ছে ব্রিটিশ সার্ভে শিপ।'

'বিস্ফোরণ ঘটার আগের পরিস্থিতি,' মন্তব্য করলেন রবিন ট্যালবট।

মাথা ঝাঁকালেন আর্থার ওয়েন। 'পরের ছবি দুটো বিস্ফোরণের পর স্কাই কিং থেকে তোলা, সাগরের তলায় ভাঙাচোরা দুটো খোল দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় জাহাজটা গায়েব হয়ে গেছে। সাগরের মেঝেতে ওটার এঞ্জিনের কিছু টুকরো-টাকরা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।'

'তিনটের মধ্যে কোনটা সেটা?' ধীরে ধীরে জানতে চাইলেন রবিন ট্যালবট।

'যে দুটো ডুবে গেছে ওগুলোর পরিচয় পেয়েছি আমরা। বোমাটা ছিল জাপানী অটো ক্যারিয়ারে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিলেন রবিন ট্যালবট। 'জাপানের কাছে অ্যাটম বোমা আছে, খবরটা আমার জন্যে বড় কোন বিস্ময় নয়। কারণ বহু বছর ধরেই বোমা বানাবার টেকনোলজি ওদের হাতে রয়েছে।'

'প্রথম আভাস পাওয়া যায় ওরা যখন একটা লিকুইড-মেটাল ফাস্ট-ব্রীডার রিয়্যাক্টর বানায়। ফিশনিং উইথ ফাস্ট নিউট্রনস, দ্য ব্রীডার ক্রিয়েটস মোর প্লুটোনিয়াম ফুয়েল দ্যান ইট বার্নস। পারমাণবিক অস্ত্র বানাবার প্রথম পদক্ষেপ।'

'এবার মরীচিকার পিছনে ছোটো—খুঁজে বার করো কোথায় আছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কারখানা!' তিক্তকণ্ঠে বললেন রবিন ট্যালবট।

'জাপানীরা আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে,' মন্তব্য করলেন আর্থার ওয়েন।

'আমার কেন যেন মনে হয় জাপানের সরকারী নেতারাও এ-ব্যাপারে কিছু জানেন না।'

'ওদের প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি মাটির ওপর হলে আমাদের নতুন স্যাটেলাইট ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট ওগুলোর খবর ঠিকই পেয়ে যেত।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের কোন এলাকাতেই অস্বাভাবিক রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধরা পড়েনি!'

'আমরা শুধু ওদের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার রিয়্যাক্টরগুলোর কথা জানি, আর জানি একটা নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট ডাম্প সম্পর্কে—উপকূল শহর রোকোটার কাছে।'

'রিপোর্টগুলো আমি দেখেছি,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'পারমাণবিক বর্জ্য ফেলার জন্যে চার হাজার মিটার গভীর একটা শ্যাফট বানিয়েছে ওরা। এমন হতে পারে, কিছু একটা দেখার কথা ছিল, কিন্তু দেখতে পাইনি আমরা?'

চুপ করে থাকলেন আর্থার ওয়েন।

'কি সর্বনাশ!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন রবিন ট্যালবট। 'জাপান বিনা বাধায় জাহাজে করে আমেরিকায় অ্যাটম বোমা পাঠাচ্ছে অথচ আমরা কিছুই জানি না! বোমাগুলো কোথায় পেল ওরা, কিভাবে বানাল, কেন পাঠাচ্ছে, ঠিক কোথায় পাঠাচ্ছে···ওহ্ গড, আমরা তো কিছুই জানি না!'

'তুমি বলছ বোমাগুলো? বহুবচন?' জিজ্ঞেস করলেন আর্থার ওয়েন।

'কলোরাডোর সিস্‌মোগ্রাফিক সেন্টার-এর রিডিং, প্রথম বিস্ফোরণের এক মিলিসেকেন্ড পর দ্বিতীয় একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন আর্থার ওয়েন, তারপর বললেন, 'খুবই খারাপ কথা, দশ বছর আগেই সতর্ক হওনি তোমরা।'

'কিসের ভিত্তিতে দশ বছর আগে সতর্ক হব? রাজনীতিকরা তো শুধু রাশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রতি বছর ইন্টেলিজেন্স বাজেটও কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, জাপান হলো আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। ওখানে আমরা শুধু অবসরপ্রাপ্ত দু'জন এজেন্টকে ভাড়ায় রেখেছি। একই কথা ইসরায়েল সম্পর্কে। আমরা জানি যে-কোন দিন অ্যাটম বোমা বানিয়ে ফেলবে ওরা, কিন্তু যেহেতু ওরা আমাদের বন্ধু, তেমন গুরুত্ব দিই না।'

'গাফলতির খেসারত দিতে হবে এখন,' মন্তব্য করলেন আর্থার ওয়েন। 'দেখো, প্রেসিডেন্ট কি বলেন!' ফোল্ডার থেকে আরেকটা ছবি বের করলেন তিনি। 'দেখো তো, কি এটা?'

ফটোর দিকে ঝুঁকে তাকালেন রবিন ট্যালবট। 'দেখে মনে হচ্ছে বড় একটা ফার্ম ট্র্যাক্টর।'

'ওটা অচেনা একটা ডীপ সী মাইনিং ভেসেল। পানির পাঁচ হাজার মিটার নিচে রয়েছে। বিস্ফোরণ এলাকা থেকে খুব বেশি হলে বিশ কিলোমিটার দূরে। তুমি জানো, কাদের এটা? বা ওই সময় ওখানে কি করছিল ওরা?'

'হ্যাঁ···,' ধীরে ধীরে বললেন রবিন ট্যালবট। 'আগে জানতাম না, এখন জানি। ধন্যবাদ, ওয়েন।' ফটোগুলো পকেটে ভরে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, পিছন থেকে তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আর্থার ওয়েন।

আট

কাদা সরিয়ে, ঢাল বেয়ে ট্রেঞ্চের ওপর উঠে এল লোলা।

চীফ এঞ্জিনিয়ার পেনিংটন জানতে চাইলেন, 'ল্যান্ডস্লাইড থেকে তো রক্ষা পেলাম, এবার আপনার প্ল্যানটা কি, মি. রানা?' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি।

'প্ল্যান হলো ওপরে ওঠা।' হাত তুলে লোলার ছাদটা দেখিয়ে দিল রানা।

'আপনার লোলা ভাসতে পারে না, আর আমাদের মাথার ওপর রয়েছে পাঁচ কিলোমিটার সাগর, ওপরে ওঠার মত অসম্ভব একটা কাজ কিভাবে আপনি করতে চান?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। তারপর বলল, 'স্রেফ বসে থাকুন, উপভোগ করুন চারদিকের দৃশ্য। আপনাকে আমি পাহাড়ের মাথায় তুলে নিয়ে যাব।'

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, অ্যাডমিরাল!' অ্যাটাক সাবমেরিন সাউন্ডারের কমান্ডার পল ম্যালোরি বললেন, তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে। মুখে হাসি ধরে রাখলেও, মনে মনে খুশি নন তিনি। 'এ-ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। আমরা একটা অভিযানে রয়েছি, হঠাৎ নির্দেশ এল সারফেসে উঠে একজন ভিজিটরকে তুলে নিতে হবে। আপনাকে জানাতে আপত্তি নেই, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি।'

চাইনিজ কুইনের লঞ্চ থেকে সাউন্ডারের আংশিক ভাসমান সেইল টাওয়ারে পা দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, পল ম্যালোরির বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে এমনভাবে ঝাঁকালেন যেন কতদিন ধরে চেনেন তাঁকে, চেহারায় হাসিখুশি ভাব। 'আপনার সাবমেরিনে চা খেতে আসার জন্যে আমি কোন কলকাঠি নাড়িনি, কমান্ডার। আমাকে আসতে হয়েছে সরাসরি প্রেসিডেনশিয়াল নির্দেশে। আপনার যদি অসুবিধে হয় বলুন, এখুনি আমি চাইনিজ জাঙ্কে ফিরে যাই।'

চেহারায় আহত একটা ভাব ফুটিয়ে পল ম্যালোরি বললেন, 'নো অফেন্স, অ্যাডমিরাল। কিন্তু রুশ স্যাটেলাইট...।'

'আমাদের ছবি তুলবে, এই তো? তুললে তুলবে, সে-ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।' টাওয়ারে উঠে এল ববি, তার দিকে তাকালেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ববি মুরল্যান্ড, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

কুশলাদি বিনিময়ের পর পথ দেখিয়ে ওদেরকে সাবমেরিনের কন্ট্রোল সেন্টারে নিয়ে এলেন পল ম্যালোরি। কমান্ডারের পিছু পিছু ট্র্যান্সপারেন্ট প্লটিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। ডিসপ্লেতে সাগরের নিচেটা দেখা যাচ্ছে। থ্রী-ডাইমেনশন্যাল সোনার ভিউ।

লেফটেন্যান্ট স্টানজিয়াক, সাউন্ডারের নেভিগেশন অফিসার, টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় সিধে হলেন তিনি, উষ্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, দিস ইজ অ্যান অনার। অ্যাকাডেমিতে আপনার একটা লেকচারও আমি মিস করতাম না।'

ঠোঁট টিপে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'যদি বলেন আমার লেকচার শুনে আপনার ঘুম পেত, ভারি লজ্জা পাব।'

'কি যেন বলেন, স্যার! নুমা প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনার লেকচার শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি।'

স্টানজিয়াকের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন পল ম্যালোরি। 'তোমার আবিষ্কার সম্পর্কে অ্যাডমিরাল জানতে চান, স্টানজিয়াক।'

স্টানজিয়াকের কাঁধে একটা হাত রাখলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'কি আবিষ্কার করেছেন, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড?'

ভাবাবেগে সামান্য কেঁপে গেল স্টানজিয়াকের গলা, 'সাগরের তলা থেকে অদ্ভুত একটা মিউজিকের আওয়াজ পাচ্ছি আমরা…।'

'মিনি দ্য মারমেইড?' জানতে চাইল ববি।

'হ্যাঁ…।'

'আপনারা জানলেন কিভাবে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন পল ম্যালোরি।

'রানা,' জোর গলায় বলল ববি। 'এখনও বেঁচে আছে ও।'

'ও বেঁচে না থাকলে রাহাতের কাছে আমি মুখ দেখাব কিভাবে!' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তাকালেন স্টানজিয়াকের দিকে। 'এখনও কি শুনতে পাচ্ছেন কোরাসটা?'

'ইয়েস, স্যার। একটা ফিক্স পাবার পর উৎসটারও সন্ধান পেয়েছি।'

'সচল?'

'সাগরের তলায়, ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার।'

'রানা আর মি. পেনিংটন ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলে নিয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে লোলায়,' বলল ববি।

'যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন?' পল ম্যালোরিকে জিজ্ঞেস করল অ্যাডমিরাল।

'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এক হাজার মিটারের চেয়ে বেশি গভীরে ট্র্যান্সমিট করা আমাদের সিস্টেমের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'শুনতে পাবেন কি, ওরা যদি কোন সারফেস ভেসেলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে?'

'ওদের কোরাস যদি শুনতে পাই, ভয়েস ট্র্যান্সমিশনও শুনতে পাব।'

'সে-ধরনের কোন শব্দ রিসিভ করেছেন?'

'না।'

'তারমানে ওদের ফোন সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে,' মন্তব্য করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'কিন্তু তাহলে মিউজিক ট্র্যান্সমিট করছেন কিভাবে ওঁরা?'

'লোলায় একটা ইমার্জেন্সি অ্যামপ্লিফাইং সিস্টেম আছে,' জবাব দিল ববি। 'সেটার শব্দ পেয়ে রেসকিউ ভেহিকেল যাতে পৌঁছুতে পারে। তবে ওটা ভয়েস ট্র্যান্সমিট বা রিসিভ করতে পারে না।'

পল ম্যালোরি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'আপনাদের লোলায় ওঁরা কারা, জানতে পারি? প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় কি করছেন ওঁরা?'

সবিনয়ে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'দুঃখিত, কমান্ডার! এটা আমাদের একটা টপ সিক্রেট প্রজেক্ট।' স্টানজিয়াকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি বলছিলেন, ওটা সচল।'

'ইয়েস, স্যার!' কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন স্টানজিয়াক। টেবিলের ডিসপ্লেতে থ্রী-ডাইমেনশন্যাল হলোগ্রাফ ফুটে উঠল।

'লেটেস্ট আন্ডারওয়াটার ভিজ্যুয়াল টেকনলজি,' বললেন পল ম্যালোরি, গলায় গর্বের সুর। 'আমাদের সাবমেরিনেই প্রথম ফিট করা হয়েছে।'

'কোড-নেম গ্রেড কারনাক,' বিড়বিড় করলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'সব দেখে, সব শোনে। আমাদের নুমা ইঞ্জিনিয়াররাই ওটা তৈরি করেছে।'

লাল হয়ে উঠল পল ম্যালোরির চেহারা। চাপাস্বরে তিনি বললেন, 'স্টানজিয়াক, অ্যাডমিরালকে দেখাও তাঁর খেলনা কি রকম কাজ করে।'

লাঠি আকৃতির একটা প্রোব হাতে নিয়ে ডিসপ্লের মেঝেতে একটা লাইট বীম খুঁজে নিলেন স্টানজিয়াক। 'আপনাদের আণ্ডারওয়াটার ভেহিকেল একটা ছোট গিরিখাদ থেকে এখানটায় উঠে আসে, মেইন ফ্র্যাকচার জোন থেকে খানিকটা দূরে। এই মুহূর্তে আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ঢাল বেয়ে উঠছে ওটা।' কিছু বলতে হল না, ডিসপ্লেটা আকারে বড় করে তুলল সে। খাড়া ঢালের গায়ে লোলাকে দেখা গেল। 'এরচেয়ে বেশি পরিষ্কারভাবে দেখানো সম্ভব নয়।'

স্রেফ একটা বিন্দু, তার বেশি কিছু না। বিশ্বাস করা কঠিন যে ওই বিন্দুটার ভেতর দু'জন মানুষ বাঁচার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে।

পল ম্যালোরি জানতে চাইলেন, 'আপনাদের সাবমারসিবলের সাহায্যে ভদ্রলোকদের বাঁচাতে পারেন না?'

ডিসপ্লে টেবিলের রেইল শক্ত করে চেপে ধরে আছে ববি, আঙুলের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেছে। 'কাছে যেতে পারি, কিন্তু দুটো ভেহিকেলের কোনটাতেই এয়ার লক নেই, ফলে ওদেরকে ট্র্যান্সফার করা সম্ভব নয়।

'কেবল দিয়ে আটকে তুলে আনা যায় না?'

'ছয় কিলোমিটার কেবল কোন জাহাজে থাকে বলে তো শুনিনি। ভুলে গেলে চলবে না যে যথেষ্ট মোটা হতে হবে কেবলটাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন পল ম্যালোরি। 'আমরা কিছু করতে পারছি না বলে সত্যি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

প্রায় এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন ওঁরা, তাকিয়ে আছেন ডিসপ্লের দিকে।

'আচ্ছা, ওঁরা যাচ্ছেন কোথায়?' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন স্টানজিয়াক।

'কি বললেন?' হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জাগলেন অ্যাডমিরাল।

'ওটার ওপর যখন থেকে নজর রাখছি আমি,' বললেন স্টানজিয়াক, 'মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। বাধা পেলে এদিক ওদিক ঘোরে, তারপর আবার আগের কোর্সে ফিরে আসে।'

'রানা উঁচু জায়গায় উঠে আসছে, মাই গড!'

'কোর্স দেখে সম্ভাব্য একটা গন্তব্য, স্টানজিয়াক,' বললেন পল ম্যালোরি। 'হিসেব করে বের করো।'

নেভিগেশন্যাল কমপিউটরের বোতামে চাপ দিলেন স্টানজিয়াক। তারপর মনিটরের দিকে তাকালেন, অপেক্ষা করছেন কমপাস প্রজেকশনের জন্যে। প্রায় সাথে সাথে সংখ্যাগুলো ফুটে উঠল মনিটরের স্ক্রীনে। 'আপনার লোক, অ্যাডমিরাল, থ্রী-থ্রী-ফর ধরে এগোচ্ছে।'

'থ্রী-থ্রী-ফর,' বিড়বিড় করলেন পল ম্যালোরি। 'তারমানে সামনে কিছুই নেই!'

'ওটার সামনের জায়গা এনলার্জ করুন, প্লীজ,' স্টানজিয়াককে অনুরোধ করল ববি।

করা হলো এনলার্জ। 'দেখা যাচ্ছে কয়েকটা পাহাড়ের মাথা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'রানা কনরো গাইঅট-এর দিকে যাচ্ছে,' বলল ববি।

'গাইঅট?' স্টানজিয়াক জানতে চাইলেন।

'সমতল চূড়া সহ একটা সীমাউন্ট,' ব্যাখ্যা করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'চূড়ার ডেপথ কত?' স্টানজিয়াককে প্রশ্ন করল ববি।

টেবিলের নিচের কেবিনেট থেকে একটা চার্ট বের করে ভাঁজ খুললেন স্টানজিয়াক। 'ডেপথ তিনশো দশ মিটার।'

'লোলা থেকে কত দূরে?' প্রশ্নটা এল পল ম্যালোরির তরফ থেকে।

মাপজোক করে স্টানজিয়াক বললেন, 'প্রায় ছিয়ানব্বুই কিলোমিটার।

'প্রতি ঘণ্টা আট কিলোমিটার,' হিসেব করল ববি, 'পথে বাধা পাওয়ায় দূরত্বটাকে দ্বিগুণ ধরতে হবে—ভাগ্য ভাল হলে কাল এই সময় চূড়ায় পৌঁছুবে ওরা।'

'চূড়ায় উঠতে পারলে সারফেসের খানিকটা কাছে আসবেন ওঁরা, তা ঠিক। কিন্তু তারপরও তিনশো মিটার বা প্রায় এক হাজার ফুট নিচে থাকবেন সারফেস থেকে। আপনাদের এই লোক কিভাবে...?'

'ওর নাম মাসুদ রানা,' বলল ববি।

'বেশ, মাসুদ রানা। তো উনি কিভাবে পানির ওপর আসতে চান, সাঁতার

দিয়ে?'

কেউ কোন কথা বলল না। পল ম্যালোরির প্রশ্নের উত্তর ওদের কারও জানা নেই।

'আমরা দু'হাজার মিটার পেরিয়ে এসেছি,' রিপোর্ট করল রানা।

'ভেরি গুড,' মন্তব্য করলেন ক্লোভার পেনিংটন। চূড়া আর বেশি দূরে নয়।'

'এখুনি খুশি হবার কোন কারণ নেই,' বলল রানা। 'ঢালটা ক্রমশ আরও খাড়া হচ্ছে। আর যদি পাঁচ ডিগ্রি বেশি খাড়া হয়, আমাদের ট্র্যাক মাটি কামড়াতে পারবে না।'

ব্যর্থতার কথা এখন আর চিন্তা করছেন না পেনিংটন। রানার ওপর তাঁর আস্থা প্রায় সীমাহীন হয়ে উঠেছে। 'তবে ঢালের মেঝে তো দেখছি সমতল, উঠে যেতে অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

'দেখা যাক,' বলে চোখ বুজল রানা, দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে।

দু'ঘণ্টা পর গুলির মত একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ মেলে কনসোলের দিকে তাকাল ও। লাল একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে। 'যান্ত্রিক কোন ক্রুটি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'একটা লিক দেখা দিয়েছে,' বললেন পেনিংটন। 'আওয়াজটার সাথে সাথে ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠল।'

'ড্যামেজ ও লোকশান সম্পর্কে কমপিউটর কি বলছে?'

'দুঃখিত, আপনি আমাকে প্রোগ্রাম অ্যাকটিভেট করার জন্যে কোড শেখাননি।'

কীবোর্ডের নির্দিষ্ট একটা বোতামে চাপ দিল রানা। ডিসপ্লে মনিটরে ফুটে উঠল রিডআউট। 'আমরা ভাগ্যবান,' বলল ও। 'লাইফ সাপোর্ট ও ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট চেম্বার অক্ষতই আছে। লিকটা নিচে কোথাও, এঞ্জিনের আশপাশে বা জেনারেটর কমপার্টমেন্টে।'

'তারপরও বলছেন আমরা ভাগ্যবান?'

'ওদিকে নড়াচড়া করার জায়গা আছে।' চেয়ার থেকে নেমে ক্রল করে কন্ট্রোল কেবিনের দিকে এগোল রানা, একটা ট্র্যাপ ডোর খুলে ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বেলে এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের চারদিকে তাকাল ও। হিস হিস আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু উৎসটা দেখা গেল না। এরইমধ্যে খানিকটা পানি জমেছে ভেতরে।

'লিকটা পেলেন?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন পেনিংটন।

'না!'

'লোলাকে থামাব!'

'না, চূড়ার দিকে উঠতে থাকুন।' দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ঘন ঘন বাড়ি খেয়ে লোলার বাইরের দেয়াল তুবড়ে গেছে। হিস হিস আওয়াজ শুনে ও পানি দেখে বোঝা যাচ্ছে, সুচের মত সরু একটা ফুটো তৈরি হয়েছে

কোথাও। সরু একটা ফুটো দিয়ে ধীরে ধীরে পানি ঢুকলে এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট ভরতে দু'ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু যদি ফুটোটা বড় হয়, কামানের মত বিস্ফোরিত হবে পানি, ভেতরের দেয়াল এক পলকে চুরমার হয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো, সরু ফুটোটা কি এরইমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ইকুইপমেন্টের ক্ষতি করেছে? ফুটোটা কি এত বড় যে বন্ধ করা সম্ভব নয়? ক্রল করে আরও একটু এগোল রানা। আওয়াজটা কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে। ভেতরে মিহি পানির কণা ভাসছে, কুয়াশার মত, ঝাপসা লাগছে সব কিছু। কুয়াশার ভেতর দিয়ে আরও একটু এগোল রানা। তারপর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। পায়ের এক পাটি জুতো খুলে মুখের সামনে নাড়ল ও, একজন অন্ধ যেভাবে তার ছড়ি নাড়ে। এক মুহূর্ত পর প্রায় ছোঁ দিয়ে জুতোটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা হল। এতক্ষণে ফুটোটা দেখতে পেল ও। ওর সামনে, ডান দিকে, উজ্জ্বল একটা চকচকে ভাব।

সুচের মত সরু একটা ফুটো, কমপ্যাক্ট স্টীম টারবাইনের গায়ে। পিছিয়ে এসে স্পেয়ার পার্টস কেবিনেটটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বের করল এক প্রস্থ হাই-প্রেশার রিপ্লেসমেন্ট পাইপ ও একটা ভারী স্লেজ-টাইপ হ্যামার।

ইতিমধ্যে মেঝেতে আধ মিটার পানি জমে গেছে। টেপ বা অন্য কিছু দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। একটাই উপায় আছে, সেটা যদি ব্যর্থ হয়, নির্ঘাৎ ডুবে মরতে হবে ওদের। পাইপের একটা প্রান্ত ফুটোর ওপর ঠেকাল ও, অপর প্রান্তটা মোটা বাল্কহেড শীল্ডের ঢালু গায়ে চেপে ধরল। হাতুড়ি দিয়ে পাইপের নিচের দিকটায় ঘা মারল ও, ফুটো আর বাল্কহেড শীল্ডের গায়ে শক্তভাবে আটকে গেল সেটা।

পানি ঢোকা বন্ধ হলো, তবে পুরোপুরি নয়। কোনমতেই এটাকে স্থানীয় সমাধান বলা যাবে না। ধীরে ধীরে বড় হবে ফুটোটা, ছিটকে পড়বে পাইপ। পানিতে বসে থাকল রানা। এক মিনিট পর ভাবল, ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে বসে ঘামছি?

কনরো গাইওটে উঠে এল লোলা। ডিজিটাল ডেপথ রিডিং-এর দিকে তাকাল রানা। তিনশো বাইশ মিটার ওপরে সারফেস।

'আপনার লোকদের কাউকে দেখতে পাচ্ছেন?' জানতে চাইলেন পেনিংটন।

সোনার-রাডার প্রোবে হাত ছোঁয়াল রানা। ডিসপ্লেতে দশ বর্গ কিলোমিটার চূড়া সম্পূর্ণ খালি দেখা গেল। রানা আশা করেছিল, একটা রেসকিউ ভেহিকেল আসবে। কিন্তু আসেনি। 'না।'

'ওপর থেকে ওরা আমাদের মিউজিক শুনতে পায়নি, এ স্রেফ বিশ্বাস করা যায় না।'

'রেসকিউ অপারেশন শুরু করতে প্রস্তুতির জন্যে সময় লাগে,' বিড়বিড় করল রানা। ও জানে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও ববি ওদের খোঁজে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করে ফেলবেন। ওর প্ল্যানটা ওরা বুঝতে পারেনি, এটা মেনে নিতে

মন চাইছে না। নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়ল ও, এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের দরজা তুলে ভেতরে তাকাল। ফুটোটা বড় হয়েছে, মেঝেতে পানি এখন এক মিটারের মত। আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে টারবাইন ডুবে যাবে। টারবাইন ডুবলে জেনারেটরও ডুববে। লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম কাজ না করলে ওরাও বাঁচবে না। 'ওরা আসবে,' বিড়বিড় করল রানা। 'আমি জানি, আসবে ওরা।'

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। তারপর বিশ মিনিট। ভীতিকর একটা নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরল ওদেরকে।

'এখন কি হবে?' জানতে চাইলেন পেনিংটন। 'ওরা তো আসছে না।'

'আমরা উদ্ধার পাব কি পাব না, নির্ভর করে ববির ওপর,' বলল রানা। 'সে যদি ধরতে পারে আমি কি ভাবছি, তাহলে একটা সাবমারসিবল নিয়ে নিচে নামবে সে, ইকুইপমেন্ট থাকবে...'

'কিন্তু আপনার বন্ধু ইতিমধ্যে আপনাকে একবার হতাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়ে আসতে পারেনি সে।' নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানা। লোলার আলো পড়েছে বাইরে, আলোয় আকৃষ্ট হয়ে এক ঝাঁক মাছ কাছাকাছি চলে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল ও।

'কি ব্যাপার?'

'যেন মনে হলো একটা শব্দ শুনলাম!'

'মনের ভুল,' বললেন পেনিংটন। 'ধীরে ধীরে মরার চেয়ে হঠাৎ প্রাণ হারানোই ভাল বলে মনে করি, মি. রানা। কেবিনটা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে, আসুন, ঝামেলা সেরে ফেলি।'

হঠাৎ নিঃশব্দে হাসল রানা। চেয়ারে নড়ে বসল, তাকাল আপার ভিউইং উইন্ডোয়। লোলার পিছনে, সামান্য ওপরে, ভাসছে নুমার একটা সাবমারসিবল। ভেতরে বসে রয়েছে ববি, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। বড়, গোল পোর্টে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকেও দেখা গেল।

রানাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আলিঙ্গন করলেন ক্লোভার পেনিংটন, দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হলো রানার। নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও, পেনিংটন ওকে চুমো খেলেন। 'আপনি আমার আপন ভাই!'

ছাড়া পেয়ে দম নিচ্ছে রানা, স্পীকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে ববির গলা ভেসে এল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'কানে মধু বর্ষণ করছে হে!'

'দেরি করার জন্যে দুঃখিত, রানা। প্রথম সাবটা সারফেসে ওঠার পর ডুবে গেছে। এটার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করতে দেরি হয়ে গেল।'

'তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। গুড টু সী ইউ, অ্যাডমিরাল।'

'তোমার স্ট্যাটাস জানাও,' নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল।

'একটা ফুটো তৈরি হয়েছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পাওয়ার সোর্স

বন্ধ করে দেবে। বাকি সব ঠিক আছে।'

'তাহলে আর কোন কথা নয়, আমরা কাজ শুরু করছি।'

অ্যাটাক সাবমেরিন সাউন্ডার থেকে অক্সিজেন কাটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছে ববি, সাবমারসিবলের যান্ত্রিক বাহুতে জোড়া লাগানো হয়েছে সেটা। সেই কাটিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে লোলার সমস্ত মাউন্ট, ড্রাইভ শ্যাফট ইত্যাদি কেটে আলাদা করা হবে, উদ্দেশ্য মেইন ফ্রেম ও ট্র্যাক মেকানিজম থেকে কন্ট্রোল হাউজিং বিচ্ছিন্ন করা।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পর লোলার শুধু কন্ট্রোল হাউজিংটা হুক দিয়ে আটকে পানির ওপর তোলা হল। অ্যাটাক সাবমেরিনের টাওয়ারে উঠে এল রানা, পানি থেকে টেনে তুলল পেনিংটনকে। বুক ভরে তাজা বাতাস নিলেন ভদ্রলোক। রানার দিকে তাকালেন তিনি, কৃত্রিম আতঙ্কে পিছিয়ে গেল রানা। 'প্লীজ, আর না, স্রেফ মারা যাব!'

বেঁচে থাকার অপার আনন্দে পাগলের মত হেসে উঠলেন পেনিংটন।

নয়

৬ অক্টোবর, ১৯৯১। টোকিও, জাপান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুইসাইড স্কোয়াড-এর জাপানী পাইলটরা প্লেনে ওঠার আগের মুহূর্তে পরস্পরকে বিদায় জানাবার সময় বলত, 'আবার দেখা হবে ইয়াসুকুনিতে।'

ইয়াসুকুনি হলো পবিত্র তীর্থ মন্দির। সেই ১৮৬৮ সাল থেকে সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা মারা গেছে তাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় মন্দিরটা। একটা ঢালের মাথায় বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে তীর্থভূমি, টোকিওর মাঝখানে। ঢালটার নাম কুডান হিল। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্যে মূল হলটা তৈরি করা হয়েছে শিন্টো স্থাপত্য রীতি অনুসারে। ওখানে কোন রকম ফার্নিচার রাখা হয়নি।

প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিন্টো আসলে জাপানীদের একটা সাংস্কৃতিক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিন্টো আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, দল-উপদলের সংখ্যা-সীমা নেই। অবশেষে শিন্টো বলতে মানুষ বোঝে, বিভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বরের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জনের উপায় বিশেষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেল, শিন্টো হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় পূজাপদ্ধতি বা রাষ্ট্রীয় ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক দর্শন; প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের সাথে কোন মিলই নেই। আমেরিকানদের দখলে থাকার সময় শিন্টো তীর্থভূমি ও মন্দিরগুলো সরকারী সমর্থন হারায়, তবে পরে ওগুলোকে জাতীয় জাদুঘর, ধনভাণ্ডার ও পবিত্র সাংস্কৃতিক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়।

সমস্ত শিন্টো মন্দিরের ভেতরে, মূল উপাসনালয়ে, প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারও প্রবেশ নিষেধ। প্রতিটি উপাসনালয়ের ভেতরে একটা বস্তু থাকে, ঐশ্বরিক আত্মা বা ক্ষমতার প্রতীক বলে মনে করা হয় সেটাকে, যা কিনা মহা-পবিত্র হিসেবে মর্যাদা পায়—ইয়াসুকুনিতে মহা-পবিত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতীক চিহ্ন হলো একটা আয়না।

ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল তোরণ পেরিয়ে যুদ্ধে নিহত বীরদের সমাধি-মন্দিরে কোন বিদেশী ঢুকতে পারে না। বীর যোদ্ধারা যেখানেই মারা গিয়ে থাকুক, মনে করা হয় তাদের সবার আত্মা এই মন্দিরে অবস্থান করছে। সংখ্যায় তারা আড়াই লাখের কম নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়াসুকুনি স্রেফ সামরিক স্মৃতিমন্দির থাকল না। রক্ষণশীল ডানপন্থী রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের গোপন মীটিং বসতে শুরু করল এখানে। এখনও তাঁরা স্বপ্ন দেখেন, গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ জাপানী কালচার পৃথিবীর বুকে বিশাল এক সাম্রাজের জন্ম দিতে পারে, যে সাম্রাজ্যে শুধু জাপানীরাই কর্তৃত্ব করবে। প্রতি বছর একবার অন্তত জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য ও পার্টি নেতাদের নিয়ে ইয়াসুকুনিতে আসেন, ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে। তাঁর এই আগমন টিভি ও রেডিওতে ফলাও করে প্রচার করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তাদের সাথে যোগ দেয় বামপন্থী ও মধ্যপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা, শিন্টো-বিরোধী ধর্মীয় দল-উপদল এবং প্রতিবেশী দেশগুলো, যুদ্ধের সময় জাপানীদের দ্বারা যারা নির্যাতিত হয়েছে।

সমালোচনা এড়াতে উগ্র মৌলবাদী ও ডানপন্থী রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তারা ইয়াসুকুনিতে আসেন রাতের অন্ধকারে, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। ভূত বা চোরের মত আসা-যাওয়া করেন তাঁরা, যদিও কেউই তাঁরা সমাজের সাধারণ মানুষ নন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জাপানের শিল্পপতি, ব্যাংকার, ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মকর্তা। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলো জেনজো ইয়ামাদা।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, ব্রোঞ্জ তোরণ পেরিয়ে ইয়াসুকুনি উপাসনালয়ের দিকে ধীর পায়ে হাঁটছে জেনজো ইয়ামাদা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, চারদিকে অন্ধকার, শুধু টোকিওর উজ্জ্বল আলো মেঘে প্রতিফলিত হয়ে ম্লান আভা ছড়িয়ে রেখেছে কুডান হিলের ওপর। অবশ্য অন্ধকারেও ইয়াসুকুনির পথ চিনতে জেনজো ইয়ামাদার কোন অসুবিধে হয় না, পবিত্র মন্দিরের প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা। বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়াল সে, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল উঠানের চারদিকে চোখ বুলাল। কোথাও কিছু নড়ছে না।

কেউ লক্ষ করছে না, বুঝতে পেরে স্বস্তিবোধ করল ইয়ামাদা। আরও খানিক এগোল সে, একটা পাথুরে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে রীতি অনুসারে

হাত ধুলো, তারপর কাঠের হাতা দিয়ে পানি তুলে মুখে পুরল, কুলকুল শব্দ করে মুখের ভেতরটাও ধুলো। মন্দিরের ভেতর ঢুকে থামল না সে, করিডর ধরে হনহন করে এগোল। প্রধান পুরোহিত অপেক্ষা করছেন তার জন্যে। উপাসনালয়ে পৌঁছে পুরোহিতের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল সে। দু'জনের মধ্যে কোন বাক্যবিনিময় হলো না, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করল জেনজো ইয়ামাদা, রেনকোটের পকেট থেকে টিস্যু পেপারে মোড়া এক তাড়া নোট বের করে পুরোহিতের হাতে ধরিয়ে দিল। প্যাকেটটা বেদির ওপর রাখলেন পুরোহিত।

মন্দিরের ভেতর ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, জেনজো ইয়ামাদার নির্দিষ্ট ঈশ্বরকে আহ্বান করা হচ্ছে। এরপর দু'জোড়া হাত এক হলো। ইয়ামাদা নিজের আত্মশুদ্ধির জন্যে, পুরোহিত ইয়ামাদার সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করলেন।

প্রার্থনা শেষে পুরোহিতের সাথে এক মিনিট আলাপ করল ইয়ামাদা নিচুস্বরে। টিস্যু পেপারটা পুরোহিতের হাত থেকে নিয়ে পকেটে ভরল, তারপর বেরিয়ে এল মন্দির থেকে।

গত তিনদিনের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেল জেনজো ইয়ামাদা। প্রার্থনা শেষ হতেই নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সে। তার ঈশ্বর তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দান করেছেন, অন্তরে জ্বেলে দিয়েছেন আশার আলো। জেনজো ইয়ামাদার গোটা জীবনটাই একটা ধর্মযুদ্ধে নিবেদিত। দুটো যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে সে। পশ্চিমা বিষাক্ত প্রভাব থেকে জাপানী সংস্কৃতিকে মুক্ত করতে হবে। এবং, জাপান যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, সেটাকে গোটা দুনিয়ার বুকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। জেনজো ইয়ামাদা বিশ্বাস করে, এই যুদ্ধে তাকে সাহায্য করছে ঐশ্বরিক একটা ক্ষমতা।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে এখন যদি কেউ দেখে ফেলে জেনজো ইয়ামাদাকে, কোন গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। পরনে শ্রমিকদের ওভারঅল, রঙচটা সস্তাদরের রেনকোট, মাথায় কোন হ্যাট নেই, দেখে মনে হবে নিতান্তই সাধারণ একজন লোক। খুবই লম্বা তার চুল, খুলির পিছনে ইচ্ছে করলে একটা খোঁপা বাঁধা যায়। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়েস, তবে কালো চুলের জন্যে আরও অনেক কম বয়েসী বলে মনে হয় তাকে। জাপানীদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা সে, একশো সত্তর সেন্টিমিটার।

শুধু তার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এ লোক সাধারণ কেউ নয়। নীল চোখ জোড়ায় অদ্ভুত এক সম্মোহনী শক্তি, যেন একবার তাকালেই বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। চিরকালই রোগা-পাতলা সে, তবে পনেরো বছর বয়েস থেকে ওয়েট লিফটিং চর্চা করছে। অমানুষিক পরিশ্রম ও দৃঢ় প্রত্যয়ে সে তার শরীরটাকে পরিণত করেছে পেশীসর্বস্ব একটা কঠিন পাথুরে মূর্তিতে।

মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাবার পর জেনজোর দেহরক্ষী তথা শোফার তোরণের গেটটা বন্ধ করে দিল। সাতো বোনামি, ইয়ামাদার পুরানো বন্ধু ও

প্রধান সহকারী; শুশি তোইআমা, ইয়ামাদার সেক্রেটারি, তোরণের দিকে পিছন ফেরা একটা কালো মাওমিৎশু লিমুজিনে বসে আছে। গাড়িটাকে চালায় বারো সিলিন্ডারের, ছয়শো ঘোড়ার একটা এঞ্জিন। ধীর পায়ে হেঁটে এসে পিছনের সীটে বসল জেনজো ইয়ামাদা।

সাধারণ জাপানী মেয়েদের চেয়ে অন্তত দু'ইঞ্চি বেশি লম্বা শুশি তোইআমা। দীর্ঘ, সুগঠিত পা; ঘন কালো লম্বা চুল, কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত; ক্রটিহীন হালকা হলুদ রঙা ত্বক, চোখ যেন দু'ফোঁটা কফি; দেখে মনে হবে জেমস বন্ড সিনেমার একজন নায়িকা। শুধু দেখতেই সুন্দরী বা সেক্সি নয়, শুশি তোইআমার বুদ্ধিও খুব ধারাল। তার আইকিউ একশো পঁয়ষট্টি।

জেনজো ইয়ামাদা গাড়িতে উঠল, কিন্তু তার দিকে তাকাল না শুশি তোইআমা। তার মন ও চোখ আটকে আছে কোলের ওপর রাখা একটা কমপ্যাক্ট কমপিউটরের স্ক্রীনে।

সাতো বোনামি একটা টেলিফোনে কথা বলছে। তার বুদ্ধি শুশি তোইআমার সমতূল্য না হতে পারে, তবে ইয়ামাদার গোপন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করার জন্যে যে নিষ্ঠুরতা, শয়তানি ও নোংরা চাতুর্য দরকার তা তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। সমস্ত দু'নম্বর কাজ তাকে দিয়েই করায় ইয়ামাদা।

লালমুখো, রাগী বাঁদরের মত চেহারা সাতো বোনামির। তার ভুরু অত্যন্ত ঘন ও কালো, নিচে প্রাণহীন একজোড়া চোখ, চোখে মোটা লেন্সের রিমলেস চশমা। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে থাকে, সাতো বোনামিকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি। দয়া বা ভাবাবেগ বলে কিছু নেই তার ভেতর। একটা বিশেষ খেলার ভক্ত সে, খেলেও খুব ভাল, এ-ব্যাপারে তাকে একটা প্রতিভাই বলা যায়। খেলাটার নাম, মানুষ শিকার।

দুনিয়ায় এক শুধু জেনজো ইয়ামাদার প্রতি অনুগত সাতো বোনামি। কেউ যদি জেনজো ইয়ামাদার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা সে যতই ধনী ব্যবসায়ী বা প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তা হোক, যে-কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হবে তাকে, দোষ চাপবে ব্যক্তিগত কোন শত্রু অথবা বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের ওপর।

খুনী সাতো বোনামির একটা বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ একটা খাতায় লিখে রাখে সে। গত পঁচিশ বছরে দুশো সাঁইত্রিশটা খুনের বিবরণ লিখেছে।

টেলিফোনে কথা শেষ করে রিসিভারটা আর্মরেস্ট ক্রেডলে রেখে দিল সে, তাকাল ইয়ামাদার দিকে। 'অ্যাডমিরাল ওগাওয়া কথা বললেন।' অ্যাডমিরাল ওগাওয়া ওয়াশিংটনে রয়েছেন, জাপানী দূতাবাসে। 'তিনি তাঁর সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন, হোয়াইট হাউস নিশ্চিত যে বিস্ফোরণটা নিউক্লিয়ার এবং দায়ী হলো প্রাইড অভ ম্যান।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল জেনজো ইয়ামাদা। 'ওদের প্রেসিডেন্ট কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে?'

'মার্কিন সরকার অদ্ভুত আচরণ করছে,' বলল সাতো বোনামি। 'প্রতিবাদ তো দূরের কথা, টুঁ-শব্দটিও করছে না। তবে নরওয়ে আর ব্রিটেন খুব চেঁচামেচি করছে, জাহাজ হারিয়েছে বলে।'

'মার্কিন নিউজ মিডিয়া?'

'অস্পষ্ট রিপোর্ট ছাপছে কাগজগুলো। টিভি নেটওঅর্কও পরিষ্কার কিছু বলছে না।'

সামনের দিকে ঝুঁকল ইয়ামাদা, শুশি তোইআমার নাইলন ঢাকা হাঁটুতে টোকা দিল। 'এক্সপ্লোসন সাইটের ছবিটা দেখাও তো, প্লীজ।'

সমীহের সাথে মাথা ঝাঁকাল তোইআমা, চাপ দিল কমপিউটরের বোতামে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ডিভাইডার ওয়াল-এ ফিট করা ফ্যাক্স মেশিন থেকে রঙিন একটা ফটো বেরিয়ে এল। ডিভাইডার ওয়ালটা ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের মাঝখানে। ফটোটা ইয়ামাদার হাতে ধরিয়ে দিল তোইআমা, ইয়ামাদা ভেতরের একটা আলো জ্বালল, তারপর সাতো বোনামির বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিল।

'ইনফ্রারেড ফটোটা দেড় ঘণ্টা আগে আমাদের আগাগি স্পাই স্যাটেলাইট থেকে তোলা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল তোইআমা।

গ্লাসে চোখ রেখে নিঃশব্দে ফটোটা দেখল ইয়ামাদা। তারপর মুখ তুলল সে, চোখে প্রশ্ন। 'একটা নিউক্লিয়ার হান্টার-কিলার অ্যাটাক সাবমেরিন, আর একটা চাইনিজ জাংক? আমি যেমন আশা করে-ছিলাম, আমেরিকা তো সেরকম আচরণ করছে না। অদ্ভুত, ওরা ওদের প্যাসিফিক ফ্লিটের অন্তত অর্ধেকটা তো পাঠাবে!'

'এক্সপ্লোসন এরিয়ার দিকে কয়েকটা ন্যাভাল শিপ যাচ্ছে,' বলল সাতো বোনামি। 'ওদিকে একটা ওশেন সার্ভে ভেসেলও আছে, নুমার।'

'হোয়াট অ্যাবাউট স্পেস সার্ভেইল্যান্স?'

'মার্কিনীরা তাদের পিরামিডার স্পাই স্যাটেলাইট ও এসআর-নাইনটি এয়ারক্রাফটের সাহায্যে এরইমধ্যে যথেষ্ট ডাটা সংগ্রহ করেছে।'

ফটোর গায়ে ছোট একটা বিন্দুর ওপর আঙুলের টোকা দিল ইয়ামাদা। 'দুটো ভেসেলের মাঝখানে একটা সাবমারসিবল ভাসছে। কোত্থেকে এল ওটা?'

ফটোর দিকে ঝুঁকে পড়ল সাতো বোনামি। 'জাংক থেকে অবশ্যই আসেনি। নিশ্চয়ই সাবমেরিনটা থেকে এসেছে।'

'যত চেষ্টাই করুক, প্রাইড অব ম্যানের কিছুই ওরা খুঁজে পাবে না,' বিড় বিড় করে বলল জেনজো ইয়ামাদা। 'বিস্ফোরণে নিশ্চয়ই ওটা অনুতে পরিণত হয়েছে।' ফটোটা তোইআমার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'আ রিডআউট, প্লীজ—যে-সব ক্যারিয়ার আমাদের তৈরি গাড়ি বহন করছে, ওগুলোর বর্তমান স্ট্যাটাস ও গন্তব্য।'

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল তোইআমা, 'সমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে, মি. ইয়ামাদা।'

'ইয়েস?'

'কাল রাতে বোস্টনে অটো কার্গো খালাস করেছে প্রাইড অভ মুন,' রিপোর্ট করল তোইআমা, ডিসপ্লে স্ক্রীনের জাপানী লেখাগুলোর ওপর চোখ। 'প্রাইড অভ ওয়াটার···আট ঘণ্টা আগে লস অ্যাঞ্জেলেস পোর্টে ভিড়েছে ওটা, এই মুহূর্তে কার্গো খালাস করছে।'

'বাকিগুলো?'

'আর দুটো। প্রাইড অভ স্কাই নিউ অরলিয়নস-এ ভিড়বে আঠারো ঘণ্টার মধ্যে। লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রাইড অভ লেক পৌঁছুবে পাঁচ দিন পর।'

'আমাদের বোধহয় জাহাজগুলোকে জরুরী নির্দেশ পাঠানো উচিত,' বলল সাতো বোনামি। 'আমেরিকার দিকে না গিয়ে অন্য কোন দিকে চলে যাক। মার্কিন কাস্টমসকে হয়তো সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, রেডিয়েশন আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে ওরা।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের আন্ডারকভার এজেন্ট কে?' জানতে চাইল জেনজো ইয়ামাদা।

'দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যগুলোয় আমাদের গোপন ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করেন হিকো কয়োটো।'

সীটে হেলান দিল ইয়ামাদা। 'কয়োটো অত্যন্ত যোগ্য মানুষ। মার্কিন কাস্টমস কড়াকড়ি করলে আগাম খবর পাবে সে।' সাতো বোনামির দিকে তাকাল, দেখল টেলিফোনে কথা বলছে তার সহকারী। 'আরও তথ্য না পাওয়ার আগে প্রাইড অভ স্কাইকে জ্যামাইকার দিকে ঘুরে যেতে বলো। তবে প্রাইড অভ লেক লস অ্যাঞ্জেলেসে যেমন যাচ্ছে যাক।'

ফোনে কথা শেষ করে মাথা ঝাঁকাল বোনামি, তারপর আবার ডায়াল করল।

'আমরা কি ধরা পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছি না, মি. ইয়ামাদা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল তোইআমা।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নাড়ল ইয়ামাদা। 'মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জাহাজগুলো সার্চ করবে, করুক। বোমাগুলো কোনদিন খুঁজে পাবে না ওরা। আমাদের টেকনলজির কাছে হার মানতে হবে ওদের।'

'প্রাইড অভ ম্যানে বিস্ফোরণটা হলো খারাপ একটা সময়ে,' বলল তোইআমা। 'ভাবছি কারণটা কোনদিন আমরা জানতে পারব কিনা।'

'ও-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ইয়ামাদা। 'অ্যাকসিডেন্টটা দুর্ভাগ্যজনক, তবে সেটা আমাদের এদো প্রজেক্ট শেষ করতে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।' তার চেহারায় হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল। 'আমাদের নতুন সাম্রাজ্যের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ালে যে-কোন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়ার মত ঘুঁটি ইতিমধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছি আমরা।'

দশ

নামকরা প্রতিষ্ঠান ড্যানিয়েল কে. গারফিল্ড ল্যাবরেটরিজ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিকো কয়োটো টেলিফোনে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলছে। দাঁতের ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এ-কথা মনে করিয়ে দেয়ায় স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল সে, দু'একটা ভালবাসার কথা বলল, তারপর রেখে দিল রিসিভার।

অপরপ্রান্তের মহিলাটি তার স্ত্রী নয়, জেনজো ইয়ামাদার একজন এজেন্ট, মিসেস কয়োটোর গলা হুবহু নকল করতে পারে। ডেন্টাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে একটা সঙ্কেত, এর আগে পাঁচবার পেয়েছে সে। এর অর্থ হলো, মাও মিৎশু গাড়ি নিয়ে একটা জাহাজ ভিড়েছে বন্দরে, কার্গো খালাসের প্রস্তুতি চলছে।

বিকেলের বাকি সময়টা দাঁতের ডাক্তারের কাছে থাকতে হবে, এ-কথা সেক্রেটারিকে বলে এলিভেটরে চড়ল হিকো কয়োটো, নেমে এল আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে। কয়েক পা হেঁটে একটা মাওমিৎশু স্পোর্টস কারে উঠে বসল সে।

সীটের তলাটা হাতড়াল হিকো কয়োটো। হ্যাঁ, একটা এনভেলাপ রয়েছে। প্রতিবারের মত এবারও এটা রেখে গেছে ইয়ামাদার কোন লোক। ডক এরিয়া থেকে তিনটে গাড়ি ছাড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যা লাগবে, সবই রয়েছে এনভেলাপের ভেতর। পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে, কাগজগুলোয় কোন খুঁত নেই।

গাড়িতে স্টার্ট দিল হিকো কয়োটো। ইস্পাতের উঁচু গেটের কাছে এসে দাঁড়াল গাড়ি। গেটহাউস থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এল গার্ড। 'আজ আপনি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছেন, মি. কয়োটো?'

'আমার একটা ডেন্টাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'আপনার দাঁতের চিকিৎসা করে ডাক্তার নিশ্চয়ই একটা ইয়ট কিনে ফেলেছে।'

'শুধু ইয়ট, ফ্রান্সে একটা ভিলাও নয় কেন?' পাল্টা কৌতুক করল হিকো কয়োটো।

হেসে উঠল গার্ড, তারপর রুটিন প্রশ্ন করল, 'আজ রাতের জন্যে কোন ক্লাসিফায়েড কাজ বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'না। অ্যাটাচী কেসটা অফিসে ফেলে এসেছি।'

দেয়ালের দিকে পিছু হটল গার্ড, একটা বোতামে চাপ দিতেই ইস্পাতের গেট ধীরে ধীরে খুলে গেল। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল হিকো কয়োটো।

লম্বা একটা কাঁচ মোড়া বিল্ডিঙের দুটো ফ্লোর নিয়ে গারফিল্ড ল্যাব, পাঁচিলের ভেতর সার সার ইউক্যালিপটাস থাকায় রাস্তা থেকে ভাল দেখা যায়

না। গারফিল্ড ল্যাব একটা মিলিটারি রিসার্চ ও ডিজাইন সেন্টার, মালিক হলো একাধিক স্পেস ও অ্যাভিয়েশন কোম্পানীর একটা কনসোর্টিয়াম। এখানের কাজগুলো অত্যন্ত গোপনীয়, ফলাফল কড়া পাহারায় রাখা হয়। কাজগুলো বেশিরভাগই আসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে, এখানের আবিষ্কারগুলো একা শুধু সামরিক বাহিনী ব্যবহার করতে পারে।

এসপিওনাজ জগতে যাদেরকে স্লীপার বলা হয়, হিকো কয়োটো তাদেরই একজন। তার মা-বাবা যুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে, হাজার হাজার জাপানীদের সাথে। হিকো দম্পতি আমেরিকায় আসে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকাকে ভালবেসে নয়। চিরকালই তারা শুধু জাপানের প্রতি অনুগত ছিল, আমেরিকাকে জাপানের প্রধান শত্রু বলে মনে করেছে।

হিকো দম্পতি তাদের একমাত্র সন্তানকে মার্কিন ব্যবসা জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছে। আমেরিকার সবচেয়ে নামী-দামী স্কুলে পড়িয়েছে ছেলেকে। টাকা তাদের জন্যে কোন সমস্যা হয়নি, জাপানী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এসেছে পারিবারিক অ্যাকাউন্টে। অবশেষে অ্যারোডাইনামিক ফিজিক্সে পিএইচডি করল হিকো কয়োটো, অর্জন করল গারফিল্ড ল্যাবে সম্মানজনক ও উঁচু মানের পদ। অ্যাভিয়েশন ডিজাইনারদের চোখে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, হিকো কয়োটো এখন আমেরিকার সর্বশেষ অ্যারোস্পেস টেকনলজি সংক্রান্ত মহামূল্য ও টপ সিক্রেট তথ্যাদি গোপনে পাচার করছে জাপানে, সরাসরি ইয়ামাদার কাছে।

জাপানে কখনও যায়নি কয়োটো, তবে তার পাঠানো ইনফরমেশন পাওয়ায় কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেঁচে গেছে জাপানের, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে প্রায় কিছুই ব্যয় করতে হয়নি। আমেরিকার সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পাঁচ বছর এগিয়ে এসেছে জাপান, অ্যারোস্পেস মার্কেটে দখল করেছে শীর্ষ স্থান।

হাওয়াই-এ জেনজো ইয়ামাদার সাথে একবারই মাত্র দেখা হয় তার। তখনই তাকে এদো প্রজেক্টে রিক্রুট করা হয়। জাপানের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা পবিত্র একটি মিশনের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করে তাকে। তার কাজ হলো, বিশেষ একটা রঙের গাড়ি ডক থেকে গোপনে সংগ্রহ করে অজানা গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়া। কয়োটো কোন প্রশ্ন করে না। অপারেশনের সবটুকু তাকে জানানো হবে না, এ-কথা শুনে সে বরং খুশিই হয়। এ-সব ব্যাপারে যত কম জানা যায় ততই ভাল। গভীরভাবে জড়িয়ে পড়লে মার্কিন টেকনলজি চুরির কাজটায় বরং বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

সান্তা মোনিকা বুলেভার্ডে চলে এল গাড়ি। এদিকটায় যানবাহনের সংখ্যা কমই। আরও কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিল সে, উঠে এল সান ডিয়াগো ফ্রিওয়েতে। আরেকবার ডান দিকে বাঁক ঘুরল সে, চলে এল হারবার ফ্রিওয়েতে। দশ মিনিট পর পৌঁছে গেল শিপিং টার্মিন্যাল এরিয়ায়। গাড়ি নিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকল কয়োটো। খালি একটা ওয়্যারহাউসের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা ট্রাক ও একটা

সেমিট্রেইলার। ট্রাক ও ট্রেইলারের গায়ে নামকরা একটা স্টোরেজ কোম্পানীর লোগো আঁকা রয়েছে। গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এসে থামল সে, হর্ন বাজাল দু'বার। ট্রেইলারের ড্রাইভার সাড়া দিল তিন বার হর্ন বাজিয়ে, এগিয়ে এসে থামল স্পোর্টস কারের পিছনে।

দশ মিনিট পর লোডিং ডক-এর সামনে দেখা গেল কয়োটোকে। অসংখ্য ট্রাক ঢুকছে ও বেরিয়ে আসছে, কোনরকমে গা বাঁচিয়ে একটা পাঁচিল ঘেরা উঠানের গেটে এসে থামল সে। বিদেশ থেকে আমদানি করা গাড়িগুলো রাখা হয় এখানে। এনভেলাপ থেকে বের করে ডকুমেন্টগুলো গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল কয়োটো, তাকিয়ে দেখল প্রাইড অভ ওয়াটার থেকে আনলোড করা গাড়িতে ভরে গেছে বিশাল উঠানটা। আশপাশের প্রতিটি উঠানের একই অবস্থা—কোনটায় আছে টয়োটা, কোনটায় হোন্ডা বা মাজদা। কয়োটোর সামনের উঠানে আরেকটা গেট দিয়ে এখনও ভেতরে ঢুকছে গাড়ি, প্রতি মিনিটে আঠারোটা করে।

কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল গার্ড, বলল, 'সব ঠিক আছে, স্যার। তিনটে এসপি-ফাইভ হানড্রেড স্পোর্ট সেডান। প্লীজ, রাস্তার ওপারে চলে যান, কাগজগুলো ডেসপ্যাচারকে দেখালে সে-ই সব ব্যবস্থা করবে।'

ধূমপানরত ডেসপ্যাচার কয়োটোকে চিনতে পারল। 'আবার সেই পচা ব্রাউন রঙের গাড়িগুলো নিতে এসেছেন, স্যার?' সকৌতুকে জানতে চাইল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল কয়োটো। 'আমার এক মক্কেল এগুলো তার সেলস ফ্লিট-এর জন্যে কেনে। বিশ্বাস করো বা না করো, ব্রাউন ছাড়া আর কোন রঙ পছন্দ নয় তার।'

'কি বেচে লোকটা, কুমীরের লেজ?'

'না, বিদেশী কফি।'

'নামটা জানতে চাই না, আমার কোন আগ্রহ নেই।'

ডেসপ্যাচারের হাতে একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল কয়োটো। 'কত তাড়াতাড়ি আমি ডেলিভারি পেতে পারি?' জানতে চাইল সে।

নিঃশব্দ হাসল ডেসপ্যাচার। 'কার্গো হোল্ডে আপনার গাড়ি খুঁজে পাওয়া পানির মত সহজ। বিশ মিনিটের মধ্যে হাজির করছি আপনার সামনে।'

এক ঘন্টার মধ্যে সেমিট্রেইলারে তোলা হলো গাড়ি তিনটে। উঠান থেকে রওনা হয়ে গেল ট্রেইলার। ড্রাইভারের সাথে একবারও কথা বলেনি কয়োটো। এমনকি দু'জন ভুলেও একবার পরস্পরের দিকে তাকায়নি।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল কয়োটো, ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সেমিট্রেইলার, বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে হারবার ফ্রিওয়ের দিকে। ট্রেইলারের নাম্বার প্লেটে ক্যালিফোর্নিয়া লেখা রয়েছে, তবে রাস্তায় কোথাও বদলে ফেলা হবে ওটা।

কৌতূহলটা তীব্র নয়, তবু কয়োটো একবার ভাবল, ব্রাউন গাড়িগুলোর রহস্যটা কি? কি আছে ওগুলোয়? ওগুলোর গন্তব্য এভাবে গোপন রাখা হয়

কেন?

'প্রথমে আমরা সার্ফবোর্ডে দাঁড়িয়ে ম্যাকাপু পয়েন্টে সূর্যোদয় দেখব,' বলল রানা, সিলভিয়ার একটা হাত ধরে আছে। 'পরে, হানাউমা বে-তে চড়ব ডলফিনের পিঠে। তারপর সৈকতে শুয়ে গায়ে রোদ মাখব, যতক্ষণ না আপনার চামড়া থেকে সানট্যান তেল শুকায়। দুপুরে আমরা ছাতার নিচে বসে লাঞ্চ খাব, বিকেলটা কাটাব গাছের নিচে শুয়ে। আর রাতে...রাতে, ছোট্ট একটা নির্জন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব আপনাকে, ম্যানোয়া ভ্যালিতে ওটা...।'

ভারি মজা পাচ্ছে সিলভিয়া, কথা বলার সময় কৌতুকে চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো। 'একটা এসকর্ট সার্ভিস খোলার কথা ভেবেছেন কখনও?'

'মেয়েদের কাছ থেকে কিছু খসাবার প্রবণতা আমার ভেতর একেবারেই নেই,' বলল রানা। 'সেজন্যেই পকেট সব সময় খালি থাকে।'

এয়ার ফোর্স হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বাইরে অন্ধকার, দূরে অস্পষ্ট একটা আলো দেখা গেল।

রানা ও ক্লোভার পেনিংটনকে উদ্ধার করা হয় সন্ধের দিকে, তার একটু পরই সবাইকে তুলে দেয়া হয় এই হেলিকপ্টারে। সবাই মানে উইনার-এর মাইনিং টীম, গ্রীন ডলফিনের ক্রু। চাইনিজ কুইন ত্যাগ করার আগে জেমস ম্যানলি ও তাঁর ক্রুদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে ওরা। হেলিকপ্টারে সবার শেষে তোলা হয় ডিক হুপারের লাশ, ক্যানভাসে মুড়ে। চাইনিজ জাংক ও মার্কিন অ্যাটাক সাবমেরিনকে ওখানে রেখে হেলিকপ্টার রওনা হয়ে গেল হাওয়াই-এর উদ্দেশে।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সীটে বসে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর পাশের সীটে ববিও। সম্ভবত বাকি সবাইও জেগে নেই। সিলভিয়াও ঘুমিয়ে পড়ত, শুধু রানার সঙ্গ দারুণ ভাল লাগছে বলে জেগে আছে সে।

'কিছু দেখতে পেলেন?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'দিগন্তের কাছে একটা দ্বীপ, নাম জানি না,' বলল রানা। 'তবে আর বোধহয় পনেরো মিনিটের মধ্যে হনলুলুকে পাশ কাটাব।'

চোখে ক্ষীণ বিদ্রূপ, সিলভিয়া বলল, 'আপনি বরং আগামীকাল সম্পর্কে আরও কিছু বলুন। ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি, আপনি মানুষকে ভাল ভাল স্বপ্ন দেখাতে পারেন।'

'আগামীকাল সম্পর্কে আপনি ঠিক কি জানতে চান বলুন তো?'

'বিশেষ করে ডিনার ও ডিনার পরবর্তী প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলুন।'

'কিন্তু আমি তো ডিনার সম্পর্কে এখনও কিছু বলিনি আপনাকে!'

'বলেননি, এখন বলুন।'

'ঠিক আছে। ওখানে, মানে সাদা বালির ওপর, সার সার অনেকগুলো নারকেল ও সুপারি গাছ আছে...।'

আনন্দে চিকচিক করে উঠল সিলভিয়ার চোখ দুটো। 'নারকেল ও সুপারি

গাছ? বাহ্, দারুণ! তারপর?'

'গাছগুলোর মাঝখানে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর আছে. গাছের পাতা দিয়ে তৈরি। ঘরটা এত ছোট যে কোনরকমে দু'জনের জায়গা হতে পারে। মানে, একটাই বিছানা আর কি···।'

হিকাম ফিল্ডের একধারে ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবে চারদিকে পাহারা দিচ্ছে আর্মির একটা বিশেষ কমব্যাট প্ল্যাটুন। একটা বাস ছুটে এল, পিছনে একটা কালো ফোর্ড সিডান ও আর্মি অ্যাম্বুলেন্স। কার থেকে নামল সাদা পোশাক পরা চারজন লোক, হেলিকপ্টারের দরজার দু'পাশে দাঁড়াল তারা। পোস্টমর্টেম করার জন্যে ডিক হপারের লাশ সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

নুমার লোকজনকে বাসে উঠতে বলা হলো। হেলিকপ্টার থেকে সবার শেষে নামল রানা ও সিলভিয়া। বাসের দিকে এগোচ্ছে, ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল একজন গার্ড, ইঙ্গিতে আরেক দিকে যেতে বলছে সে, যেখানে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে ববি। গার্ডের লম্বা করা হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা, এগিয়ে এসে দাঁড়াল বাসের পাশে। 'গুডবাই,' ক্লোভার পেনিংটনকে বলল ও। 'পা দুটো শুকনো রাখার চেষ্টা করবেন।'

রানার হাতটা মুচড়ে দিলেন পেনিংটন। 'আপনার জন্যে লাইফ পেয়েছি, সেজন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা। আবার দেখা হলে বোতলের খরচা আমি দেব।'

'মনে থাকবে আমার। আপনার জন্যে শ্যাম্পেন, আমার জন্যে বিয়ার।'

'গড ব্লেস।'

কালো গাড়িটার দিকে হেঁটে আসছে রানা, দেখল দু'জন লোক তাদের সোনালি আইডি কার্ড অ্যাডমিরালের মুখের সামনে ধরে আছে, নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্টের এজেন্ট বলে। তাদের একজন বলল, 'আমি প্রেসিডেনশিয়াল নির্দেশে কাজ করছি, অ্যাডমিরাল। আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাদের চারজনকে সরাসরি ওয়াশিংটনে নিয়ে যেতে হবে। আপনি, মি. মাসুদ রানা, মি. ববি মুরল্যান্ড ও মিস সিলভিয়া ফক্স।'

'বুঝলাম না,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, চেহারায় অস্বস্তি। 'এত তাড়া কিসের?'

'তা আমার জানা নেই, স্যার।'

'কিন্তু আমার নুমার অফিসাররা দু'মাসের ওপর পানির নিচে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদের বিশ্রাম দরকার,' প্রতিবাদের সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

'নিউজ ব্ল্যাকআউট, প্রেসিডেন্টের নির্দেশ, স্যার। আপনার নুমার লোকজন, ক্লোভার পেনিংটন ও ড. করবেট সহ, দ্বীপের নিরাপদ একটা কম্পাউন্ডে থাকবেন, যতদিন না নিউজ ব্ল্যাকআউট তুলে নেয়া হয়। তারপর সরকারী খরচে ওরা যে যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেয়া হবে।'

'যতদিন মানে?'

'তিন কি চার দিন, স্যার।'

'অন্যান্যদের সাথে মিস সিলভিয়াও যেতে পারবেন না?'

'না, স্যার। আমার ওপর নির্দেশ আছে, তাঁকেও আপনার সাথে থাকতে হবে।'

সিলভিয়ার দিকে তাকাল রানা, ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'কি যেন গোপন করে গেছেন আপনি, লেডি!'

অদ্ভুত রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল সিলভিয়ার ঠোঁটে। 'হাওয়াই-এ আমাদের আগামীকালটা ভেস্তে গেল!'

'কেন বলতে পারব না, আমার তা মনে হচ্ছে না।'

সিলভিয়ার চোখ দুটো সামান্য একটু বড় হলো। 'অন্য এক সময় পুষিয়ে নেয়া যাবে, সম্ভবত ওয়াশিংটনে।'

'আপনি আমাকে বোকা বানিয়েছেন! এখন সন্দেহ হচ্ছে, গ্রীন ডলফিনে যে সাহায্য চেয়েছিলেন, সেটাও আপনার ছল কিনা।'

মুখ তুলে তাকাল সিলভিয়া, চেহারায় রাগ ও অভিমানের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। 'সময়মত আপনারা না পৌঁছুলে সবাই আমরা মারা যেতাম!'

'তাছাড়া, রহস্যময় বিস্ফোরণটা? ওটা কি আপনাদেরই কীর্তি?'

'কে দায়ী সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই,' আন্তরিক সুরে বলল সিলভিয়া। 'আমাকে ব্রিফ করা হয়নি।'

'ব্রিফ,' মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার এ-ধরনের একটা শব্দ ব্যবহার করবে কেন? আসলে কাদের হয়ে কাজ করছেন আপনি?'

হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে উঠল সিলভিয়ার সুর। 'শিগগিরই জানতে পারবেন।' রানার দিকে পিছন ফিরল সে, গাড়িতে উঠে পড়ল।

ওয়াশিংটনে যাবার পথে, প্লেনে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমাল রানা। গালফস্ট্রীম সরকারী জেটের পিছন দিকে, সবার কাছ থেকে দূরে একা বসে আছে ও, কোলের ওপর পড়ে রয়েছে 'ইউএসএ টুডে'। কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে, তবে পড়ছে না।

রেগে আছে রানা। রাগ হচ্ছে একাধিক কারণে। বিস্ফোরণের কারণে যে ভূমিকম্প হলো, সে-ব্যাপারে একের পর এক অনেক প্রশ্ন করেছে ও, কিন্তু ওর প্রতিটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মুখ খুলতে রাজি নন তিনি। রাগ সিলভিয়ার ওপরও, কারণ এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ব্রিটিশদের ডীপ-ওয়াটার অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল নুমার উইনার প্রজেক্টের ওপর নজর রাখা। একই লোকেশনে গ্রীন ডলফিনের ডাইভ দেয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। ফটোগ্রাফার না ঘোড়ার ডিম, ওটা আসলে সিলভিয়ার কাভার। মেয়েটা আসলে স্পাই, কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো, কোন্ এজেন্সির প্রতিনিধিত্ব করছে সে?

চিন্তায় মগ্ন রানা, প্লেনের পিছন দিকে চলে এসে রানার পাশে বসল ববি। 'তোমাকে পরাস্ত বলে মনে হচ্ছে, দোস্ত।'

আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'ভাবছি প্রজেক্টের কাজ যখন হঠাৎ থেমেই গেল, আমার কার মিউজিয়মে একবার যেতে পারলে মন্দ হত না।'

অ্যান্টিক ও ক্লাসিক গাড়ির একটা বিরাট সংগ্রহ আছে রানার, ববি তা জানে। মন খারাপ লাগলে বা ছুটিছাটায় কার মিউজিয়মে সময় কাটায় ও।

'নতুন কোন গাড়ির ওপর কাজ করবে?' জানতে চাইল সে।

'প্যাসিফিকে রওনা হবার আগে একটা প্যাকার্ডের এঞ্জিন নতুন করে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু ফিট করা হয়নি।'

'ক্লাসিক গাড়ির রেস হবে রিচমন্ডে, থাকতে চাও ওখানে?'

'রেস তো আর মাত্র দু'দিন পর,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি প্যাকার্ডকে খাড়া করতে পারব না।'

'দু'জন মিলে চেষ্টা করলে পারব,' উৎসাহ দিয়ে বলল ববি। 'অন্তত চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

'বোধহয় সুযোগ পাব না, ববি,' বলল রানা। 'শুধু নিউজ ব্ল্যাকআউট নয়। ব্যাপারটা আরও সিরিয়াস হতে পারে। অ্যাডমিরালের হাবভাব আমার ভাল ঠেকছে না।'

'আমি তাঁর মুখ খোলাবার কম চেষ্টা করিনি,' হতাশ কণ্ঠে বলল ববি।

'কিন্তু?'

'তারচেয়ে একটা লাইটপোস্টের সাথে কথা বললেও হয়তো কিছু আদায় করা যেত।'

'মাত্র একটা তথ্য আদায় করতে পেরেছি আমি,' বলল রানা। 'ল্যান্ড করার পর সরাসরি আমাদেরকে ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে নিয়ে যাওয়া হবে।'

হতভম্ব দেখাল ববিকে। 'ওয়াশিংটনে কোন ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং আছে বলে তো কখনও শুনিনি।'

'আমিও,' বলল রানা। 'সেজন্যেই মনে হচ্ছে, কার মিউজিয়মে যাবার সুযোগ বোধহয় পাব না আমরা।'

ভ্যানটায় কোন চিহ্ন নেই, পাশে কোন জানালাও নেই। এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেস থেকে বেরিয়ে কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ ধরে ছুটল সেটা। বেশ কিছুক্ষণ পর নির্জন একটা গলির ভেতর ঢুকল। থামল পার্কিং লটের পিছনে, একটা পুরানো ছ'তলা ভবনের সিঁড়ির গোড়ায়। ভবনের গায়ে প্লাস্টার প্রায় নেই বললেই চলে, দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। বাইরের দিকের সবগুলো জানালা ভেতর থেকে বন্ধ, সম্ভবত বছরের পর বছর খোলা হয় না। কয়েকটা ঝুল-বারান্দার রেইল ভেঙে গেছে, পরে আর মেরামতও করা হয়নি। যেন পরিত্যক্ত একটা ভবন।

ওদের সাথে দু'জন ফেডারেল এজেন্ট রয়েছে, তারাই পথ দেখাল।

কয়েকটা ধাপ টপকে লবিতে ঢুকল ওরা। লবিতে ফার্নিচার বলতে তেমন কিছু নেই, যা-ও বা আছে, সব ভাঙাচোরা ও মান্ধাতা আমলের। মেঝেতে বসে আছে ছেঁড়া কম্বল জড়ানো এক প্রৌঢ়, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হলো আশ্রয়হীন। তার দিকে চোখ পড়তে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। লোকটার গায়ে নির্ঘাত ছারপোকা আর উৎকট দুর্গন্ধ আছে, যে-কোন মেয়ের মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে, কিন্তু লোকটার দিকে চোখ পড়তে সামান্য হাসল সিলভিয়া।

কৌতূহল বোধ করল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'রোদ পোহাবার জন্যে দিনটা ভাল।'

প্রৌঢ় লোকটা নিগ্রো, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। 'আপনি অন্ধ নাকি, মিস্টার? রোদ আমার কি উপকারে আসবে?'

লোকটার চোখে 'প্রফেশন্যাল অবজারভার'-এর দৃষ্টি, লক্ষ করল রানা। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে। এ চোখ আশ্রয়হীন কোন দুর্ভাগার হতে পারে না। 'কি জানি,' প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্য প্রকাশ পেল ওর গলার সুরে। 'তবে পেনশন পাবার পর আপনি যখন বারমুডায় সময় কাটাতে যাবেন, রোদে তো আপনাকে বেরুতেই হবে, তাই না?'

সর্বহারা লোকটি হাসল, মুক্তার মত ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে। 'হ্যাভ আ সেফ স্টে, মাই ম্যান,' বলল সে।

'চেষ্টা করব,' বলল রানা। অদ্ভুত উত্তর শুনে কৌতুক বোধ করল। সামনে এই প্রথম এক সারিতে কয়েকজন সশস্ত্র সেন্ট্রিকে দেখতে পেল ও। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল মেইন হলরূমে।

প্রথমেই ডিজইনফেকট্যান্ট-এর গন্ধ ঢুকল নাকে। হলরূমের মেঝেতে ছাল বলে কিছু নেই, কোথাও কোথাও গর্তও সৃষ্টি হয়েছে। দেয়ালে অনেক কাল আগে রঙিন কাগজ সাঁটা হয়েছিল, বেশিরভাগ ছিঁড়ে গেছে। একপাশে একটা অ্যান্টিক পোস্টবক্স দেখল ও, গায়ে লেখা রয়েছে 'ইউএস মেইল'।

নিঃশব্দে খুলে গেল একটা এলিভেটরের দরজা। ভেতরটা চকচকে ক্রোম, দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। সদ্য ভাঁজ খোলা ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউএস মেরিন-এর একজন সদস্য, সে-ই অপারেটর। কোন রকম জড়তা নেই, সরাসরি এলিভেটরে উঠে পড়ল সিলভিয়া। রানার মনে হলে, এখানে সম্ভবত আগেও এসেছে সে।

ওপরে নয়, এলিভেটর নামতে শুরু করল নিচের দিকে। এক সময় থামল সেটা। বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, করিডরের মোজাইক করা মেঝে ঝকঝক করছে, দেয়ালগুলো এত সাদা যেন গতকালই চুনকাম করা হয়েছে। ফেডারেল এজেন্টরা ওদেরকে একটা দরজার সামনে এনে দাঁড় করাল। দেখেই বোঝা গেল, দরজাটা সাউন্ডপ্রূফ। সবার সাথে ভেতরে ঢুকল রানা।

এটা একটা কনফারেন্স রূম। নিচু সিলিং, সিলিঙের আড়ালে আলো। কামরার মাঝখানে বিরাট একটা লাইব্রেরি টেবিল, টেবিলটা প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসের জন্যে কিনেছিলেন। টেবিলের ওপর একটা বেতের ঝুড়িতে এক গাদা আপেল রয়েছে, পাশেই একটা কনসোল। নিচে রক্তলাল পারশিয়ান কার্পেট।

টেবিলের উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়াল সিলভিয়া। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের পাশে আলতোভাবে চুমো খেলেন এক ভদ্রলোক, অভ্যর্থনা জানালেন নিচুস্বরে, বাচনভঙ্গিতে টেক্সাসের সুর স্পষ্ট। দেখে মনে হলো, সিলভিয়ার সাথে আগে থেকেই পরিচয় আছে তাঁর। যদিও সিলভিয়া ওদের কারও সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল না। হাওয়াই-এ প্লেনে চড়ার পর থেকে রানা ও সিলভিয়া পরস্পরের সাথে কথা বলেনি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভান করার চেষ্টা করছে সিলভিয়া, রানা যেন তার আশপাশে কোথাও উপস্থিত নেই। বেশিরভাগ সময় রানার দিকে পিছন ফিরে থাকছে সে।

সিলভিয়ার পরিচিত ভদ্রলোকের দু'পাশে আরও দু'জন বসে রয়েছেন, চেহারাই বলে দেয় এশিয়ান; তাদেরকেও রানা চেনে না। নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছেন সবাই, রানা ও ববি ঘরে ঢুকতেও মুখ তুলে তাকালেন না। টেবিলের মাথার কাছে একটা চেয়ার রয়েছে, সেটার পাশের একটা চেয়ারে বসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, শান্তভাবে একটা হাভানা চুরুট ধরালেন। টেবিলে আরও এক ভদ্রলোক বসে আছেন, একটা ফাইল খুলে কি যেন পড়ছেন তিনি।

রোগা-পাতলা, স্যুটপরা এক ভদ্রলোক, চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন, হাতে একটা পাইপ। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের মধ্যে মাসুদ রানা কে?'

'আমি,' বলল রানা।

'ফ্রেডি নোলান,' ভদ্রলোক বললেন, রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ডান হাতটা। 'আমাকে বলা হয়েছে, আমরা একসাথে কাজ করব।'

'কাজটা কি না জেনে উৎসাহ বোধ করছি না,' করমর্দন করে বলল রানা। 'আমার বন্ধু, ববি মুরল্যাণ্ড ও আমি, দু'জনেই আমরা অন্ধকারে।'

'আমরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছি একটা এমএআইটি তৈরি করব বলে।'

'এমএআইটি মানে?'

'মাল্টি এজেন্সি ইনভেস্টিগেটিভ টীম।'

'ও, আচ্ছা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'বেশ ভাল, খুশির খবর। টীম গঠন করুন, ডিম পাড়ুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। শুধু যদি ক্ষমা করেন, এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই আমি। আমার ঘুম পেয়েছে।'

রানারও কথা শেষ হলো, রবিন ট্যালবটও দুই ভদ্রলোককে নিয়ে কনফারেন্স রূমে ঢুকলেন। তিনজনের চেহারাই থমথম করছে। রবিন ট্যালবট সরাসরি জর্জ হ্যামিলটনের দিকে এগিয়ে এলেন। 'তোমাকে দেখে খুশি লাগছে, জর্জ,' বললেন তিনি। 'এই বিপদে তোমার সহযোগিতা পেয়ে সত্যি মুগ্ধ হয়েছি আমি। জানি, প্রজেক্টটা নষ্ট হওয়ায় তোমাদের কারও মনই ভাল

নেই।'

'নুমা আরেকটা প্রজেক্ট তৈরি করবে,' গমগম করে উঠল অ্যাডমিরালের গলা।

টেবিলের মাথায় বসলেন রবিন ট্যালবট। সহকারীরা পাশেই থাকলেন, কয়েকটা ফাইল রাখলেন তাঁর সামনে। বসার পরও শিথিল হলো না তাঁর পেশী। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, শিরদাঁড়া চেয়ারের পিছনটাকে স্পর্শ করছে না। একে একে সবার দিকে তাকালেন তিনি, দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছেন। তারপর তিনি তিনজনকে উদ্দেশ্য করে আলাপ শুরু করলেন। ওরা তিনজন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে—রানা, ববি ও ফ্রেডি নোলান। 'আপনারা বসবেন, প্লীজ?'

বসল ওরা। সামনের ফাইলগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন রবিন ট্যালবট। পরিবেশ উত্তেজনা ও উদ্বেগে ভারী হয়ে আছে।

চুপচাপ বসে আছে রানা, নির্লিপ্ত। লেকচার বা ভাষণ শোনার মত মন নেই ওর। গত দু'দিন সাজ্ঘাতিক ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে, ক্লান্তি বোধ করছে। ইচ্ছে গোসল করে আট ঘণ্টা ঘুমাবে। কারও বাধা মানত না, শুধু অ্যাডমিরালের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এখনও এখানে নিজেকে ধরে রেখেছে।

'আপনাদের কারও যদি কোন অসুবিধে করে থাকি, সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,' শুরু করলেন রবিন ট্যালবট। 'তবে এ-ও সত্যি যে আমরা একটা মহা সঙ্কটে পড়ে দিশেহারা বোধ করছি। সঙ্কট বা বিপদ যে শুধু আমেরিকার, তা নয়। আমাদের ধারণা, গোটা বিশ্বই মারাত্মক একটা সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে। সেজন্যেই এখানে আজ বসে আমরা যে ইনভেস্টিগেটিভ টীম তৈরি করব তাতে আমেরিকান ছাড়াও জাতিসংঘ ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি থাকবেন।' থামলেন তিনি, একটা ফাইলে চোখ বুলালেন। 'আপনাদের কয়েকজন আমাকে চেনেন, অতীতে আমার সাথে কাজ করেছেন। মি. মাসুদ রানা ও মি. ববি মুরল্যান্ড, আপনারা আমাকে চেনেন না, তবে আপনাদের সম্পর্কে জানি আমি।'

'এতটা নিশ্চিত না হওয়াই ভাল,' মন্তব্য করল ববি, অ্যাডমিরালের কঠিন দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

'দুঃখিত,' বললেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর। 'আমার নাম রবিন ট্যালবট। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট আমাকে ইনভেস্টিগেটিভ টীম গঠন করার অনুমতি ও নির্দেশ দিয়েছেন। পরিস্থিতি এবং আপনাদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমার ডেপুটি ডিরেক্টর অপারেশনস, মি. ডান কপারফিল্ডকে।'

ডান কপারফিল্ড হাড়সর্বস্ব ব্যক্তি, ঠাণ্ডা নীল চোখ দিয়ে সবার অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। সবার, শুধু রানার বাদে। দু'জনকে দেখে মনে হলো, মাঝপথে দুটো বুলেট এক হয়েছে, কেউ কাউকে পথ ছাড়বে না।

'প্রথমে,' শুরু করলেন ডান কপারফিল্ড, এখনও রানার মন বোঝার ব্যর্থ

চেষ্টা করছেন, 'টীমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করব আমি। প্রতিটি টীমে দু'জন করে সদস্য থাকবেন। নেতৃত্ব দেবেন একজন। টীম লীডার যদি চান, সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারবেন। তবে তাদের তালিকা আগেই পৌঁছে দিতে হবে আমার কাছে। প্রতিটি টীমের কমান্ড সেন্টার ওয়াশিংটন, এই ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং। শাখা অফিস থাকবে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে, পালাও রিপাবলিকের কাছাকাছি। ওটা হবে আমাদের ইনফরমেশন গ্যাদারিং ও কালেকশন পয়েন্ট। আমাদের ডিরেক্টর অভ ফিল্ড অপারেশনস নিয়োগ করা হয়েছে মি. ডেভিড বুনকে।' ডেভিড বুনের দিকে তাকালেন তিনি, তাঁর ও রবিন ট্যালবটের সাথেই কনফারেন্স রূমে ঢুকেছেন ভদ্রলোক।

অলসভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন ডেভিড বুন। কারও দিকে তাকালেন না, হাসলেনও না।

'আমাদের টীমগুলোর কোডনেম থাকবে,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'সেন্ট্রাল কমান্ডকে বলা হবে রেড বাটন। ডেভিড বুন হলেন ব্লু বাটন। মি. রিচার্ড এমারসন, ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভ সিকিউরিটি, টোকিওর ইউএস দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর টীম কোড হলো হোয়াইট বাটন।'

রিচার্ড এমারসন দাঁড়ালেন, মাথা নত করে সবিনয়ে জানালেন, 'আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি।'

ডান কপারফিল্ড এরপর ফিরলেন সিলভিয়া ও তার পাশে বসা দাড়িঅলা ভদ্রলোকের দিকে। 'মিস সিলভিয়া ও মি. গ্যারি রুবিন, আপনারা দু'জন দেশের ভেতর তদন্ত চালাবেন। আপনাদের কাভার, ডেনভার ট্রিউবুন-এর জার্নালিস্ট ও ফটোগ্রাফার। টীমের কোডনেম, ইয়েলো বাটন।' এরপর তিনি এশিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। 'গ্রীন বাটন হলো মি. হেরাম ওয়ানচু ও ফিদেল সাকুরা। আপনারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছেন—জাপানে।'

'মি. কপারফিল্ড ব্রিফ শেষ করার আগে কারও কোন প্রশ্ন আছে?' জানতে চাইলেন রবিন ট্যালবট।

'আমরা যোগাযোগ করব কিভাবে?' জানতে চাইলেন গ্যারি রুবিন।

জবাব দিলেন ডান কপারফিল্ড, 'ফোনে।' টেবিলের ওপর একটা কনসোল রয়েছে, অনেকগুলো বোতামের একটায় চাপ দিলেন তিনি, তাকালেন দেয়ালের দিকে—দেয়ালে সাঁটা একটা কালো স্ক্রীন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আরও কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, কয়েকটা সংখ্যা ফুটে উঠল স্ক্রীনে। 'টেলিফোন নম্বরটা মুখস্থ করে নিন সবাই। এই নম্বরে চব্বিশ ঘণ্টা একজন অপারেটর থাকবে, নিরাপদ লাইন, তার জানা থাকবে কে কোথায় আছি আমরা।'

খুক করে কেশে রবিন ট্যালবট বললেন, 'প্রতি বাহাত্তর ঘণ্টায় একবার যোগাযোগ করবেন টীম লীডার। যদি না করেন, আপনাদের খোঁজে এখান

থেকে কাউকে আমরা পাঠাব।'

নিজের চেয়ারের পিছনের পায়া দুটোর ওপর ভর চাপিয়ে দোল খাচ্ছে রানা, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা হাত তুলল। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'ইয়েস, মি. রানা?'

'ভারি কৃতজ্ঞবোধ করব, দয়া করে কেউ যদি বলে দেন এখানে ঠিক কি ঘটছে।'

অস্বস্তিতে ভরপুর নিস্তব্ধতা নামল কনফারেন্স রুমে। ববি ছাড়া সবাই ভুরু কুঁচকে তাকাল রানার দিকে, দৃষ্টিতে অসন্তোষ।

জর্জ হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন রবিন ট্যালবট, অ্যাডমিরাল মাথা নেড়ে বললেন, 'তুমি যেমন অনুরোধ করেছিলে, রানা বা ববিকে আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানাইনি।'

মাথা ঝাঁকালেন রবিন ট্যালবট। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরকে ব্রিফ করা হয়নি, এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যর্থতা। আপনাদের ওপর দিয়ে যে-ধরনের ধকল গেছে, তারপর যদি অমর্যাদাকর আচরণ করা হয়ে থাকে, সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রবিন ট্যালবটের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে রানা। 'নুমা ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার একটা অপারেশনে ছিলাম আমরা,' বলল ও। 'এই অপারেশনে অবৈধভাবে নজর রাখার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র করা হয়। আমি জানতে চাই, ষড়যন্ত্রের পিছনের ব্যক্তিটি কি আপনি?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন রবিন ট্যালবট, তারপর বললেন, 'আমরা কখনও অবৈধভাবে নজর রাখি না, মি. রানা। আমরা পর্যবেক্ষণ করি। হ্যাঁ, নির্দেশটা আমিই দেই। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে একটা ব্রিটিশ সার্ভে টীম আগে থেকেই কাজ করছিল, আপনাদের এলাকায় সরে গিয়ে তারা আমার সাথে সহযোগিতা করে।'

'আর পানির ওপর যে বিস্ফোরণটা হলো, যে বিস্ফোরণে ডুবে গেল ক্রু সহ ব্রিটিশ জাহাজটা, ভূমিকম্পের কারণ সৃষ্টি করল, আট বছরের গবেষণা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল নুমার, সেটাও কি আপনার নির্দেশে?'

'না, ওটা ছিল একটা আকস্মিক ট্রাজেডি। কেউ জানত না এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নুমার পিছনে আপনি স্পাই লাগালেন!'

তাঁর পরিচয় রানা জানে, রবিন ট্যালবটের জন্যে ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও, এ-ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। রানার দিকে নয়, তাকালেন জর্জ হ্যামিলটনের দিকে, বললেন, 'তোমার ফ্যাসিলিটি, যেটাকে তোমরা উইনার বলছ, এমন কড়া গোপনীয়তার মধ্যে তৈরি করা হয় যে আমাদের কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি জানেই না তোমরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কাজ করছ কিনা।'

'কাজেই প্রজেক্টের কথা জানতে পারার সাথে সাথে গলাবার জন্যে লম্বা হয়ে গেল আপনার নাকটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রবিন ট্যালবট এত বড় পদের অধিকারী, এত বেশি তাঁর ক্ষমতা, কেউ কখনও তাঁকে ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা দেখায়নি। তাঁর আচরণে কখনোই আত্মরক্ষার ভঙ্গি থাকে না। অথচ রানার চোখের দিকে তাকালেন না তিনি। 'যা হবার হয়ে গেছে,' বললেন তিনি। 'এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু ভুল একটা সময়ে, দুর্ভাগ্যজনক একটা পজিশনে অপারেটরদের পাঠানোর জন্যে পুরোপুরি আমাদেরকে দায়ী করা যায় না। কেউ আমাদেরকে জানায়নি যে একটা জাপানী অটো ক্যারিয়ার সাগরের ওপর দিয়ে অ্যাটম বোমা বয়ে আনছে। ওগুলো যে দুর্ঘটনাবশত প্রায় আপনাদের মাথার ওপর ফেটে যেতে পারে, তা-ও আমরা জানতাম না।'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে সত্যি, তবে ধাক্কাটা দু'সেকেন্ডেই সামলে নিল ও। ধাঁধার উত্তরগুলো ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে। কথা বলার সময় তাকিয়ে থাকল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে, অনুভব করল আহত বোধ করছে। 'আপনি জানতেন, অ্যাডমিরাল, অথচ কিছুই আমাকে বলেননি! আপনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করার আগেই জানতেন। অ্যাটাক সাবমেরিন সাউন্ডার মি. পেনিংটন ও আমাকে উদ্ধার করতে আসেনি, এসেছিল রেডিওঅ্যাকটিভিটি রেকর্ড ও আবর্জনার সন্ধানে।'

কেউ জ্বালাতন করায় এই প্রথম লাল হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারা। 'প্রেসিডেন্ট আমাকে দিয়ে কথা আদায় করিয়ে নেন, আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'এর আগে কখনও তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলিনি, রানা। কিন্তু এক্ষেত্রে বোবা না থেকে আমার উপায় ছিল না।'

মনে মনে অ্যাডমিরালকে ক্ষমা করে দিল রানা, তবে রবিন ট্যালবটের ওপর রাগটা এখনও আছে। জানতে চাইল, 'বলুন, মি. ট্যালবট, আমরা এখানে কেন?'

'প্রতিটি টীমের সদস্যকে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বাছাই করেছেন,' বললেন ট্যালবট। 'আপনাদের সবার ব্যাকগ্রাউন্ড, রেকর্ড, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তিনি জানেন। আপনারা সবাই যে বিশ্বস্ত, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরই তৈরি করা হয়েছে তালিকাটা। শুধু তাই নয়, তালিকাটা তৈরি করার আগে সংশ্লিষ্ট সবার বসের সাথেও আমরা যোগাযোগ করেছি, অফিশিয়াল অনুমতি চেয়ে নিয়েছি। মি. রানার ক্ষেত্রে যেমন সাবেক মেজর জেনারেল মি. রাহাত খানের সাথে যোগাযোগ করেছি আমরা।'

'যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু তিনি কি বলেছেন তা আমাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি।'

একটা খোলা ফাইলে চোখ বুলালেন রবিন ট্যালবট, তারপর বললেন, 'তিনি বলেছেন, আপনি যা ভাল বুঝবেন তা-ই করবেন, তাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।'

'কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি আমার কোন আপত্তি আছে কিনা!'

'এ-ব্যাপারে অ্যাডমিরাল আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, একটা টীমের দায়িত্ব নিতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না।'

কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা, অ্যাডমিরালকে চ্যালেঞ্জ করতে সায় দিল না ওর মন।

আবার শুরু করলেন রবিন ট্যালবট, 'অ্যাডমিরাল ও ববি মুরল্যান্ড, দু'জন মিলে একটা টীম। কোডনেম ব্ল্যাক বাটন। ওঁরা সাগরের নিচে কাজ করবেন।'

'আমার প্রশ্নের মাত্র অর্ধেকটার উত্তর দিচ্ছেন আপনি, মি. ট্যালবট,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'বাকি অর্ধেকটাও বলতে যাচ্ছি,' জানালেন রবিন ট্যালবট। 'আপনি এবং মি. ফ্রেডি নোলান, আপনারা দু'জন একটা সাপোর্ট টীম হিসেবে কাজ করবেন।'

'সাপোর্ট ফর হোয়াট?'

'প্রতিটি টীমকে সহযোগিতা দেবেন আপনারা। এটা একটা বিশাল অপারেশন, কাজেই সাপোর্ট টীমের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। কোন টীম বিপদে পড়লে, তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আপনাদের।'

'আমাদের কোডনেম?'

ডান কপারফিল্ডের দিকে তাকালেন রবিন ট্যালবট, ভদ্রলোক বললেন, 'সাপোর্ট টীমের কোডনেম...মাস্টার কী।'

'বেশ,' বলল রানা। 'নামকরণ যখন হয়ে গেল, এখানে আমার আর থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। 'এখানে আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে আনা হয়েছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি আমি, খেয়েছি মাত্র একবার। আমাকে একবার বাথরূমেও যেতে হবে। অথচ এখনও আমাকে জানানো হয়নি আসলে ঠিক কি ঘটছে। আপনাদের সেন্ট্রিরা বা মেরিনরা আমাকে বাধা দিতে পারে, জানি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আহত হব, আর আহত হলে সাপোর্ট টীমে থাকতে পারব না। আমি যাচ্ছি, তবে আমি একাই যাচ্ছি কিনা জানি না।' কথা শেষ করে ববির দিকে তাকাল ও।

'এক সাথেই বেরোই,' বলে রানার আগে চেয়ার ছাড়ল ববি। 'রানার মত আমাকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি, টীমে থাকতে আমি রাজি আছি কিনা।'

'অসম্ভব!' গম্ভীর সুরে বললেন ডান কপারফিল্ড। 'এভাবে আপনারা চলে যেতে পারেন না। ইউ আর আন্ডার কন্ট্র্যাক্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট।'

'সিক্রেট এজেন্টের ভূমিকায় কাজ করার জন্যে কারও সাথে আমার কোন চুক্তি হয়নি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'সাগরের তলা থেকে আমরা ফিরে আসার পর যদি আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থান না ঘটে থাকে, এ-দেশে কারও স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেউ আপনারা রাখেন না।'

রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডান কপারফিল্ড, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কথা বললেন রবিন ট্যালবট। 'মি. রানা, আপনার অসন্তুষ্ট হবার কারণ আমি বুঝতে পারছি। আপনি যদি দয়া করে আর একটু ধৈর্য ধরেন, তাহলে সব কথা আপনাকে জানাবার একটা সুযোগ পাই আমরা। প্রথমেই বলে রাখছি, কিছু কিছু ব্যাপার ক্লাসিফায়েড থাকবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আপনাদের কারও না থাকাই ভাল বলে মনে করি আমি। সেটা আপনাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই। বুঝতে পারছেন তো?'

'আমি শুনছি,' বলল রানা।

'জাপানের কাছে অ্যাটম বোমা আছে,' তথ্যটা ফাঁস করলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'কতদিন থেকে আছে বা কতগুলো আছে তা এখনও আমরা জানি না। অ্যাডভান্স নিউক্লিয়ার টেকনোলজিতে জাপানের যে উন্নতি, ওঅরহেড তৈরি করার ক্ষমতা দশ বছর আগেই অর্জন করেছে ওরা। পরমাণু অস্ত্র-বিরোধী চুক্তিতে সই করলেও, ওদের ক্ষমতা-বলয়ের মধ্যে কেউ বা কোন একটি গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রয়োজনে অন্তত ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে অমোঘ একটা অস্ত্র তাদের দরকার।

'খুব সামান্যই জানি আমরা, তা-ও জেনেছি বিস্ফোরণের পর। জাপানের একটা অটো ক্যারিয়ার মাওমিৎশু অটোমোবাইল বহন করছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এক কি দুটো বোমা বিস্ফোরিত হয়—ওটার সাথে ধ্বংস হয়ে যায় নরওয়ের একটা প্যাসেঞ্জার-কার্গো লাইনার ও একটা ব্রিটিশ সার্ভে শিপ, ক্রু সহ। জাপানের একটা জাহাজে অ্যাটম বোমা কেন? ওরা ওগুলো গোপনে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে আনছিল। শুধুই কি যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে ওরা? বোধহয় না। ওদের উদ্দেশ্যটা কি? সম্ভবত নিউক্লিয়ার হুমকি সৃষ্টি।

'জাপানের কাছে নিউক্লিয়ার বোমা থাকতে পারে, কিন্তু ওটা ফেলার জন্যে দূর পাল্লার যে মিসাইল বা বম্বার দরকার তা ওদের নেই। ওরা কি ভাবছে, আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। জাপান একটা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, দুনিয়ায় এমন কোন লোক নেই যে জাপানী পণ্য ব্যবহার করছে না। এই সাম্রাজ্যটাকে রক্ষার জন্যে, আকারে আরও বড় করার জন্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গোপনে অ্যাটম বোমা পাঠাচ্ছে ওরা, লুকিয়ে রাখছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, প্রয়োজন হলে যাতে অল্প সময়ের নোটিসে ব্যবহার করতে পারে। কখন প্রয়োজন হবে?

'ধরুন, জাপানের ব্যবসায়িক নীতি আমেরিকার পছন্দ হলো না। কিংবা ধরুন, কোন কারণে জাপানের ওপর আমেরিকা খুব রেগে গেল। আপনারা জানেন, জাপানী ব্যাংকগুলো আমেরিকাকে কয়েকশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার দিয়েছে। রেগে গিয়ে আমেরিকা জানিয়ে দিল, ধারের টাকা জাপানকে তারা ফেরত দেবে না। আরও জানাল, জাপানী পণ্য বয়কট করা হবে। এই মুহূর্তে, আপনাদের সাথে আমি যখন কথা বলছি, প্রেসিডেন্টের কাছে ঠিক এই প্রস্তাবই তুলছেন সিনেটর মাইক

গ্রাফটন ও কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স। শুধু তাই নয়, এমন হতে পারে প্রেসিডেন্ট হয়তো সুপিরিয়র মিলিটারি ফোর্সকে নির্দেশ দেবেন, জাপানকে যেন অবরোধ করা হয়, আমাদের তেল ও কোন কাঁচা মাল তারা যেন না পায়। আপনি শুনছেন তো, মি. রানা?'

'শুনছি।'

'আমরা জাপানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারি, এ-সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা অনেক দিন ধরেই চলছে। কজেই ওরাও সতর্ক হয়েছে। তার নমুনা, এই বোমা। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি, আমেরিকা বা আর কারও ভয়ে জাপানীরা ভীত নয়। আমরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে বোতাম টিপে ওগুলো ফাটিয়ে দেবে তারা, বা ফাটিয়ে দেয়ার হুমকি দেবে। পরবর্তী প্রশ্ন, আমরা এখানে কেন? বোমাগুলো কোন্ দেশে কোথায় আছে, জানতে হবে আমাদের। জাপানীদের ঠেকানোর এটাই একমাত্র উপায়। বোমাগুলো খুঁজে বের করতে হবে, আমরা কাজ শুরু করেছি এ কথা ওরা জানতে পারার আগেই। এখানেই ইয়োলো বাটনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সিলভিয়া ফক্স আসলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির একজন অপারেটর। গ্যারি রুবিন একজন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট, রেডিও অ্যাকটিভিটি ডিটেকশনে বিশেষজ্ঞ। গ্রীন বাটন, ফিদেল সাকুরা ও হেরাম ওয়ানচু, সিআইএ এজেন্ট। ওদের কাজ, বোমার উৎস, কমান্ড সেন্টার, কন্ট্রোল ও ডিটোনেশন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ। আমরা কি একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছি? নিঃসন্দেহে। আমার ধারণা, একটা হিংস্র ড্রাগন গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, আগামী দু'এক হপ্তার ভেতর ওটাকে বাধা দেয়া না গেলে কেউ আমরা বাঁচব না। বিশ্বাস করুন বা না করুন, মি. রানা, বাটন অপারেশন হলো দুনিয়াটাকে বাঁচানোর শেষ উপায়। ছবিটা পরিষ্কার হয়েছে?'

'হ্যাঁ...,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'ধন্যবাদ, মি. ট্যালবট। ছবিটা পরিষ্কার।'

'এবার অফিশিয়ালি আমাদের সাথে যোগ দিতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, ববি ও অ্যাডমিরালকে ছাড়া বাকি সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখব আমি।' কথা শেষ করে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

এগারো

রানার কার মিউজিয়াম ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের একেবারে গা ঘেঁষে, একটা পুরানো এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গারের ভেতর। তবে ফেডারেল

হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সেদিকে গেল না ও। প্রথম ববিকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল, তারপর কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে লাগল যতক্ষণ না একটা জাপানী রেস্তোরাঁ পায়।

হেড ওয়েটারকে ডেকে এক কোণার একটা বুদ চাইল রানা। বসার পর অর্ডার দিল, সবই জাপানী খাবার। স্বচ্ছ চিংড়ি সুপ আর চুনো মাছের খিচুড়ি খেয়ে টেবিল ত্যাগ করল, ঢুকল রেস্ট রুমের পাশে একটা ফোন বুদে।

মানি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা অ্যাড্রেস বুক বের করে পাতা ওল্টাল রানা। ফোন নম্বরটা পেয়ে ডায়াল করল। ভদ্রলোকের নাম ড. সুখেন চ্যাটার্জি। মেরিল্যান্ডে থাকেন। ওর বস্ রাহাত খানের বন্ধু স্থানীয় সুখেন চ্যাটার্জি, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পরপর ছ'বার রিঙ হলো, তবু কেউ রিসিভার তুলছে না। যোগাযোগ কেটে দিতে যাচ্ছে রানা, এই সময় অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

'ড. সুখেন চ্যাটার্জি,' তারুণ্যে ভরপুর একটা কণ্ঠস্বর, যদিও ভদ্রলোক চলতি বছর আশিতে পড়েছেন।

'কাকা, আমি রানা।'

'কিরে বাপ, অ্যাদ্দিন পর বুড়ো কাকাকে মনে পড়ল?' সানন্দে হাসলেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'পাঁচ মাস হয়ে গেল একবারও ফোন করোনি।'

'চার মাস,' শুধরে দিল রানা। 'সাগরমন্থন করছিলাম কিনা।'

'আমার দোস্তের খবর কিছু জানো, রানা? সে-ও তো আজকাল আর আমার খবর-টবর নেয় না!'

'বসের সাথে বেশ কিছুদিন সরাসরি যোগাযোগ হয়নি আমার,' বলল রানা। 'তবে তিনি ভাল আছেন বলেই জানি।'

'তারপর বলো। তুমি ভাল আছ তো?'

'আছি ভালই, তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনার সাহায্য দরকার।'

'বাকি দিনগুলো তো স্রেফ অবসর, বলো না কি কাজ।'

'ফোনে বলা যাবে না, কাকা। যদি সম্ভব হয় নুমা বিল্ডিঙে চলে আসুন।'

'কি আশ্চর্য, কাজটা সম্পর্কে একটা ধারণা তো দেবে! শুনলে হয়তো বলতে পারব, তোমার কোন উপকারে আসব কিনা। তা না হলে শুধু শুধু গাড়ি ভাড়া খরচ হবে তোমার।'

হাসি পেলেও, চেপে রাখল রানা। ওর সুখেন কাকা অত্যন্ত হিসেবি মানুষ, কৃপণই বলা যায়। 'বলছি। ধরুন, রেস কারে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর লাগাতে চাই আমি।'

সুখেন চ্যাটার্জি সাথে সাথে বুঝতে পারলেন, টেলিফোনে আলাপ করতে রাজি নয় রানা। জানতে চাইলেন, 'কখন?'

'যত তাড়াতাড়ি আপনার পক্ষে সম্ভব, কাকা।'

'এক ঘণ্টা পর?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

'তুমি এখন কোথায়, বাপ?'

'জাপানী ডিনার খাচ্ছি।'

'সুস্বাদু, তবে দেখতে ভাল না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

টেবিলে ফিরে এসে কফি খেল রানা, একটা সিগারেট ধরাল। রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল, এতক্ষণে কারণটা বুঝতে পারল। ভয় হচ্ছে রেস্তোরাঁর ভেতর কোথাও পাচার করা কোন বোমা আছে কিনা। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে এল ও।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে দশতলা নুমা বিল্ডিঙে চলে এল রানা। পান্না-সবুজ সোলার গ্লাসে গোটা বিল্ডিংটা মোড়া, মাথার অংশটা পিরামিড আকৃতির গম্বুজ। লবিতে রয়েছে অসংখ্য জলপ্রপাত ও অ্যাকুয়ারিয়াম, সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদে সাজানো। সবুজ মার্বেল পাথরের মেঝেতে, মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা গ্লোব। পৃথিবীর প্রতিটি পাহাড়, সাগর, বড় লেক ও প্রধান নদীগুলো দেখানো হয়েছে তাতে। এলিভেটরে চড়ে ১০ লেখা বোতামে চাপ দিল রানা। পাঁচতলার অফিস এড়িয়ে ওপরতলার কমিউনিকেশন ও ইনফরমেশন নেটওঅর্ক-এ উঠে এল ও। এখানেই রয়েছে নুমার মস্তিষ্ক। সমুদ্র সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এখানে জমা আছে, তা সে বৈজ্ঞানিক হোক বা ঐতিহাসিক, ফিকশন হোক বা নন-ফিকশন। নুমার বাজেটের বেশিরভাগ টাকাই এখানে ব্যয় করেন জর্জ হ্যামিলটন।

নুমার এই ডাটা সুপারমার্কেটের অধিপতি হলো ল্যারি কিং, একজন নিগ্রো। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা, কমপিউটর জগতে জাদুকর হিসেবে নাম কিনেছে। কমপিউটর ডিজাইনে লেগে থাকলে এতদিনে নিজেই একটা বিশাল কোম্পানীর মালিক হতে পারত সে, কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার উৎসাহ তার কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। একটু ঘর-কুনো টাইপের লোক, অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছু চেনে না। রানার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।

ডেস্কেই পাওয়া গেল তাকে। ডেস্কটা একটা উঁচু মঞ্চের ওপর, বিশাল কামরার মাঝখানে। মঞ্চটা গোল, চারদিক ঘোরে। বিলিয়ন ডলার মূল্যের রাজত্বের প্রতিটি কোণায় চোখ রাখতে চায়, সেজন্যে নিজেই অর্ডার দিয়ে মঞ্চটা বানিয়েছে ল্যারি কিং। রানাকে দেখে চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে। 'আরে, রানা! তুমি ফিরে এসেছ?'

কয়েকটা ধাপ টপকে মঞ্চে উঠল রানা, বন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেক করল। 'কেমন আছ, ল্যারি?'

'উইনার ভেস্তে গেছে শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল,' বলল ল্যারি কিং। 'তবে এখনও জীবিতদের মধ্যে তুমি আছ দেখে সত্যি ভাল লাগছে। দোস্ত,

তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বসো, কফি খাও।' পিয়নকে ডেকে কফির অর্ডার দিল সে। 'তারপর বলো কি ঘটেছিল ওখানে? উদ্ধার পেলে কিভাবে?'

সংক্ষেপে একটা বর্ণনা দিল রানা, ফেডারেল হেডকোয়ার্টার প্রসঙ্গ পুরোটাই চেপে গেল।

'বেঁচে আছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,' রানা থামতে হাসল ল্যারি কিং। 'তোমার মত বন্ধু হারালে বাঁচার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু দোস্ত, শুধু কফি খাবার জন্যে আমার কাছে আসোনি তুমি। কি চাও, বলে ফেলো।'

'এক বুড়ো ভদ্রলোককে আশা করছি আমি,' বলল রানা। 'ড. সুখেন চ্যাটার্জি, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। ভদ্রলোক পাঁচ দশক ধরে আমেরিকান সিটিজেন, কাজ করেছেন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে, এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। তোমার আছে সুপারকমপিউটর ইন্টেলিজেন্স, আর সুখেন চ্যাটার্জির আছে নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান। আমি চাই তোমরা দু'জন মিলে একটা সিনারিও তৈরি করবে।'

'কিসের সিনারিও?'

'একটা স্মাগলিং অপারেশন-এর।'

'কি স্মাগল করব আমরা?'

'সুখেন চ্যাটার্জি আসুন, তখন বলব।'

ল্যারি কিং হাসল। 'নিরেট কোন বস্তু? এই ধরো, একটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড?'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'হতে পারে।'

'ভদ্রলোকের জন্যে অপেক্ষা করো তুমি, ইতিমধ্যে আমি আমার সিএডি/সিএএম গরম করি,' বলে চেয়ার ছাড়ল ল্যারি কিং। রানা কিছু বলার আগেই মঞ্চ থেকে নেমে গেল সে।

ধবধবে সাদা দাড়ি, নেকটাই ছাড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে। মোটাসোটা মানুষ, নাভির নিচে পরা ট্রাউজারটা বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আশি পেরোলেও, সুখেন চ্যাটার্জির চেহারায় হাসিখুশি ভাব ও লাবণ্য আজও অম্লান। নীল স্যুট পরেছেন তিনি, লাল টাই। পায়ে গলিয়েছেন লিজার্ড-স্কীন কাউবয় বুট। চিরকুমার তিনি, তবে এই বয়েসেও তাঁর মেয়ে-বন্ধুর তালিকাটা ছোট নয়। তাঁর চরিত্রের গুরুতর বৈশিষ্ট্য একটাই, সেটা হলো পারমাণবিক মারণাস্ত্র সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান। তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চয় তাঁর মেধার বিনিময়ে হাতবদল করতে রাজি আছেন। সুখেন চ্যাটার্জি সম্পর্কে বলা হয়, উনি ওঁর গ্যারেজে বসেও অ্যাটম বোমা বানাতে পারেন, দাম পড়বে একটা রিকন্ডিশনড গাড়ির চেয়ে বেশি নয়।

'কি রে বাপ,' রানাকে দেখে উদ্ভাসিত হলো তাঁর চেহারা। 'তোমাকে

এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন!'

'আপনাকে দেখে এখন আর ক্লান্তি বোধ করছি না,' পরস্পরকে আলিঙ্গন করার সময় বলল রানা।

'মটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্ট আমার মটরসাইকেলের লাইসেন্সটা কেড়ে নিয়েছে, জানো! তবে জাগুয়ার জেডকে-ওয়ান-টোয়েনটিটা এখনও আমি চালাতে পারি। ট্যাক্সি ভাড়া নয়, পেট্রলের খরচটা দিতে হবে তোমাকে।'

'আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, কাকা,' বলল রানা।

'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা আমার বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ,' বলে হাসলেন বৃদ্ধ।

ল্যারি কিঙের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল রানা। পরিচয় পর্বের পর একটা কমপিউটর স্ক্রীনের সামনে দুটো অতিরিক্ত চেয়ার টেনে আনল ল্যারি কিং। যে-কোন ডেস্ক মডেলের চেয়ে তিনগুণ বড় স্ক্রীনটা। রানা ও সুখেন চ্যাটার্জি বসার পর হাত নেড়ে শুরু করল সে।

'কমপিউটর শিল্পের সর্বশেষ আবিষ্কার হলো সিএডি/সিএএম—কমপিউটর এইডেড ডিজাইন/কমপিউটর-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং। আসলে এগুলো কমপিউটর গ্রাফিক সিস্টেম, তবে সেই সাথে সুপার-সফিসটিকেটেড ভিজুয়াল মেশিনও বটে, যার সাহায্যে ড্রাফটসম্যান ও এঞ্জিনিয়াররা কল্পনাযোগ্য যে-কোন বস্তুর অপূর্ব সুন্দর বিশদ ড্রইং তৈরি করতে পারে। কোন ডিভাইডার, কমপাস বা টি-স্কয়ার লাগছে না। প্রোগ্রাম সেট করে আপনি শুধু স্ক্রীনে ইলেকট্রনিক পেন দিয়ে রাফ একটা আউটলাইন আঁকবেন, ব্যস। এরপর কমপিউটর নিজেই ওটাকে নিখুঁত ও নিরেট করে তুলবে, কিংবা থ্রী ডাইমেনশন-এ প্রদর্শন করবে।'

'বিস্ময়কর,' বিড়বিড় করলেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'ড্রইং-এর বিভিন্ন অংশ কি আলাদাভাবে দেখানো সম্ভব, কিংবা আকারে বড় করা?'

'হ্যাঁ, অনায়াসে সম্ভব। আপনি রঙ লাগাতে পারেন, আকৃতি বদলাতে পারেন, পরিবর্তন এডিট করতে পারেন, তারপর ফলাফলটা মেমোরিতে জমাও রাখতে পারেন, ঠিক একটা ওয়ার্ড প্রসেসর-এর মত।'

নিজের চেয়ারটায় উল্টো করে বসেছে রানা, ব্যাকরেস্টে চিবুক ঠেকাল। 'দেখা যাক, আমাদের সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারে কিনা।'

'এবার বলো, কি খুঁজছ তুমি, রানা?' জানতে চাইলেন সুখেন চ্যাটার্জি।

'খুঁজছি একটা নিউক্লিয়ার বোমা,' বলল রানা।

'কোথায়?'

'একটা গাড়িতে।'

'গাড়িটা কি সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হবে?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

'ধরে নিন তাই।'

'সীমান্তটা কি? সাগর, নাকি মাটি?'

'সাগর।'

'দু'দিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরে যে বিস্ফোরণ ঘটল, তার সাথে কোন সম্পর্ক আছে নাকি?'

'বলতে পারব না।'

'আরে বাপু, কার কাছে তুমি লুকাচ্ছ? এ-দেশের প্রেসিডেন্ট বাদে, আমারই রয়েছে হাইয়েস্ট সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স, তা জানো?'

'আপনি যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছেন, কাকা?'

'জাতিসংঘের পারমাণবিক অনুসন্ধান কমিটিতে আছি আমি, কাজেই আমার সাথেই প্রথম প্যাসিফিক ডিটোনেশন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রবিন ট্যালবট।'

চুপসে গেল রানা। 'তাহলে তো আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

'অন্তত এটুকু জানি যে জাপান আমেরিকায় গাড়ি-বোমা লুকিয়ে রাখছে। তবে বুড়ো মানুষ বলে ট্যালবট আমাকে তার টীমে জায়গা দেয়নি।'

'ধরে নিন আপনাকে আমার টীমে জায়গা দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'এইমাত্র আমার টীম, মাস্টার কীতে আপনি যোগ দিলেন। তুমিও, ল্যারি।'

'মি. ট্যালবট জানতে পারলে খেপে যাবে তোমার ওপর,' সাবধান করলেন সুখেন চ্যাটার্জি।

'আপনাদের দু'জনের নাম জানিয়ে দেব ওদের,' বলল রানা। 'টীমের সদস্য বাড়াবার অনুমতি আছে।'

'গাড়িতে জাপানী বোমা, ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করল ল্যারি কিং, গলায় অবিশ্বাস।

তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'এখানে যে কাজটা করব আমরা, ল্যারি, যে-কোন মূল্যে গোপন রাখতে হবে।'

'ল্যারির বিটা-কিউ ক্লিয়ার‍্যান্স রয়েছে,' বলল রানা।

'তাহলে আর দেরি কিসের, আমরা কাজ শুরু করছি না কেন?'

'শুরু করার আগে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে চাই আমি,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে বলল ল্যারি কিং।

অ্যাটমিক এক্সপার্ট বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন, তারপর শুরু করলেন, 'ত্রিশের দশকে জাপান যুদ্ধ শুরু করেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মানসে। আজ, পঞ্চাশ বছর পর, আবার একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা, এবার সাম্রাজ্যটাকে রক্ষা করার জন্যে। কেউ কিছু সন্দেহ করার আগে, অত্যন্ত কড়া গোপনীয়তার মধ্যে, নিজেদের নিউক্লিয়ার অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে তারা। সিভিলিয়ান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি থেকে উইপনস-গ্রেড প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করা হয়েছে। ওদের কাছে বোমা থাকতে পারে, এটা আরও একটা কারণে সন্দেহ করা হয়নি—কারণটা হলো, ওদের ডেলিভারি সিস্টেম নেই। ডেলিভারি সিস্টেম মানে—লং রেঞ্জ মিসাইল, বম্বার বা মিসাইল-বহনযোগ্য সাবমেরিন।'

'কিন্তু আমি তো জানি পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে সই করেছে জাপান,' বলল ল্যারি কিং।

'করেছে, সত্যি। এ-ও সত্যি যে বেশিরভাগ জাপানী পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ওদের বুরোক্র্যাসীর মূলধারার গভীরে একটা গ্রুপ আছে যারা অত্যন্ত প্রভাবশালী, তারা দেখতে চায় জাপান অ্যাটম বোমার অধিকারী হয়েছে। এ-সব মারণাস্ত্র ঠিক সামরিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে তৈরি করা হয়নি, তৈরি করা হয়েছে অর্থনৈতিক হুমকি প্রতিরোধ করার জন্যে। জাপানের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী মহলে একটা আতঙ্ক আছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় তাদের পণ্য বয়কট করা হতে পারে। যদি হয়, তখন এই মারণাস্ত্র ব্যবহার করার হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করবে তারা।'

শুধু যে অস্বস্তিবোধ করছে ল্যারি কিং, তা নয়। তার ভয়ও লাগছে। 'আপনি বলতে চাইছেন, এমন হতে পারে এই মুহূর্তে আমরা একটা নিউক্লিয়ার বোমার ওপর বসে আছি?'

জবাব দিল রানা, 'বোমাটা হয়তো পাঁচ-সাতশো গজের ভেতর কোথাও আছে।'

'এ অচিন্তনীয়!' রাগে কেঁপে উঠল ল্যারি কিঙের নিচু গলা। 'ক'টা বোমা পাঠিয়েছে ওরা?'

'এখনও আমরা জানি না,' বলল রানা। 'একশো হতে পারে, দুশো হওয়াও বিচিত্র নয়। আর শুধু আমেরিকায় পাঠিয়েছে কি না, তা-ও আমরা জানি না। সম্ভবত দুনিয়ার আরও অনেক দেশে পাঠিয়েছে।'

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ, কল্পনা করতে ভয় লাগে,' বললেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'বোমাগুলো সত্যি যদি বিভিন্ন দেশের বড় বড় সবগুলো শহরে পাঠিয়ে থাকে ওরা, পৃথিবীটাকে নিশ্চিতভাব ধ্বংস করার মারাত্মক ক্ষমতা পেয়ে গেছে জাপান। ইট'স অ্যান এফিশিয়েন্ট সেট-আপ। বোমাগুলো একবার জায়গামত পৌঁছুবার পর, ওগুলোর বিরুদ্ধে কারও কিছু করার থাকবে না। দেয়ার ইজ নো ডিফেন্স এগেইনস্ট দেম, নো টাইম টু রিয়্যাক্ট, নো অ্যালার্ট, নো সেকেন্ড স্ট্রাইক। ওরা শুধু বোতাম টিপবে, পরমুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে ধ্বংসযজ্ঞ।'

'গুড গড! আমরা তাহলে করবটা কি?'

'খুঁজে বার করব ওগুলো,' বলল রানা। 'ধারণা করা হচ্ছে, অটো শিপ ক্যারিয়ারে করে বোমাগুলো আনা হয়েছে। আমার সন্দেহ, লুকানো আছে আমদানি করা গাড়িতে। কমপিউটরের সাহায্যে জানতে হবে গাড়ির কোন জায়গায় লুকানো আছে ওগুলো।'

'গাড়ি করে আনা হলে,' ল্যারি কিং বলল, 'কাস্টমস অফিসাররা দেখতে পাবে, কারণ তারা ড্রাগস আছে কিনা সার্চ করে দেখবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এটা একটা সফিস্টিকেটেড অপারেশন, হাই-টেক

প্রফেশন্যালদের দ্বারা পরিচালিত। তারা তাদের কাজ বোঝে। বোমাটার ডিজাইন এমনভাবেই করবে তারা, যাতে মনে হয় গাড়িরই একটা অংশ ওটা, ফলে সার্চ করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাস্টমস অফিসাররা সার্চ করবে টায়ার, গ্যাস ট্যাংক, সীট—যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে। কাজেই এমন জায়গায় বোমাটা লুকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বুদ্ধিমান কোন কাস্টমস অফিসারও যাতে খুঁজে না পায়।'

'হুম!' গম্ভীর আওয়াজ করল ল্যারি কিং।

মেঝের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রয়েছেন সুখেন চ্যাটার্জি, বললেন, 'ঠিক আছে, এবার আকার-আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

'ওটা আপনার ডিপার্টমেন্ট, কাকা,' বলল রানা।

'আমাকে কিছু তথ্য দাও, বাপ। অন্তত গাড়ির মডেলটা আমাকে জানতে হবে, আমি আবার জাপানী মেশিনারি সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।'

'ওটা যদি একটা মাওমিৎশু হয়, স্পোর্ট সিডান হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।'

সুখেন চ্যাটার্জির হাসিখুশি চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'তারমানে আমরা একটা কমপ্যাক্ট নিউক্লিয়ার ডিভাইস খুঁজছি, দশ কিলোগ্রাম-এর কাছাকাছি, যেটা কিনা মাঝারি সাইজের একটা সিডানে আছে, অথচ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।'

'ডিভাইসটা যথেষ্ট দূর থেকে ফাটিয়ে দেয়া যায়,' যোগ করল রানা।

'বলাই বাহুল্য, ড্রাইভার যদি আত্মহত্যা করতে না চায়।'

'বোমার আকৃতি কি হবে বলে ভাবছি আমরা?' জানতে চাইল ল্যারি কিং।

'তেলের একটা ব্যারেল ও একটা বেসবল, এ-দুটোর মাঝখানে যে-কোন সাইজের হতে পারে,' জবাব দিলেন সুখেন চ্যাটার্জি।

'বেসবল,' বিড়বিড় করল ল্যারি কিং, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু অত ছোট একটা জিনিস কি যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারবে?'

সিলিঙের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, যেন ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করছেন। 'ওঅরহেডটার মান যদি তিন কিলোটন-এর কাছাকাছি হয় তাহলে ডেনভার, কলোরাডোর মাঝখানটা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে, আর বিস্ফোরণের ফলে যে আগুন ধরবে তাতে শহরের আশপাশ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।'

শিউরে উঠল ল্যারি কিং।

'ব্যবচ্ছেদ করার জন্যে একটা মডেল দরকার আমাদের। কি ব্যবহার করছি আমরা?'

'আমাদের পারিবারিক ফোর্ড টরাস,' বলল ল্যারি কিং। 'এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে আমি ওটার সমস্ত পার্টস ম্যানুয়াল কমপিউটরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। গোটা কাঠামোটা বা প্রতিটি পার্ট আলাদাভাবে দেখাতে পারব।' কীবোর্ডের

ওপর কয়েক সেকেন্ড প্রজাপতির মত লাফালাফি করল তার আঙুলগুলো, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো কোলের ওপর ফিরিয়ে আনল। একটা ছবি ফুটে উঠল স্ক্রীনে, বহুরঙা, থ্রী ডাইমেনশনাল। আবার একটা বোতামে চাপ দিল সে। লাল ফোর্ড, চার দরজা, স্ক্রীনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল, ওটা যেন একটা সচল মঞ্চের ওপর রয়েছে।

'তুমি কি আমাদেরকে গাড়িটার ভেতর নিয়ে যেতে পারো?' জানতে চাইল রানা।

'ঢুকছি,' বলল ল্যারি কিং। বোতামে চাপ দেয়া মাত্র মনে হলো, নিরেট ধাতব পার্টস-এর ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওরা, আশপাশে দেখতে পাচ্ছে চেসিস ও বডির অভ্যন্তর-ভাগ। ভূতের মত, যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। গাড়ির প্রতিটি নাট-বল্টু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অবশেষে ওদেরকে নিয়ে এঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ল ল্যারি কিং।

'ইন্টারেস্টিং কিছু দেখতে পাচ্ছেন, কাকা?' জানতে চাইল রানা।

সাদা দাড়িতে হাত বুলালেন সুখেন চ্যাটার্জি। ট্র্যান্সমিশন কেসিং ভাল একটা কন্টেইনার হতে পারে।'

'নো গুড। এঞ্জিন বা ড্রাইভট্রেনেও কিছু থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে চলার সুবিধে থাকতে হবে গাড়িটায়।'

'বাদ পড়ছে ব্যাটারি কেসিং রেডিয়েটরও,' বলল ল্যারি কিং। 'শক অ্যাবজরবার?'

মাথা নাড়লেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ পাইপ-বোমার জায়গা হতে পারে, নিউক্লিয়ার ডিভাইসের জন্যে বড্ড সরু হয়ে যায়।'

স্ক্রীনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা, ল্যারি কিং ওদেরকে অ্যাক্সেল ও বিয়ারিং অ্যাসেম্বল, ব্রেক সিস্টেম, স্টার্টার মটর ও অলটার-নেটর-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল। প্রতিটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর বাতিলও করে দেয়া হলো।

হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল রানা। উৎসাহ ও উত্তেজনা বোধ করলেও, ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওর চোখ। 'হিটিং ইউনিটে থাকতে পারে?'

'নকশার সাথে মেলে না,' বললেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'উইন্ডশীল্ড ওয়াশার বটল?'

মাথা নাড়ল ল্যারি কিং। 'সহজেই চোখে পড়ে যাবে।'

হঠাৎ, প্রায় একটা ঝাঁকি খেয়ে, আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার পেশী। 'এয়ার কন্ডিশনার!' শব্দ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল গলা থেকে। 'এয়ার কন্ডিশনারের ভেতর কমপ্রেসার!'

বোতাম টিপে স্ক্রীনে ভেতরের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলল ল্যারি কিং। 'এয়ার কন্ডিশনারের সাথে গাড়ি চলার বা না চলার কোন সম্পর্ক নেই। কমপ্রেসার ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়ছে না কেন, জানার জন্যে দু'ঘণ্টা ব্যয় করে ওটা খুলতে যাবে না কোন কাস্টমস অফিসার।'

'কমপ্রেসারের ভেতরের সবকিছু বের করে নাও, বোমা রাখার একটা জায়গা পেয়ে যাবে তুমি,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে কমপিউটর ইমেজ-এর দিকে। 'আপনি কি বলেন, কাকা?'

'কনডেনসর কয়েলকে ডিটোনেট-এর রিসিভিং ইউনিটে রূপান্তর করা যেতে পারে,' বললেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'বেশ অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে। নাইস ওঅর্ক, জেন্টলমেন! আমার ধারণা, রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।'

খালি একটা ডেস্কের দিকে এগোল রানা, তুলে নিল ফোনের রিসিভার। ডান কপারফিল্ডের দেয়া নম্বরে ডায়াল করল। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল এক লোক। ও বলল, 'দিস ইজ মাস্টার কী। রেড বাটনকে বলুন তাঁর গাড়ির এয়ার কন্ডিশনারে ত্রুটি রয়েছে। গুড বাই।'

ডিসপ্লে স্ক্রীনে কমপ্রেসার-এর ভেতর দিকটা আকারে বড় করেছে ল্যারি কিং, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'চায়ের কাপে আমি একটা মাছ দেখতে পাচ্ছি।'

'মানে?' দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন সুখেন চ্যাটার্জি, হাতটা স্থির হয়ে গেল। 'কি বলছেন?'

'জাপানের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো, ফলে জাপান আমাদের জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিল, এরকম একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই না? কিন্তু ওরা আমাদের সমস্ত ডিফেন্স ধ্বংস করে দিতে পারবে না, বিশেষ করে আমাদের নিউক্লিয়ার সাবমেরিনগুলো অক্ষতই থাকবে। আমাদের রিট্যালিয়েশন ফোর্স ওদের গোটা আইল্যান্ড চেইন ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আমার দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটাই অসম্ভব ও সুইসাইডাল। বিরাট একটা ব্লাফ।'

'আপনার ধারণার মধ্যে ছোট্ট একটা ত্রুটি আছে,' বললেন সুখেন চ্যাটার্জি, হাসছেন। 'দুনিয়ার সেরা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলোকে বোকা বানিয়েছে জাপান, দুনিয়ার মুরুব্বিরা অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা খেয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে পরিণতি অতটা ধ্বংসাত্মক হতে যাচ্ছে না। জাপান আমেরিকাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল, আমেরিকা তা গ্রহণ করেনি। ইনকামিং মিসাইল ওঅরহেড ধ্বংস করার জন্যে স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স সিস্টেম গড়ে তুলতে গোপনে একাই কাজ শুরু করে জাপান। আমাদের নেতারা অত্যন্ত খরচবহুল ও অকার্যকর বলে বাতিল করে দেয় গবেষণা। আমার ধারণা, জাপান একটা সিস্টেম খাড়া করেছে, আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে।'

'তারমানে কি জাপান অজেয় হয়ে উঠেছে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি কিং, চোখ দুটো কুঁচকে আছে।

মাথা নাড়লেন সুখেন চ্যাটার্জি। 'এখনও নয়। কিন্তু আরও দু'বছর সময় দিন ওদেরকে, ওদের হাতে থাকবে স্বয়ংসম্পূর্ণ "স্টার ওঅরস" সিস্টেম। কিন্তু আমাদের বা আর কারও হাতে থাকবে না।'

ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে মীটিং বসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর

জাপানের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব তদন্ত ও মূল্যায়ন করাই মীটিঙের উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য রাগে কাঁপছেন, কারণ তাঁদের ধারণা জাপানের পুঁজি ও ব্যবসায়িক নীতির কাছে এমন মার খাচ্ছে আমেরিকা, বলা যায় ওদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

জাকি ওয়াহামা, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি কোম্পানী 'সুমো সিকিউরিটিজ'-এর চীফ ডিরেক্টর, একটা টেবিলে বসে আছে। তার সামনে কাউন্টার আকৃতির একটা ডেস্কে বসেছেন কংগ্রেশন্যাল সাব-কমিটির সদস্যরা। জাকি ওয়াহামার দু'দিকে রয়েছে চারজন উপদেষ্টা। ওয়াহামা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কিচিরমিচির করছে তারা, ফলে কমিটির সদস্যরা ভারী অস্বস্তিবোধ করছেন।

জাকি ওয়াহামাকে দেখে মনে হবে না যে সে একজন ধনকুবের। আমেরিকার প্রথম সারির পাঁচজন ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসায় যে পরিমাণ পুঁজি খাটান, সে তার সুমো সিকিউরিটিজ-এ একাই তারচেয়ে অনেক বেশি পুঁজি ঢেলেছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রথম সারির অন্তত দশজন ব্যবসায়ীর বিভিন্ন কোম্পানীতে তারও মোটা শেয়ার আছে। বেঁটেখাট, রোগা মানুষ। সব সময় হাসিখুশি থাকে।

তার হাসিখুশি ভাবটা আসলে কৃত্রিম আবরণ। ভদ্রবেশী এই টাকার কুমীর যেমন হিংস্র তেমনি প্রতিশোধপরায়ণ। জাপানে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে যমের মত ভয় ও ঘৃণা করে, অতীত অভিজ্ঞতার কারণে। অন্যান্য জাপানী ব্যবসায়ীদের সাথে জাকি ওয়াহামার পার্থক্য হলো, আমেরিকা ও ইউরোপ সম্পর্কে তার রাগ ও বিদ্বেষ সে গোপন করে না।

সিলেক্ট সাব-কমিটির সামনে বসে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে সে, সারাক্ষণ সবিনয়ে হাসছে, হাবভাবে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই।

'কংগ্রেস যে আইনটার প্রস্তাব করতে যাচ্ছে তার সারমর্ম হলো, যে-সব জাপানী কোম্পানী আমেরিকায় ব্যবসা করছে তাদেরকে বেশিরভাগ শেয়ার সংশ্লিষ্ট আমেরিকান কোম্পানীগুলোকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে। এ স্রেফ জাতীয়করণ ছাড়া কিছু নয়। আমেরিকার ব্যবসা-নীতি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে, কোন সন্দেহ নেই। ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সির সাথে ব্যাংকিং সিস্টেম ধসে পড়বে। শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু কেন এই সর্বনাশা আঘাত? আমি সবিনয় বলতে চাই, আমেরিকানদের জীবনে ভাল যা কিছু ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে সেরা হলো জাপানী পুঁজিপতিদের এ-দেশে আগমন।'

'আপনি যে আইনের কথা বললেন, কংগ্রেস সে-ধরনের কোন আইন এখুনি প্রয়োগ করতে বলছে না,' কঠিন সুরে জানালেন সিনেটর মাইক গ্রাফটন। 'আমি শুধু বলেছি, "আমেরিকার মাটিতে আপনাদের যে কোম্পানীগুলো ব্যবসা করে প্রফিট করছে, সে-সব কোম্পানীর জন্যেও আমাদের শুল্ক ও ইনকাম ট্যাক্স নীতি প্রযোজ্য হবে।" আপনাদের দেশে

আমেরিকানরা রিয়েল এস্টেট কিনতে পারে না, পারে না ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক হতে, অথচ আমাদের দেশে ব্যবসা করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে কেটে পড়ছেন আপনারা, মি. জাকি ওয়াহামা··· ।'

অন্তত একজন মানুষ জাকি ওয়াহামাকে চিনতে ভুল করেননি, তিনি হলেন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর মাইক গ্রাফটন। জাপানীদের ব্যবসায়িক নীতির সবচেয়ে কড়া সমালোচক তিনি, পারলে আজই আইন করে জাপানী পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

'মি. চেয়ারম্যান?' সাব-কমিটির মহিলা সদস্য মাত্র একজন, কথা বলার জন্যে হাত তুলল সে। লরেলি থাপা কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা, দেখতেও অপরূপ সুন্দরী। তার জন্ম নেপালে, বাবা নেপালী-আমেরিকান। লরেলি ভ্যান্স থাপা এখনও বিয়ে করেনি।

'ইয়েস, মিস ভ্যান্স, বলুন।'

'মি. ওয়াহামা,' শুরু করল লরেলি, 'এর আগে আপনি উল্লেখ করেছেন, ডলারকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিতে হবে ইয়েনকে। আপনার মনে হয় না, এখানে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন আপনি?'

'আমার তা মনে হয় না। আপনারও তা মনে হবে না, যদি স্মরণ রাখেন যে আপনাদের বাজেট ঘাটতির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যোগান দিচ্ছে জাপানী পুঁজিপতিরা,' উদারভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল জাকি ওয়াহামা। 'আপনাদের কারেন্সির জায়গা দখল করবে আমাদের কারেন্সি, এটা তো স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, মি. ওয়াহামা, আমেরিকা ও জাপান আরও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুললে ডলারের জায়গা এমনিতেই দখল করে নেবে ইয়েন। কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিভাবে হতে পারে, বলবেন কি? আমেরিকায় জাপানের যে-সব শাখা ব্যাংক কাজ করছে, সমস্ত আমেরিকান ব্যাংকের সর্বমোট অ্যাসেট-এর চেয়ে ওগুলোর অ্যাসেট অনেক বেশি। এ-দেশে জাপানী মালিকদের অধীনে এক মিলিয়ন আমেরিকান চাকরি করছে। আপনাদের লবিইস্টরা পারলে আমাদের সরকারকে কিনে ফেলেন। জাপানীরা চল্লিশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইউএস রিয়েল এস্টেটের মালিক হয়েছে। এরপর আরও ঘনিষ্ঠ কিভাবে আমরা হতে পারি, বলবেন কি, মি. ওয়াহামা?'

অমায়িক হাসি ফুটল জাকি ওয়াহামার মুখে। 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হবার পথ খুলে দিতে পারেন—কথা দিতে পারেন, আমাদের পুঁজি ও পণ্য আপনাদের বাজারে কখনোই নিষিদ্ধ করা হবে না। আমরা আরও একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই, বিনা ভিসায় জাপানীদেরকে আমেরিকায় ঢুকতে দিতে হবে।'

'কিন্তু যদি এ-ধরনের চিন্তাকে আমরা প্রশ্রয় না দিই?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসল জাকি ওয়াহামা। 'আমরা পাওনাদার

জাতি। আপনারা দেনাদার, গোটা দুনিয়ায় আপনারাই সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছেন জাপানের কাছ থেকে। কাজেই, তখন বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে। আমার ভয় হচ্ছে, সেটা আপনাদের জন্যে প্রীতিকর হবে না।'

'তারমানে আমেরিকা জাপানীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে, আপনি বলতে চাইছেন?'

'এ-পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার রাস্তা আপনাদের জন্যে আমরা খোলা রেখেছি,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'আপনাদের এখন পতনের সময়। আর জাপানের সময় উত্থানের। কাজেই বাঁচতে হলে নিজেদের মেথড পরিহার করে আমাদের মেথড গ্রহণ করুন। আপনাদের নাগরিকদের উচিত আমাদের সংস্কৃতি আরও ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করা। তাহলে কিছু একটা শিখতেও পারে তারা।'

'সেজন্যেই কি নিজের দেশের বাইরেও জাপানী কোম্পানীগুলো শুধু জাপানীদের চাকরি দিচ্ছে?'

'এটা একটা ভুল তথ্য,' আহত দেখাল জাকি ওয়াহামাকে। 'গেস্ট কান্ট্রিতে আমরা বিদেশীদেরও চাকরি দেই।'

'টপ পজিশনে নয়। শুধু নিম্নস্তরের ম্যানেজার, সেক্রেটারি, ক্লার্ক আর পিয়নদের চাকরি দেন। তা-ও শুধু পুরুষদের, মহিলারা বাদ পড়ে যাচ্ছে। আরেকটা কথা বলা দরকার, জাপানী কোম্পানীগুলো শ্রমিক ইউনিয়নকে কোন পাত্তাই দিতে চায় না।'

উত্তর দেয়ার আগে উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করল জাকি ওয়াহামা। অবশেষে বলল, 'আপনাকে বুঝতে হবে যে আমরা সংস্কারকে প্রশ্রয় দিই না। পশ্চিমারা আমাদের পদ্ধতির ভক্ত নয়, কাজেই তাদেরকে টপ পজিশনে বসিয়ে নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষতি করতে রাজি নই আমরা। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পশ্চিমারা আমাদের কালচারকে ভাল চোখে দেখে না। আপনিই বলুন, আমাদের কালচারের ওপর যাদের ভক্তি নেই, তাদেরকে আমরা কিভাবে টপ পজিশনে বসাই?'

'আমাদের দেশে বসে ব্যবসা করতে এসে আমাদেরকেই আপনারা অবজ্ঞা করবেন, এমন আচরণ করবেন যেন আমরাই বিদেশী, এটা কি মেনে নেয়ার মত একটা ব্যাপার, মি. ওয়াহামা?'

'এটা দুর্ভাগ্যজনক, মিস লরেলি। আমরা আপনাদের অবজ্ঞা করি, এটা ঠিক নয়। আমরা ব্যবসায়ী, বোকার মত কোন ঝুঁকি না নিয়ে লাভ করতে ভালবাসি।'

'হ্যাঁ, জাপানী ব্যবসায়ীদের স্বার্থপরতা সম্পর্কে আমরা সচেতন। ব্যবসা করার নামে আপনারা সাপের গালেও চুমো খান, ব্যাঙের গালেও। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ান ব্লকে আপনারা স্ট্রাটেজিক মিলিটারি কমপিউটর টেকনলজি বিক্রি করছেন। আপনার মত করপোরেট এক্সিকিউটিভের কাছে

রাশিয়া, ভারত, জার্মানী, কিউবা, ইরান, লিবিয়া, ইসরায়েল স্রেফ খদ্দের।'

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা মতাদর্শ আমাদের মাথাব্যথা নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থেই ও-সব আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি।'

'আর একটা প্রশ্ন,' বলল লরেলি ভ্যান্স। 'এ-কথা কি সত্যি, আপনাদের সরকার গোটা হাওয়াই রাজ্য কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিতে চাইছেন, জাপানের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি ব্যালান্স করার জন্যে?'

উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ না করে সাথে সাথে জবাব দিলেন জাকি ওয়াহামা, 'হ্যাঁ, সরকারকে প্রস্তাবটা বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছি আমি। হাওয়াই-এ জাপানীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওখানে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার শতকরা বাষট্টি ভাগ আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি। আমি আরও প্রস্তাব দিয়েছি, ক্যালিফোর্নিয়াকে আমাদের দু'দেশের কম্বাইন্ড ইকোনমিক কমিউনিটিতে পরিণত করা হোক। আমরা জাপানী লোকদের ওখানে পাঠাব, সবাই তারা দক্ষ। কয়েকশো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী গড়ে তোলার মত পুঁজি দেব আমরা।'

'আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত তিক্ত লাগছে আমার,' বলল লরেলি ভ্যান্স থাপা। 'জাপানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্বারা ক্যালিফোর্নিয়াকে রেপ করার দুরাশা কোনদিনই সফল হবে না। এ সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে হাওয়াই-এর কোন কোন এলাকা শুধু জাপানীদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শুনতে পাই, অনেক ক্লাব ও রেস্তোরাঁয় শুধু জাপানীরা ঢুকতে পারে, আমেরিকানদের ঢোকা নিষেধ করা হয়েছে। জাপানীদের এই আচরণ কোন আমেরিকান মেনে নিতে পারে না। অন্তত আমি মেনে নিতে পারি না। দরকার হলে আমি একাই লড়ে যাব, যাতে...।'

সাব-কমিটির সদস্যরা প্রশংসা-মুখর হয়ে উঠলেন। ডেস্কের ওপর হাতুড়ি ঠুকে সবাইকে থামতে বললেন সিনেটর মাইক গ্রাফটন।

'ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে কে বলবে,' নরম হাসি দেখা গেল জাকি ওয়াহামার ঠোঁটে। 'আপনাদের সরকারকে উৎখাত করার কোন গোপন প্ল্যান আমাদের নেই। তবে এ-কথা ঠিক যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় আপনারা হেরে গেছেন। আর কে না জানে যে হারু পার্টিকে অনেক নিষ্ঠুর শর্তও মেনে নিতে হয়।'

'আমরা যদি হেরে থাকি, হেরেছি জাপানী ব্যবসায়ীদের অন্যায় ব্যবসায়িক নীতির কাছে,' কঠিন সুরে বলল লরেলি ভ্যান্স।

'আপনারা, আমেরিকানরা, বাস্তবতা মেনে নিন। আমরা যদি আমেরিকাকে কিনি, কিনছি শুধু আপনারা বিক্রি করে দিচ্ছেন বলে।'

সাব-কমিটির সদস্য ছাড়াও কনফারেন্স রুমে রয়েছেন তাঁদের উপদেষ্টা ও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অসংখ্য পর্যবেক্ষক। জাকি ওয়াহামার প্রচ্ছন্ন হুমকি সবাইকে যেমন বিস্মিত করল তেমনি খেপিয়েও তুলল। জাপানী বিলিওনিয়ার সবার মনে একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লেন সিনেটর মাইক গ্রাফটন, তাঁর চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'পরিবেশটাকে আপনারা তিক্ত করে তুলেছেন, কোন সন্দেহ নেই,' বললেন তিনি। 'তবু অন্তত দুটো সুবিধে পাচ্ছি আমরা।'

এই প্রথম জাকি ওয়াহামাকে খানিকটা বিচলিত হতে দেখা গেল। 'কি ধরনের সুবিধের কথা বলছেন আপনি, সিনেটর?'

'এক, আপনারা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, আপনাদের পাওনা টাকার হিসেব মুছে ফেলতে পারব আমরা। কিভাবে শুনবেন? টাকা তো আপনারা কাগজে-পত্রে পাবেন, তাই না? হিসাবটা আছে কাগজে আর কমপিউটর মনিটরে। ওগুলো মুছে ফেলতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে আমাদের। দুই, আজ আর আগলি আমেরিকান-এর কোন অস্তিত্ব নেই। তার জায়গা দখল করেছে আগলি জাপানীজ।'

জাপানী ফ্যানাটিক-২

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৩

এক

ববি মুরল্যান্ড রানার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নুমায় রানার সহকারী হিসেবে কাজ করে সে।

কি করতে হবে বলে দিল রানা, ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ডিপার্টমেন্ট অভ কমার্স-এ চলে এল ববি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার উপ-পরিচালক ভদ্রলোক তার আত্মীয়, মাওমিৎশু মোটর গাড়ি আমাদানি সম্পর্কিত ফাইলটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিল। এরপর ট্যাক্সি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়ায় চলে এল সে। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল বিল্ডিংটা, মাওমিৎশু মোটর করপরেশন এখান থেকে পাঁচটা রাজ্যে তাদের আমদানি করা গাড়ি বিলিবণ্টন করে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বিল্ডিঙের সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ববি। লাল ইঁটের আধুনিক ভবন, জানালাগুলো কাঁচ আর ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়া। পার্কিং লটে অনেক গাড়ি রয়েছে, সবগুলোই মাওমিৎশু, কোন আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান গাড়ি চোখে পড়ল না। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ববি, এক জাপানী রিসেপশনিস্টের সামনে দাঁড়াল।

'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'ববি মুরল্যান্ড, কমার্স ডিপার্টমেন্ট। নতুন গাড়ি আমদানি সম্পর্কে কার সাথে কথা বলব?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল মেয়েটা, তারপর একটা নোটবুক খুলে কর্মকর্তাদের নামগুলোর ওপর চোখ বুলাল। 'আমাদের ট্র্যান্সপোর্টেশন ডিরেক্টর তারু মিজিকাওয়ার সাথে। আমি তাঁকে জানাচ্ছি, মি. ববি বুরল্যান্ড দেখা করতে এসেছেন।'

'ববি মুরল্যান্ড।'

'সরি। ববি মুরল্যান্ড।'

খানিক পর এক জাপানী সেক্রেটারি তারু মিজিকাওয়ার অফিসে নিয়ে এল ববিকে। হলওয়েতে দামী কার্পেট, দু'পাশের দরজায় লেখাগুলো দেখে কৌতুক বোধ করল সে। কেউ এখানে ম্যানেজার, সুপারিনটেনডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট নয়, সবাই ডিরেক্টর।

তারু মিজিকাওয়া গোলগাল আকৃতির হাসিখুশি মানুষ। ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এসে ববির সাথে করমর্দন করলেন। 'তারু মিজিকাওয়া, মি. মুরল্যান্ড। বলুন কমার্স ডিপার্টমেন্টের জন্যে কি করতে পারি আমি।'

স্বস্তিবোধ করল ববি, তারু মিজিকাওয়া ওর বিধ্বস্ত ও দাড়ি-না-কামানো চেহারা দেখে কোন প্রশ্ন তোলেননি বা পরিচয়পত্রও দেখতে চাননি। 'তেমন জরুরী কোন ব্যাপার না। রেকর্ড ঠিকঠাক রাখার জন্যে স্বাভাবিক আমলাতান্ত্রিক ছুটোছুটি। সুপারভাইজার বললেন, বাড়ি ফেরার পথে আমি যেন একবার এখানে থেমে তথ্যটা সংগ্রহ করি।'

'কি তথ্য, মি. ববি মুরল্যান্ড?'

'আপনারা যে-কটা গাড়ি আমদানি করে ডিলারদের কাছে পাঠিয়েছেন, তার সংখ্যাটা আমাকে জানতে হবে। আপনাদের টোকিও হেডকোয়ার্টার থেকে একটা সংখ্যা আমরা পেয়েছি, ওটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।'

'কতদিনের হিসেব চান আপনি? আমরা তো প্রচুর গাড়ি আনাই।'

'গত নব্বুই দিনের হিসেব পেলেই চলবে।'

'কোন সমস্যা নয়,' বললেন তারু মিজিকাওয়া। 'আমাদের শিপমেন্ট লিস্ট পুরোটাই কমপিউটরাইজড, দশ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। সংখ্যাগুলো মিলবে। টোকিও প্রায় কোন ভুল করে না বললেই চলে। অপেক্ষা করার সময়টা আপনি এক কাপ কফি খান, প্লীজ?'

সাজানো ছোট্ট একটা অফিসে নিয়ে আসা হল ববিকে, সুন্দরী সেক্রেটারি কফি পরিবেশন করল। কাপে চুমুক দিচ্ছে ববি, একগাদা কাগজ-পত্র দিয়ে গেল মেয়েটা।

যে জিনিসের খোঁজে পাঠিয়েছে রানা, আধ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে গেল ববি। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে, একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। ঠিক পাঁচটার সময় কামরায় ঢুকলেন তারু মিজিকাওয়া। 'স্টাফরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তবে আমি আরও বেশ কিছুক্ষণ আছি। আপনার আর কিছু লাগবে?'

'না,' বলল ববি, কাগজগুলো ফাইলে ভরে ফেলল। 'আমিও বাড়ি ফিরতে চাই, সাত ঘণ্টার বেশি ডিউটি করতে রাজি নই। সহযোগিতা করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদের ইমপোর্ট ইউনিট ফিগারস সরকারী কমপিউটরে প্রোগ্রামের জন্যে ঢোকানো হবে। কি উদ্দেশ্যে? বেসমেন্ট অফিসে এক হতাশ কেরানি ছাড়া আর বোধহয় কেউ জানে না।' কমার্স ডিপার্টমেন্টের ফাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে, হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে। 'একটা কথা।'

'বলুন?'

'ছোট্ট একটা খুঁত, উল্লেখ করার মত নয় অবশ্য।'

'ইয়েস?'

'আপনাদের ইনকামিং ইনভেনটরি লিস্টে ছ'টা গাড়ি দেখলাম, দুটো আলাদা জাহাজ থেকে বাল্টিমোর-এ খালাস করা হয়েছে, কিন্তু ওগুলো আপনাদের টোকিওর এক্সপোর্ট লিস্টে নেই।'

বিস্মিত হলেন তারু মিজিকাওয়া, তাঁর বিস্ময় নির্ভেজাল বলেই মনে হল। 'কই, আমার চোখে তো পড়েনি। আপনার তালিকার সাথে মিলিয়ে

দেখতে পারি?'

ডিপার্টমেন্ট অভ কমার্স থেকে ধার করে আনা অ্যাকাউন্টিং শীটটা টেবিলের ওপর মেলে ধরল ববি, পাশেই রয়েছে মিজিকাওয়ার সেক্রেটারির দিয়ে যাওয়া তালিকাটা। তার নিজের তালিকায় ছ'টা গাড়ির নামের নিচে দাগ দিল ববি, দেখা গেল টোকিও থেকে পাঠানো তালিকায় নেই ওগুলো। ছ'টাই এসপি-৫০০ স্পোর্ট সেডান।

'অফিশিয়াল নিয়মের কথা যদি বলেন, এ-ধরনের গরমিল আমাদের কোন মাথাব্যথা নয়,' বলল ববি। 'এ-দেশে ওগুলো আমদানি করা সংক্রান্ত তথ্য আপনারা খাতায় লিখে রাখলে সরকারের সাথে আপনাদের কোম্পানীর কোন ঝামেলা হবার কথা নয়। আমার ধারণা, এটা আপনাদের টোকিও অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের গাফলতি ছাড়া কিছু নয়।'

'নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে। এ-ধরনের অক্ষমনীয় অবহেলা আমার দ্বারা কি করে যে হলো।' তারু মিজিকাওয়াকে দেখে ববির মনে হলো, নর্দমায় রাজমুকুট ফেলে দিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। 'হোম অফিসের ওপর খুব বেশি ভরসা করেছিলাম। আমার চোখে না হয় পড়ল না, আমার স্টাফদের কারও চোখেও পড়ল না!'

'স্রেফ কৌতূহল, ওই গাড়িগুলো কারা রিসিভ করেছেন? মানে, ডিলারদের নাম কি?'

'এক মিনিট,' বলে ববিকে নিয়ে নিজের অফিসে চলে এলেন তারু মিজিকাওয়া। ডেস্কের পিছনে বসে কমপিউটরের চাবি টিপলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন। একটু পরই স্ক্রীনে ছড়িয়ে পড়ল এক গাদা তথ্য। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের হাসি নিভে গেল। 'ছ'টা গাড়িই ছ'জন ডিলারের কাছে পাঠানো হয়েছে। কে কোথায় রয়েছে, খুঁজে বের করতে হলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। দয়া করে কাল যদি একবার যোগাযোগ করেন আমার সাথে, ডিলারদের নামগুলো আপনাকে আমি জানাতে পারব।'

'কোন প্রয়োজন নেই, ভুলে যান।' আপনিও ব্যস্ত মানুষ, আর আমারও কাল বিবাহ-বার্ষিকী।'

'কংগ্রাচুলেশন্স,' বললেন তারু মিজিকাওয়া, চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

'সহযোগিতা করার জন্যে ধন্যবাদ।'

মুখের হাসি ফিরে পেলেন তারু মিজিকাওয়া। 'অলওয়েজ গ্ল্যাড টু হেলপ। গুড বাই।'

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে দুশো গজ হাঁটল ববি, একটা গ্যাস স্টেশন থেকে ফোন করল। শুধু হ্যালো বলে সাড়া দিল একটি পুরুষকণ্ঠ।

'আমি আপনার ব্ল্যাক বাটন সেলসম্যান বন্ধু। নতুন একটা মডেল এসেছে হাতে, আপনার পছন্দ হতে পারে।'

'আপনি আসলে নিজের এলাকার বাইরে ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন, স্যার। আপনার উচিত পানির কিনারায় খদ্দের ধরার চেষ্টা করা। আরও ভাল

হয় যদি প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দেন।'

'ঠিক আছে, বোতাম বাদ। আসুন, গাড়ির ব্যবসা করি। ভাল একটা জার্মান গাড়ি যদি খুব বেশি দামী মনে হয়, মাও মিৎসু কিনতে পারেন। আমার কাছে ছ'টা এসপি-৫০০ স্পোর্ট সেডান-এর খবর আছে, যেগুলোর কোন হিসেব নেই।'

'এক মিনিট।'

এরপর অপরপ্রান্ত থেকে অন্য একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ডেপুটি ডিরেক্টর অভ অপারেশন, ডান কপারফিল্ডের গলা, চিনতে পারল ববি। 'ব্যবসাও বদলেছেন? বেশ, বেশ। সস্তায় গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, এরচেয়ে সুখবর আর কিছু হতে পারে না। বলুন, হিসেবের বাইরে আপনার গাড়িগুলো কোথায় পেতে পারি।'

'সে তথ্য আপনাকে উদ্ধার করতে হবে মাওমিৎশু ডিসট্রিবিউটর-এর কাছ থেকে। ওটা আলেকজান্দ্রিয়ায়। ওদের কমপিউটর রেকর্ড বলছে, ছ'টা গাড়ি এ-দেশে এসেছে, কিন্তু কারখানা থেকে বের হয়নি। কথাটা জানাজানি হয়ে যাবার আগেই ওখানে আপনার পৌঁছানো উচিত। তিনটে গাড়ি বাল্টিমোর-এ খালাস করা হয়েছে, চার তারিখ অগাস্ট। বাকি তিনটে এসেছে সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে।'

'হোল্ড অন,' নির্দেশ দিলেন ডান কপারফিল্ড, কথা বললেন তাঁর সহকারীর সাথে। 'এখুনি হাত লাগাও কাজে। মাওমিৎশু কমপিউটর সিস্টেমে নাক গলাও, তাড়াতাড়ি বের করে আনো ওদের শিপিং রেকর্ড। দেরি করলে সমস্ত ডাটা মুছে ফেলবে ওরা।' আবার ববির সাথে কথা বললেন তিনি। 'নাইস ওঅর্ক। আপনার সমস্ত বাড়াবাড়ি ক্ষমা করা হলো। ভাল কথা, এ-ধরনের একটা ব্যবসা আপনি হঠাৎ পেলেন কিভাবে?'

'আইডিয়াটা আমার বন্ধুর। ওর কোন খবর পেয়েছেন?'

'পেয়েছি, আধ ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলেন,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'সমস্যার উৎসটা তিনি আবিষ্কার করেছেন।'

'আমি জানতাম, রহস্যের সমাধান ওর দ্বারাই সম্ভব,' বলল ববি। 'ওর সাফল্যে আমি গর্ব বোধ করছি।'

ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের এক কোণে পুরানো ও পরিত্যক্ত একটা হ্যাঙ্গার আছে, উনিশশো ছত্রিশ সালে তৈরি। এক যুগের বেশি হবে হ্যাঙ্গারটা ভাড়া নিয়েছে রানা। পুরানো গাড়ি সংগ্রহ করা ওর একটা হবি, হ্যাঙ্গারটাকে ওর ব্যক্তিগত কার মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। নুমার কমপিউটর বিজ্ঞানী, ওর বন্ধু ল্যারি কিং, সন্ধের পর পৌঁছে দিল ওকে। ভেতরে একটা চক্কর দিয়ে সে বলল, 'তোমার কার কালেকশন আরেকদিন ভাল করে দেখে যাব, আজ আমাকে বিদায় দাও। কাজ আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।'

ল্যারি কিঙের গাড়ি হ্যাঙ্গারের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হেডলাইটের

আলো পড়েছে ওদের গায়ে। পটোম্যাক নদীর ওপার থেকে আলোকিত শহরের আভাও এসে পড়েছে এদিকটায়। আর মাত্র একটি আলোর উৎস চোখে পড়ে—দুশো মিটার উত্তরে জ্বলছে নিঃসঙ্গ একটি রোড ল্যাম্প। আশপাশে লোকবসতি নেই, রাস্তাটাও নির্জন। 'লিফট দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্যে। সেই কবে শেষবার ঘুমিয়েছি মনে করতে পারছি না, আমাকেও বিছানায় উঠতে হবে।'

গাড়িতে চড়ে ল্যারি কিং বলল, 'তুমি কোন সমস্যা নিয়ে এলে তবেই আমার মাথা খোলে। যদি কোনদিন বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে চাও, আমার কাছে চলে এসো।' জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল সে, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ল্যারি কিং চলে যাবার পর পকেট থেকে একটা স্পেয়ার ট্র্যান্সমিটার বের করল রানা। এটা নুমার অফিসে রাখে ও। কয়েকটা বোতামে চাপ দিয়ে হ্যাঙ্গারের সিকিউরিটি সিস্টেম বন্ধ করে দিল, তারপর ভেতরের আলো জ্বালল। পাশের একটা দরজা খুলে হ্যাঙ্গারে ঢুকল, ঘুমে বুজে আসছে চোখ। ভেতরে মেঝেটা চকচক করছে, একটু ময়লা নেই কোথাও। কার মিউজিয়াম না বলে, এটাকে আসলে বলা উচিত ট্র্যান্সপোর্ট মিউজিয়াম। এক কোণে মান্ধাতা আমলের একটা রেলরোড পুলম্যান কার-এর পাশে দেখা যাচ্ছে পুরানো ফোর্ড ট্রাইমোটর এরোপ্লেন। বাকি দশ হাজার বর্গ মিটার দখল করে রেখেছে পঞ্চাশটার ওপর মোটর গাড়ি। ব্রিটিশ গাড়ির মধ্যে রয়েছে দুর্লভ একটা হিসপানো-সুইজা। একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ রয়েছে ফিফটিফোর ওকে, আর একটা ট্যালবট-লাগো। ওগুলোর পাশেই জায়গা করে নিয়েছে কয়েকটা আমেরিকান ক্লাসিক কার—একটা কর্ড এল-টোয়েনটিনাইন, একটা পীয়ার্স-অ্যারো ও পান্না সবুজ স্টাজ টাউন কার। পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান এমন জিনিস একটাই দেখা গেল হ্যাঙ্গারে, তা হলো ঢালাই করা লোহার একটা বাথটাব, ব্যাকরেস্টে জোড়া লাগানো রয়েছে আউটবোর্ড মোটর।

প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল রানা, এখান থেকে ওর কালেকশনগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। এককালে যেটা অফিস ছিল, নতুন করে সাজিয়ে সেটাকেই আরামদায়ক এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়ে নিয়েছে ও, সাথে আছে বড় একটা লিভিং রুম, সেটাকে স্টাডি হিসেবেও ব্যবহার করা চলে। শেলফে প্রচুর বই আছে, আর আছে জাহাজের অনেকগুলো মডেল। নুমায় স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় এই জাহাজগুলো আবিষ্কার অথবা উদ্ধার করেছে ও।

কিচেন থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে, জিভে পানি বেরিয়ে এল রানার। ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে এক্কগাদা গোলাপ রয়েছে, মাঝখানে একটা কাগজ। ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়ার সময় আপন মনে হাসল রানা।

'শুনলাম শহরে তোমার শুভাগমন ঘটেছে। রেফ্রিজারেটরে কয়েক মাস আগে রাখা সমস্ত তরিতরকারি পচে গিয়েছিল, কাজেই সব ফেলে দিলাম। ভাবলাম তোমার খিদে পাবে, তাই এক প্লেট গ্রীন সালাড বানিয়ে রেখে গেলাম। স্টোভে গরম হচ্ছে কচি বাছুরের নরম কাঁধ। তোমার খাওয়া দেখার জন্যে থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত, হোয়াইট হাউসের ডিনারে উপস্থিত না থাকলেই নয়। লাভ। এল।'

ওখানে দাঁড়িয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন মনটাকে একটা সিদ্ধান্তে আসার তাগাদা দিচ্ছে রানা। আগে খাবে, তারপর শাওয়ার সারবে কিনা? নাকি প্রথমে ভিজবে? সিদ্ধান্ত নিল, পেট খালি রাখতে নেই। ঢোলা একটা আলখেল্লা পরল ও, তারপর টেবিলে বসে সালাড ও ভরপেট মাংস খেল। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে প্লেটগুলো ধুচ্ছে, এই সময় ফোন এল।

'হ্যালো?'

'মি. মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, মি. রবিন ট্যালবট,' সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর-এর গলাটা চিনতে পেরে বলল রানা। 'আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

'আশা করি আপনার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি না।'

'আর দশ মিনিট পর শুতে যাব।'

'মি. ববি মুরল্যান্ডের সাথে আপনার কথা হয়েছে কিনা জানার জন্যে ফোন করছি আমি।'

'হ্যাঁ, আপনার সাথে কথা হবার পরই ফোন করে সে আমাকে।'

'আমার অনুমতি ছাড়াই অন্যান্য লোকদের সাহায্য নিয়েছেন আপনি, তবু আবিষ্কারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার ওপর আমি অসন্তুষ্ট নই,' বললেন রবিন ট্যালবট। অন্যান্য লোক বলতে নুমার কমপিউটর বিজ্ঞানী ল্যারি কিং ও মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরমাণু বিজ্ঞানী সুখেন চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন তিনি। ওদের দু'জনেরই এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ারান্স আছে। একটা গাড়ির ঠিক কোথায় অ্যাটম বোমা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, জানার জন্যে ওদের সাহায্য নিয়েছে রানা।

হোয়াইট হাউসের অত্যন্ত প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তিদের একজন রবিন ট্যালবট, রানাকে বশে রাখতে প্রথম থেকেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। 'আমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটা আমি নিজস্ব পদ্ধতিতে পালন করব। আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আমার কিছু করার ছিল না,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি একা কাজ করতে পছন্দ করেন আপনি।'

'আর কি জানতে চান, মি. রবিন ট্যালবট?' বিছানায় ওঠার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রানা।

'ভাবলাম আপনি জেনে খুশি হবেন যে বম্ব ক্যারিয়ারগুলো পেয়েছি আমরা।'

'ছ'টা গাড়িই?' জিজ্ঞেস করল রানা, অবাক হয়ে গেছে। 'এত

তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ। ওয়াশিংটনে, একটা জাপানী ব্যাংক বিল্ডিঙে লুকানো রয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড বেসমেন্টে সীল করে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় ধুলো ঝেড়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর ডিটোনেট করা হবে।'

'খুব দেখিয়েছেন।'

'নিজস্ব পদ্ধতি আমাদেরও আছে, মি. মাসুদ রানা।' মৃদু শব্দে হাসলেন রবিন ট্যালবট।

'ওগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'তা তো হচ্ছেই। তবে খুব সাবধানে নড়াচড়া করছি আমরা। আমরা যে জানি, এটা শত্রুদেরকে বুঝতে দিচ্ছি না। এই আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে যারা দায়ী, প্রথমে তাদেরকে খুঁজে বের করব আমরা। ওদের কমান্ড সেন্টারটাও ধ্বংস করতে হবে। মি. ববি মুরল্যান্ড নিজের অজান্তেই একটা বিপদ ডেকে এনেছিলেন, আপনি কি তা জানেন?'

'কি রকম?'

'মাও মিৎসু ডিসট্রিবিউটরস-এর কেউ একজন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ইমপোর্টেড শিপিং ডাটা কমপিউটর থেকে মুছে ফেলতে যাবে, এই সময় নাক গলাই আমরা। আর দশ মিনিট দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যেত।'

'ওই ডাটাই আপনাদেরকে গাড়িগুলো খুঁজে বের করতে সাহায্য করে?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা একটা ফ্রেইট কোম্পানীর সন্ধান পাই, মালিক জাপানী। ওই কোম্পানীর ট্রাকেই গাড়িগুলো বহন করা হয়। ওদের রেকর্ডে গন্তব্য সম্পর্কে কোন তথ্য নেই, তবে ড্রাইভারের ডেলিভারি লগ "ধার" করি আমরা। ডকইয়ার্ড থেকে রওনা হবার পর কত কিলোমিটার ছুটেছে ট্রাক, লেখা আছে তাতে। এরপর নিরেট তদন্ত ও সামান্য কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে।'

'মানুষ অ্যাটম বোমার ওপর বসে আছে, খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে আপনাদের গোটা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে,' বলল রানা। 'বোমাগুলো জাপানী, জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপক দাঙ্গাও বেধে যেতে পারে। আমেরিকায় জাপানীদের সংখ্যা কম নয়।'

'হ্যাঁ, পরিস্থিতি ভাল নয়। সাধারণ আমেরিকানরা পাল্টা ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়ার দাবি জানাবে। তাতে ভয় পেয়ে জাপানীরা গাড়িগুলোকে স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে নিয়ে গিয়ে "ফায়ার" বাটনে চাপ দিতে পারে, আমরা ওগুলো খুঁজে বের করে অকেজো করার আগেই।'

'সবগুলো বোমা খুঁজে বের করতে হলে গোটা দেশে তল্লাশি চালাতে হবে,' বলল রানা। 'তাতে সময় লাগবে, আমার ধারণা, বিশ বছর।'

'আমার তা মনে হয় না,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'আমরা জানি কিভাবে কি করে ওরা। কি খুঁজছি আমরা তা-ও জানি, মি. ববি মুরল্যান্ড ও আপনাকে সেজন্যে ধন্যবাদ। এসপিওনাজ জগতে আমরা যতটা দক্ষ, জাপানীরা তার অর্ধেকও নয়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, বোমা সহ প্রতিটি মাওমিৎশু

এক মাসের মধ্যে খুঁজে বের করে ফেলব আমরা।'

'আমি নিজেও একজন আশাবাদী, তবে বাস্তব সমস্যার কথা ভুলে থাকতে পারি না,' বলল রানা। 'ভাল কথা, আপনাদের বন্ধু ও রাশিয়ার কথা কিছু ভাবছেন? জাপানীরা ওদের ঘরেও বোমা লুকিয়ে রাখতে পারে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট কি ওদেরকে সতর্ক করে দেবেন?'

'এখনই নয়। এ-ধরনের মারাত্মক একটা গোপন তথ্য ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোকেও এখুনি আমরা জানাতে চাইছি না। বিশ্বাস করা যায় না, কোন্ ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবে কোন কোন দেশকে ইচ্ছে করলে জানাতেও পারেন প্রেসিডেন্ট, কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্যে।'

'বিশ্ব কোন সঙ্কটে পড়লে তা থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করবে যুক্তরাষ্ট্র, এতে বোধহয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'তবে দেশপ্রেম শুধু আমেরিকানদেরই নয়, বাংলাদেশীদেরও থাকতে পারে। বিসিআই চীফ রাহাত খানের মাধ্যমে এরইমধ্যে বাংলাদেশ সরকার খবর পেয়ে গেছেন। জাপান থেকে আমরা বেশিরভাগ রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি করি, সেগুলো তল্লাশি করা হচ্ছে—বিশেষ করে গত তিনমাসে যে-সব গাড়ি আমদানি করা হয়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রবিন ট্যালবট বললেন, 'কাজটা আপনি ভাল করেননি, মি. মাসুদ রানা। ইনফরমেশনটা লিক হয়ে গেলে গোটা দুনিয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।'

'বিসিআই-এর কোন তথ্য আজ পর্যন্ত লিক হয়নি,' আশ্বাস দিল রানা। 'লিক হবার ঝুঁকি নেই, এ-কথা আমি বলছি না, তবে বসকে না জানিয়ে আমার কোন উপায় ছিল না। ভাল কথা,' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও, 'আরেকটা হুমকির কথা আপনি ভেবেছেন কি?'

'আরেকটা হুমকি?'

'ধরুন যুক্তরাষ্ট্রে বা রাশিয়ায় দু'একটা গাড়ি-বোমা ফাটিয়ে দিল জাপান। দু'পক্ষই ভাববে, হামলার জন্যে প্রতিপক্ষ দায়ী। আপনারা, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া, পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন।'

'এ-ধরনের দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় যাওয়ার কোন মানে হয় না, ঘুম আসবে না,' বললেন রবিন ট্যালবট, অস্বস্তিবোধ করছেন। 'যখন যা ঘটে তাই নিয়ে চিন্তা করুন। আমাদের অপারেশন যদি সফল হয়, তারপর গোটা ব্যাপারটা চলে যাবে রাজনীতিকদের হাতে।'

'আপনার এ-কথা শোনার পর ঘুমাতে পারব বলে মনে হয় না,' বলল রানা।

ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাচ্ছে রানা, হঠাৎ সিকিউরিটি অ্যালার্ম বেজে উঠল। কেউ একজন হ্যাঙ্গারে ঢোকার চেষ্টা করছে।

বিছানা থেকে নেমে স্টাডিতে বেরিয়ে এল রানা, বোতাম টিপে ছোট একটা টিভি মনিটরিং সিস্টেম চালু করল। হ্যাঙ্গারের সাইড ডোর-এর সামনে

দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলভিয়া ফক্স, মুখ তুলে সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের তল থেকে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করেছে রানা, তাদের মধ্যে এই মেয়েটাও ছিল। পরে জানা গেছে, সিলভিয়া ফক্স আসলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন অপারেটর।

একটা বোতামে চাপ দিল রানা, সাইড ডোর খুলে গেল। স্টাডি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায়, ঝুল-বারান্দায় এসে দাঁড়াল ও। খোলা দরজা দিয়ে হ্যাঙ্গারে ঢুকল একটা সেক্স বম্ব। কলারবিহীন নীল জ্যাকেট পরে আছে সিলভিয়া, সঙ্গে ম্যাচ করা স্কার্ট ও জুয়েলনেক সাদা ব্লাউজ। মুগ্ধ বিস্ময়ে গাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে এল সে। মেটালিক ব্লু ট্যালবট-লাগো গ্রান্ড স্পোর্ট-এর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়াল ফেন্ডারে।

সিলভিয়াই প্রথম নয়। রানার এই অদ্ভুত বাসস্থানে আরও অনেক মেয়েই এসেছে, তাদের প্রায় সবাইকে আকৃষ্ট করেছে ট্যালবট। গাড়িটাকে মেকানিক্যাল আর্ট-এর উৎকৃষ্ট একটা নমুনা বলে মনে করে রানা, তবে মেয়েরা ওটার দিকে তাকালে পুলক ও শিহরণ অনুভব করে। গাড়িটার চকচকে পিচ্ছিল গা, আকৃতির মধ্যে বিড়ালসুলভ ছন্দ, শক্তিশালী এঞ্জিনের উপস্থিতি, ভেতরে দামী চামড়ার গন্ধ প্রায় এক ধরনের যৌনাবেদন সৃষ্টি করে।

'আপনি আমাকে খুঁজে পেলেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা, বিশাল হ্যাঙ্গারের ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা।

মুখ তুলে তাকাল সিলভিয়া। 'ভুলে যাচ্ছেন কেন, মারভিন লংফেলো আমার বস্। ব্লু বার্ডে চড়ার আগে, লন্ডনে বসে আমি আপনার ফাইলে চোখ বুলিয়ে নিই।'

'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলেন?'

'আপনার জীবনে প্রচুর সাফল্য। অর্জনও কম নয়। বলা যায়, মানুষ হিসেবে আপনার উত্তরণ ঘটেছে। কিন্তু এ-সব আমার কাছে তেমন ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়নি। ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে আপনার স্ট্যামিনা।'

রানা হতভম্ব। 'স্ট্যামিনা?'

'মাইন্ডটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন। আপনার মানসিক শক্তি ইস্পাতের মত।'

'ফ্ল্যাটারি ইনডীড।'

'আপনার গাড়ির সংগ্রহ বিস্ময়কর।'

'তারমানে সত্যিকার ভাল কালেকশন আপনি দেখেননি।'

ট্যালবট লাগোর দিকে আবার তাকাল সিলভিয়া। 'আই লাভ দিস ওয়ান।'

'আমার পছন্দ ওটার পাশের সবুজ টাউন কার।'

ঘাড় ফিরিয়ে স্টাজ-এর দিকে তাকাল সিলভিয়া। মাথা নাড়ল সে।

'সুন্দর, তবে বিশাল ও গম্ভীর দর্শন; বড় বেশি পুরুষালি ভাব, প্রায় কর্কশই বলা যায়।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'আমরা কথা বলতে পারি?' জানতে চাইল হঠাৎ।

'যদি জেগে থাকতে পারি। উঠে আসুন।'

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সিলভিয়া, অ্যাপার্টমেন্টটা তাকে ঘুরিয়ে দেখাল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কফি চলবে?'

'না, ধন্যবাদ,' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল চেহারা। 'আমার আসা উচিত হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবেন আপনি।'

'এক রাত ঘুমাতে দিন, দেখে মনে হবে আবার আমি সমুদ্র মন্থন করতে পারব।'

'ডলাই-মলাই পছন্দ করেন না?' হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে চাইল সিলভিয়া। 'ঘুমের জন্যেও ওটা একটা মহৌষধ।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি কথা বলতে এসেছেন।' একটা ঢোক গিলল রানা। সিলভিয়া অত্যন্ত যোগ্য সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, হালকা বা স্থূল রসিকতা তাকে মানায় না। তবে, শারীরিক কাঠামোয় তীব্র যৌনাবেদনের কথা বাদ দিলেও, অসম্ভব সুন্দরী সে, আর সুন্দরী মেয়েদের কত রকম খেয়ালই তো থাকতে পারে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটু সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা।

'আমি একই সময়ে একাধিক কাজ করতে পারি,' বলল সিলভিয়া। 'ম্যাসেজও করলাম, আবার কথাও বললাম। কোন্‌টা আপনার পছন্দ— সুইডিস নাকি শিয়াৎসু?'

'কিন্তু...না...কেন?'

'কেন, না? তবু ভাল, প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন। কেন আবার, ঋণী থাকতে পছন্দ করি না, তাই।'

'ঋণ? কিসের ঋণ?'

'সাবমারসিবলে আপনার জায়গা ছিল,' বলল সিলভিয়া। 'কিন্তু সাগরের নিচে আপনি নিজে রয়ে গেলেন, মৃত্যু অবধারিত জেনেও। নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিলেন আমাকে। সেদিনই আমার নির্ঘাৎ মৃত্যু হত, কিন্তু আজও আমি বেঁচে আছি। জানি, এই ঋণ আসলে শোধ করা যায় না। তবু চেষ্টা করছি।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনি ঋণী। কিন্তু ঋণ শোধ করার আরও তো উপায় আছে...।'

'আমি একটা মেয়ে, ঋণ শোধ করার চেষ্টায় মেয়েলি বৈশিষ্ট্যই তো থাকবে। আমার মধ্যে কোন আবেদন নেই বা আমি সুন্দরী নই, এ-কথা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না।'

'না, আমি বলতে চাইছি...।'

'আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। শুনতে বেখাপ্পা লাগতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি—তথাকথিত নারী-স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী নই। অন্তত

নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের যে ধারণা, তার সাথে আমি একমত নই। আমি নারী বলেই, নারীত্ব বা সতীত্বই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ, গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে এই সম্পদটি আমাকে ব্যবহার করার বা দান করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না—নারী-স্বাধীনতা বলতে এই বুঝি আমি। জানি, এ-কথা শুনলে অনেকেই আমাকে সস্তা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণা বলে নিন্দা করবে। ও-সব আমি তোয়াক্কা করি না। তাড়াতাড়ি বলুন, কোন্‌টা পছন্দ আপনার?'

'হোয়াট দ্য হেল, ডু বোথ।'

হেসে উঠল সিলভিয়া। 'ঠিক আছে।' রানার হাত ধরল সে, বেডরূমে নিয়ে এল, মৃদু ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল ওকে বিছানায়, উপুড় করে। 'আলখেল্লাটা খুলে ফেলুন, প্লীজ।'

'পর্দা হিসেবে গায়ে একটা চাদর রাখতে পারি?'

'আমি দেখিনি, এমন কিছু আছে আপনার?' আলখেল্লাটা রানার গা থেকে খুলে নিল সিলভিয়া।

হেসে উঠল রানা। 'আমাকে চিৎ হতে বলবেন না।'

'আসলে গ্যারি আর আমি ওয়েস্ট কোস্টে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে ক্ষমা চাইতে এসেছি,' গম্ভীর সুরে বলল সিলভিয়া।

'গ্যারি?'

'ড. গ্যারি রুবিন।'

'আপনারা আগেও একসাথে কাজ করেছেন, ধরে নিতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

'আবার আপনার সাথে আমার দেখা হবে?'

'বলতে পারছি না। আমাদের মিশন দু'জনকে দু'দিকে নিয়ে যেতে পারে।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সিলভিয়া। 'আপনাকে আমি জানাতে চাই, আমার দ্বারা যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সে-কথা কোন দিন আমি ভুলব না।'

'শরীরটা ভাল করে ডলে দিতে পারলে দেনা-পাওনা শোধবোধ হয়ে যাবে।' ক্লান্ত, আড়ষ্ট হাসি রানার মুখে।

রানার লম্বা শরীরের ওপর চোখ বুলাল সিলভিয়া। 'পানির নিচে এত দিন ছিলেন, কিন্তু গায়ের রঙটা এমন রোদে পোড়া সোনালি থাকল কিভাবে?'

'বাঙালীর রক্ত,' ঘুম জড়ানো গলায় বিড়বিড় করল রানা।

শিয়াৎসু পদ্ধতি অনুসারে রানার নগ্ন পায়ের স্পর্শকাতর জায়গায় আঙুলের চাপ দিল সিলভিয়া।

'দারুণ লাগছে,' বিড়বিড় করল রানা। 'রবিন ট্যালবট আপনাকে জানিয়েছেন, ওঅরহেড সম্পর্কে কি জানতে পেরেছি আমরা?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। তাঁর সাথে ঝগড়া করে ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙ থেকে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন আপনি, উনি ধরে নিয়েছিলেন, আপনি বোধহয় টীমে থাকবেন না। আমি আর গ্যারি এখন জানি কোথায় তদন্ত হবে,

গাড়ি-বোমাগুলো খুঁজে বের করা অনেক সহজ হয়ে গেল।'

'তার মানে ওয়েস্ট কোস্ট থেকে তদন্ত শুরু করেছেন আপনারা?'

'সীটল, সান ফ্রান্সিসকো আর লস অ্যাঞ্জেলস পোর্টগুলোতেই মাওমিৎশু ক্যারিয়ার নোঙর ফেলে।'

রানার হাত, পিঠ ও ঘাড় ডলে দিচ্ছে সিলভিয়া। তারপর কোমরে একটা চাপড় মেরে চিৎ হতে বলল সে, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। ঘুমিয়ে পড়েছে রানা।

ভোরের দিকে কোন এক সময় ঘুম ভাঙল রানার, অনুভব করল সিলভিয়ার নরম শরীরের সাথে ওর শরীরটা বিদঘুটে ভঙ্গিতে জড়িয়ে আছে। পরবর্তী নড়াচড়া, তৃপ্তিকর অনুভূতি, সিলভিয়ার অস্ফুট একটা-দুটো শব্দ, সবই যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটল। তারপর আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রানা।

'কুম্ভকর্ণ, জাগো!' কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স রানার উদোম পিঠে একটা চাদর বিছিয়ে দিল। 'প্রেমিকার আদর পাবার জন্যে বেহায়া হবার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে তোমার। এবার লরেলির ভগ্নীসুলভ আদর পাবার জন্যে প্রস্তুতি নাও।'

চাদরটা বুকের কাছে খামচে ধরল রানা, ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়, ঘাড় কাত করে নিজের পাশে তাকাল। বিছানার একটা পাশ খালি পড়ে আছে, কিনারায় বসে রয়েছে লরেলি ভ্যান্স। সিলভিয়া ফক্স চলে গেছে দেখে বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করল ও। মুখে আড়ষ্ট হাসি, তাকাল কংগ্রেস সদস্যার দিকে। ফুল আর পাতা বহুল ছিট কাপড়ের শার্ট পরে আছে সে, প্যান্টের কাপড়টা মনে হলো ক্যানভাস, পকেট আর বোতাম গিজগিজ করছে। 'তোমার না কংগ্রেসে বসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে গরম বক্তৃতা দেয়ার কথা?'

'অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়েছে।' কফির কাপটা বাড়াল লরেলি, তারপরও সেটা রানার নাগালের বাইরে থাকল, ওকে প্ররোচিত করতে চাইছে।

'কাপটা পেতে হলে কি করতে হবে আমাকে?'

'এক গাদা সত্যি কথা বলতে হবে।'

'আমি কখনও মিথ্যে বলি না, অন্তত তোমাকে।'

দু'জনের সম্পর্কটা মধুর, যদিও তা দৈহিক নয়, দৈহিক হবার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কাও নেই। অনুমোদন ছাড়াই এশিয়ায় কয়েকটা দেশে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছিল সিআইএ, একটা কংগ্রেশন্যাল কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয় তদন্তের, সেই কমিটির চেয়ারপারসন ছিল লরেলি ভ্যান্স। সাক্ষী হিসেবে কমিটির সামনে ডাকা হয় রানাকে, সেই সূত্রে পরিচয়। কমিটি তদন্তের রিপোর্ট পেশ করার আগেই অজ্ঞাত আততায়ীরা লরেলিকে তার বাড়ির সামনে খুন করার চেষ্টা করে। সঙ্গে রানা ছিল, ওর উপস্থিত বুদ্ধি

ও অসমসাহসের জন্যে সে-যাত্রা বেঁচে যায় সে। সেই থেকে দু'জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। লরেলি ভ্যান্স চিরকুমারী, বয়েসে রানার চেয়ে বড়ই হবে। দীর্ঘদিন মেলামেশা ও গভীর আলোচনার পর দু'জনেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরস্পরকে ওরা শারীরিক অর্থে কামনা করে না। কাজেই ওদের মধ্যে পরস্পরের জন্যে স্নেহ, মায়া, আদর, ভালবাসা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, প্রেম নেই। রানা ওয়াশিংটনে এসেছে জানলে, যত কাজই থাকুক, ওকে রেঁধে খাওয়ানর জন্যে ছুটে আসবে লরেলি। 'মিথ্যে বলো কিনা, আজই তা প্রমাণ হয়ে যাবে,' বলল লরেলি। 'সময় নষ্ট কোরো না, তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা দাও।'

'ব্যাখ্যা দেব? কিসের ব্যাখ্যা?'

'কিসের নয়, কার। রাতটা তুমি কার সাথে কাটালে। আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি কোন মেয়ের সাথে রাত কাটায়, তার পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে।'

'আমি একটা মেয়ের সাথে রাত কাটিয়েছি?' রানার চেহারা নির্লিপ্ত।

'কাল রাতে এই বিছানায় তুমি একা শোওনি। আরেকজনকে নিয়ে শুয়েছিলে।'

'এখানে তুমি কোন মেয়েকে দেখেছ নাকি?'

'দেখার দরকার নেই,' বলল লরেলি। 'আমি তার গন্ধ পেয়েছি।'

'বললে বিশ্বাস করবে, সে আমার ম্যাসাজার ছিল?'

কফির কাপটা রানার নাগালের মধ্যে বাড়িয়ে ধরল লরেলি। 'মন্দ নয়। তোমার উদ্ভাবনী শক্তি এ-প্লাস।'

'আমাকে ঠকানো হয়েছে,' অভিযোগ করল রানা। 'কাপটা মাত্র অর্ধেক ভর্তি।'

'নিশ্চয় তুমি চাওনি গোটা চাদরে ছলকে পড়ুক কফি?' হেসে উঠল লরেলি। 'চাদরটা কোমরে জড়িয়ে, যাও, বাথরূমে গিয়ে ঢোকো, গোসল করে গা থেকে ধুয়ে ফেলো সমস্ত পারফিউম। গন্ধটা খারাপ নয়, স্বীকার করছি। বেশ দামী। ইতিমধ্যে আমি ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলি।'

আট ঘণ্টায় দ্বিতীয়বার শাওয়ার সেরে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে লরেলি। কোমরে শুধু তোয়ালে, তাড়াতাড়ি বেডরূমে ঢুকে কাপড় পরে নিল ও। কিচেন থেকে ডাক দিল লরেলি, 'এত দেরি করছ কেন?'

'অনেকদিন পর দেখা হলো,' কিচেনে ঢুকে লরেলির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল রানা। 'কেমন আছ তুমি, লরেলি?'

'ভাল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমাকে বললেন, তোমার একটা প্রজেক্ট নাকি ভেস্তে গেছে। মারাই যেতে, একটুর জন্যে বেঁচে গেছ।'

'ব্যাপারটা গোপন থাকার কথা,' বলল রানা।

'গোপন তথ্য জানার বিশেষ অধিকার আছে কংগ্রেস সদস্যদের।' মুখে এক টুকরো আপেল ফেলল লরেলি। 'প্রজেক্টটা নষ্ট হওয়ায় সত্যি আমি

দুঃখিত। তোমাকে হারাতে হয়নি, তাতেই আমি খুশি।'

'প্রজেক্ট নষ্ট হলেও, সবগুলো টেস্টের রেজাল্ট রক্ষা করা গেছে।' লরেলির নিয়ে আসা দৈনিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাল রানা। এক মিনিট পর বলল, 'জাপানী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আবার দেখছি বিবৃতি দিয়েছ তুমি।' মুখ তুলে হাসল ও।

কফির কাপে চুমুক দিল লরেলি। 'আমাদের ব্যবসার মালিকানা এক তৃতীয়াংশ চলে গেছে টোকিয়োতে। তারই সাথে চলে গেছে জাতির গর্ব, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা। আমেরিকা এখন আর আমেরিকানদের নেই। আমরা এখন জাপানের অর্থনৈতিক উপনিবেশ।'

'সত্যি এতটা খারাপ?'

'কতটা খারাপ সাধারণ মানুষের ধারণা নেই,' বলল লরেলি, রানার জন্যে কফি ঢালল কাপে। 'বাজেটে বিপুল ঘাটতি আমাদের অর্থনীতিতে প্রকাণ্ড একটা গর্তের সৃষ্টি করেছে, সেটা দিয়ে হু হু করে ঢুকে পড়েছে জাপানী টাকা।'

কফির কাপটা তুলে নিয়ে রানা বলল, 'সেজন্যে তোমরাই দায়ী। তোমরা বেশি ভোগ করো, ওরা কম ভোগ করে, ফলে দিনে দিনে ঋণের পরিমাণ বাড়ছে তোমাদের। টেকনোলজির যে-সব শাখায় তোমরা এগিয়ে আছ, ফর্মূলাগুলো হয় চুরি যায়, না হয় তোমরা ওদের কাছে বিক্রি করে দাও। আমেরিকানরা অত্যন্ত লোভী, শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে, মোটা টাকা লাভ দেখলে নিজেদের ব্যবসা পর্যন্ত জাপানীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।'

'রাজনীতি নিয়ে সারাদিন কথা বলেছি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল লরেলি। 'ও-সব বাদ দাও। তোমার প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে?'

'দু'দিন গাড়িগুলোর একটু যত্ন নেব,' বলল রানা। 'স্টাজটাকে ঘষেমেজে ঠিক করে নিতে পারলে ক্লাসিক কার রেসে অংশগ্রহণও করতে পারি।'

'তুমি ওয়াশিংটনে আছ জানলে ব্যক্তিগত প্রোগ্রামগুলো কাটছাঁট করব। তিনটে বাড়ি দেখে রেখেছি, একটা কিনব, অপেক্ষায় আছি কখন তোমাকে দেখাতে পারব।'

'কাল কোন এক সময়?'

'আজ বিকেলে তোমার কাজ আছে? তোমাকে নিয়ে অনেকদিন থিয়েটারে যাই না।'

'তোমাকে ফোন করব···এই দুপুরের দিকে? তখন বলতে পারব সন্ধের সময় ব্যস্ত থাকব কিনা।'

'ঠিক আছে, ভাই। দুপুরে ফোন করার দরকার নেই, সরাসরি আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। আমি তোমার জন্যে রেঁধে রাখব।'

দুই

টোকিও, জাপান।

মাওমিৎশু টিল্ট-রোটর এক্সিকিউটিভ জেট থেকে নেমে এল জেনজো ইয়ামাদা, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে সাতো বোনামি। প্লাস্টিকের প্রকাণ্ড একটা গম্বুজের পাশে হেলিপোর্টে ল্যান্ড করল প্লেন। ঘন গাছপালায় ঢাকা পার্কের মাঝখানে পঞ্চাশ মিটার উঁচু গম্বুজটা আসলে মাটির নিচে 'এদো সিটি'-তে নামার একটা প্রবেশ পথ।

এদো সিটিকে জাপানের নতুন 'আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্রন্টিয়ার' বিবেচনা করা হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যুদ্ধ পরিচালনার মূল ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এদো সিটির ধারণা জেনজো ইয়ামাদার মাথা থেকে বেরোয়, নকশা ও নির্মাণও তার নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ষাট হাজার লোক কাজ করছে এখানে। মাটির নিচে প্রকাণ্ড সিলিন্ডার আকৃতির, বিশতলা বিল্ডিংটায় বিজ্ঞানীরা সপরিবারে বাস করেন। এক হাজার সদস্যের একটা সিকিউরিটি ফোর্সও আছে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে।

মাটির নিচে একই আকৃতির আরও কয়েকটা সিলিন্ডার আছে, প্রধান সিলিন্ডারের সাথে সেগুলোর যোগাযোগ রক্ষা করা হয় টানেলের মাধ্যমে। কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট, হিটিং ও কুলিং সিস্টেম, টেমপারেচার ও হিউমিডিটি নিয়ন্ত্রণ, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ওয়েস্ট প্রসেসিং মেশিনারির জন্যে আলাদা আলাদা বিল্ডিং। গোটা এদো সিটি সেরামিক কংক্রিট দিয়ে তৈরি, মাটির নিচে একশো পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত গভীর।

সরকারী কোন সাহায্য ছাড়াই প্রজেক্টের কাজ শেষ করেছে জেনজো ইয়ামাদা। আইনগত বাধা বা অন্যান্য ঝামেলার কারণে নির্মাণ কাজে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি তা নয়, তবে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাব খাটিয়ে সে-সব সমস্যা দূর করেছে সে। টোকিওর কুখ্যাত ক্রিমিন্যালরা তাকে গুরু হিসেবে মান্য করে। স্মাগলার ও হেরোইন ব্যবসায়ীদের পুঁজি সরবরাহ করে সে। ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তারা তার ভক্ত। দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ রাজনীতিকরা তার কাছ থেকে সাহায্য ও নিরাপত্তা পেয়ে অভ্যস্ত। তাছাড়া, জাপানী কালচারের প্রতি অন্ধ ভক্ত ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফ্যানাটিকরা তো আছেই। জেনজো ইয়ামাদা নিজেই একটা সরকার, তার কাজে বাধা দেয় এমন শক্তি জাপানে নেই।

সাতো বোনামিকে নিয়ে গোপন একটা এলিভেটরে চড়ল সে, নেমে এল মূল সিলিন্ডারের পাঁচতলায়। পাঁচতলার পুরোটা জুড়ে তার করপোরেট অফিস। প্রাইভেট অফিস ও অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সশস্ত্র প্রহরীরা সারাক্ষণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। দরজা খুলে গেল, ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার

সেক্রেটারি শুশি তোইআমা। কামরাগুলোর জানালা-দরজা ও দেয়াল ঢাকা হয়েছে ব্রোকেড, সাটিন ও ক্রেপ দিয়ে। দেয়ালের ওপরের অংশে অনেকগুলো পেইন্টিং, বেশিরভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্য। তবে ড্রাগন, চিতা, হরিণ ও ঈগলও আছে।

'মি. টয়োমেন তানাকা অপেক্ষা করছেন,' সবিনয়ে জানাল শুশি তোইআমা।

'নামটা তো আমার মনে পড়ছে না।

'মি. তানাকা একজন ইনভেস্টিগেটর। দুর্লভ শিল্প খুঁজে বের করা ভদ্রলোকের পেশা, এ-ব্যাপারে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। শুধু খুঁজে বের করাই নয়, নিজের ক্লায়েন্টকে কিনে দেয়ার জন্যে মধ্যস্থতাও করেন,' ব্যাখ্যা করল শুশি তোইআমা। 'আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, এমন একটা পেইন্টিং আবিষ্কার করেছেন তিনি, যেটা আপনার কালেকশনে নতুন একটা মাত্রা যোগ করবে। আপনার সাথে আলোচনা না করেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছি আমি, ভদ্রলোক যাতে পেইন্টিংটা আপনাকে দেখাতে পারেন।'

'কিন্তু আমার হাতে সময় খুব কম,' বলে হাতঘড়ি দেখল জেনজো ইয়ামাদা।

কাঁধ ঝাঁকাল সাতো বোনামি। 'কি এনেছে দেখই না একবার, ইয়ামাদা। এমন হতে পারে তুমি হয়তো এই পেইন্টিংটাই খুঁজছ।'

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও যাবতীয় অপকর্মের সহযোগীর দিকে একবার তাকাল ইয়ামাদা, তারপর সেক্রেটারিকে বলল, 'ঠিক আছে, ডেকে পাঠাও তাকে।'

আর্ট ডিলার কামরায় ঢুকতে তার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে বাউ করল ইয়ামাদা। 'মি. তানাকা, শুনলাম আপনি নাকি আমার জন্যে দুর্লভ একটা জিনিস যোগাড় করেছেন?'

'জ্বী, আমার তাই ধারণা। আপনার জন্যে কি যোগাড় করেছি, দেখলে আমার ওপর ভারি খুশি হবেন আপনি।' টয়োমেন তানাকার মাথায় রূপালি কেশর, তার গোঁফ জোড়া অস্বাভাবিক চওড়া, ঘন ভুরু। ইয়ামাদার চোখে চোখ রেখে হাসছে সে।

'আলোয়, স্ট্যান্ডে রাখুন ওটা, প্লীজ,' বলল ইয়ামাদা, হাত তুলে বড় একটা জানালার সামনে ইজেলটা দেখিয়ে দিল।

'জানালার পর্দা আরেকটু খুলে দিতে পারি?'

'প্লীজ ডু সো।'

জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে ইজেলে পেইন্টিংটা চড়াল টয়োমেন তানাকা, তবে সিল্কের আবরণটা সরাল না। 'ষোড়শ শতাব্দীর একটা মাসাকি শিমজু।'

'শ্রদ্ধেয় সীস্কেপ আর্টিস্ট,' বলল বোনামি, গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা। 'তোমার প্রিয় আর্টিস্টদের একজন, ইয়ামাদা।'

'আপনি জানেন আমি শিমজুর একজন ভক্ত?' টয়োমেন তানাকাকে

জিজ্ঞেস করল ইয়ামাদা।

'আপনি যে তাঁর কাজ সংগ্রহ করেন, শিল্প জগতের সবাই তা জানে। বিশেষ করে আমাদের চারপাশের দ্বীপগুলোর যে ছবি তিনি এঁকেছেন।'

শুশি তোইআমার দিকে ফিরল ইয়ামাদা। 'তাঁর ছবি ক'টা যেন আছে আমার কালেকশনে?'

'তাঁর আকা দ্বীপের ছবি মোট তেরোটা, তার মধ্যে এগারোটা আছে আমাদের সংগ্রহে। আরও আছে হাইডা পাহাড়ের ওপর করা চারটে ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং।'

'আর এটা যোগ হলে দ্বীপের ছবি হবে মোট বারোটা?'

'জ্বী।'

'শিমজুর আঁকা কোন্ দ্বীপের ছবি এনেছেন আপনি আমার জন্যে, মি. তানাকা?' জিজ্ঞেস করল ইয়ামাদা, আগ্রহে চকচক করছে তার চোখ জোড়া। 'আজিমা?'

'না, কেচি।'

হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ইয়ামাদার চেহারা। 'আমি আশা করেছিলাম ওটা আজিমা হবে।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল টয়োমেন তানাকা, আজিমা সংগ্রহ করতে না পারাটা যেন তার ব্যক্তিগত পরাজয়। 'সভ্যতার দুর্ভাগ্য, জার্মানীর পতনের সময় আজিমা হারিয়ে গেছে। ওটাকে শেষবার দেখা গেছে আমাদের বার্লিন দূতাবাসে, অ্যামব্যাসাডরের অফিসের দেয়ালে, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের মে মাসে।'

'আপনি খোঁজ করতে রাজি হলে সমস্ত খরচ আমি বহন করব।'

'ধন্যবাদ,' বলল টয়োমেন তানাকা, ইয়ামাদার উদ্দেশ্যে মাথা নত করল। 'ইউরোপ ও আমেরিকায় আমার লোকজন অনেক আগে থেকেই ওটা খুঁজছে।'

'গুড। এবার কেচি আইল্যান্ড দেখান আমাদের।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে সিল্ক আবরণটা সরাল টয়োমেন তানাকা। পাখির চোখ দিয়ে দেখা একটা দ্বীপের ছবি, উজ্জ্বল রঙের বিপুল সমাহার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

'শ্বাসরুদ্ধকর,' বিড় বিড় করল শুশি তোইআমা, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল তানাকা। 'শিমজুর এত ভাল কাজ আমি আর দেখিনি।'

'তোমার কি মনে হয়, ইয়ামাদা?' জানতে চাইল বোনামি।

'আ মাস্টারওঅর্ক,' বলল ইয়ামাদা, শিল্পীর প্রতিভা প্রায় বিহ্বল করে তুলেছে তাকে। 'এ স্রেফ অবিশ্বাস্য! ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে আকাশের অত ওপর থেকে দেখা এরকম একটা দৃশ্য তিনি আঁকলেন কিভাবে! ছবির

প্রতিটি বিবরণ কি নিখুঁত, লক্ষ করেছ? যেন মনে হয় একটা বেলুনে ভাসমান অবস্থায় এঁকেছেন।'

'কিংবদন্তী আছে, উনি নাকি একটা ঘুড়ির ওপর বসে এটা এঁকেছিলেন,' বলল শুশি তোইআমা।

'ঘুড়িতে বসে সম্ভবত স্কেচ করেছিলেন,' শুধরে দেয়ার সুরে বলল টয়োমেন তানাকা। 'দৃশ্যটা আসলে আঁকা হয়েছে মাটিতে দাঁড়িয়েই।'

'অবাক হবার কিছু নেই।' মুহূর্তের জন্যেও পেইন্টিং থেকে নড়ছে না ইয়ামাদার চোখ। 'বিশাল আকৃতির ঘুড়ি তৈরি করার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের।' অবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে টয়োমেন তানাকার দিকে তাকাল সে। 'সত্যি একটা কাজের কাজ করেছেন আপনি, মি. তানাকা। এটা আপনি পেলেন কোথায়?'

'হঙকঙে, এক ব্যাংকারের বাড়িতে,' জবাব দিল তানাকা। 'চীনারা দখলে যাবার আগে ভদ্রলোক তাঁর সম্পদ বেচে দিয়ে মালয়েশিয়ায় সরে যাচ্ছেন। বছরখানেক সময় লাগলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমি বেচতে রাজি করিয়ে ফেলি টেলিফোনে। দেরি না করে সাথে সাথে হঙকঙে চলে যাই, দর-দাম করে জিনিসটা নিয়ে ফিরে আসি। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আপনার অফিসে চলে এসেছি।'

'কত?'

'একশো পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ইয়েন।'

সন্তুষ্টচিত্তে দু'হাতের তালু এক করে ঘষল ইয়ামাদা। 'ভাল দামই বলব আমি। ধরে নিন, কিনলাম।'

'ধন্যবাদ, মি. ইয়ামাদা। আপনি সত্যি উদার। শুধু আপনার কথা ভেবে আজিমার খোঁজে আরও লোক লাগাব আমি।' পরস্পরকে বাউ করল ওরা, তারপর শুশি তোইআমার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টয়োমেন তানাকা।

পেইন্টিঙের ওপর ফিরে এল ইয়ামাদার দৃষ্টি। সৈকতে কালো পাথর ছড়িয়ে রয়েছে, জেলেদের ছোট একটা গ্রামও দেখা যাচ্ছে, একধারে কয়েকটা মাছ ধরার বোট। প্রতিটি জিনিসের আকার-আকৃতি দেখে মনে হয় যেন আকাশ থেকে তোলা একটা ফটো। 'কি আশ্চর্য,' শান্ত গলায় বলল সে। 'দ্বীপের যে ছবিটা আমি সবচেয়ে ভালবাসি শুধু সেটাই আমার কাছে নেই।'

'আজও যদি ওটার অস্তিত্ব থাকে, তানাকা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবে,' বন্ধুকে সান্ত্বনা দিল বোনামি। 'লোকটাকে দেখে নাছোড়বান্দা বলে মনে হলো আমার।'

'আজিমার জন্যে কেচির চেয়ে দশ গুণ বেশি দাম দেব আমি।'

একটা চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করল বোনামি। 'আজিমা আঁকার সময় শিমজুর কোন ধারণা ছিল না, দ্বীপটা কিসের প্রতীক হতে যাচ্ছে।'

কামরায় ফিরে এসে শুশি তোইআমা ইয়ামাদাকে মনে করিয়ে দিল, 'দশ মিনিট পর আপনার সাথে মি. ফুকুদার মীটিং।'

'প্রাচীন ঘাগু চোর এবং গোল্ড ড্রাগনস-এর লীডার,' বলল বোনামি, ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'তোমার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যে নিজের শেয়ারের হিসেব নিতে এসেছেন।'

ধনুক আকৃতির বিশাল জানালা দিয়ে পার্কের দিকে তাকাল ইয়ামাদা। 'যুদ্ধের সময় ও পরে হোমা ফুকুদা আর আমার বাবা যে সংগঠনটা গড়ে তোলেন, তারই নিরেট ফল হলো আজকের এই প্রজেক্ট।'

'আগামী শতাব্দীর নিপ্পন-এ গোল্ড ড্রাগনস বা অন্যান্য গুপ্ত সংগঠনগুলোর কোন ভূমিকা থাকবে না,' বলল বোনামি। নিপ্পন একটি প্রাচীন শব্দ, অর্থ হলো সূর্যের উৎস।

'আমাদের আধুনিক টেকনলজির পাশে ওদেরকে বেমানান লাগে,' স্বীকার করল জেনজো ইয়ামাদা, 'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এখনও ওরা আমাদের কালচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওদের সাথে আমার অনেক বছরের সম্পর্ক, তা থেকে আমি লাভবানই হয়েছি।'

'এ-সব ফ্যানাটিক্যাল গুপ্ত সংগঠন বা আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইম সিন্ডিকেটগুলোর সাহায্য না নিলেও চলে তোমার,' ব্যাকুলস্বরে বলল বোনামি। 'মন্ত্রীসভায় তোমার পুতুলের সংখ্যা কম নয়, তোমার হুকুম পালন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে সবাই। তারপরও কেন যে তুমি...,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সে, বলল, 'যদি কোন দিন ফাঁস হয়ে যায় যে তুমি দু'নম্বর ড্রাগন, বড় ধরনের খেসারত দিতে হবে তোমাকে।'

'কারও কাছে আমি বাঁধা পড়িনি,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল ইয়ামাদা। 'আইন যেটাকে ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটি বলে, তার সাথে আমার পরিবার দুই শতাব্দী ধরে জড়িয়ে আছে। পূর্ব-পুরুষদের পায়ের ছাপ ধরে এগোচ্ছি আমি, তাদের রেখে যাওয়া ভিতের ওপর গড়ে তুলছি একটা সংগঠন। আমি গর্বিত, কারণ এ-ধরনের শক্তিশালী সংগঠন দুনিয়ার খুব কম দেশেই আছে। আন্ডার ওয়ার্ল্ডের বন্ধুদের জন্যেও আমি গর্বিত, লজ্জিত নই।'

'আমি আরও খুশি হতাম তুমি যদি সম্রাটের প্রতি সম্মান দেখাতে, গুরুত্ব দিতে পুরানো নৈতিক মূল্যবোধকে।'

'দুঃখিত, সাতো। তীর্থ মন্দিরে গিয়ে বাবার জন্যে প্রার্থনা করি বটে, তবে পৌরাণিক কাহিনীর ঈশ্বরতুল্য সম্রাটের ওপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। চা পান অনুষ্ঠানে গিয়ে গেইসাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কাবুকি খেলায় অংশগ্রহণ করা, সুমো কুস্তি দেখা, কিংবা জাতীয় কালচারকে শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব বোধ করা, কোনটাই আমার দ্বারা সম্ভব নয়। নতুন যে থিওরিটা আজকাল শোনা যাচ্ছে—ঐতিহ্য, ইন্টেলিজেন্স, আবেগ, ভাষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের তুলনায় আমরা শ্রেষ্ঠ, এর সঙ্গেও আমি একমত নই। এই সব আইডিয়া বা মতবাদ আমি সমর্থন করি নিজের স্বার্থের কথা ভেবে, কিন্তু এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছোট করে দেখতে রাজি নই। আমিই আমার ঈশ্বর, বিশ্বাস করি টাকা আর ক্ষমতায়। তুমি কি রেগে যাচ্ছ, সাতো?'

কোলের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটোর দিকে তাকাল বোনামি। চুপচাপ বসে থাকল সে, চোখে বিষাদের ছায়া। অবশেষে সে বলল, 'না, মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি সম্রাটকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি আমাদের ঐতিহ্যবাহী কালচারকে। তাঁর পরিবারের উৎস বা রুটস যে পবিত্র স্বর্গ, এ আমি বিশ্বাস করি; বিশ্বাস করি আমাদের এই দ্বীপগুলোর ওপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি ও ভালবাসা আছে। আমাদের রক্তে কোন ভেজাল নেই, আমাদের গোটা জাতির আত্মা এক সুতোয় গাঁথা। তবে আমি তোমাকেও অনুসরণ করি, জেনজো ইয়ামাদা। কারণ আমরা পুরানো বন্ধু। কারণ, তোমার আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশন আমার পছন্দ না হলেও, জাপানকে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত করার জন্যে বিরাট অবদান রয়েছে তোমার।'

'তোমাকে আমি ভালবাসি, কারণ তুমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু, সাতো,' সত্যি কথাই বলল ইয়ামাদা। 'সামুরাই বংশের লোক তুমি, জন্মসূত্রেই যোদ্ধা, হাতে কাতানা থাকলে একাই তুমি একশো।'

'কাতানা শুধুই একটা তলোয়ার নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু—সামুরাইদের সতেজ আত্মা,' বলল বোনামি, গলার সুরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। 'কাতানায় দক্ষ হওয়া মানে স্বর্গীয় পবিত্রতা অর্জন করা। সম্রাটের মর্যাদা ও নিরাপত্তার জন্যে কাতানা ব্যবহার করতে পারলে আমার আত্মা শান্তিময় আশ্রয় পাবে পবিত্র তীর্থ মন্দিরে।'

'অথচ আমি বললে আমার জন্যেও হাতে কাতানা তুলে নেবে তুমি।'

বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাতো বোনামি। 'তোমার নির্দেশে যে-কোন লোককে আমি খুন করব, কারণ তুমি স্বজাতির জন্যে অনেক কিছু করেছ।'

ভাড়াটে খুনীর নিষ্প্রাণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল ইয়ামাদা। প্রাচীন সামন্ত প্রভুদের নির্দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটানো ছিল সামুরাই যোদ্ধাদের পেশা, বিনিময়ে সামান্য কিছু সুবিধে ও নিরাপত্তা পেলেই খুশি থাকত। ইয়ামাদা জানে, রাতারাতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেয়াও সামুরাইদের একটা বৈশিষ্ট্য। কথা বলার সময় অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল তার গলা, 'কিছু লোক শিকার করে তীর-ধনুক দিয়ে, বেশিরভাগই ব্যবহার করে আগ্নেয়াস্ত্র। একা শুধু তোমাকে আমি চিনি, সাতো, মানুষ শিকার করার খেলায় তুমি তলোয়ার ব্যবহার করো।'

'আপনাকে সুস্থ ও সতেজ দেখাচ্ছে, প্রাচীন বন্ধু,' বলল ইয়ামাদা, খুশি তোইআমার পিছু পিছু হোমা ফুকুদাকে কামরায় ঢুকতে দেখেই। হোমা ফুকুদার সাথে জাকি ওয়াহামাও রয়েছে, কংগ্রেশন্যাল সিলেক্ট সাব-কমিটির সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসেছে সে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। 'বাইরে থেকে সুস্থ ও সতেজ বলে মনে হলেও, 'আরও বুড়ো হয়ে গেছি আমি। আর খুব বেশি নতুন চাঁদ দেখার সুযোগ পাব না। শ্রদ্ধেয় পূর্ব-পুরুষদের সাথে মিলিত হবার একটা আকুলতাও

অনুভব করছি।'

'কিন্তু আমরা জানি আরও একশো নতুন চাঁদ দেখার সুযোগ আপনি পাবেন।'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন হোমা ফুকুদা। কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল শুশি তোইআমা। জাকি ওয়াহামার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করল ইয়ামাদা। 'তোমাকে দেখে আনন্দ লাগছে আমার, জাকি। শুনলাম আমেরিকানদের তুমি নাকি বিষম একটা ধাক্কা দিয়েছ।'

'তেমন নাটকীয় কিছু নয়,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'তবে ওদের ক্যাপিটল বিল্ডিঙে দু'একটা ফাটল বোধহয় ধরাতে পেরেছি।'

খুব কম লোকই জানে যে মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে গোল্ড ড্রাগন-এর সদস্য হয় জাকি ওয়াহামা। কিশোর বালকটির ওপর নজর পড়ে হোমা ফুকুদার, গুপ্ত সংগঠনের নীতিমালা মেনে চলার ব্যাপারে তার নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন তিনি। ফুকুদা নিজে তাকে অর্থনীতি ও ব্যবসা শেখান। আজ, 'সুমো সিকিউরিটিজ'-এর চীফ ডিরেক্টর হিসেবে জাকি ওয়াহামা ইয়ামাদা ও ফুকুদার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য পাহারা দেয়, পরামর্শ দেয় গোপন লেনদেন সম্পর্কে।

'আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, সাতো বোনামি, আশা করি নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই,' বলল ইয়ামাদা।

'যুবা বয়েসে আমি যেমন নাম করেছিলাম, তলোয়ার যুদ্ধে সে-ও তেমনি নাম করেছে, আমি জানি,' বললেন হোমা ফুকুদা।

মাথা নত করার সময় বোনামির কোমর ভাঁজ হয়ে গেল। 'আমি জানি, কাতানায় আজও আপনি আমার চেয়ে ভাল।'

'তোমার বাবাকে আমি চিনতাম, ভার্সিটিতে উনি তখন ফেনসিং মাস্টার ছিলেন,' বললেন ফুকুদা। 'আমি ছিলাম তাঁর সবচেয়ে বাজে ছাত্র। আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটা কামান কিনে আমি যেন জঙ্গলে হাতি মারতে যাই।'

বৃদ্ধ ফুকুদার একটা হাত ধরল ইয়ামাদা, চেয়ারগুলোর দিকে এগোল দু'জন। জাপানের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি ধীর পায়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছেন, তবে তাঁর মুখে স্থির হয়ে আছে পাথুরে হাসি, আর চোখ দুটোকে কিছুই ফাঁকি দিতে পারছে না।

পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসলেন তিনি, মুখ তুলে ইয়ামাদার দিকে তাকালেন, কোন ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন। 'এদো প্রজেক্টের কি অবস্থা?'

'খোলা সাগরে আঠারোটা বম্ব ভেহিকেল রয়েছে আমাদের। ওগুলোই শেষ। চারটের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। পাঁচটা যাবে রাশিয়ায়। বাকিগুলো এশিয়া, ইউরোপ আর প্যাসিফিক রাষ্ট্রগুলোয়।'

'টার্গেটের কাছাকাছি কোন্ সময় পৌঁছুবে ওগুলো?'

'কমবেশি তিন হপ্তার মধ্যে। ইতিমধ্যে আমাদের কমান্ড সেন্টারের কমপিউটরের সাথে ডিফেন্স-ডিটেকশন ও ডিটোনেশন সিস্টেম সংযুক্ত করার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

ইয়ামাদার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন ফুকুদা। 'প্রাইড অভ ম্যানে সময়ের আগে বিস্ফোরণ ঘটায় প্রজেক্টের কোন ক্ষতি হয়নি? প্রজেক্টটা পিছিয়েও যায়নি?'

'ভাগ্য ভাল যে ঝড়ে, সংঘর্ষে বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় একটা জাহাজ হারাতে হতে পারে, এ আমি ধরেই রেখেছিলাম। ছ'টা অতিরিক্ত ওঅরহেড সরানো ছিল। বিস্ফোরণে যে তিনটে হারিয়েছি সেগুলো আবার জায়গা মত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গাড়িতে করে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখান থেকে টেক্সাস সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকবে, পৌঁছে যাবে টার্গেট এরিয়ায়।'

'বাকি তিনটে নিরাপদে রাখা হয়েছে, ধরে নিতে পারি?'

'একটা সারপ্লাস ট্যাংকারে। হোক্কাইডোর এক নির্জন সৈকত থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে নোঙর ফেলে আছে ওটা।'

'আমরা কি জানি, কি কারণে প্রাইড অভ ম্যানে বিস্ফোরণ ঘটল?'

'সময়ের আগে এই বিস্ফোরণ কেন ঘটল, ব্যাখ্যা দেয়া সত্যি কঠিন,' বলল ইয়ামাদা। 'প্রতিটি ক্ষেত্রে সেফগার্ড-এর ব্যবস্থা ছিল। আমরা জানি, ঝড়ের মুখে পড়েছিল জাহাজটা। নিশ্চয়ই একটা গাড়ি প্রচণ্ড ঝাঁকি খায়, ফলে ক্ষতি হয় ওঅরহেড কন্টেইনারের। রেডিয়েশন লিক করে, ছড়িয়ে পড়ে কার্গো ডেকে। ক্রুরা আতঙ্কিত হয়ে জাহাজ ছেড়ে পালায়। পরিত্যক্ত প্রাইড অভ ম্যানকে দেখতে পায় নরওয়ের একটা জাহাজ, তারা একটা বোর্ডিং পার্টি পাঠায়। এর কিছু পর প্রাইড অভ ম্যান বিস্ফোরিত হয়।'

'আর ক্রুরা?' জানতে চাইলেন ফুকুদা। 'প্রাইড অভ ম্যান ছেড়ে যারা পালাল?'

'তাদের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ঝড়ের মধ্যে গায়েব হয়ে গেছে।'

'গোটা সিস্টেমে গাড়ির সংখ্যা মোট কত?' বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ইয়ামাদা। হাতে ধরা ছোট একটা কন্ট্রোল বক্স-এর বোতামে চাপ দিল। কামরার একদিকের দেয়াল সিলিঙের দিকে উঠে গেল, বেরিয়ে পড়ল বড় একটা ট্র্যান্সপারেন্ট স্ক্রীন। বক্সের আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে, গোল পৃথিবীর হলোগ্রাফিক ইমেজ ফুটে উঠল, নিওনের মত রঙিন আলো মিটমিট করছে গায়ে। এরপর ডিটোনেশন সাইটগুলো দেখাবার জন্যে আরেকটা বোতাম টিপল সে, প্রায় বিশটা দেশের গায়ে সোনালি আলো জ্বলে উঠল। এরপর হোমা ফুকুদার প্রশ্নের জবাব দিল ইয়ামাদা। 'পনেরোটা দেশে একশো ত্রিশটা গাড়ি-বোমা।'

হোমা ফুকুদা খুদে আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। গ্লোবটা ঘুরছে, তার সাথে ঘুরছে আলোগুলো। অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে আলোর সংখ্যা রাশিয়ায় বেশি। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ব্যবসায়িক

প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু রাশিয়াকে ওরা জাপানের পরম শত্রু বলে মনে করে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কোন সামরিক স্থাপনা বা বড় কোন শহরকে টার্গেট করা হয়নি। আলো দেখা যাচ্ছে শুধু ফাঁকা ও কম জনবহুল এলাকাগুলোয়।

'তোমার বাবার আত্মা তোমাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করছেন,' বললেন হোমা ফুকুদা, আবেগে কেঁপে গেল তাঁর গলা। 'তোমার প্রতিভাকে নমস্কার, দুনিয়ার বুকে অন্যতম সুপারপাওয়ার হতে যাচ্ছে জাপান। একবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়া শাসন করবে নিপ্পন। আমেরিকা ও রাশিয়ার দিন শেষ।'

ইয়ামাদা খুশি। 'আপনার সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোনদিনই এদো প্রজেক্ট সফল হত না, প্রিয় প্রাচীন বন্ধু। টাকা বানানোর কারিগর বা জাদুকর জাকি ওয়াহামার অবদানও কম নয়।'

'গোপন নিউক্লিয়ার অস্ত্র বানাবার জন্যে ফান্ড সংগ্রহ করা, সত্যি বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'তবে যার কাছে গেছি সে-ই আমাকে সাহায্য করেছে।'

'রুশ ও ওয়েস্টার্ন ইন্টেলিজেন্স জানে যে অ্যাটম বোমা বানাবার ক্যাপাসিটি আমাদের আছে,' বলল সাতো বোনামি, আলোচনায় বাস্তবতার ছোঁয়া আনতে চাইছে সে।

'বিস্ফোরণের আগে যদি না-ও জানত,' বলল ইয়ামাদা, 'এখন তারা জানে। আমেরিকানরা তো কয়েক বছর ধরেই সন্দেহ করছে আমাদের। তবে আমাদের সিকিউরিটি রিঙ পেনিট্রেট করতে পারেনি ওরা, আমাদের ফ্যাসিলিটির সঠিক অবস্থান খুঁজে পায়নি।'

'তবে আমাদের ভুলে থাকা উচিত নয় যে রাশিয়া বা আমেরিকার চোখে এক সময় আমরা ঠিকই ধরা পড়ে যাব,' গম্ভীর সুরে বললেন হোমা ফুকুদা।

'আমাদের একজন এজেন্ট আমাকে জানিয়েছে,' বলল বোনামি, 'প্রাইড অভ ম্যানে বিস্ফোরণ ঘটার পর আমরা জড়িত কিনা জানার জন্যে গোপন তদন্ত শুরু করেছে আমেরিকানরা। গন্ধ শুঁকে এরইমধ্যে মাওমিৎশু অটো ডিসট্রিবিউটরস-এ গিয়েছিল ওরা।'

হোমা ফুকুদার কপালের বলিরেখাগুলো কুঁচকে উঠল। 'আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। আমার ভয় হচ্ছে এদো প্রজেক্ট না বানচাল হয়ে যায়।'

'আজকালকের মধ্যেই খবর পাব আমরা, কতটা কি জানে ওরা,' বলল বোনামি। 'আমাদের এজেন্ট ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। সে দাবি করছে, তার কাছে লেটেস্ট ইনফরমেশন আছে।'

ফুকুদার কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো আরও গভীর হলো। 'কমান্ড সেন্টার স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আগে প্রজেক্টটা যদি কোন বিপদের মধ্যে পড়ে, আমাদের নতুন সাম্রাজ্যর স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে।'

'আমি একমত,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'আগামী তিন হপ্তা অরক্ষিত অবস্থায় থাকব আমরা। ওঅরহেডগুলো কোন কাজে আসবে না। কিছু যদি ফাঁস হয়ে যায়, পশ্চিমা দেশগুলো একযোগে চারদিক থেকে হামলা শুরু

করবে—অর্থনৈতিক, সামরিক, দু'ধরনেরই।'

'অত চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বাস দিল ইয়ামাদা। 'ওদের এজেন্ট আমাদের নিউক্লিয়ার উইপনস্ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট যদি খুঁজে বের করেও ফেলে, এদো প্রজেক্টের ব্রেন সেন্টার কোনদিনই খুঁজে পাবে না। একশো বছরেও নয়, তিন হপ্তার মধ্যে তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাছাড়া, ওদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্নও হয়,' বলল বোনামি, 'সময়মত ওটাকে নিউট্রালাইজ করা সম্ভব হবে না। ভেতরে ঢোকার পথ তো একটাই, সেটাকে স্টীল ব্যারিয়ার দিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রাখা হয়েছে, পাহারায় আছে দক্ষ একদল সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড। ওটাকে আমরা এমনভাবেই তৈরি করেছি, অ্যাটম বোমা আঘাত করলেও চালু রাখতে পারব।'

ইয়ামাদার ঠোঁটে টান টান হাসি ফুটল। 'সব কিছুই আমাদের অনুকূলে রয়েছে। সামান্য একটু বিপদের আঁচ পেলে বা যদি বুঝি যে শত্রুপক্ষ হামলা করতে যাচ্ছে, দু'একটা গাড়ি-বোমা ফাটিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া যাবে।'

জাকি ওয়াহামা সন্তুষ্ট হতে পারল না। 'মিথ্যে হুমকি দিয়ে কি লাভ?'

'ইয়ামাদার কথায় যুক্তি আছে,' বলল বোনামি। 'শুধু আমরা এই ক'জন আর কমান্ড সেন্টারের এঞ্জিনিয়াররা জানি যে আমাদের সিস্টেমটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে তিন হপ্তা সময় লাগবে। পশ্চিমা নেতৃত্বকে সহজেই ধোঁকা দেয়া যাবে, ওরা জানবে সিস্টেমটা পুরাপুরি কাজ করছে।'

হোমা ফুকুদা সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন। 'তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই আমাদের।'

প্রায় এক মিনিট আর কেউ কিছু বলল না। তারপর ডেস্কের ইন্টারঅফিস ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ইয়ামাদা। কথা না বলে শুনল শুধু, তারপর ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'সেক্রেটারি জানাল, আমার প্রাইভেট ডাইনিং রুমে ডিনার দেয়া হচ্ছে। নিজেকে আমি অত্যন্ত সম্মানিত মনে করব, শ্রদ্ধেয় অতিথিরা যদি আমার সাথে খেতে বসেন।'

ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন হোমা ফুকুদা। 'আমি আনন্দের সাথে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তোমার শেফকে আমি চিনি, জাপানের সেরা শেফদের একজন। আমি আশা করছিলাম, তুমি আমাকে খেতে বলবে।'

'আলোচনা শেষ করার আগে,' বলল জাকি ওয়াহামা, 'আমি একটা সমস্যার কথা বলতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল ইয়ামাদা। 'তোমাকে ফ্লোর দেয়া হলো, জাকি।'

'এ তো জানা কথা যে বৈরী কোন সরকার আমাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক বাধা সৃষ্টি করলে বা আমদানি শুল্ক বাড়ালে প্রতিশোধ হিসেবে প্রতিবার আমরা অ্যাটম বোমা ফাটাবার হুমকি দিতে পারব না। আরও হালকা কোন বিকল্প আমাদের থাকা উচিত বলে মনে করি আমি।'

বোনামি ও ইয়ামাদা দৃষ্টি বিনিময় করল। 'এ-ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছি আমরা,' বলল ইয়ামাদা। 'সমস্যার চমৎকার সমাধান হলো, কিডন্যাপিং। শত্রুদের কাউকে অপহরণ।'

'সন্ত্রাস আমাদের কালচারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়,' প্রতিবাদের সুরে বলল জাকি ওয়াহামা।

'ব্লাড সান ব্রাদারহুডকে কি বলো তুমি, বৎস?' জানতে চাইলেন হোমা ফুকুদা।

'উন্মাদ, ফ্যানাটিকাল কসাই। ওরা নিরীহ মেয়েমানুষ ও বাচ্চাদের কোন কারণ ছাড়াই খুন করে। যে আদর্শের কথা বলে, সাধারণ লোকের কাছে তার কোন অর্থ নেই।'

'কিন্তু তারা জাপানী।'

'অল্প কিছু, বেশিরভাগই জার্মানীর লোক, কেজিবি ট্রেনিং দিয়েছে।'

'ওদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে,' বলল ইয়ামাদা, উৎসাহে চকচক করছে চোখ দুটো।

'আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা উচিত হবে না। ওদের সাথে সম্পর্ক আছে, এটা যদি কেউ সন্দেহও করে, বাইরে থেকে এমন সব নাজুক জায়গায় হামলা আসবে যে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হবে আমাদের।'

'ইয়ামাদা খুন-খারাবির কথা বলছে না,' ব্যাখ্যা করল বোনামি। 'ওর প্রস্তাব হলো, অপহরণের পর জিম্মিকে আমরা অক্ষত ও সুস্থ অবস্থায় রাখব, তবে অপহরণের জন্যে দায়ী করব ব্লাড সান ব্রাদারহুডকে।'

'এতক্ষণে ব্যাপারটার তাৎপর্য ধরা পড়ল,' হেসে উঠে বললেন বৃদ্ধ ফুকুদা। 'তোমরা আসলে সিল্কেন প্রিজন-এর কথা বলছ।'

মাথা নাড়ল জাকি ওয়াহামা। 'জীবনে কখনও শুনিনি।'

'এটা আসলে আমাদের কালচারের পুরানো একটা ঐতিহ্য,' বললেন ফুকুদা। 'যখন একজন শোগুন তার কোন শত্রুকে খুন করতে চাইছে না, তখন সে কি করে? শত্রুকে অপহরণ করে সে, গোপনে বন্দী করে রাখে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে দেয় শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে। তারপর অপহরণের জন্যে দায়ী করে বন্দীর ঈর্ষাকাতর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে।'

'ঠিক তাই,' বলল ইয়ামাদা। 'আজিমা দ্বীপে এ-ধরনের ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছি আমি। ছোট, তবে আধুনিক একটা এস্টেট।'

'এর মধ্যে সামান্য ঝুঁকি রয়েছে না?' জানতে চাইল জাকি ওয়াহামা।

'দ্য অবভিয়াস ইজ নেভার সাসপেক্টেড।'

হাসিমুখে ওয়াহামার দিকে তাকাল বোনামি। 'কাকে বা কাদেরকে অপহরণ করা যেতে পারে, তুমি শুধু তাদের নামগুলো আমাকে জানালেই চলবে।'

মাথা নিচু করে চিন্তা করল জাকি ওয়াহামা। তারপর মাথা উঁচু করে তাকাল সে। 'যুক্তরাষ্ট্রে দু'জন মানুষ বড় বেশি বিরক্ত করছে আমাদের। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে তোমাকে। দু'জনেই তারা কংগ্রেসের সদস্য। ওদেরকে কিডন্যাপ করা হলে মার্কিন মুল্লুকে বিরাট আলোড়ন উঠবে।'

'দায়ী করা হবে ব্লাড সান ব্রাদারহুডকে। মোটা টাকা মুক্তিপণও চাইবে ওরা,' বলল ইয়ামাদা, যেন আবহাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে।

'আপনি ঠিক কাদের কথা বলছেন, জাকি ওয়াহামা?' জানতে চাইল বোনামি।

'কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স আর সিনেটর মাইকেল গ্রাফটন।'

মাথা ঝাঁকালেন হোমা ফুকুদা। 'ও, হ্যাঁ, ওরাই তো জাপানের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ সৃষ্টির সুপারিশ করছে।'

'আমাদের লবি যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, সিনেট ও কংগ্রেসে আইন পাস করাবার মত ভোট ওরা পেয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। ওদের দু'জনকে সরিয়ে আনতে পারলে এই উদ্যোগে ভাটা পড়বে।'

'যুক্তরাষ্ট্র সরকার খেপে যাবে,' সাবধান করল ইয়ামাদা। 'হিতে বিপরীত হবে না তো?'

'কংগ্রেসে আমাদের লবির প্রভাব আছে, টেরোরিস্টদের ষড়যন্ত্র বলে সরকারের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো কঠিন হবে না।' সিলেক্ট সাব-কমিটি যে আচরণ করেছে তার সাথে, সে-কথা ভোলেনি জাকি ওয়াহামা। 'মার্কিন রাজনীতিকদের দ্বারা কম অপমানিত হইনি আমরা। এবার এই শিক্ষাটা দেয়া উচিত যে নিজেদের শক্তি ওদেরকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট নয়।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন হোমা ফুকুদা, কিন্তু কিছু দেখছেন বলে মনে হলো না। এক সময় মাথা নাড়লেন তিনি। 'করুণা হয়।'

তাঁর দিকে তাকাল ইয়ামাদা। 'কার ওপর করুণা হয়, প্রাচীন বন্ধু?'

'ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ওপর,' নরম গলায় বললেন ফুকুদা। 'দেশটা সুন্দরী রমণীর মত, যে মারা যাচ্ছে ক্যান্সারে।'

তিন

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেটস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (সিকিউরিটি) রিচার্ড এমারসন নিজেদের দূতাবাস থেকে ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরছেন। রোজকার মত আজও দু'জন জাপানী এজেন্ট নজর রাখছে তাঁর ওপর। সীট ছেড়ে দরজার দিকে এগোলেন তিনি, তারপর দরজা খোলার অপেক্ষায় আরোহীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

দরজা খুলে গেল, আরোহীদের স্রোতটা নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। নিচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলেন রিচার্ড এমারসন, এক দুই করে গুনতে শুরু করেছেন মনে মনে। পাশের একটা কমপার্টমেন্ট থেকে এজেন্ট দু'জনও নেমেছে, ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে তারা। পঁচিশ পর্যন্ত গুনে হঠাৎ চরকির মত আধপাক ঘুরেই লাফ দিয়ে আবার ট্রেনে চড়লেন তিনি। দু'সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সেই সাথে চলতে শুরু করল ট্রেন। দেরি হয়ে গেছে,

এজেন্ট দু'জন আবার ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেও সফল হলো না। গতি বাড়ল ট্রেনের, ঢুকে পড়ল টানেলে।

পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন বদল করলেন রিচার্ড এমারসন। এরপর নামলেন টোকিওর উত্তরপুব এলাকায়। জায়গাটার নাম শিটামাচি। শিটামাচি পুরানো টোকিওর অংশ, প্রাচীন অনেক নিদর্শন এখনও এদিকটায় দেখতে পাওয়া যায়।

প্ল্যাটফর্ম থেকে কাপাবাসি স্ট্রীটে বেরিয়ে এলেন এমারসন। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলেন শহরের মাঝখানে, নামলেন একটা জাপানী সরাইখানার সামনে। সরাইখানার নাম রায়ওকন।

বাইরে থেকে দেখে ম্লান ও বিধ্বস্ত মনে হলেও, সরাইখানার ভেতরটা পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। দোরগোড়াতেই একজন স্টাফের সঙ্গে দেখা হলো, মাথা নত করে বলল সে, 'রিজ-এ স্বাগতম।' পেশীবহুল দৈত্যই বলা যায় লোকটাকে।

'আমার ধারণা ছিল এটা একটা গেইসা হাউস।'

কথা না বলে পথ ছেড়ে দিল ডোরম্যান, রিসেপশনে ঢুকলেন এমারসন। ওক কাঠের পালিশ করা মেঝে। দেয়াল ঘেঁষে সৌখিন বেতের চেয়ার। জুতো খুলে প্লাস্টিকের স্লিপার পরার অনুরোধ করা হলো তাঁকে। জাপানীদের পা ছোট, তাদের স্লিপারও ছোট, তবে এগুলো এমারসনের বড় আকারের পায়ে ঠিকমতই ফিট করল। তাঁর ধারণা হলো, স্লিপারগুলো আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়েছে। তিনি জানেন, রায়ওকন-এর মালিক আসলে একটা মার্কিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। এদের কাজ হলো, এজেন্টরা অন্যায় কিছু করে ধরা পড়তে যাচ্ছে দেখলে গোপনে ও নিরাপদে জাপান থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া।

সরাইখানার ভেতরের একটা কামরায় নিয়ে আসা হলো এমারসনকে। ঘরের সাথে বারান্দা আছে, বারান্দার নিচে বাগান। কোন চেয়ার বা ফার্নিচার নেই, কার্পেটের ওপর আছে শুধু কুশন। একটা বিছানাও আছে একপাশে, বালিশ বহুল। কামরার মাঝখানে একটা গর্তের ভেতর আগুন জ্বলছে, টকটকে লাল হয়ে আছে কয়লাগুলো। কাপড়চোপড় খুলে খাটো একটা আলখেল্লা পরলেন এমারসন। এরপর কিমানো পরা এক পরিচারিকা এসে সরাইখানার বারোয়ারি গোসলখানায় নিয়ে গেল তাঁকে। আলখেল্লা ও হাতঘড়ি খুলে একটা বেতের ঝুড়িতে রাখলেন এমারসন, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকে পড়লেন ঘেরা গোসলখানায়। প্রথমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজলেন কিছুক্ষণ, তারপর ধূমায়িত বাথটাবে নামলেন। বাথটাব তো নয়, ছোটখাট একটা সুইমিং পুল বললেই চলে।

একটা ছায়ামূর্তিকে আগেই দেখেছেন তিনি, বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমারসনই প্রথম কথা বললেন, 'গ্রীন বাটন, ধরে নিচ্ছি।'

'মাত্র অর্ধেকটা,' জবাব দিল ফিডেল সাকুরা। 'হেরাম ওয়ানচু যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে বলে আশা করছি। সাকি চলবে?'

'অপারেশনে রয়েছি, তবে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। দিন।'

পুলের কিনারা থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে গ্লাসে সাকি ঢালল ফিডেল সাকুরা। 'দূতাবাসের খবর কি?'

'ঠিকই আছে সব।' গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিলেন এমারসন। 'ইনভেস্টিগেশন কেমন চলছে? রেড বাটনের কাছ থেকে যে সূত্র পাওয়া গিয়েছিল, সেটা কোন কাজে লাগল?'

'মাওমিৎশু কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট চেক করেছি আমি। করপরেট এক্সিকিউটিভ অফিসারদের সাথে ওঅরহেডের সরাসরি কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, ওরা কিছু জানে না।'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে।'

নিঃশব্দে হাসল ফিডেল সাকুরা। 'অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কারদের মধ্যে মাত্র দু'জনের জানার কথা।'

'মাত্র দু'জন কেন?'

'অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কারদের মধ্যে একজন গাড়িতে এয়ারকন্ডিশনার বসানোর কাজ তদারক করে। তার যা পজিশন, ওঅরহেড বসানর জন্যে নির্দিষ্ট একটা গাড়ি বাছাই করার সুযোগ একমাত্র তারই আছে। দ্বিতীয় লোকটা হল ইন্সপেক্টর, যার কাজ ডিলারের কাছে গাড়িগুলো পাঠানোর আগে চেক করে দেখা ইউনিটটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। এয়ারকন্ডিশনার কাজ করছে না জানা সত্ত্বেও রিপোর্ট দেয়, সব ঠিক আছে।'

'তৃতীয় একজনও থাকার কথা,' বললেন রিচার্ড এমারসন। 'কারখানার কমপিউটরাইজড শিপিং ডিপার্টমেন্টে। সে গাড়ি-বোমার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে! শুধু বিল অভ লেডিং ছাড়া, কারণ বিদেশী কাস্টমস অফিসারদের ওটা দেখাতে হবে।'

'সুতোটা ধরে এগোতে পেরেছেন—কারখানা থেকে এয়ারকন্ডিশনার সাপ্লায়ার্স, ওখান থেকে বোমা তৈরির প্ল্যান্ট পর্যন্ত?'

'সাপ্লায়ার্স পর্যন্ত এগোতে পেরেছি, তারপর সব চিহ্ন মুছে গেছে। তবে আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে নতুন একটা সূত্র পাব।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সাকুরা, ড্রেসিং রূম থেকে এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। লোকটা মাঝারি আকৃতির, মাথায় রূপালি চুল, কোমরে শুধু একটা তোয়ালে।

'হু দ্য হেল আর ইউ?' জিজ্ঞেস করলেন এমারসন, ভয়ে নীল হয়ে গেছে চেহারা। তাঁর ধারণা, রায়ওকনের সিকিউরিটি ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে আগন্তুক।

'আমার নাম টয়োমেন তানাকা।'

'কে?'

কথা না বলে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। দিশেহারা বোধ করলেন এমারসন, উদভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, ভাবছেন আশপাশে সেন্ট্রিরা নেই কেন।

তারপর হাসতে শুরু করল সাকুরা। 'অদ্ভুত ছদ্মবেশ, হেরাম। দু'জনকেই বোকা বানিয়েছ তুমি।'

মাথা থেকে রূপালি উইগ নামাল হেরাম ওয়ানচু, নকল গোঁফটাও খুলে ফেলল। 'শুধু তোমাদেরকেই নয়, জেনজো ইয়ামাদা আর তার সেক্রেটারিকেও বোকা বানিয়েছি।'

বড় করে শ্বাস নিয়ে গলা পর্যন্ত পানির তলায় নেমে গেলেন এমারসন। 'জেসাস, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!'

'সাকির গন্ধটা দারুণ। আমার জন্যে খানিকটা আছে নাকি?'

একটা গ্লাসে খানিকটা সাকি ঢালল সাকুরা। 'কিচেনে পুরো এক বাক্স আছে।' পরমুহূর্তে তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'কি যেন বললে, এই মাত্র?'

'কই?'

'জেনজো ইয়ামাদা।'

'মাওমিৎশু অটোমোটিভ, মাওমিৎশু এয়ারক্রাফট করপরেশন ইত্যাদি অনেকগুলো কোম্পানীর আসল মালিক কে, আমি জানতে পেরেছি। সবই ধনকুবের জেনজো ইয়ামাদার। এ-সব কোম্পানী এক বালতি পানিতে কয়েকটা ফোঁটা মাত্র। গোটা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য, নেভাডা ও আরিজোনা বিক্রি করলে যে টাকা পাওয়া যাবে তারচেয়ে অনেক বেশি টাকার মালিক এই লোক।'

'তারমানে কি প্রাইড অভ ম্যান, যে জাহাজটা বিস্ফোরিত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে, ওটার মালিক ইয়ামাদা?'

'অবশ্যই।'

'ইয়ামাদা অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক,' বললেন এমারসন। 'বলা হয়, সে যদি জাপানের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার কোন সদস্যকে বাহুতে ডানা লাগিয়ে বিশতলা বিল্ডিঙের মাথা থেকে লাফ দিতে বলে, কে কার আগে লাফ দেবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।'

'তুমি সত্যি ইয়ামাদার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে?' হেরাম ওয়ানচুকে প্রশ্ন করল সাকুরা।

'কোন সমস্যাই হয়নি। অফিস আর তার সেক্রেটারি, দুটোই ভারি সুন্দর।'

'ছদ্মবেশ কেন?'

'রেড বাটনের আইডিয়া। ষোড়শ শতাব্দীর এক জাপানী আর্টিস্ট, নাম মাসাকি শিমজু, তাঁর পেইন্টিং সংগ্রহ করে ইয়ামাদা। হোয়াইট হাউসের রবিন ট্যালবট এক ওস্তাদ জালিয়াতকে ভাড়া করেন, নির্দেশ দেন শিমজুর অনাবিষ্কৃত একটা পেইন্টিং আঁকতে, যেটা ইয়ামাদার কালেকশনে নেই। টয়োমেন তানাকা হলেন দুর্লভ ও হারানো শিল্প খুঁজে বের করায় অভিজ্ঞ এক লোক। তাঁর ছদ্মবেশ নিয়ে যাই আমি, ইয়ামাদার কাছে বিক্রি করি ছবিটা।'

মাথা ঝাঁকালেন এমারসন। 'দারুণ। সত্যি দারুণ। জাপানী আর্ট সম্পর্কে

নিশ্চয়ই আপনাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে?'

'সংক্ষিপ্ত।' হেসে উঠল হেরাম ওয়ানচু। 'ইয়ামাদা আমাকে ব্যাখ্যা করল, শিমজু কিভাবে বেলুনে চড়ে দ্বীপের ছবি আঁকলেন। যদি জানত যে স্যাটেলাইট ফটো দেখে আমার ছবিটা আঁকা হয়েছে, নিশ্চয়ই পানিতে চুবিয়ে মারত আমাকে।'

'কিন্তু লাভটা কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সাকুরা, টান টান হয়ে আছে মুখের চামড়া।

'তার অফিসে এখন ছারপোকা আছে।'

'কিন্তু এ-সব আমি কেন জানি না?'

'একজন কি করছে অপরজন তা জানতে পারবে না, এটা আমার সিদ্ধান্ত,' বললেন এমারসন। 'ফলে কেউ ধরা পড়লে খুব বেশি তথ্য ফাঁস করতে পারবে না।'

'ছারপোকা কোথায় রেখে এসেছ?' হেরাম ওয়ানচুকে জিজ্ঞেস করল সাকুরা।

'পেইন্টিঙের ফ্রেমে দুটো। জানালার সামনে দাঁড় করানো ইজেলে একটা। আরেকটা পর্দার হাতলে। শেষ দুটো একটা রিলে ট্র্যান্সমিটারের সাথে সম্পর্ক রাখবে, গম্বুজের বাইরে একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে এসেছি ওটাকে।'

'কিন্তু যদি ছারপোকা ধরার গোপন যন্ত্র থাকে ইয়ামাদার?'

'তার ফ্লোরের ইলেকট্রিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট জোগাড় করেছি আমি। ডিটেকশন ইকুইপমেন্টগুলো প্রথম শ্রেণীর, তবু আমাদের ছারপোকার অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে পারবে না।'

'কেন পারবে না?'

'আমাদের মিনিয়েচার রিসিভিং ও সেন্ডিং ইউনিট দেখতে খুদে ইলেকট্রনিক বস্তুর মত নয়, ওগুলো জ্যান্ত পিঁপড়ের মত দেখতে। চোখে পড়লে হয় অগ্রাহ্য করা হবে, নয়তো পিষে মেরে ফেলা হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন এমারসন। 'বাহ্।'

'রিলে ট্র্যান্সমিটারটা গলফ বল আকৃতির। সমস্ত আলোচনা রিলে করবে ওটা। টেলিফোন বা ইন্টারকমে যা বলা হবে, তা-ও আমরা শুনতে পাব, আমাদের একটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। স্যাটেলাইট থেকে আওয়াজগুলো সরাসরি চলে যাবে ডেভিড বুনের কাছে অর্থাৎ ব্লু বাটনের কাছে। ওরা পালাউ-এ আছে।'

'আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, ইয়ামাদার কথাবার্তা ওরা শুনতে পাচ্ছে কিনা?' পানির ওপর চোখ রেখে জানতে চাইল সাকুরা।

'সিস্টেমটা চমৎকার কাজ করছে,' এমারসন আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'এখানে আসার আগে ডেভিড বুনের সাথে কথা হয়েছে আমার। পরিষ্কার সিগন্যাল পাচ্ছেন তিনি। পাচ্ছি আমরাও। আমার টীমের এক লোক হেরাম ওয়ানচুর ছারপোকার দিকে কান পেতে আছে।'

'কোন তথ্য যদি আমাদের তদন্তে কাজে লাগে, জানাতে দেরি করবেন না।'

'অবশ্যই দেরি করব না,' বললেন এমারসন। 'দুঃখের বিষয় হলো, ইয়ামাদা আর হোমা ফুকুদার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা হচ্ছিল, এই সময় দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসি আমি। মাত্র দু'মিনিট শোনার সুযোগ হয়েছে আমার।'

'ফুকুদা, হোমা ফুকুদা,' বিড়বিড় করল হেরাম ওয়ানচু। 'গুড গড, বুড়ো শয়তানটা আজও তাহলে বেঁচে আছে!'

ভোর হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি, একটা মাওমিৎশু লিমোজিন এসে থামল গাঢ় ছায়ার ভেতর। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। আসাকুসার সরু রাস্তা ধরে ধীরগতিতে আবার এগোল গাড়িটা।

'মি. ইয়ামাদার অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে,' বলল ফিডেল সাকুরা। 'আমাদের একজন এজেন্ট আর্ট ডিলারের ছদ্মবেশে ভেতরে ঢুকেছিল। একটা পেইন্টিঙের ফ্রেমে, ইজেলে আর পর্দার হাতলে আছে ওগুলো।'

'তুমি ঠিক জানো?' জানতে চাইল সাতো বোনামি, হতভম্ব হয়ে গেছে সে। 'ডিলার লোকটা আসল একটা শিমজু নিয়ে এসেছিল।'

'আসল নয়। স্যাটেলাইট ফটো দেখে নকল করা হয়েছে।'

হিস হিস করে উঠল বোনামি, 'আমাকে আরও আগে জানানো উচিত ছিল তোমার।'

'আমি নিজেই জানতে পেরেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।'

কথা না বলে আধো ছায়া আধো অন্ধকারে ফিডেল সাকুরার দিকে তাকিয়ে থাকল বোনামি, যেন তার ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

ফিডেল সাকুরা একজন ইন্টেলিজেন্স স্লিপার, জাপানী মা-বাবার ঘরে আমেরিকায় জন্ম, সিআইএ-তে চাকরি পাবার জন্যে ছোটবেলা থেকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে।

অবশেষে বোনামি বলল, 'আজ বিকেলে অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে, সে-সব জানাজানি হয়ে গেলে মি. ইয়ামাদার বিরাট ক্ষতি হবে। তুমি নিশ্চিত, কোথাও কোন ভুল হচ্ছে না?'

'আর্ট ডিলার কি নাম বলল তার? টয়োমেন তানাকা?'

শিউরে উঠল বোনামি, নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার। ইয়ামাদার অর্গানাইজেশনে কেউ যাতে নাক গলাতে না পারে সেটা দেখাই তার কাজ। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে সে। 'হ্যাঁ, তানাকা।'

'তার আসল নাম হেরাম ওয়ানচু। আমার টীমের দ্বিতীয় লোক সে। তার কাজ নিউক্লিয়ার গাড়ি-বোমার উৎস খুঁজে বের করা।'

'গাড়ির সাথে ওঅরহেডের সম্পর্ক আছে, এই রহস্য ভেদ করল কে?'

'মাসুদ রানা নামে এক এসপিওনাজ এজেন্ট। বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির লোক সে, কিন্তু আমি তার আসল পরিচয় জানি। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর সে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরও অন্যতম স্পাই।'

'সে কি আমাদের জন্যে বিপজ্জনক?'

'তার সম্পর্কে বলা হয়, একাই একশো। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টাও করা হয়েছে তাকে। সিআইএ, কেজিবি পর্যন্ত তার সাহায্য চায়। এ থেকে নিজেই বুঝে নাও।'

সীটে হেলান দিল বোনামি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ পর সাকুরার দিকে ফিরল সে। 'তুমি যে-সব এজেন্টদের সাথে কাজ করছ তাদের নামের একটা তালিকা দিতে পারো আমাকে? কে কি করছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ?'

মাথা ঝাঁকাল সাকুরা। 'নামগুলো দেয়া যাবে। তৎপরতা, সম্ভব নয়। সবাই আমরা আলাদাভাবে কাজ করছি। কেউ কারও সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'ঠিক আছে, যখন যতটা পারো জানিয়ো আমাকে।'

'রানার ব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ?'

সাকুরার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল বোনামি। 'বিষধর সাপকে প্রথম সুযোগেই মেরে ফেলতে হয়।'

সবগুলোই ক্লাসিক অ্যান্টিকস কার, কোনটার বয়সই ষাট-সত্তরের কম নয়। লক্ষ করার মত বিষয় হলো, গাড়িগুলোর মালিকরাও প্রায় সবাই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, যুবকদের সংখ্যা খুবই কম। পুরানো গাড়ি সংগ্রহ খরচবহুল হবি, এ-ধরনের শখ মেটাবার সামর্থ্য যুবা বয়েসে খুব কম লোকেরই হয়। সব মিলিয়ে প্রায় একশোর মত গাড়ি এসেছে মাঠে, দর্শকের সংখ্যা কয়েক হাজার। রানার স্টাজকে দাঁড় করানো হয়েছে উনিশশো ছাব্বিশ সালে ফ্রান্সে তৈরি একটা হিসপানো-সুইজার পাশে। প্রতিবার দুটো করে গাড়ি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বিচারকরা পরীক্ষা করে ঠিক করবেন কোন দুটো গাড়ি পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে।

রানার দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লরেলি ভ্যান্স ও ববি মুরল্যান্ড। মাথা চুলকে ববি বলল, 'রেস শুরু হতে মনে হচ্ছে দেরি আছে, কিন্তু আমার যে খিদে পেয়েছে!'

হেসে উঠে স্টাজের ব্যাক সীট থেকে পিকনিক বাস্কেটটা নামাল লরেলি। 'আমার নিজের হাতের রান্না, খেলে ভুলতে পারবে না।'

ঘাসের ওপরই বসে পড়ল তিনজন। ওরা খাচ্ছে, দু'জন বিচারক এসে রানার স্টাজ ও পাশের গাড়িটা পরীক্ষা করলেন। স্টাজের সিগারেট লাইটার ঠিকমত কাজ করছে না, এগজস্ট সিস্টেম মূল ডিজাইনের সাথে মিলছে না, এইসব কারণে তিন পয়েন্ট কাটা গেল। পয়েন্ট কাটা যাবার অর্থ হলো,

প্রতিযোগিতায় জিতলেও টাকা কিছু কম পাবে বিজয়ী। হিসপানো-সুইজার সাথেই প্রতিযোগিতা করতে হবে স্টাজকে, সিদ্ধান্ত দিলেন বিচারকরা।

'জিতবে তো?' জানতে চাইল ববি।

'বলা কঠিন,' জবাব দিল রানা। 'ওটার চেয়ে আমার গাড়ির বয়েস ছ'বছর কম, তবে হিসপানোর এঞ্জিনটা বড়, শরীরটা হালকা। কি হয় বলা যায় না।'

'আপনিই জিতবেন,' ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন ফ্রেডি নোলান।

মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। 'হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলেন আপনি?' জানতে চাইল ও।

'কানে এল, এখানে আপনাকে পাওয়া যাবে,' সহাস্যে বললেন ফ্রেডি নোলান। 'ভাবলাম আপনার গাড়িটাও দেখা হবে, মি. ববি মুরল্যান্ডের সাথে কথাও বলা যাবে, তাই চলে এলাম।'

'কোথাও ডাক পড়েছে নাকি?' জানতে চাইল রানা।

'এখুনি নয়।'

লরেলি ভ্যান্সের সাথে ফ্রেডি নোলানের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। হাসিমুখে নোলানের হাতে এক গ্লাস বিয়ার ধরিয়ে দিল লরেলি। ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, লরেলির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মাঠের ওপর হাঁটতে শুরু করল তিনজন। 'কি ঘটছে?' ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করল ববি।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সম্ভবত আপনাদেরকে জানাবেন। টীম ব্ল্যাক বাটনকে আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গাড়ি-বোমা বহন করছিল যে জাহাজটা, সেটার অবশিষ্ট কিছু পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করার কাজটাও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

'কারণ?'

'প্রেসিডেন্ট ভাবছেন, আপাতত ব্যাপারটা বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভাল। চারদিকে নানান সমস্যা। রুশ রাজনীতিকরা এরইমধ্যে অভিযোগ করছেন, বিস্ফোরণের জন্যে আমেরিকাই দায়ী। আন্ডারকভার স্যালভেজ অপারেশন চালু রাখা হলে, রাশিয়াকে একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে, প্রেসিডেন্ট সে-ধরনের ঝামেলায় যেতে চাইছেন না। তাছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় নুমা কি করছিল, এটা তিনি গোপন রাখতে চান। সাগরের মেঝেতে মাইনিং অপারেশন পরিচালনা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।'

'হুম।' ফ্রেডি নোলানের দিকে তাকাল রানা। 'ওঅরহেড সহ ক'টা গাড়ি পাওয়া গেছে?'

'এখন পর্যন্ত শুধু আপনার ছ'টা। ওয়েস্ট কোস্টে সিলভিয়া ফক্স ও ড. গ্যারি রুবিন কতদূর কি করতে পেরেছেন, এখনও কোন রিপোর্ট আসেনি।'

'জাপানীরা নিশ্চয়ই গোটা আমেরিকার সবখানে ছড়িয়ে রেখেছে ওগুলো,' বলল রানা। 'সবগুলো খুঁজে বের করতে হলে রবিন ট্যালবটকে সেনাবাহিনী নামাতে হবে।'

'লোকবল কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, জাপানীদের কোণঠাসা না করে কাজটা সারতে হবে। তারা যদি দেখে তাদের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট হুমকির মুখে পড়ছে, অস্থির হয়ে দু'একটা ম্যানুয়ালি ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'খুব ভাল হত যদি টীম গ্রীন বাটন লোকেশন-এর একটা ম্যাপ যোগাড় করতে পারত,' শান্ত গলায় বলল ববি।

'সে চেষ্টাই করছে ওরা,' জানালেন ফ্রেডি নোলান।

'আপাতত আমরা তাহলে কানে আঙুল ঢুকিয়ে বসে থাকব?' রানা গম্ভীর।

'এত হতাশ হবার কিছু নেই, মি. রানা। সবগুলো টীম মিলে গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় যা করেছে, আপনারা প্রথম চার ঘণ্টায় তারচেয়ে অনেক বেশি করেছেন। সময় হলে আপনাদের ডাকা হবে।'

'কিছু ঘটার অপেক্ষায় অন্ধকারে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না,' বলল রানা।

ভিড়ের মধ্যে চারজনের দলটাকে সম্পূর্ণ বেমানান লাগল। ক্লাসিক গাড়ির মালিক বা দর্শকরা সাধারণ শার্ট-ট্রাউজার পরে এসেছে, তাদের মধ্যে গাঢ় রঙের স্যুট পরা একদল বেঁটেখাটো শক্ত-সমর্থ জাপানীকে হাতে অ্যাটাচী কেস নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে অবাক হবারই কথা। লোকগুলো গাড়িগুলো খুঁটিয়ে দেখছে, খস খস করে নিজেদের ভাষায় কি যেন লিখছে নোটবুকে, ভাবটা যেন টোকিওর গাড়ি সংগ্রাহকদের প্রতিনিধি তারা। যতটা না বিস্মিত হচ্ছে লোকজন, তারচেয়ে বেশি কৌতুক বোধ করছে। ওরা যে আসলে ভাড়াটে টেরোরিস্ট, বুঝতে পারছে না কেউ। চারটে অ্যাটাচী কেসে ঠাসা রয়েছে গ্যাস গ্রেনেড ও অ্যাসল্ট উইপনস। ক্লাসিক গাড়ির রেস দেখতে নয়, তারা এসেছে লরেলি ভ্যান্সকে অপহরণ করতে।

সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ডরা কে কোথায় আছে, ভাল করে দেখে নিল ওদের লীডার। আগেই লক্ষ করেছে, রানার স্টাজ মাঠের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে লরেলি ভ্যান্সকে কিডন্যাপ করা সম্ভব নয়, ধরা পড়ে যেতে হবে। কাজেই অনুকূল পরিবেশের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে ওদেরকে। রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের লিমুসিন, তিনজনকে গাড়িতে ফিরে যেতে বলল লীডার। ভিড়ের মধ্যে একা থাকল সে, লরেলির ওপর নজর রাখছে। দূর থেকে রানা, ববি ও ফ্রেডি নোলানের দিকেও নজর রাখছে সে। তার মনে হলো, তিনজনের একজনের কাছেও কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

একজন রেস স্টুয়ার্ড এসে জানাল, স্টাজ নিয়ে স্টার্টিং লাইনে দাঁড়াতে হবে রানাকে। দল বেঁধে, হৈ-চৈ করতে করতে এগোল ওদের পুরো দলটা। গাড়ির হুড তুলে শেষবারের মত এঞ্জিনটা চেক করে নিল ববি, পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রেডি নোলান সাহায্য করলেন তাকে। রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শুভ কামনার

চিহ্নস্বরূপ কপালে চুমো খেল লরেলি, তারপর ছুটে চলে এল ট্র্যাক-এর পাশে, নিচু একটা পাঁচিলের ওপর বসল পা ঝুলিয়ে। ইতিমধ্যে হিসপানো-সুইজার মালিক ক্লাইভ বিউমন্ট-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে রানার। করমর্দন করে যে যার গাড়িতে উঠে বসল ওরা।

স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল ও ড্যাশবোর্ডের ওপর চোখ বুলাল রানা, তারপর মুখ তুলে তাকাল অফিশিয়াল স্টার্টার-এর দিকে। লোকটা ধীরে ধীরে সবুজ পতাকাটার ভাঁজ খুলছে। কংক্রিটের সেফটি ওয়াল-এর কাছাকাছি, লরেলির ঠিক সামনে, একটা লিমুসিন এসে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেল না ও। দেখতে পেল না এক লোক গাড়িটা থেকে নেমে এগিয়ে এল, কথা বলছে লরেলির সাথে।

এখনও স্টাজ-এর এঞ্জিন পরীক্ষা করছে ববি। একা শুধু ফ্রেডি নোলান দেখলেন, জাপানী লোকটার উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লরেলি, পাঁচিল থেকে নেমে তার সাথে হেঁটে গেল লিমুসিনের দিকে, উঠে বসল গাড়িতে।

হুডটা নামাল ববি, রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'নো অয়েল অর ওয়াটার লিকস। তবে খুব বেশি খাটিয়ো না বেচারিকে। এঞ্জিনটা আমরা নতুন করে তৈরি করলেও, বুড়ির বয়েস ষাট বছরের ওপর।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল রানা, হঠাৎ খেয়াল করল আশপাশে কোথাও লরেলিকে দেখা যাচ্ছে না। 'লরেলি কোথায়?' জানতে চাইল ও।

দরজার দিকে ঝুঁকে ফ্রেডি নোলান হাত তুলে সাদা লিংকনটাকে দেখালেন। 'ওই লিমোর এক জাপানী ভদ্রলোক তাঁর সাথে কথা বলছেন। সম্ভবত কোন লবিইস্ট হবেন।'

'রেস বাদ দিয়ে কথা বলতে চলে গেল?'

'আমি তার ওপর নজর রাখছি,' বললেন ফ্রেডি নোলান।

স্টার্টার দুই গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পতাকাটা মাথার ওপর তুলল। ববি আর ফ্রেডি নোলান সরে এলেন তাড়াতাড়ি। পতাকা নেমে এল, সেই সাথে ছুটল গাড়ি দুটো।

প্রথমেই হিসপানো-সুইজাকে পিছনে ফেলে দিল স্টাজ। রাস্তাটা সোজা প্রায় এক হাজার গজ লম্বা, তারপর বাঁক নিয়ে চলে গেছে উত্তর দিকে। গাছপালা বা বাড়িঘর নেই, মাঠ থেকে উত্তর দিকের দু'মাইল রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবার বাঁক নিয়ে তির্যকভাবে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে এসেছে রাস্তাটা। পুরোটা রাস্তার দু'পাশে হালকা ভিড়, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে ড্রাইভারদের। উত্তরের রাস্তায় একবার সামনে থাকল স্টাজ, একবার হিসপানো। রাস্তাটার শেষ অংশে দুটো গাড়ি একই সাথে, পাশাপাশি ছুটল। তির্যক রাস্তায় ওঠার পর, মাঝামাঝি জায়গায়, স্টাজকে ছাড়িয়ে কয়েক হাত সামনে চলে এল হিসপানো। স্টার্টিং পয়েন্ট আর মাত্র কয়েক শো গজ দূরে, এখনও এগিয়ে আছেন ক্লাইভ বিউমন্ট। বোঝাই যাচ্ছে ফলাফল কি হবে। স্টাজের চেয়ে এক কি দেড় সেকেন্ড আগে ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করবে হিসপানো।

আর মাত্র পঞ্চাশ গজ বাকি, এই সময় একটা ঝাঁকি খেয়ে বেড়ে গেল স্টাজের গতি। হিসপানো ছুটছে ফুল স্পীডে, স্পীড আর বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই। শেষ মুহূর্তের জন্যে এঞ্জিনের খানিকটা শক্তি রিজার্ভ রেখেছিল রানা, এবার সেটা কাজে লাগাচ্ছে। ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে ছুটছিল ওর গাড়ি, সেটা বেড়ে নব্বুইয়ে উঠে গেল।

ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করল দুটো গাড়ি, মনে হলো একসাথে। কিন্তু না, আধ হাত এগিয়ে ছিল স্টাজ, টিভির বিরাট স্ক্রীনে তাই দেখা গেল। নিয়ম হল, বিজয়ী ড্রাইভার মাঠটাকে এক চক্কর ঘুরে স্টার্টিং লাইনে ফিরে আসবে, কিন্তু ববি আর ফ্রেডি নোলান রানাকে সে সুযোগ দিল না। স্টাজের সামনে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত হাত নাড়ছে তারা, অগত্যা বাধ্য হয়ে ব্রেক কষতে হলো রানাকে। ও লক্ষ করেছে, হাত বাড়িয়ে সাদা লিমুসিনটাকে দেখাচ্ছেন ফ্রেডি নোলান।

গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করল রানা। 'লরেলি?'

স্টাজ এখনও চলছে, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে উঠে পড়ল ববি। 'হ্যাঁ! আমার ধারণা, লিমুসিনের জাপানীরা তাকে কিডন্যাপ করেছে।'

ছুটে এলেন ফ্রেডি নোলান, হাঁপাচ্ছেন। 'গাড়ি নিয়ে চলে গেল ওরা, বুঝতে পারিনি মিস লরেলি ওটায় আছেন।'

'আপনার কাছে অস্ত্র আছে?' জানতে চাইল রানা।

'হোলস্টারে একটা কোল্ট অটো আছে, পঁচিশ ক্যালিবারের।'

'উঠে পড়ুন!' নির্দেশ দিল রানা, তাকাল ববির দিকে। 'তুমি একজন গার্ডের রেডিও চেয়ে নিয়ে পুলিসে খবর দাও। আমরা ধাওয়া করছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গার্ডের খোঁজে ছুটল ববি। স্পীড বাড়িয়ে মাঠ থেকে পুব দিকের রাস্তায় উঠে এল রানা। মান্ধাতা আমলের একটা গাড়ি নিয়ে আধুনিক মডেলের একটা লিমুসিনকে ধাওয়া করে কোন লাভ নেই, জানে ও। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে। জাপানী টেররিস্টরা এমন একজনকে টার্গেট করেছে, রানার সাথে যার সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র। লরেলি ভ্যান্সকে প্রায় আপন বোনের মত ভালবাসে রানা।

চার

পার্কিং লটে কয়েকশো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ছুটছে রানার স্টাজ। স্পীড ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল, সাদা লিমুসিন থেকে বিশ সেকেন্ড পিছিয়ে রয়েছে ওরা।

হর্নের বোতামটা টিপে রেখেছে রানা। তবে বেশিরভাগ দর্শক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা দেখছে, পার্কিং লট প্রায় নির্জনই বলা যায়। কোন বিপদ ঘটল না, রাস্তায় নেমে এল স্টাজ।

রাগে উন্মাদ হয়ে আছে রানা। সাদা লিমুসিনকে দাঁড় করিয়ে লরেলিকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। বড় আকারের ডি-এইচ এঞ্জিন থাকায় স্টাজের চেয়ে দ্বিগুণ হর্সপাওয়ার রয়েছে লিমুসিনের। ও জানে, এটা ঠিক ক্রিমিন্যাল কিডন্যাপিং নয়, তারচেয়ে মারাত্মক কিছু। কিডন্যাপাররা লরেলিকে মেরে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছে ও।

হাইওয়েতে উঠে এল ওদের গাড়ি।

'ওরা আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে আছে,' ফ্রেডি নোলান হতাশ গলায় বললেন।

'দেখা যাক ধরতে পারি কিনা,' দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব ফুটে রয়েছে রানার চেহারায়। সাইড রোড থেকে একটা গাড়ি উঠে এল হাইওয়েতে, দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে সংঘর্ষ এড়াল ও। 'ওরা জানে না আমরা ধাওয়া করছি, কাজেই টহল পুলিসের ভয়ে স্পীড লিমিটের বাইরে যাবে না। স্টেট পুলিস বাধা না দেয়া পর্যন্ত ওটাকে আমি শুধু দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখতে চাই।'

রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। দুটো গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছে। নড়েচড়ে বসলেন ফ্রেডি নোলান। 'হাইওয়ে ফাইভ-এর দিকে ঘুরে যাচ্ছে ওরা। জেমস নদীর কিনারা ধরে এগোবে।'

ক্লাসিক গাড়িটার সাথে কথা বলছে রানা, অনুরোধ করছে আরও জোরে ছোটার। ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ফ্রেডি নোলান। যেন ওর অনুরোধে সাড়া দিয়েই স্পীড বেড়ে গেল স্টাজের। ফ্রেডি নোলান দেখলেন স্পীড মিটারের কাঁটা নব্বুইয়ের ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন অবস্থায়ও গাড়িটা এত জোরে ছোটেনি। একের পর এক কার, ট্রাক, ট্রেইলারকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে রানা। বাঁক নেয়ার সময়ও গতি কমাল না। গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ছে না দেখে বিস্মিত হলেন ফ্রেডি নোলান। এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অন্য একটা শব্দ, জানালা দিয়ে বাইরে মাথা বের করে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। 'হেলিকপ্টার।'

'পুলিস?'

'কোন ছাপ নেই। দেখে মনে হচ্ছে কমার্শিয়াল।'

'রেডিও না থাকলে কত যে অসুবিধে।'

লিমুসিনের দুশো মিটার পিছনে চলে এসেছে ওরা, এই সময় সামনের গাড়ির লোকজন স্টাজের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল স্পীড, দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

সমস্যা সৃষ্টি করল বড় একটা ডজ পিকআপ ট্রাক। ক্লাসিক কারটাকে দেখে খুব মজা পেল ড্রাইভার, কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারল না। যতবার পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে রানা, ডজের ড্রাইভার ততবার বাধা দিচ্ছে, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ভেঙাচ্ছে রানাকে।

হোলস্টার থেকে খুদে অটোমেটিকটা বের করলেন ফ্রেডি নোলান। 'দেব নাকি ব্যাটার ক্যাপটা উড়িয়ে?'

'আমি একটু চেষ্টা করে দেখি,' বলল রানা। ডজের ডান দিকে সরে এল ও, পরমুহূর্তে বাম দিকে। একবার ডানে, তারপরই বামে, বারবার। ওকে বাধা দেয়ার জন্যে ডজের ড্রাইভারও দ্রুত ডানে বামে সরে যাচ্ছে। রানা কোন্ দিকে আছে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে ঘন ঘন পিছন দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। জানে না, কাজটা ওকে রানাই করাচ্ছে।

সামনে বাঁক, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই লোকটার। রাস্তার ধারে নিচু পাঁচিল, বাঁক নিতে দেরি করায় ধাক্কা খেল ডজ, পাঁচিল ভেঙে ঢালের কিনারায় চলে গেল। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে, ভাগ্য ভাল যে উল্টে পড়ল না ট্রাকটা। পাশ কাটাবার সময় লোকটার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল রানা। হাসছে ও।

বাঁক ঘুরতেই নিভে গেল মুখের হাসি। পরবর্তী বাঁকের মুখে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তেলের তিনটে ড্রাম পড়ে রয়েছে রাস্তার ওপর, তার মধ্যে একটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। শেষ ড্রামটা ফেটে গেছে, হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে চকচকে তেল। সাদা লিমুসিন কোন রকমে সংঘর্ষ এড়াল, তবে তেলের মধ্যে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। কোন বিরতি ছাড়াই তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে বৃত্ত রচনা করল দু'বার, অলৌকিক ক্ষমতায় ড্রাইভার আবার সিধে করে নিল গাড়ি, ছুটে গেল সামনের দিকে।

গতি কমাবার সময় পাওয়া গেল না, ব্রেক করলে উল্টে যাবে গাড়ি, প্রায় আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়ে রানাও ঝাঁপ দিল তেলের মধ্যে। এই সময় পিছু হটতে শুরু করল ট্রাক। সংঘর্ষ অনিবার্য, দু'হাতে সীট আঁকড়ে ধরে তৈরি হলেন ফ্রেডি নোলান। একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়িটাকে কাত করে ফেলল রানা, একদিকের দুটো চাকা প্রায় শূন্যে উঠে পড়ল, অপর দিকের চাকা দুটো পিছলাতে শুরু করেছে। তেলের মধ্যে পড়ল গাড়ি। ব্রেক করেনি রানা, শুধু ক্লাচ ঠেলে দিল, তেলের ওপর দিয়ে নিজের খুশি মত ছুটতে দিল গাড়িটাকে। তারপর ঘাস মোড়া রাস্তার কিনারায় চলে এল ও, যতক্ষণ চাকায় তেল থাকল ততক্ষণ আর রাস্তায় উঠল না।

দুটো গাড়ির মাঝখানে দূরত্ব এখন খুব সামান্যই। 'হেলিকপ্টার?' জানতে চাইল রানা।

জানালা দিয়ে মাথা বের করলেন ফ্রেডি নোলান। 'আছে। লিমুসিনের ওপর, ডান দিকে।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, দুটো একই দলের।'

'ফড়িংটার গায়ে কোন ছাপ না থাকাটা সন্দেহজনক,' একমত হলেন নোলান।

'ওদের কাছে অস্ত্র থাকলে আমরা গেছি।'

'আকাশ থেকে অটোমেটিক অ্যাসল্ট উইপন ব্যবহার করা হলে আমার খুদে কোল্ট কোন কাজে আসবে না।'

'কিন্তু কয়েক মাইল আগেই গুলি করে আমাদেরকে অচল করে দিতে পারত। দেয়নি কেন?'

'পানি নেই,' রেডিয়েটরের দিকে আঙুল তাক করলেন ফ্রেডি নোলান।

ফিলার ক্যাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

লিমুসিনের পিছনের সীটে, কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা, হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে লরেলি। ভয় ও দুশ্চিন্তা হিম বাতাসের মত ঝাপটা মারল ওর মনে। কিডন্যাপাররা এরইমধ্যে তাকে মেরে ফেলেছে কিনা কে জানে। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিয়ে ভাবল, লরেলিকে জিম্মি রেখে মুক্তিপণ চাওয়ার সুযোগটা ওরা হাতছাড়া করবে না। তবে লরেলির যদি কোন ক্ষতি করে, ওদের সব ক'টাকে মরতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ও।

ভূতে পাওয়া মানুষের মত, যেন একটা ঘোরের মধ্যে ধাওয়া করছে রানা। যেভাবেই হোক, লরেলিকে মুক্ত করতে হবে। গোঁয়ারের মত লিঙ্কনটাকে ধাওয়া করে যাচ্ছে।

'স্পীড বাড়িয়ে পালাতে পারছে না ওরা,' ফ্রেডি নোলান এক সময় বললেন।

'ওরা আমাদের সাথে খেলছে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে পঞ্চাশ মিটার দূরের সাদা লিমুসিনের দিকে। 'ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে পিছনে রেখে চলে যেতে পারে ওরা।'

'হতে পারে ওদের এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না। ড্রাইভার লোকটা প্রফেশন্যাল। তেলের ওপর দিয়ে আসার পর একই গতিতে ছুটছে সে।'

রাস্তার পাশের গাছপালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে চোখে লাগছে। হাতঘড়ি দেখলেন ফ্রেডি নোলান। 'স্টেট পুলিস আসছে না কেন?'

'আশপাশের সমস্ত রাস্তা চষে ফেলছে। কোথায় রয়েছি আমরা, ববি তা জানে না।'

'এই গতি খুব বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন না আপনি।'

'ববি ঠিকই আমাদেরকে খুঁজে নেবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, পুরানো বন্ধুর ওপর ওর আস্থার কোন অভাব নেই।

নতুন আরেকটা শব্দ ঢুকল কানে, মাথাটা জানালা দিয়ে আবার বের করলেন নোলান। তারপর শরীরের প্রায় অর্ধেকটাই বের করে আনলেন। হাত দুটো উন্মাদের মত নাড়ছেন।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা, তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরে দেখল সামনে ছোট একটা ব্রিজ, নিচে সরু খাল।

'আরেকটা হেলিকপ্টার,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন নোলান।

'কোন ছাপ আছে?'

ব্রিজ পেরিয়ে এল গাড়ি, রাস্তার দুপাশে এখন আর কোন গাছ নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় খেত, মাঠ, খাল আর প্রকাণ্ড আকারের কংক্রিটের সাইলো।

দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা একদিকে কাত হলো, ফলে গায়ের লেখাগুলো পরিষ্কার পড়তে পারলেন নোলান। 'হেনরিকো কাউন্টি শেরিফ ডিপার্টমেন্ট!' রোটর ব্লেডের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর চিৎকার। পরমুহূর্তে ববি

মুরল্যান্ডকে চিনতে পারলেন তিনি, হেলিকপ্টারের খোলা দরজা থেকে হাত নাড়ছে। সময়মতই পৌঁচেছে সে, বুড়ি স্টাজের দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় হেলিকপ্টারকে দেখে ফেলেছে প্রথমটার পাইলট। হঠাৎ করে দিক বদলাল সে, অনেকটা নিচে নেমে দ্রুতবেগে ছুটল উত্তরপুব দিকে। ফসল ঢাকা একটা মাঠের শেষ মাথায় সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে আছে, আড়াল পাবার জন্যে পালাচ্ছে সেদিকে।

ধীরে ধীরে রাস্তার একপাশে সরে গেল সাদা লিংকন। আঁতকে উঠল রানা, দেখল রাস্তার কিনারা থেকে নিচের দিকে খসে পড়তে যাচ্ছে গাড়িটা। ছোট একটা গর্তে পড়ল সাদা লিমুসিন, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল খেতের দিকে, যেন হেলিকপ্টারের পিছু নিতে চায়।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল রানা, হুইল ঘুরিয়ে অনুসরণ করল লিমুসিনকে। শুকনো ও ভঙ্গুর খড় আঘাত করল উইন্ডস্ক্রীনে, তাড়াতাড়ি মাথাটা গাড়ির ভেতর টেনে নিলেন ফ্রেডি নোলান।

সাদা গাড়িটাকে ধাওয়া করছে স্টাজ। সামনে ধুলোর পাহাড়। প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবু গতি একটু কমাল না।

কাঁটাতারের একটা বেড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বুঝতে পারেনি রানা, খেত থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। সাদা লিমুসিনের সাথে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে। তীর বেগে ছুটে এসে সরাসরি কংক্রিটের একটা সাইলোর সাথে ধাক্কা খেল লিংকন।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলেন ফ্রেডি নোলান, বুঝতে পারছে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব নয়।

সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে ডান দিকে হুইল ঘোরাল রানা, সাইলোর কোণ ঘেষে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা। স্টাজ ঘুরতে শুরু করল, পিছনটা বাড়ি খেল বিধ্বস্ত লিংকনের সাথে। খানিক দূরে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের গাড়ি।

গাড়ি দাঁড়াবার আগেই নেমে পড়েছে রানা, লিমুসিনের দিকে ছুটছে। বাঁক ঘুরতেই ছ্যাৎ করে উঠল বুক, দুমড়ে মুচড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে লিংকন। এ-ধরনের সংঘর্ষের পর কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ফ্রন্ট সীট ভেঙে বেরিয়ে এসেছে এঞ্জিন, ছাদে ঠেকে রয়েছে স্টিয়ারিং হুইল। ড্রাইভারকে কোথাও না দেখে রানা ধরে নিল, গাড়ির অপর দিকে ছিটকে পড়েছে লোকটা।

প্যাসেঞ্জার সীট বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, ছাদের সাথে জোড়া লেগে গেছে। দরজাগুলো তুবড়ে ডেবে গেছে ভেতর দিকে। জানালার কাঁচ যেটুকু অবশিষ্ট আছে, লাথি মেরে ভেঙে ফেলল রানা, ভেতরে মাথা গলাল।

ভেতরে কেউ নেই।

সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে রানার, বিধ্বস্ত গাড়িটার চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু কোথাও কোন লাশ পড়ে নেই। কিছুই পেল না ও, একটু রক্ত বা এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ও নয়। তারপর ডেবে যাওয়া ড্যাশবোর্ডের দিকে

তাকিয়ে বুঝতে পারলো ভৌতিক গাড়িটায় কেন কেউ নেই। ইলেকট্রিক্যাল কানেকটর থেকে ছোট্ট একটা ইন্সট্রুমেন্ট খুলে নিয়ে পরীক্ষা করল ও, রাগে লালচে হয়ে উঠল চেহারা।

তখনও বিধ্বস্ত গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা, নেমে আসা হেলিকপ্টার থেকে ছুটে এল ববি। স্টাজ থেকে নেমে তার সাথে এলেন ফ্রেডি নোলানও।

'লরেলি?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল ববি।

মাথা নেড়ে হাতের ইন্সট্রুমেন্টটা ববির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'আমাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে,' বলল ও। 'গাড়িটা ছিল টোপ। অপারেট করেছে একটা ইলেকট্রনিক রোবট ইউনিট, চালানো হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে, রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে।'

উদভ্রান্তের মত লিমুসিনের চারদিকে তাকালেন ফ্রেডি নোলান। 'আমি···আমি নিজের চোখে মিস লরেলিকে চড়তে দেখেছি ওটায়।'

'আমিও দেখেছি,' তাঁকে সমর্থন করল ববি।

'সেটা অন্য গাড়ি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কিন্তু এটা তো একবারও আমাদের চোখের আড়ালে যায়নি!'

'গেছে। চিন্তা করে দেখুন। আমরা ধাওয়া করি বিশ সেকেন্ড পর। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসারও বেশ খানিক পর এটাকে আমরা দেখতে পাই। গাড়ি বদলের ঘটনা ঘটেছে পার্কিং লটে।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না কেউ। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল ববি। 'লরেলি ওদের হাতে,' যেন ব্যথায় কাতরে উঠল সে। ছাই হয়ে গেছে মুখের চেহারা। 'গড হেলপ আস, লরেলি ওদের হাতে!'

লিমুসিনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হাত দুটো মুঠো করা, কিছুই দেখছে না। 'লরেলিকে আমি উদ্ধার করব,' বলল ও, গলার স্বর বরফের মত ঠাণ্ডা। 'ওর কোন ক্ষতি হলে ওদেরকে আমি ছাড়ব না।'

পাঁচ

জার্মানী, নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়া।

কাঠের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খেতের ওপর দিয়ে ঢাল ও বনভূমির দিকে তাকাল মার্ক রয়টার। গোটা উপত্যকা জুড়ে তার ফার্ম, উপত্যকাটাকে ঘিরে রেখেছে আঁকাবাঁকা একটা পাহাড়ী নদী। কিছুদিন হলো নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছে সে। কোটের বোতামগুলো লাগিয়ে গোলাবাড়ির দিকে এগোল, আজ তাকে ট্র্যাক্টর নিয়ে কাজে যেতে হবে।

শক্ত-সমর্থ মার্ক রয়টারের বয়স চুয়াত্তর হলেও ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করে সে। তার পরিবার পাঁচ পুরুষ ধরেই এই ফার্মের

মালিক। দুই মেয়ে আছে তার, কোন ছেলে নেই, মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর স্বামী-স্ত্রী একা হয়ে গেছে। ফসল কাটার সময় কাজের লোক রাখতে হয়, বছরের বাকি সময়টা নিজেরা খাটে। গোলাবাড়ি থেকে ট্র্যাক্টর নিয়ে বেরিয়ে এল সে, মেঠো পথ ধরে এগোল দূর প্রান্তের একটা খেতের দিকে। খেতের ফসল কাটা হয়ে গেছে, এক কোণে ছোট একটা গর্ত আজ তাকে মাটি ফেলে ভরতে হবে। কাল বিকেলে ট্র্যাক্টরের সামনের অংশে একটা যান্ত্রিক কোদাল অর্থাৎ স্কুপ লাগিয়ে রেখেছে সে, ওটার সাহায্যে মাটি বয়ে এনে গর্তের ভেতর ফেলবে। যুদ্ধের সময়কার একটা কংক্রিট বাংকারের পাশে উঁচু ঢিবি আছে, কাজেই মাটি পাওয়া কোন সমস্যা নয়।

মার্ক রয়টারের জমির একটা অংশ লুফটভাফ ফাইটার স্কোয়াড্রন-এর এয়ারফিল্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় জার্মানী ছেড়ে পালিয়েছিল সে, ফিরে এসে দেখে তার খেতগুলোয় ছড়িয়ে আছে পোড়া ও ভাঙাচোরা প্লেন, মোটরগাড়ি, জীপ ইত্যাদি। বেশিরভাগই বাতিল লোহা-লক্কড় হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছে সে।

মেঠো পথ ধরে দ্রুত এগোচ্ছে ট্র্যাক্টর। দু'হপ্তা বৃষ্টি হয়নি, খটখট করছে মাটি। গর্তটার কাছে এসে ট্র্যাক্টর থামাল সে, নেমে এসে কিনারায় দাঁড়াল। কৌতুক বোধ করল রয়টার, কাল যেমন দেখেছিল আজ যেন তারচেয়ে একটু বেশি গভীর দেখাচ্ছে গর্তটাকে। গর্তের নিচে, মাটির তলায় পানি থাকতে পারে, ভাবল সে। যদিও মাটিতে ভেজা কোন ভাব নেই।

ট্র্যাক্টরে আবার চড়ল মার্ক, কংক্রিট বাংকারের পাশে মাটির ঢিবির কাছে চলে এল। জায়গাটা গাছপালা দিয়ে ঢাকা, আশপাশের খেতে কেউ থাকলেও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। স্কুপে মাটি ভরে গর্তের কিনারায় চলে এল সে। স্কুপের মাটি গর্তের মধ্যে ফেলতে যাবে, হঠাৎ লক্ষ করল ট্র্যাক্টরের সামনের অংশ নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছে। প্রথম অবাক হলো মার্ক, তারপর আতঙ্কিত। ট্র্যাক্টরের সামনের চাকা মাটির তলায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

কিনারা থেকে তলা পর্যন্ত ফাঁক হয়ে যাচ্ছে গর্তটা, সদ্য তৈরি বিশাল একটা হাঁ-র ভেতর ডাইভ দিচ্ছে ট্র্যাক্টর। আতঙ্কে, অবিশ্বাসে স্থির পাথর হয়ে গেল মার্ক। তাকে নিয়ে নিচের অন্ধকারে তলিয়ে গেল ট্র্যাক্টর। হুইলটা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ধাতব মেঝেতে বসে পড়ল মার্ক। প্রায় বারো মিটার খসে পড়ল ট্র্যাক্টর, ছলাৎ করে আওয়াজ হলো। পাতালে জমে থাকা পানির মধ্যে পড়েছে সে। শুধু ট্র্যাক্টর নয়, তার সাথে ধুলোর মেঘ নেমে এল পানিতে, ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। পানিতে পড়েও খানিক দূর এগোল ট্র্যাক্টর, থামার পর দেখা গেল পিছনের উঁচু চাকাগুলো প্রায় পুরোটাই ডুবে গেছে পানিতে।

পতনের ঝাঁকি খেয়ে দম ফুরিয়ে গেছে মার্কের। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল সে। শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে গেছে বলে সন্দেহ হলো তার। দুটো পাঁজরের হাড়ও ভেঙেছে, স্টিয়ারিং হুইলটা বুকের সাথে ধাক্কা খাওয়ায়। ধড়ফড় করছে বুক, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। বুকের কাছে পানি উঠে আসছে দেখে

আতঙ্কে কান্না পেল তার।

তবু ভাগ্য ভাল যে ট্র্যাক্টরটা উল্টে যায়নি বা কাত হয়ে পড়েনি। সেক্ষেত্রে চিঁড়ে-চেপটা হয়ে মারা যেত সে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল মার্ক, খাদের কিনারা এত খাড়া আর উঁচু যে একার চেষ্টায় ওপরে ওঠার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চারপাশে চোখ বুলাল সে।

ট্র্যাক্টরটা লাইমস্টোন-এর প্রকাণ্ড এক গুহার ভেতর পড়েছে। গুহার একটা দিকে পানি আছে, অপর দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে চওড়া এক সুড়ঙ্গে। গুহার অপর দিকেও একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে, তবে মুখের কাছটা পানিতে ডোবা। দুটো সুড়ঙ্গই ছয় মিটারের মত উঁচু। মসৃণ ও সমতল সিলিঙ দেখে বোঝা যায় লাইমস্টোন কেটে টানেলগুলো তৈরি করা হয়েছে ভারী ইকুইপমেন্টের সাহায্যে।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে মার্ক, হামাগুড়ি দিয়ে ও সাঁতার কেটে ঢাল বেয়ে উঠে এল শুকনো সুড়ঙ্গের মুখে। টানেলের ভেতর আলো খুব কম, সব কিছু ঝাপসা লাগল চোখে, তবু পরিচিত আকৃতিগুলো দেখেই চিনতে পারল সে। টানেলের ভেতরটা চওড়া হয়ে গেছে, চারদিকে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো প্লেন। দু'চারটে নয়, ডজন ডজন। চিনতে পারল মার্ক, লুফটভাফ-এর প্রথম টার্বোজেট এয়ারক্রাফট এগুলো। প্রায় পঞ্চাশ বছর কোন যত্ন নেয়া হয়নি, অথচ দেখে মনে হচ্ছে সবগুলো উড়তে পারবে। চ্যাপ্টা হয়ে আছে টায়ারগুলো, অ্যালুমিনিয়ামে সামান্য মরচে ধরেছে, বোঝা যায় অনেকদিন কারও হাত পড়েনি। মিত্র বাহিনী পৌঁছুনর আগেই সম্ভবত এই গোপন এয়ার বেস খালি করা হয়, সীল করে দেয়া হয় প্রবেশপথগুলো। তারপর এটার অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া হয়।

এতই বিস্মিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মার্ক, প্রায় কোন ব্যথাই অনুভব করছে না। প্লেনগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে সে। ইতিমধ্যে চোখে সয়ে গেছে অন্ধকার। ফ্লাইট কোয়ার্টার ও মেইন্টেন্যান্স রিপেয়ার শেড-এ চলে এল সে। প্রতিটি জিনিস সাজানো অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, দ্রুত পলায়নের কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না।

এ-সব রয়েছে তার জমিনের নিচে, সে-ই এগুলোর মালিক। চিন্তাটা আরও উত্তেজিত করে তুলল মার্ককে। সংগ্রাহকদের কাছে এ-সব প্লেন বেচতে পারলে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

ধীর পায়ে গুহার কিনারায় ফিরে এল মার্ক। শুধু ট্র্যাক্টরের স্টিয়ারিং হুইল আর ওপরের টায়ারগুলো ভেসে আছে পানির ওপর। মুখ তুলে আবার আকাশের দিকে তাকালো সে। না, একা তার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

ভয়টা দূর হয়ে গেছে, কারণ মার্ক জানে তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখলে বউ তাকে খুঁজতে আসবে। প্রতিবেশীদের সাহায্যে এই গুহা থেকে তাকে উদ্ধার করবে সে।

টানেলের ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও একটা জেনারেটর আছে, ভাবল মার্ক। খুঁজে দেখতে হয়। ভাগ্য ভাল হলে ছোট একটা আগুন জ্বালতে পারবে

সে, তাতে করে আলোও পাওয়া যাবে। হাতঘড়ি দেখল মার্ক। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে তার স্ত্রী, ধারণা করল সে। গুহার উল্টোদিকে তাকাল, ভাবল ওদিকের টানেলে কি আছে কে জানে।

'পাবলিক যদি জানত সরকার কত কি গোপন রাখে, ওয়াশিংটনে আগুন ধরিয়ে দিত তারা,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ভার্জিনিয়ার শহরতলি দিয়ে ছুটছে বাস, জানালা-দরজার কাঁচগুলো রঙিন ও বুলেটপ্রূফ। বিখ্যাত একটা বাস সার্ভিসের গাড়িতে রয়েছে ওরা, এটাকে নুমার মোবাইল কমান্ড সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

'সন্দেহ নেই আমরা একটা কঠিন যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি,' বললেন ডান কপারফিল্ড, বাটন টীমগুলোর ডেপুটি ডিরেক্টর অভ অপারেশনস।

'এক ধরনের যুদ্ধ,' সমর্থনের সুরে বলল রানা। 'লরেলি ও সিনেটর গ্রাফটনকে একই দিনে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এরচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কি হতে পারে। তথ্যটা নির্ভুল তো, মি. কপারফিল্ড?'

'সিনেটর তাঁর ফিশিং লজ থেকে আজ সকালে বোটে চড়েন। লেকের মাঝখানে আক্রান্ত হন তিনি। আশপাশে দু'জন জেলে ছিল, তারা সব দেখেছে। একটা লঞ্চ এসে সিনেটরকে জোর করে তুলে নেয়। লোকগুলো জাপানী। দু'ঘণ্টা পর এফবিআই একটা টেলিফোন পায়। কিডন্যাপিঙের কৃতিত্ব দাবি করেছে ব্লাড সান ব্রাদারহুড।'

'কুখ্যাত টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন,' মন্তব্য করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'লিমুসিনকে যে হেলিকপ্টারটা নিয়ন্ত্রণ করছিল, সেটার কোন খবর জানেন?'

'হাম্পটন রোড পর্যন্ত দেখা গেছে ওটাকে, তারপর আকাশেই বিস্ফোরিত হয়ে পড়ে গেছে পানিতে। এই মুহূর্তে নেভীর একটা স্যালভেজ টীম ডাইভ দিচ্ছে...'

'কোন লাশ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় গাড়িটা পাওয়া গেছে, যেটায় লরেলি ছিল?'

মাথা নাড়লেন ডান কপারফিল্ড। 'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলিকে সম্ভবত তৃতীয় কোন গাড়িতে তুলে নেয় ওরা, দ্বিতীয় গাড়িটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

'তল্লাশি করছে কারা?'

'এফবিআই।'

'আপনার ধারণা, গাড়ি-বোমার সাথে এই কিডন্যাপিঙের সম্পর্ক আছে?' জানতে চাইল ববি। অকুস্থল থেকে রানা, ফ্রেডি নোলান ও ববিকে বাসে তুলে নিয়েছেন ওঁরা।

'এমন হতে পারে, ওরা আমাদেরকে আগে না বাড়ার জন্যে সাবধান করে দিতে চাইছে,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'কিংবা হয়তো চাইছে সিনেট সাব-কমিটি বাতিল হয়ে যাক। সাব-কমিটি তদন্ত করে দেখছে যুক্তরাষ্ট্রে

জাপানী পুঁজি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা। মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটন, দু'জনেই নিষিদ্ধ করার পক্ষে।'

'প্রেসিডেন্ট পড়েছেন উভয় সঙ্কটে,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওদের কিডন্যাপিং সম্পর্কে নিউজ মিডিয়াকে কিছু জানাতে নিষেধ করেছেন তিনি, তাঁর ধারণা সবাই জেনে ফেললে কিডন্যাপাররা ওদেরকে মেরে ফেলতে পারে। আবার ভয় পাচ্ছেন, কংগ্রেস ও পাবলিক জেনে ফেললে কি কাণ্ডই না বেধে যায়।'

'আমার ধারণা, ব্লাড সান ব্রাদারহুডের কাজ নয় এটা,' বলল রানা। 'ওদের সংগঠন অতটা শক্তিশালী নয়।'

'তাহলে?' জানতে চাইল ববি।

ডান কপারফিল্ড বললেন, 'আমরা যতদূর জানি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রীসভার কোন সদস্য জড়িত নন। তাঁদের অগোচরে কি ঘটছে, তাঁরা বোধহয় কোন খবরই রাখেন না। এ-ধরনের ঘটনা জাপানী রাজনীতিতে দুর্লভ নয়। আমরা একটা অত্যন্ত গোপন সংগঠনকে সন্দেহ করছি। একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী শিল্পপতি ও আন্ডারওয়ার্ল্ড লিডার, জাপানের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। টীম গ্রীন বাটন যে তথ্য পাঠিয়েছে, তা থেকে মনে হয় জেনজো ইয়ামাদা নামে এক বাস্টার্ড এই গোপন সংগঠনের নেতা। গাড়ি-বোমার পিছনে যে ইয়ামাদা আছে, এ-ব্যাপারে রিচার্ড এমারসন নিশ্চিত।'

'জেনজো ইয়ামাদা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'গত তিন দশক ধরে আড়াল থেকে জাপানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'তার আগে নিয়ন্ত্রণ করত ইয়ামাদার বাবা,' বললেন কপারফিল্ড, তাকালেন ফ্রেডি নোলানের দিকে। 'মি. নোলান ইয়ামাদার ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। জেনজো পরিবারের একটা ফাইল তৈরি করেছেন তিনি।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্রেডি নোলান জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক কি জানতে চান আপনারা?'

'সংগঠনটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,' বললেন কপারফিল্ড।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যরা প্রথমে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় লুঠপাট চালায়, তারপর একে একে চীন, দক্ষিণপুব এশিয়া, মালয়, সিঙ্গাপুর, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ ও ফিলিপাইন থেকে সোনা, পাথর, মূর্তি ইত্যাদি সরিয়ে আনে। সব মিলিয়ে চলতি বাজারে ওগুলোর দাম হবে দুশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'তা কি করে হয়!'

'শুধু সোনাই ওরা লুঠ করেছে সাত হাজার টনের ওপর।'

'সব তারা জাপানে নিয়ে যায়?' জানতে চাইল ববি।

'উনিশশো তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত। তারপর ওদের জাহাজগুলোকে আমাদের সাবমেরিন বাধা দিলে স্রোতটা মন্থর হয়ে আসে। রেকর্ড দেখে অনুমান করা হয়, লুঠের অর্ধেক মাল ফিলিপাইনে পাঠানো হয়, পরে

টোকিওতে নিয়ে যাবার জন্যে। তবে যুদ্ধের শেষদিকে বিভিন্ন দ্বীপে গোপনে পুঁতে ফেলা হয়।'

'এ-সবের সাথে জেনজো পরিবারের সম্পর্ক কি?' জানতে চাইল রানা।

'বলছি,' সিগারেটে টান দিলেন ফ্রেডি নোলান। 'চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকে জাপানের আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করত "ব্ল্যাক স্কাই" নামে একটা ক্রিমিন্যাল অর্গানাইজেশন। পরে ব্ল্যাক স্কাই-এর দু'জন এজেন্ট গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে, নাম দেয় "গোল্ড ড্রাগন"। দু'জনের একজন হলো হোমা ফুকুদা, অপরজন জেনজো ইয়ামাদার বাবা।

'হোমা ফুকুদার বাবা ছিল কাঠমিস্ত্রী। দশ বছর বয়েসে তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ব্ল্যাক স্কাই-এ যোগ দেয় সে। অল্পদিনে নামও করে। উনিশশো সাতাশ সালে, তার বয়েস যখন আঠারো, ব্ল্যাক স্কাই-এর লীডাররা তাকে আর্মিতে পাঠায়। রাজকীয় সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করল, ফুকুদা ইতিমধ্যে ক্যাপটেন হয়েছে। মাঞ্চুরিয়ায় গোপনে হিরোইন ব্যবসা শুরু করল সে, তার এই অপারেশন থেকে ব্ল্যাক স্কাই কয়েক মিলিয়ন ডলার মার্কিন ডলার আয় করে।'

'এক মিনিট,' বলল ববি। 'আপনি বলতে চাইছেন জাপানী সেনাবাহিনী ড্রাগ বিজনেসের সাথে জড়িত ছিল?'

'ছিল না মানে! যুদ্ধের সময় যেখানে গেছে ওরা সেখানেই আফিম আর হিরোইনের ব্যবসা করেছে। শুধু তাই নয়, ওদের দখল করা প্রতিটি দেশে কালোবাজারীদের হাট বসে যেত। গুণ্ডাপাণ্ডাদের ডেকে লটারির আয়োজন আর জুয়ার আসর বসাতে বলেছে...।'

'মাই গড!'

'জেনজো ইয়ামাদার বাবা আর হোমা ফুকুদা এক বয়েসী। প্রথমে রাজকীয় নৌ-বাহিনীতে ভর্তি হলেও, পালিয়ে গিয়ে নাম লেখায় ব্ল্যাক স্কাই-এ। গ্যাঙ লিডাররা তার রেকর্ড-পত্র মুছে ফেলার ব্যবস্থা করে, আবার নৌ-বাহিনীতে ভর্তি করে দেয় তাকে, এবার অফিসার হিসেবে। দু'জনে একই সংগঠনের সদস্য, কাজেই একসাথে কাজ শুরু করল ওরা। একজন ড্রাগ ব্যবসা ধরল, অপরজন দায়িত্ব নিল লুঠ করা সোনা রাজকীয় জাহাজে তুলে দেয়ার।'

'লুঠ করা সোনার কত ভাগ জাপানে পৌঁছায়?' জানতে চাইল রানা। চেয়ার থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙল ও, বাসের সিলিঙে ঠেকে গেল আঙুলগুলো।

'জাপানের ইমপেরিয়াল ওঅর ট্রেজারিতে খুব সামান্যই জমা পড়ে। বেশিরভাগই সাবমেরিনে করে টোকিওতে পাঠিয়ে দেয় ওরা, বিশেষ করে মূল্যবান পাথর ও প্ল্যাটিনিয়াম। গ্রামের দিকে, এক বনভূমিতে, মাটির তলায় লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর সোনার বেশিরভাগটাই রয়ে যায় লুজোন-এর মূল দ্বীপে। কয়েকশো মিটার লম্বা টানেলে রাখা হয় ওগুলো। টানেলগুলো কাটানো হয় মিত্রবাহিনীর বন্দী সৈনিকদের দিয়ে। কাজ শেষ

হলে মেরে ফেলা হয় সবাইকে। আমি কোরিগিদর-এ একটা টানেল আবিষ্কার করি, লাশ পাই তিনশো বন্দীর। ওদেরকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল।'

'এ-সব ঘটনার কথা প্রকাশ করা হয়নি কেন?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ফ্রেডি নোলান। 'তা বলতে পারব না। শুধু জানি, চল্লিশ বছর পর দু'একটা বইতে কিছু কিছু আভাস দেয়া হয়েছে মাত্র।'

'নাৎসী অপরাধীদের এখনও ধরে ধরে বিচার করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'কিন্তু জাপানী ওঅর-ক্রিমিন্যালরা বেঁচে গেল কেন?'

'সে-সময় যাঁরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা দায়ী,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'নাৎসীদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই যে জাপানীদের কথা কারও মনেই পড়েনি।'

গম্ভীর স্বরে ববি জানতে চাইল, 'যুদ্ধের পর জাপান কি ও-সব উদ্ধার করেছে?'

'কিছু উদ্ধার করে জাপানী ঠিকাদার কোম্পানীগুলো। ফিলিপাইনকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে, এই আশ্বাস দিয়ে আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে দেশটার ভেতর ঢোকার সুযোগ করে নেয়। কিছু উদ্ধার করেন ফার্দিনান্দ মার্কোস। কিছু মানে কয়েকশো টন। সবই তিনি দেশের বাইরে পাচার করেন। বিশ বছর পর বাকিটুকু উদ্ধার করে হোমা ফুকুদা আর জেনজো পরিবার। তারপরও লুঠ করা সম্পদের প্রায় অর্ধেক রয়ে গেছে মাটির তলায়, তা আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'যুদ্ধের পর কি হলো ওদের?' জানতে চাইল রানা।

'ভারি চালাক, উনিশশো তেতাল্লিশ সালেই বুঝে ফেলে যুদ্ধে জাপান জিততে পারবে না। যুদ্ধে প্রাণ হারানোর বা জাপানী স্টাইলে দলবেঁধে আত্মহত্যা করার কোন ইচ্ছে ওদের ছিল না। একটা সাবমেরিন নিয়ে চিলিতে পালিয়ে যায় ওরা, সাথে ছিল বিপুল ধন-সম্পদ। ওখানে পাঁচ বছর কাটিয়ে ফিরে আসে জাপানে, গড়ে তোলে নিজেদের সংগঠন। পরবর্তী দশ বছরের আন্ডারগ্রাউন্ডে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়।

'জেনজো ইয়ামাদার বাবা লাঙ ক্যান্সারে মারা যায় উনিশশো তিয়াত্তর সালে। হোমা ফুকুদা আর জেনজো ইয়ামাদা বিশাল সংগঠনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়। ফুকুদা নিয়ন্ত্রণ করে জাপানের আন্ডারওয়ার্ল্ড, শিল্প ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ইয়ামাদা।'

'টীম গ্রীন বাটনের রিপোর্ট অনুসারে,' ওদেরকে জানালেন ডান কপারফিল্ড, 'ফুকুদা আর ইয়ামাদা নিউক্লিয়ার উইপনস প্ল্যান্ট ও এদো প্রজেক্ট সফল করার জন্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি এক করেছে।'

'এদো প্রজেক্ট?' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'গাড়ি-বোমা অপারেশন-এর কোড নেম।'

'কিন্তু জাপান সরকার পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের বিপক্ষে,' বলল রানা। 'সরকারের সাহায্য ছাড়া ওরা নিউক্লিয়ার উইপনস ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছে, এ কি বিশ্বাস করার মত একটা কথা?'

'রাজনীতিকরা জাপানকে চালায় না। আমলাদের পিছনে বসে প্রভাবশালী মহল সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। জাপান একটা লিকুইড মেটাল ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর তৈরি করল, আমরা সবাই তা জানি। তবে খুব কম লোকই জানে যে, রিয়্যাক্টরটা প্লুটোনিয়ামও তৈরি করে, লিথিয়ামকে রূপান্তরিত করে ট্রিটিয়াম-এ। দুটোই থার্মোনিউক্লিয়ারের জন্যে জরুরী উপাদান। আমার ধারণা, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে জাপানকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পেলে খুশিই হবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তবে এদো প্রজেক্ট সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলেই আমার ধারণা।'

'টীম গ্রীন বাটন উইপনস প্ল্যান্ট-এর সন্ধান করতে পেরেছে?' জানতে চাইল রানা।

'পাতাল শহর এদোর ষাট বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও, ওদের ধারণা।'

'কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না?'

'হেরাম ওয়ানচুর ধারণা, এদো সিটির সাথে ফ্যাসিলিটির টানেল যোগাযোগ আছে। দারুণ একটা কাভার। সন্দেহ করার মত মাটির ওপর কোন বিল্ডিং বা রোড নেই। এদোয় কয়েক হাজার লোক বসবাস করে, তাদের জন্যে নিয়মিত সাপ্লাই যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে আবর্জনা। নিউক্লিয়ার ইকুইপমেন্ট বা মেটেরিয়াল গোপনে আনা-নেয়া করা সম্ভব।'

'ডিটোনেশন কমান্ড সম্পর্কে কোন তথ্য?' জিজ্ঞেস করল ববি।

'ড্রাগন সেন্টার?'

'ওরা ওটার ওই নাম দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।' হাসলেন ডান কপারফিল্ড। 'না, নিরেট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হেরাম ওয়ানচুর শেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, সে একটা সূত্র পেয়েছে। একটা পেইন্টিং।'

'পেইন্টিং মানে?' বিরক্ত মনে হলো ববিকে।

বাসের পিছনের একটা দরজা খুলে গেল, কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে এক লোক কপারফিল্ডের হাতে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

মেসেজটা পড়ছেন, চেহারা কঠিন হয়ে উঠল কপারফিল্ডের। শেষ পাতাটা পড়ার সময় চেয়ারের হাতল ধরা হাতটা কাঁপতে শুরু করল। 'ওহ্, মাই গড!'

তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কি ব্যাপার?'

'পালাউ থেকে ডেভিড বুনের স্ট্যাটাস রিপোর্ট। রিচার্ড এমারসনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, দূতাবাসের কাছাকাছি একটা রাস্তা থেকে।'

'বলে যান।'

'হেরাম ওয়ানচু ডেভিড বুনকে রিপোর্ট করেছে, সে নিশ্চিতভাবে জেনেছে মাটির দেড়শো মিটার নিচে রয়েছে ওদের উইপনস প্ল্যান্ট। মেইন অ্যাসেম্বলি এরিয়া এদো সিটির সাথে সংযুক্ত, চার কিলোমিটার উত্তরে।

সংযোগ রক্ষা করছে একটা ইলেকট্রিক রেলওয়ে। অনেকগুলো টানেলের ভেতর দিয়ে ওই একই রেললাইন চলে গেছে অস্ত্রাগার, ওয়েস্ট ডিসপোজাল পিট ও এঞ্জিনিয়ারিং অফিসে।'

'আর কিছু?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'হেরাম ওয়ানচু জানিয়েছে, একটা সূত্র ধরে ড্রাগন সেন্টারে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে সে। এইটুকুই।'

'ফিডেল সাকুরা সম্পর্কে কোন খবর নেই?' জানতে চাইল রানা।

'একবার শুধু তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।'

'তারমানে সে-ও গায়েব নাকি?'

'না, ডেভিড বুন সেরকম কিছু বলেনি। শুধু জানিয়েছে, সাকুরা চাইছে অনুকূল পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে।'

'আমরা পিছিয়ে পড়ছি,' বলল রানা, অনেকটা আপনমনে। 'তিনজন কিডন্যাপ হয়ে গেল, উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। প্রতিপক্ষ আমাদের পরিচয় জানে, জানে আমরা কি খুঁজছি।'

'মি. রবিন ট্যালবটকে খবর দিচ্ছি আমি,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'তিনি প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে রানা বলল, 'হোয়াই বদার?'

'বুঝলাম না।'

'ভয় পাবার কোন কারণ দেখছি না।'

'কি বলছেন! গোটা দুনিয়া নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হতে যাচ্ছে। আশঙ্কা করছি মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনের জন্যে মুক্তিপণ চাওয়া হবে। আপনি বুঝতে পারছেন না, জেনজো ইয়ামাদা যে-কোন মুহূর্তে মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারবে?'

'না, মারবে না। অন্তত এখুনি নয়।'

'আপনি কিভাবে জানলেন?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন ডান কপারফিল্ড।

'কিছু একটা ঠেকিয়ে রেখেছে ইয়ামাদাকে। বহু দেশে অসংখ্য গাড়ি-বোমা লুকিয়ে রেখেছে সে, ইচ্ছে করলেই দু'একটা ফাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা না ফাটিয়ে কি করছে সে? নোংরা কিডন্যাপারের ভূমিকায় নেমেছে। তারমানে কি? ইয়ামাদা এখনও প্রস্তুত নয়। তার আরও সময় দরকার।'

'মি. রানার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন ফ্রেডি নোলান। 'এমন হতে পারে, ডিটোনেশন কমান্ড সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই ইয়ামাদার এজেন্টরা গাড়ি-বোমাগুলোকে পজিশনে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'হতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওটাকে অচল করার জন্যে নতুন একটা টীম পাঠানোর সময় হয়তো এখনও আমাদের হাতে আছে।'

'এই মুহূর্তে সব কিছু নির্ভর করছে হেরাম ওয়ানচুর ওপর,' ইতস্তত করে বললেন কপারফিল্ড। 'ড্রাগন সেন্টারে পৌঁছুতে গিয়ে সে যদি ইয়ামাদার সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে ধরা পড়ে যায়, তাহলে সব ভেস্তে যাবে।'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'হেরাম ওয়ানচু একা কতটুকু কি করতে পারবে জানি না। দ্বিতীয় একটা টীমের কথা সিরিয়াসলি ভাবছি আমি।'

হেরাম ওয়ানচু আত্মহত্যা করল, নাকি খুন হলো, বলা কঠিন। সম্ভবত দুটোই সত্যি।

তার প্ল্যানটা ভালই ছিল। ইয়ামাদার এক স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ার, মারু নাগাওয়াকির সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স পাস জাল করে সে। শারীরিক কাঠামো ও চেহারা দু'জনের প্রায় একই রকম। এদো সিটিতে ঢুকতে কোন অসুবিধে হয়নি, চেকপয়েন্টগুলো পেরিয়ে ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে চলে আসে সে। গার্ডরা জানে, অফিস টাইমের পরও স্টাফরা কাজ করে রাত দুপুর পর্যন্ত। ইলেকট্রনিক আইডেনটিটি কমপিউটরে পাসটা ঢোকাল হেরাম ওয়ানচু, সঙ্গে সঙ্গে বেল বেজে উঠল, সন্তুষ্ট হয়ে পথ ছেড়ে দিল গার্ডরা।

দেড় ঘণ্টার মধ্যে তিনটে অফিসে তল্লাশি চালাল ওয়ানচু। অবশেষে এক ড্রাফটসম্যান-এর দেরাজে খুঁজে পেল একটা গোপন স্থাপনার খসড়া স্কেচ। স্কেচগুলো নষ্ট করে ফেলা উচিত ছিল, সম্ভবত ড্রাফটসম্যান গুরুত্ব দেয়নি। মেশিনে ঢুকিয়ে কপি করল ওগুলো, আসলগুলো রেখে দিল আগের জায়গায়, কপিগুলো এনভেলাপে ভরে টেপ দিয়ে আটকালো হাঁটুর পিছনে।

গার্ডদের পিছনে রেখে বেরিয়ে এল ওয়ানচু, আনন্দে আত্মহারা। বিশাল এক কংক্রিটের মাঠে অপেক্ষা করছে সে, এলিভেটরে চড়ে পার্কিং লেভেলে উঠবে, ওখানে সে তার মাওমিৎশু গাড়িটা রেখে এসেছে। এলিভেটরে চড়ল সে, তার সাথে চড়ল আরও প্রায় বিশজন। তার দুর্ভাগ্য, সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিল সে। এলিভেটর থামতেই বেরিয়ে এল, বেরিয়েই পড়ে গেল এক লোকের সামনে। লোকটা আর কেউ নয়, এঞ্জিনিয়ার মারু নাগাওয়াকি, তারই সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স পাস জাল করে ভেতরে ঢুকেছিল সে। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে পাশের এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। ওয়ানচুর বুকে নিজের পাস আটকে আছে দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল সে, তারপর চিৎকার করে গার্ডকে ডাকল। তাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে গাড়ির দিকে ছুটল ওয়ানচু।

সশস্ত্র গার্ডরা টানেলের মুখে বাধা দিল তাকে। ব্যারিয়ার ভেঙে টানেলে ঢুকল ওয়ানচু, ক্ষতি হলেও চালু থাকল গাড়ি, তবে তিনটে গুলি খেল সে বাম হাত ও বাম কাঁধে। টানেলেই এক আমেরিকানের সাথে দেখা হয়ে গেল তার। এঞ্জিনে কিছু হয়েছে, নিজেই চেষ্টা করছে সারাবার। গাড়ি থামিয়ে এনভেলাপটায় কিছু লিখল ওয়ানচু, অনুরোধ করল মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছে দিতে। লোকটাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আবার ছেড়ে দিল গাড়ি।

টানেল থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল ওয়ানচুর গাড়ি। শহরের রাস্তায় থাকলে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে, জানে সে। মাইল দশেক এগোবার পর জ্ঞান হারাল সে, গাড়িটা ধাক্কা খেল এক বাড়ির পাঁচিলে। ঝাঁকি

খেয়ে জ্ঞান ফিরল তার। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার পিছনের উঠানে ঢুকল, এই সময় শুনতে পেল আশপাশের বাড়ির লোকজন চারদিক থেকে ছুটে আসছে। কোনরকমে পাঁচিল টপকে পালাল ওয়ানচু। দশ মিনিট পর একটা নর্দমার শেষ মাথায়, মাঝারি একটা গর্তের ভেতর পড়ে গেল সে। প্রায় আধ ঘণ্টার মত কাদা-পানিতে ডুবে থাকল, ইতিমধ্যে বার তিনেক সামনের রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়িগুলোকে ছুটোছুটি করতে দেখেছে। খানিক পর আবার এল ওরা, এবার গর্তের কিনারায় থামল। একটা গাড়ি থেকে নেমে এল এক লোক, হাতে চকচক করছে খাপমুক্ত তরোয়াল। হেডলাইটের আলোয় হেরাম ওয়ানচুকে দেখে হাসল সে। 'আরে, এ যে দেখছি আমাদের বিখ্যাত আর্ট ডিলার টয়োমেন তানাকা!'

কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হেরাম ওয়ানচু, রাগে থরথর করে কাঁপছে।

'এদো সিটিতে কি পেলে তুমি?' জানতে চাইল সাতো বোনামি।

জবাব না দিয়ে জিভের ধাক্কায় নকল দাঁতটা মাড়ি থেকে ছাড়াল ওয়ানচু। 'গো টু হেল,' বলে পিলটা ভেঙে ফেলল সে। মুখের ভেতর তরল বিষ ছড়িয়ে পড়ল। টিস্যুর মাধ্যমে শরীরের ভেতর ঢুকে যাবে বিষ, ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবে সে। কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারল বোনামি, তলোয়ারটা উঁচু করে নামিয়ে আনল ওয়ানচুর গলায়।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সাতো বোনামি, 'শালা আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি!'

ছয়

সেমি-ট্রেইলরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটে ব্রাউন রঙের মাওমিৎশু। হিকো কয়োটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল, এটাই শেষ চালান। বরাবরের মত সে তার স্পোর্টস কারের ফ্রন্ট সীটের তলায় রিলিজ ডকুমেন্টগুলো পেয়েছে, সাথে একটা চিরকুট, তাতে লেখা, প্রজেক্টে তার ভূমিকা এখানেই শেষ হলো। চিরকুটে একটা নির্দেশও দেয়া হয়েছে, গাড়িগুলোতে হোমিং ডিভাইস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফেডারেল ইনভেস্টিগেটররা কোন কারণে গাড়িগুলোকে সন্দেহ করছে হয়তো। চিন্তাটা তার মনে ভয় ধরিয়ে দিল। হাতে একটা ইলেকট্রনিক ইউনিট, রেডিও সিগন্যাল ডিটেক্ট করতে পারে। ব্যস্ত ভাবে চারটে গাড়িই চেক করল সে, চোখ থাকল ডিজিটাল রিডআউট-এর ওপর। কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, কাজেই ড্রাইভার আর তার হেলপারকে ট্রেইলরে গাড়িগুলো তোলার নির্দেশ দিল সে, তারপর এগোল নিজের স্পোর্টস কারের দিকে।

কোন বিপদ ছাড়াই তার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়েছে, সেজন্যে খুশি হিকো কয়োটো। ড্যানিয়েল কে. গারফিল্ড ল্যাবরেটরিজ-এ তার ভাইস-

প্রেসিডেন্ট-এর পদটা কোন হুমকির মুখে পড়েনি। জেনজো ইয়ামাদা এই কাজের জন্যে তাকে যে মোটা টাকা দিয়েছে সেটা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এক জাপানী কোম্পানীতে বিনিয়োগ করবে সে। গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাল একবার, রিলিজ ডকুমেন্টগুলো গার্ডের হাতে ধরিয়ে দিল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, রওনা হলো নিজের অফিসের উদ্দেশে। গাড়িগুলোর গোপন গন্তব্য সম্পর্কে যে আগ্রহ ছিল মনে, সেটা মরে গেছে।

হেলিকপ্টারের সাইড ডোর সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে কন্ট্রোল কেবিনে। ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখলেও সিলভিয়া ফক্সের মুখের সামনে চুলগুলো উড়ছে। তার কোলের ওপর একটা ভিডিও ক্যামেরা, সেটা তুলে টেলিফটো লেন্স অ্যাডজাস্ট করল। ডক ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মাওমিৎশু স্পোর্টস কারটা।

'লাইসেন্স নম্বর দেখতে পেয়েছেন?' জানতে চাইল কৃষ্ণবর্ণ বাংলাদেশী যুবক।

'হ্যাঁ, দারুণ হয়েছে ছবিটা। ধন্যবাদ।'

'আপনি বললে আরও একটু কাছাকাছি যেতে পারি আমি।'

'না, যথেষ্ট দূরে থাকুন!' নির্দেশ দিল সিলভিয়া, ওরা কথা বলছে হেডসেট মাইক্রোফোনে। 'ওদের মনে সন্দেহ হয়েছে, তা না হলে হোমিং ডিভাইসের জন্যে গাড়িগুলো চেক করত না।'

'ভাগ্য ভাল যে ড. গ্যারি রুবিন সে-সময় ট্র্যান্সমিট করছিলেন না।'

ফারুক ফয়সলের দিকে তাকালেই কৌতুক বোধ না করে উপায় নেই সিলভিয়ার। কিনারা ছেঁড়া ডেনিম শর্টস পরেছে সে, গায়ের টি-শার্টে মেক্সিকান বিয়ারের বিজ্ঞাপন, পায়ে জুতোর বদলে স্যান্ডেল। রানার দেয়া ঠিকানায় পৌঁছে এই আজব চিড়িয়াটাকে আজই প্রথম দেখে সিলভিয়া, দেখে বিশ্বাস করতে পারেনি রানা এজেন্সির একজন দক্ষ অপারেটর হতে পারে ছোকরা।

'বাঁক নিয়ে হারবার ফ্রিওয়েতে উঠে যাচ্ছে ট্রেইলার,' বলল সিলভিয়া। 'পিছিয়ে পড়ুন, তা না হলে ড্রাইভার দেখে ফেলবে আমাদের হেলিকপ্টার। আমরা রুবিনের বীম অনুসরণ করব।'

নির্দেশ পালন করল ফারুক ফয়সল।

এই সময় ড. গ্যারি রুবিনের গলা ভেসে এল এয়ারফোনে। 'আকাশে আছ তো, ইয়েলো বাটন?'

'আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, মি. রুবিন,' বলল ফারুক ফয়সল।

'ট্র্যান্সমিট করা নিরাপদ?'

'মন্দ লোকেরা হোমিং ডিভাইস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেছে,' বলল সিলভিয়া। 'তবে এখন ট্র্যান্সমিট করতে কোন অসুবিধে নেই।'

ফলস প্যানেল সরিয়ে ব্যাক সীট ও পিছনের জানালার মাঝখানে, লাগেজ

রাখার ঘেরা জায়গাটায় উঠে এলেন ড. গ্যারি রুবিন। কাস্টমস এজেন্টদের একটা বিশেষ টীম মাওমিৎশু গাড়িটার ভেতর তাঁকে লুকিয়ে পড়তে সাহায্য করে, ট্রেইলার নিয়ে হিকো কয়োটো পৌঁছুনর চার ঘণ্টা আগে। ফলস প্যানেলের নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিলেন তিনি, ব্যথায় টন টন করছে সারা শরীর, দরদর করে ঘামছেন। ট্রেইলারের ভেতরটা অন্ধকার, দশ মিনিট বিশ্রাম নেয়ার পর পরনের ইউনিফর্ম থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বাললেন। তিন নম্বর মাওমিৎশু থেকে নেমে প্রথমটার কাছে চলে এসে হুড খুললেন, পাউচ থেকে বের করলেন ছোট একটা রেডিয়েশন অ্যানালাইজার। গাড়ির এয়ারকন্ডিশনিং কমপ্রেসর-এর চারদিকে ঘোরালেন ওটা, রিডআউটে চোখ। হাতের উল্টোপিঠে রিডিং লিখলেন। তারপর ফেন্ডারের ওপর সাজিয়ে রাখলেন কমপ্যাক্ট টুল-এর একটা সেট। কথা বললেন রেডিওতে। 'হ্যালো, ইয়েলো বাটন।'

'কাম ইন,' সাড়া দিল সিলভিয়া।

'অপারেশন শুরু করছি।'

'স্ট্যান্ডিং বাই।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে কমপ্রেসর কেস খুলে বোমাটাকে অকেজো করলেন গ্যারি রুবিন। 'এখনও আছ, ইয়েলো বাটন?'

'আছি,' সাড়া দিল সিলভিয়া।

'আমি কোথায়?'

'ওয়েস্ট কোভিনায়। পুব দিকে যাচ্ছে ট্রেইলার।'

'একটার কাজ শেষ, বাকি আছে তিনটে।'

'গুড লাক।'

এক ঘণ্টা পর চার নম্বর অর্থাৎ শেষ গাড়িটার হুড বন্ধ করলেন গ্যারি রুবিন। স্বস্তিতে নেতিয়ে পড়ল তাঁর শরীর। সব ক'টা বোমা অকেজো করে দিয়েছেন তিনি। জাপান থেকে যতই সিগন্যাল পাঠানো হোক, কোনটাই ফাটবে না। রেডিওর সাহায্যে সিলভিয়ার সাথে আবার যোগাযোগ করলেন তিনি। সিলভিয়া পরামর্শ দিল, ট্রেইলার থেকে নামার জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে।

করার কিছু নেই, গ্যারি রুবিনকে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে গাড়ির ওয়ারেন্টি পেপার ও মালিকের ম্যানুয়াল বের করলেন তিনি। ভেতরের আলো জ্বেলে ম্যানুয়ালের পাতা ওল্টালেন অলস ভঙ্গিতে। তাঁর বিষয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হলেও, ইলেকট্রনিক্স-এও তাঁর আগ্রহ আছে। মাওমিৎশুর ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম দেখার ইচ্ছে হলো, কিভাবে ওয়্যারিং করা হয়েছে দেখবেন। কিন্তু ম্যানুয়ালের পাতায় ইলেকট্রনিক্যাল ওয়্যারিঙের চিহ্ন মাত্র নেই। আছে ম্যাপ, আর কিছু নির্দেশ—নির্দিষ্ট পজিশনে কিভাবে নিয়ে যেতে হবে গাড়িটাকে, তারপর কিভাবে ডিটোনেশন করতে হবে।

ড. গ্যারি রুবিন আতঙ্ক বোধ করলেন। জাপানের অর্থনৈতিক

সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে গাড়ি-বোমাগুলোকে হুমকি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, ব্যাপারটা শুধু তা-ই নয়। আসলেও ব্যবহার করা হবে ওগুলো।

শেষবার কবে এভাবে অনধিকার অনুপ্রবেশ করেছেন, মনে করতে পারলেন না সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর রবিন ট্যালবট। পনেরো বছর আগে ফিল্ড এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, মনে থাকার কথাও নয়। হঠাৎ খেয়াল চেপেছে, আগের সেই দক্ষতা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন।

হ্যাঙ্গারের সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমের তারে ছোট্ট একটা কমপিউটর প্রোব ঢোকালেন তিনি, বোতাম টিপতেই কমবিনেশন নাম্বার চলে এল প্রোবে। কোডটা চিনতে পারল অ্যালার্ম বক্স, পরিবেশন করল একটা এলইডি ডিসপ্লেতে। এরপর বোতাম টিপে অ্যালার্ম সিস্টেম অফ করা পানির মত সহজ হয়ে গেল। দরজার তালা খুলে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি।

হ্যাঙ্গারের এক প্রান্তে, স্টাজ-এর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, তাঁর দিকে পিছন ফিরে। একটা হেডলাইট মেরামত করছে ও।

স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাসিক গাড়িগুলোর ওপর চোখ বুলালেন রবিন ট্যালবট। বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন তিনি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মুখে রানার কালেকশন সম্পর্কে শুনেছেন বটে, তবে আশা করেননি এত সব দুর্লভ গাড়ি দেখতে পাবেন এখানে। নিঃশব্দ পায়ে প্রথম সারির গাড়িগুলোর পিছনে চলে এলেন তিনি, রানার দিকে এগোলেন অ্যাপার্টমেন্টের দিক থেকে। এটা একটা পরীক্ষাই। দেখা যাক দু'হাত দূর থেকে হঠাৎ একজন আগন্তুককে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় রানার।

রানার পিছনে, দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেন রবিন ট্যালবট। স্টাজের গায়ে অনেক আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। ফেটে গেছে উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ, বাম দিকের হেডলাইট তারের মাথায় ঝুলছে।

সাধারণ একটা ট্রাউজার ও হাতে বোনা সোয়েটার পরে আছে রানা। ব্যাকব্রাশ করা চুল, তবে এলোমেলো হয়ে আছে। একটা ক্রোম রিমে হেডলাইটের লেন্স স্ক্রু দিয়ে আটকাচ্ছে ও।

কথা বলতে যাবে রবিন ট্যালবট, তার আগে রানাই মুখ খুলল, আগের মতই পিছন ফিরে রয়েছে। 'গুড ইভনিং, মি. ট্যালবট। আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন রবিন ট্যালবট। আগের মতই নির্লিপ্ত ও ব্যস্ত রানা, এখনও আগন্তুকের দিকে তাকায়নি।

'আমার নক করা উচিত ছিল,' বললেন রবিন ট্যালবট।

'কি দরকার। আপনি যে এসেছেন, আমি জানতাম।'

'অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপার, নাকি মাথার পিছনে দুটো চোখ আছে?' জানতে চাইলেন রবিন ট্যালবট, সাবধানে রানার দৃষ্টিপথে চলে আসছেন।

মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসল রানা। পুরানো হেডলাইটের রিফ্লেক্টরটা তুলে সামান্য নাড়ল ও, রূপালি গায়ে রুবিন ট্যালবটের ছবি ফুটে উঠল।

'হ্যাঙ্গারের ভেতর আপনার বেড়ানোটা দেখে ফেলেছি আমি। ঢোকার কৌশলটাও ছিল প্রফেশন্যালদের মত।'

'তারমানে ব্যাক-আপ ক্যামেরাটা আমার চোখে পড়েনি।'

'রাস্তার ওপারে। টেলিফোন পোলের মাথায় ছোট একটা বাক্স। ইনফ্রারেড। দরজার কাছে কেউ এলেই অস্পষ্ট অ্যালার্ম বাজে।'

'আপনার কালেক্শন অদ্ভুত। কত বছর লেগেছে?'

'আমার এক শ্রদ্ধেয় গুরুজন বিশ বছর আগে শুরু করেছিলেন, আমার আগ্রহ দেখে তিনি তাঁর কালেকশন আমাকে উপহার দেন। গত দশ বছরে গাড়ির সংখ্যা দ্বিগুণ করেছি আমি।' হাতের কাজ শেষ করে সিধে হলো রানা। 'বলুন, কফি না অন্য কিছু?'

'কিছুই নয়। আপনাকে আমি ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'ওপরে আসুন, প্লীজ,' বলে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা। 'ডেপুটি ডিরেক্টরকে না পাঠিয়ে হেডম্যান স্বয়ং চলে এসেছেন দেখে নিজেকে আমি সম্মানিত মনে করছি।'

রানার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রবিন ট্যালবট বললেন, 'মনে হলো কথাটা আমার নিজেরই আপনাকে জানানো উচিত। মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে গেছে ওরা।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, হঠাৎ স্বস্তি ফুটে উঠল চেহারায়। 'লরেলি বেঁচে আছে!'

'ওরা উন্মাদ একদল টেরোরিস্ট নয়,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'অপহরণের জন্যে যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল, তা থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি ওদেরকে অত্যন্ত যত্ন করে রাখা হবে।'

'এত বাধা পেরিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল কিভাবে?'

'নিউপোর্ট নিউজ, ভার্জিনিয়া এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্রাইভেট জেটে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে। জেটটার মালিক ইয়ামাদার একটা আমেরিকান করপোরেশন। এক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার সবগুলো এয়ারপোর্টে খোঁজ নিতে হয় আমাদের, প্রতিটি প্লেনের রেজিস্ট্রেশন চেক করে দেখতে হয়। ইয়ামাদার একটা প্লেন পাওয়া গেল বটে, স্যাটেলাইটের সাহায্যে আমরা সেটার ফ্লাইট পাথ-ও আবিষ্কার করলাম, কিন্তু ততক্ষণে সেটা জাপানের উদ্দেশে বেরিং সী-তে রয়েছে।'

'আপনাদের কোন একটা বিমান ঘাঁটি থেকে সামরিক প্লেন পাঠিয়ে বাধা দেয়া গেল না?'

'জাপানের এয়ার সেলফ-ডিফেন্স ফোর্স-এর এক স্কোয়াড্রন এফ এস এক্স ফাইটার জেট ওটাকে এসকর্ট করে নিয়ে যায়।'

'তারপর?' সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে জানতে চাইল রানা।

'ওদেরকে আমরা হারিয়ে ফেললাম।'

'প্লেন ল্যান্ড করার পর?'

'হ্যাঁ, টোকিও ইন্টারন্যাশনালে।' রানার পিছু পিছু স্টাডিতে ঢুকে ধপ

করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন রবিন ট্যালবট।

'কেন, জাপানে আপনাদের লোকজন কি করছিল?' ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা।

'রিচার্ড এমারসন ও হেরাম ওয়ানচু খুন হওয়ার পর…।'

'দু'জনেই ওরা মারা গেছে?'

'টোকিও পুলিস হেরাম ওয়ানচুর লাশ পেয়েছে একটা নর্দমায়, গলা কাটা অবস্থায়। রিচার্ড এমারসনের মাথা পাওয়া গেছে দূতাবাসের কাঁটাতারে আটকানো অবস্থায়, ধড়ের কোন চিহ্ন নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে। আরও খারাপ খবর হলো, ফিডেল সাকুরাকে স্লিপার বলে সন্দেহ করছি আমরা। প্রথম থেকেই আমাদের সব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছিল সে। ঈশ্বরই বলতে পারবে ইয়ামাদা কতটুকু কি জানে। ক্ষতির পরিমাণ কোনদিনই হয়তো জানা যাবে না।'

'রিচার্ড এমারসন আর হেরাম ওয়ানচুকে এভাবে কেন খুন করা হলো? কে দায়ী?'

'প্রাচীন জাপানে এভাবে খুন করা হত। পুলিসের প্যাথলজিস্ট বলছে, ওদের মাথা কাটা হয়েছে সামুরাই তলোয়ার দিয়ে। ইয়ামাদার ডান হাত ও প্রধান খুনী প্রাচীন মার্শাল আর্ট-এর ভক্ত বলে শোনা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে সে-ই ওদেরকে মেরেছে।'

ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল রানা। 'জাপানে তাহলে কাজ করার মত কেউ থাকল না।'

'খুন হবার আগে মস্ত একটা উপকার করে গেছে হেরাম ওয়ানচু। একটা সূত্র দিয়ে গেছে সে, ওটা ধরে ডিটোনেশন সেন্টারে হয়তো পৌঁছুনো যাবে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'ডিটোনেশন সেন্টারের লোকেশন জানা গেছে?'

'ইয়ামাদার কনস্ট্রাকশন ডিজাইনারের অফিসে ঢুকে পড়ে হেরাম ওয়ানচু, একটা ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সেন্টারের খসড়া স্কেচ বের করে আনে। দেখে মনে হয় ওটা পাতালে, যেতে হয় টানেলের ভেতর দিয়ে।'

'কোথায়?'

'এক আমেরিকান ট্যুরিস্টকে স্কেচ ভরা খামটা দেয় সে, দূতাবাসে পৌঁছে দিতে বলে। তাড়াহুড়ো করে খামের ওপর যা লিখেছে, অর্থ উদ্ধার করা কঠিন।'

'কি লিখেছে?'

'লিখেছে, "আজিমা দ্বীপে খোঁজ করুন"।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাহলে সমস্যাটা কি?'

'আজিমা বলে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই,' হতাশ সুরে বললেন রবিন ট্যালবট। চোখ ফিরিয়ে ট্রফি ভর্তি কাঁচের শো-কেসটার দিকে তাকালেন। আমেরিকান ফেনসিং ক্লাব-এর দুটো ট্রফি দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। 'আপনি ফেনসার নাকি?'

'সময় পেলে একটু চর্চা করি,' বলল রানা। 'অস্তিত্ব নেই, এমন একটা দ্বীপের কথা কেন বলবে হেরাম ওয়ানচু?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কন্ট্রোল সেন্টারটা ওখানেই, সম্ভবত এ-কথাই বলতে চেয়েছে সে।'

'প্রাচীন পেইন্টিং সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল। জাপানী আর্ট সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে দেখেই ইয়ামাদার অফিসে মাইক্রোফোন রেখে আসার প্ল্যানটা করা হয়। মাসাকি শিমজুর পেইন্টিং সংগ্রহ করে ইয়ামাদা, এ আমি জানতাম। সেজন্যেই শিমজুর একটা পেইন্টিং নকল করে হেরামকে দিয়ে পাঠানো হয়। দ্বীপের ওপর আঁকা শিমজুর সব পেইন্টিংই ইয়ামাদার কাছে আছে, নেই শুধু আজিমা। শুধু এই একটাই যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তাহলে আজিমার অস্তিত্ব না থেকে পারে না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, কিন্তু আজিমা নামে কোন দ্বীপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাচীন ও আধুনিক কোন চার্টেই নেই ওটা। এমন হতে পারে, নামটা আসলে আর্টিস্টের দেয়া, মাসাকি শিমজুর। ওই নামটাই ক্যাটালগে রাখা হয়েছে।'

'হেরামের ছারপোকা থেকে কিছু পাওয়া গেল?'

'ইয়ামাদা, তার কসাই সাতো বোনামি, বুড়ো হোমা ফুকুদা আর ধনকুবের জাকি ওয়াহামা একসাথে বসে আলোচনা করছিল, অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।'

'জাকি ওয়াহামা, সিকিউরিটি ও এসপিওনাজ জগতের কিং বলা হয় তাকে, সে-ও হাত মিলিয়েছে ইয়ামাদার সাথে?' জানতে চাইল রানা।

'গলায় গলায় ভাব দু'জনের,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'জাপানী রাজনীতিকদের গোপন করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির জন্যে কিভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়েছে, আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করছিল সে। সাংকেতিক নাম এদো প্রজেক্ট সম্পর্কেও এই প্রথম জানতে পারলাম আমরা।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রানা। 'আপনি আমাকে শুধু কয়েকটা তথ্য দিতে এসেছেন, মি. ট্যালবট? বিশ্বাস হয় না।'

'আমি আমার অসহায়ত্বের কথা জানাতে এসেছি আপনাকে, মি. মাসুদ রানা। মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনকে উদ্ধার করব, আবার একই সাথে এদো প্রজেক্ট ধ্বংস করব, এত লোকবল আমার নেই।'

'কোনটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছেন?' জানতে চাইল রানা।

'প্রেসিডেন্ট প্রথমে চান, এদো প্রজেক্ট ধ্বংস করা হোক। তারপর ওদেরকে উদ্ধার করা যাবে।'

'তারমানে আবার রহস্যময় আজিমা দ্বীপে ফিরে আসছি আমরা,' কর্কশ স্বরে বলল রানা। 'শিল্পীর শুধু এই ছবিটাই ইয়ামাদার কাছে নেই, বলছেন?'

'হ্যাঁ, ওটার জন্যে সে পাগল।'

'কোন সূত্র আছে, কোথায় ওটা পাওয়া যেতে পারে?'

'আজিমা পেইন্টিং শেষবার দেখা গেছে বার্লিনের জাপানী দূতাবাসে, জার্মানীর পতনের ঠিক আগে। পুরানো ওএসএস রেকর্ড দেখা যায়, ইটালি

থেকে যে-সব শিল্প লুঠ করেছিল নাৎসীরা, আজিমাকে সেগুলোর সাথে রাখা হয়, তারপর ট্রেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হয় জার্মানীর উত্তরপশ্চিমে, রাশিয়ানদের ভয়ে। তারপর ওটা ইতিহাস থেকে গায়েব হয়ে গেছে।'

'আজিমা দ্বীপ পাওয়া যাচ্ছে না, ছবিটাও নিখোঁজ,' বলল রানা। 'কাজেই সূত্রটা কোন কাজে আসছে না। তবে আপনাদের স্পাই প্লেন আর স্যাটেলাইটের সাহায্যে ইয়ামাদার গোপন আস্তানার খোঁজ পাওয়া সম্ভব। একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়।'

'প্রধান দ্বীপ জাপানের চারটে—হোনসু, কাইউশু, হোক্কাইডু আর শিকোকু। সবগুলোকে ঘিরে আছে প্রায় এক হাজার ছোটখাট দ্বীপ। নির্দিষ্ট দ্বীপটা খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়।'

'প্রধান চারটে দ্বীপের সাথে টানেলের মাধ্যমে যে-সব দ্বীপের যোগাযোগ সম্ভব, এগুলোকে আলাদা করে নিন।'

'তীর থেকে দশ মাইল বা আরও বেশি দূরে, এ-ধরনের দ্বীপগুলোকে প্রথমেই বাদ দিয়ে বাকিগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছে। কিন্তু কোন সন্দেহজনক তৎপরতা বা কাঠামো চোখে পড়েনি। স্বাভাবিক, কারণ আমাদের ধারণা গোটা স্থাপনাই মাটির তলায়। আরও একটা কথা—প্রায় সব ক'টা দ্বীপই ভলকানিক রক-এ তৈরি, আমাদের সেনসর পেনিট্রেট করতে পারে না। আমি কি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি?'

রানা বলল, 'মাটি ও পাথর না তুলে টানেল তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'জাপানীদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। স্যাটেলাইট ফটো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, টানেল তৈরির জন্যে কোথাও মাটি বা পাথর কাটা হয়নি, এমন একটা রাস্তার চিহ্নও পাওয়া যায়নি যেটা কোন প্রবেশ পথের দিকে গেছে।' এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে খুক করে কাশলেন রবিন ট্যালবট। 'কাজেই, চারদিকে অন্ধকার দেখছি আমি।'

'আপনি আমার কাছ থেকে খানিকটা আলো পাবার আশা নিয়ে এসেছেন?' জানতে চাইল রানা।

রবিন ট্যালবট হাসলেন না। শুধু বললেন, 'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ।'

'আপনি চান জাপানে যাই আমি, দ্বীপগুলোয় ঘুর-ঘুর করি?'

'না,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'আপনাকে আমি জার্মানীতে যাবার অনুরোধ করছি। একটা লুফটভাফ বাংকারে ডাইভ দেয়ার জন্যে।'

সাত

'ডাইভ দেয়ার পর স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে ওরা।'

মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে পুকুরের কালো পানির দিকে তাকাল রানা। আধ ডোবা ট্র্যাক্টরটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

'ওদের সেফটি লাইন ছিঁড়ে গেছে,' আবার বলল অফিসার। জার্মান ন্যাভাল ডাইভ টীমের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে; একটা নাইলন লাইন উঁচু করে দেখাল রানাকে। দেখে মনে হলো, ধারালো ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে ওটা। 'কিভাবে ছিঁড়ল? আমরা জানি না!'

'কমিউনিকেশন লাইনও?' জানতে চাইল রানা। ছোট একটা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ও, ছলকে ওঠা পানি ও খুদে ঢেউগুলো দেখছে।

'লিড ডাইভারের সাথে ফোন ছিল, সেটাও ছিঁড়ে গেছে। প্রথমে দু'জন লোকের একটা টীম পুকুরটায় নামে। একটু পরই একটা আন্ডারওয়াটার টানেল পায় ওরা, পশ্চিম দিকে চলে গেছে। সাঁতরে নব্বুই মিটারের মত এগোয় তারা, তারপর রিপোর্ট করে—ছোট একটা চেম্বারের সামনে শেষ হয়েছে টানেল, দরজাটা স্টীলের। এর খানিক পর ফোন লাইন আর সেফটি লাইন ঢিলে হয়ে গেল। কি হয়েছে দেখার জন্যে আরেকটা টীম পাঠালাম আমি। প্রথমটার মত এটাও গায়েব হয়ে গেল।'

মাথা ঘুরিয়ে জার্মান নেভির ডাইভ টীমের দিকে তাকাল রানা। বন্ধুদের হারিয়ে শোকে কাতর সবাই। পোর্টেবল কমান্ড পোস্ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে পুলিস বিভাগের আন্ডারওয়াটার রেসকিউ ডাইভাররা। ইউনিফর্ম ছাড়াও তিনজন লোককে দেখা গেল, ওরা সরকারী অফিসার, ওদের সাথেই এখানে পৌঁচেছে রানা ও ওর দল। 'শেষ লোকটা কখন নেমেছে?' জানতে চাইল ও।

'আপনারা পৌঁছুনোর চার ঘণ্টা আগে,' ন্যাভাল টীমের লীডার জবাব দিল। লেফটেন্যান্ট হেলমুট বার্ন বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে সে। 'আমার বাকি লোকেরা নিচে নামার জন্যে অস্থির হয়ে আছে, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি ওদের। কি ঘটছে ওখানে না জেনে আর কাউকে পাঠাতে পারি না। কিন্তু ওই ব্যাটা হাঁদারাম পুলিসের লোকগুলো নিজেদেরকে অমর বলে মনে করে। আমার কথা শুনবে না, নিজেদের একটা টীম পাঠাবার প্ল্যান করছে।'

'কোন কোন লোক জন্মই নেয় আত্মহত্যা করার জন্যে,' বলল ববি। 'এই যেমন আমি।'

'জ্বী?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট।

'ওর কথায় কান দেবেন না,' বলল রানা। 'মাঝে মধ্যে মতিভ্রম ঘটে ওর।' পুকুরের কিনারা থেকে সরে এল রানা, ফ্রেডি নোলানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বুবি-স্ট্র্যাপ।'

মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেডি নোলান। 'আমার তাই ধারণা। ফিলিপাইনের ট্রেজার টানেলের মুখে বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল, মাটি খুঁড়তে শুরু করলেই ফেটে যাবে। পার্থক্য হলো, আবার ফিরে গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করার প্ল্যান ছিল জাপানীদের, আর নাৎসীদের বুবি-স্ট্র্যাপ মানে হলো সার্চ টীমের সাথে গুপ্তধন ধ্বংস করা।'

'আমার লোকজন যেভাবেই মারা যাক, অন্তত বোমায় মারা যায়নি,' বলল লেফটেন্যান্ট বার্ন।

কি করা যায় ফ্রেডি নোলানের সাথে পরামর্শ করছে রানা, দুটো দলের মধ্যে তর্কযুদ্ধ বেধে গেল। পুলিসের ডাইভাররা পুকুরে নামবে, নেভির লোকেরা বাধা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে দু'পক্ষই জেনেছে, জার্মানীর শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে মাসুদ রানার নেতৃত্বে নুমার এই বিশেষ দলটির আগমন ঘটেছে। ওদের আগমনের কারণটাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে সবিস্তারে।

যুদ্ধের পরপর বহু নাৎসী অফিসারকে ইন্টারোগেট করা হয়, তার রেকর্ড বার্লিন আর্কাইভ ও যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে সংরক্ষিত আছে। সে-সব রেকর্ড থেকে জানা যায়, পাতালের একটা গোপন এয়ারফিল্ডে আঠারো হাজার মূল্যবান শিল্পকর্ম লুকানো আছে। আলোচ্য পুকুরটি সেই গোপন এয়ারফিল্ডের প্রবেশপথ হলেও হতে পারে, পানির তলায় গোপন টানেল থাকা সম্ভব।

দু'পক্ষের ঝগড়া থামাবার জন্যে একটা আপোস প্রস্তাব দিল রানা। লেফটেন্যান্ট হেলমুট বার্ন বলল, 'শুনতে আপত্তি নেই।'

'সাতজনের একটা টীম গঠন করব আমরা,' বলল রানা। 'আমরা থাকব তিনজন। কারণ, মি. নোলান একজন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, টানেল কনস্ট্রাকশন-এ এক্সপার্ট। আমি আর মি. ববি আন্ডারওয়াটার স্যালভেজ-এ অভিজ্ঞ। দু'জন থাকবেন লেফটেন্যান্ট বার্ন-এর লোক, বোমা বা বিস্ফোরক অকেজো করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের। বাকি দু'জন থাকবেন পুলিসের লোক, রেসকিউ ডাইভার ও মেডিকেল ব্যাকআপ হিসেবে।'

সঙ্গত প্রস্তাব, কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। লেফটেন্যান্ট বার্ন ইতস্তত না করে রাজি হয়ে গেল। পুলিসদের একজন অফিসার জানতে চাইল, 'কে আগে নামবে?'

'আমি,' ইতস্তত না করে বলল রানা।

উপস্থিত সবাই শ্রদ্ধা মেশানো নতুন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

এয়ার ট্যাঙ্কের সাথে জোড়া লাগানো মাইক্রোইলেকট্রনিক কমপিউটরে সময় বেঁধে নিল রানা, তারপর শেষ বারের মত চেক করল রেগুলেটর ও বয়অ্যানসি কমপেনসেটর। কৃষক মার্ক রয়টারের খেত থেকে মই বেয়ে নিচে নামার পর এবার নিয়ে চারবার কালো পানির দিকে তাকাল ও। না, পানিতে নামতে ভয় পাচ্ছে না। ভাবছে, অর্ধেক দুনিয়া পাড়ি দিয়ে এসে, এত ঝুঁকি নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন লাভ হবে কিনা। আঠারো হাজার শিল্পকর্ম, তার মধ্যে মাসাকি শিমজুর আঁকা আজিমা দ্বীপ সত্যি কি আছে?

'আপনার কি মনে হয়, পানির তলায় কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেডি নোলান।

'ধাঁধার অর্ধেক সমাধান করতে পেরেছি বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'কিন্তু লাইন কাটছে কিভাবে? এটা একটা রহস্যই বটে।'

'আত্মহত্যা যখন করতেই হবে, দেরি কিসের?' জানতে চাইল ববি।

লেফটেন্যান্ট বার্নের দিকে তাকাল রানা। 'রেডি, জেন্টেলমেন? সবাই যে যার সামনের লোকের দু'মিটারের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করবেন, প্লীজ। আমার টীম আপনাদের সাথে আকুসটিকস স্পীকারের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবে।'

রানার বক্তব্য জার্মান ভাষায় অনুবাদ করল লেফটেন্যান্ট, তারপর সামরিক কায়দায় স্যালুট করল রানাকে, বলল, 'আফটার ইউ, স্যার।'

'আমি মাঝখানে থাকব,' বলল রানা। 'মি. নোলান দু'মিটার পিছনে, আমার বাম দিকে। ববি, আমার ডান দিকে। পাঁচিল থেকে অস্বাভাবিক কোন মেকানিজম বেরিয়ে আছে কিনা, নজর রাখবে।'

ডাইভ লাইট অন করল রানা, সেফটি লাইন ঠিকমত আটকানো আছে কিনা দেখে নিল টান দিয়ে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

ঠাণ্ডা পানি। কমপিউটরের ডিজিটাল রিডআউট-এ তাকাল রানা। পানির তাপমাত্রা ১৪ সেলসিয়াস বা ৫৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কংক্রিটের মেঝেতে কাদা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। সতর্ক থাকল রানা, জমে থাকা কাদায় যেন ফিনের বাড়ি না লাগে। পানি ঘোলা হয়ে গেলে পিছনের লোকজন সামনের দৃশ্য দেখতে পাবে না।

ডাইভ লাইট ওপর দিকে তাক করল রানা, বাংকারের সিলিঙের দিকে তাকাল। নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা, ক্রমশ পুরোপুরি ডুবে গেছে, সরু হতে হতে পরিণত হয়েছে একটা টানেলে। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ঘোলা হয়ে গেল পানি, তিন মিটারের ওদিকে দৃষ্টি চলে না। দাঁড়াল রানা, সঙ্গীদের আরও কাছাকাছি থাকতে বলল। তারপর আবার এগোল।

আরও বিশ মিটার এগিয়ে আবার থামল রানা, শরীর মুচড়ে ফ্রেডি নোলান আর ববির খোঁজে পিছন দিকে তাকাল। ম্লান আভার মত দেখা গেল ওদের লাইট। কমপিউটর চেক করল ও। প্রেশার রিডআউট-এ দেখা গেল মাত্র ছ'মিটার গভীরে রয়েছে ও।

আরও খানিক এগোবার পর আন্ডারওয়াটার টানেল সরু হতে শুরু করল, একই সাথে উঁচু হয়ে যাচ্ছে মেঝেটা। সাবধানে এগোল রানা, ঘোলা পানিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় টান পড়ছে চোখের চারপাশের পেশীতে। খালি হাতটা মাথার ওপর লম্বা করল, পানির ওপর উঠে যাওয়ায় বাতাস লাগল আঙুলে। চিৎ হলো ও, আলোটা তাক করল ওপর দিকে। পাতালের আজব এক প্রাণীর মত পানির ওপর ছোট একটা চেম্বারে উঠে এল মাস্ক ও রেগুলেটার সহ রাবার হেলমেট পরা রানার মাথাটা। ফিন পরা পা দুটো হালকাভাবে নাড়ল রানা, মৃদু ধাক্কা খেল কংক্রিটের একটা সিঁড়িতে। হামাগুড়ি দিয়ে সমতল একটা মেঝেতে উঠে এল।

যা দেখবে বলে ভয় করেছিল, অন্তত এখুনি সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। জার্মান নেভি টীমের লাশগুলো কোথাও নেই। কংক্রিটের মেঝেতে শ্যাওলা জমেছে, শ্যাওলার ওপর তাদের ফিনের দাগ দেখা গেল। কিন্তু লোকগুলোর কোন চিহ্ন নেই।

চেম্বারের দেয়ালগুলো সাবধানে পরীক্ষা করল রানা। বিপজ্জনক কিছু

পেল না। দূর প্রান্তে, ডাইভ লাইটের আলোয় দেখা গেল একটা মরচে রঙা ধাতব দরজা। ফিন পরে থাকায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে। দরজার গায়ে হেলান দিল। কজাগুলো সহজেই সচল হলো, ভেতর দিকে খুলে যাচ্ছে কবাট দুটো। কাঁধ সরিয়ে নিতেই আবার দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল, স্প্রীঙের চাপে।

'হ্যালো, কি পেলাম এখানে আমরা?' আকুসটিকস স্পীকার থেকে ফ্রেডি নোলানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দরজার ওদিকে কি আছে বলতে পারলে তিন দিনের বেতন পুরস্কার পাবেন,' বলল ববি।

পায়ের ফিন খুলে দরজাটা আবার খানিকটা খুলল রানা, নিচের চৌকাঠ পরীক্ষা করল। ধাতব চৌকাঠ ধারাল ছুরির মত, মরচে ধরে গেছে। 'ফোন আর সেফটি লাইন কেন ছিঁড়েছে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।'

মাথা ঝাঁকাল ববি। 'ডাইভাররা ভেতরে ঢোকার পর স্প্রীঙের টানে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় দরজা, ধারাল চৌকাঠ ও কবাটের মধ্যে পড়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রানার দিকে তাকালেন ফ্রেডি নোলান। 'আপনি তখন বলছিলেন, ধাঁধার অর্ধেক সমাধান করে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, বলছিল। জবাব দাও, সবজান্তা। নেভির ডাইভাররা মরল কিভাবে? নাকি তারা মরেনি?'

'গ্যাস,' বলল রানা। 'পয়জন গ্যাস, দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হয় ওরা।'

পানি থেকে উঠে এল টীমের বাকি সদস্যরাও।

'মি. নোলান,' বলল রানা, 'আপনার কাজ, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। শুধু আমি আর ববি ঢুকব। যাই ঘটুক, লক্ষ রাখবেন সবাই যেন শুধু ট্যাংকের বাতাসে শ্বাস নেয়। কোন অবস্থাতেই রেগুলেটর খোলা চলবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলেন ফ্রেডি নোলান।

রানার মত ববিও তার পায়ের ফিন খুলে ফেলল। কোন কথা হলো না। দরজাটা ঠেলে অর্ধেকটার মত খুলল রানা, এমন হালকা পায়ে ভেতরে ঢুকল যেন রশির ওপর দিয়ে হাঁটছে। চেম্বারের বাতাস শুকনো, হিউমিডিটি নেই বললেই চলে। ভেতরে ঢুকে থামল রানা, আলো ফেলল চারদিকে, সাবধানে খুঁজছে কিছু। সরু তার থাকতে পারে, পায়ে বাধলে হোঁচট খেতে হবে। থাকতে পারে কেবল, চলে গেছে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেটরে বা পয়জন গ্যাস কন্টেইনারে। ওর প্রায় পায়ের সামনেই পড়ে রয়েছে ধূসর রঙের একটা সরু ফিশ লাইন, ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গেছে। অস্পষ্ট আলোয় কোন রকমে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এক প্রস্থ লাইনকে অনুসরণ করল আলোটা, থামল একটা ক্যানিস্টার-এ। ওটার গায়ে লেখা রয়েছে ফসজীন। ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল রানা। ফসজীন বিপজ্জনক, তবে শুধু ফুসফুসে প্রবেশ করলে।

'তোমার কথাই ঠিক,' বলল ববি। 'গ্যাসই।'

'আমাদের মত সাবধান হলে নেভির লোকগুলো মরত না।'

আরও চারটে পয়জন গ্যাস বুবি ট্র্যাপ পেল রানা, দুটো ক্যানিস্টারের মুখ খোলা। ঠিকমতই কাজ করেছে গ্যাস। কয়েক ফুট ব্যবধানে পড়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো নেভি ডাইভারদের লাশগুলো। সবাই তারা যার যার এয়ার ট্যাংক ও ব্রিদিং রেগুলেটর খুলে ফেলেছিল। কারও পালস দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, মুখের নীলচে রঙ আর দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখই বলে দিচ্ছে মারা গেছে তারা।

লম্বা একটা গ্যালারিতে আলো ফেলল রানা, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। ওর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী, মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করে তাকিয়ে আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শ্বাসরুদ্ধকর। তুলনাহীন সৌন্দর্যের আধার ওই মুখ, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে।

মেয়েটি একা নয়। তার পাশে ও পিছনে আরও কয়েকটি নারীদেহ দেখা গেল, তাদের নিষ্পলক দৃষ্টি যেন সরাসরি রানার ওপরই নিবদ্ধ। সবাই ওরা নগ্ন, আবরণ বলতে শুধু প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বেণী করা চুল।

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,' ঘোষণা করল ববি। 'সুন্দরীদের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

'উত্তেজিত হয়ো না,' সাবধান করল রানা। 'রঙ করা মূর্তি ওগুলো।' প্রমাণ-আকৃতির নারীমূর্তিগুলোর মাঝখানে হাঁটাহাঁটি করছে ও। তারপর মাথার ওপর ডাইভ আলোটা তাক করল। সোনার চকচকে একটা সাগর দেখতে পেল ও। গিলটি করা ছবির ফ্রেম ওগুলো। যতদূর আলো পৌঁচেছে, তারপর আরও অনেক দূর পর্যন্ত, সারির পর সারি শুধু র‍্যাক আর র‍্যাক, প্রতিটি র‍্যাকে অসংখ্য দামী পেইন্টিং, মূর্তি, ভাস্কর্য শিল্প, ধর্মীয় নিদর্শন, দুষ্প্রাপ্য বই, প্রাচীন ফার্নিচার, অ্যার্কিওলজিক্যাল আন্টিকস ইত্যাদি।

'কে বলবে, এগুলোর মধ্যে আজিমা আছে কিনা?' বিড়বিড় করল রানা। 'খুঁজে বের করতে অন্তত কয়েক মাস লেগে যাবে।'

দক্ষতা জার্মানদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। চার ঘণ্টার মধ্যে ডিকনটামিনেশন এক্সপার্টরা পৌঁছে গেল, দূষিত বাতাস পাম্প করে ভরে ফেলল একটা কেমিক্যাল ট্যাংক ট্রাকে। সাফ-সুতরোর কাজ চলছে, লেফটেন্যান্ট বার্নের লোকজন ফসজীন রিলিজ মেকানিজম ডিঅ্যাকটিভেট করে ক্যানিস্টারগুলো ডিকনটামিনেশন ক্রুদের হাতে তুলে দিল। সবশেষে লাশগুলো তোলা হলো অ্যাম্বুলেন্সে।

পাতালের পানিও পাম্প করে কাছাকাছি একটা নদীতে ফেলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। শ্রমিকরা মাটি কাটছে, বাংকারে নামার আসল পথটা উন্মুক্ত করার জন্যে, যুদ্ধের পরপরই ওটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পুরো সময়টা কৃষক মার্ক রয়টারের বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটাল ববি। মিসেস রয়টার নুমার পুরো টীমটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে খাইয়ে দিল। বারো

ঘণ্টা পর টানেলে কোন পানি থাকল না। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হেনেরিক লুভেন, বিখ্যাত কয়েকজন রাজনীতিক, সরকারী কর্মকর্তার একটা দল, নামকরা শিল্পী ও শিল্প বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও টিভি ক্রুরা। মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ দিলেন, সব কিছু ভাল করে সার্ভে না হওয়া পর্যন্ত নিউজ মিডিয়াকে কোন তথ্য দেয়া যাবে না।

ধাতব দরজার কাছ থেকে শুরু, তারপর গ্যালারিটা লম্বা প্রায় এক কিলোমিটার। টানেলে পানি থাকলেও, দরজাটা ছিল এয়ার টাইট, গ্যালারির ভেতর জলীয় বাষ্প ঢোকেনি, ফলে প্রতিটি শিল্পকর্ম অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। জার্মান বিশেষজ্ঞরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা ল্যাবরেটরি ও একটা ওঅর্কশপ খাড়া করে ফেলল। রেকর্ড করার জন্যে ফেলা হলো আলাদা তাঁবু।

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করল রানা। 'বার্লিনের জাপানী দূতাবাস থেকে যে শিল্পকর্ম সরানো হয়েছিল, আমরা শুধু সেগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী,' তাঁকে জানাল ও।

'আপনার ধারণা ওগুলো এখানে আছে?'

'জাপানে পাঠানোর সময় ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন ফ্রেডি নোলান। রাশিয়ানরা শহরটাকে ঘিরে রেখেছিল। অ্যামব্যাসাডর বাড়িটায় তালা দিয়ে স্টাফদের নিয়ে কোনরকমে জান বাঁচিয়ে পালান সুইটজারল্যান্ডে। রেকর্ড বলছে, দূতাবাসের সমস্ত শিল্পকর্ম নাৎসীদের হাতে তুলে দেয়া হয় নিরাপদে সংরক্ষণ করার জন্যে। তারা সেগুলো একটা এয়ারফিল্ডে লুকিয়ে রাখে।'

'কিন্তু আমেরিকান সরকার জাপানী শিল্প সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন?' জানতে চাইলেন হেনেরিক লুভেন।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'এই কারণটা বলা যাবে না। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, জার্মান সরকারের কোন ক্ষতি আমরা করব না।'

'আমি জাপানীদের কথা ভাবছি। ওরা তাদের জিনিস ফেরত চাইবে।'

'আমরা কোন জিনিস নিচ্ছি না, শুধু কয়েকটার ফটো তুলব। তবে যদি দু'একটা খুব বেশি পছন্দ হয়ে যায়, আপনার কাছ থেকে চাইলে আপনি কি আর দেবেন না?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন হেনেরিক লুভেন। চ্যান্সেলর স্বয়ং নির্দেশ দেয়ায় নুমার দলটাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনিয়েছেন তিনি। আগেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু একটা খুঁজছে ওরা, সেটা পেলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইবে। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, বললেন, 'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে।'

নারীমূর্তিগুলোর পঞ্চাশ মিটার পিছনে জাপানী দূতাবাসের কনটেইনারগুলো পাওয়া গেল। বাক্সগুলো চিনতে পারা গেল সহজেই, জাপানী হরফ দেখে। 'কি লেখা রয়েছে?' ফ্রেডি নোলানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চার নম্বর বাক্স,' অনুবাদ করলেন ফ্রেডি নোলান। 'মহামান্য জাপান সম্রাটের সম্পত্তি।'

সাবধানে খোলা হলো বাক্সটা। ঢাকনি তোলার পর দেখা গেল ভাঁজ করা একটা পর্দা, কয়েকটা পাহাড়চূড়ার আশপাশ দিয়ে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। 'অবশ্যই দ্বীপ নয়,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

আরও দুটো বাক্স খোলা হলো। ভেতর থেকে অনেক পেইন্টিংই বেরল, কিন্তু কোনটাই ষোড়শ শতাব্দীর নয়, আরও প্রাচীন যুগের। বাকি বাক্সগুলোয় অন্যান্য শিল্পকর্ম রয়েছে, কোন পেইন্টিং নেই। অবশেষে বাকি থাকল শুধু একটা বাক্স, আকার দেখে মনে হলো ভেতরে কোন পেইন্টিং থাকলেও থাকতে পারে।

ফ্রেডি নোলানের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। কপালে চকচক করছে ঘাম। শেষ বাক্সটাও খুলল রানা। 'পানি দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও। 'সম্ভবত সাগরের দৃশ্য। আরে, সত্যি সত্যি একটা দ্বীপ দেখছি।'

'থ্যাঙ্ক গড। বের করুন, বের করুন!'

সাবধানে পেইন্টিংটা বের করা হলো। পকেট থেকে ছোট একটা ক্যাটালগ বের করলেন ফ্রেডি নোলান। মাসাকি শিমজুর শিল্পকর্মের কালার প্লেট রয়েছে ওটায়। ক্যাটালগের পাতা ওল্টাচ্ছেন তিনি। 'আমি এক্সপার্ট নই, তবে দেখে মনে হচ্ছে স্টাইলটা শিমজুরই।'

ছবিটা উল্টো করল রানা। 'এদিকে কি যেন লেখা রয়েছে।'

ঝুঁকে লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলেন ফ্রেডি নোলান। 'আজিমা আইল্যান্ড, বাই মাসুকি শিমজু।' উত্তেজনায়, উল্লাসে তাঁর গলা কেঁপে গেল। 'পেয়ে গেছি, ইয়ামাদার কমান্ড সেন্টারের হদিস পেয়ে গেছি। এখন শুধু স্যাটেলাইট ফটোর সাথে তীরের রেখাগুলো মেলাতে হবে।'

সাড়ে চারশো বছর আগে আঁকা আজিমা নামে দ্বীপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। দ্বীপটা কোনদিনই ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করবে না। সফেন সাগর থেকে খাড়া আকাশের দিকে উঠে এসেছে পাহাড়ের পাথুরে প্রাচীর। সৈকতের কোন চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, গাছপালাও নেই বললে চলে। গোটা দ্বীপটা গম্ভীরদর্শন, পরিত্যক্ত ও নির্জন। কারও চোখে ধরা না পড়ে আকাশ বা সাগর থেকে দ্বীপটায় পৌঁছুনোর কোন উপায় নেই। বলা যায়, প্রকৃতির তৈরি একটা দুর্গ। ঘাঁটি হিসেবে ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে জেনজো ইয়ামাদা।

'ওই পাথরের রাজ্যে ঢোকা অসম্ভব একটা ব্যাপার,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। 'কেউ চেষ্টা করলে স্রেফ মারা পড়বে।'

চেহারা থেকে উল্লাসের ভাবটুকু মুছে গেল, রানার দিকে ঝট করে তাকালেন ফ্রেডি নোলান। 'ও কথা মুখেও আনবেন না,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'এমনকি চিন্তাও করবেন না।'

মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের চোখের দিকে তাকাল রানা। 'কেন? ওখানে তো আর আমাদেরকে যেতে হচ্ছে না।'

'আপনার ভুল হচ্ছে,' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন ফ্রেডি নোলান। 'ইয়েলো ও গ্রীন বাটন অকেজো হয়ে যাবার পর মি. রবিন ট্যালবট আমাদেরকে ছাড়া আর কাদের পাঠাবেন? চিন্তা করে দেখুন।'

কথাটা ঠিক, ভাবল রানা। হঠাৎ করে রবিন ট্যালবটের উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদের তিনজনকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ না দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন তিনি, প্রয়োজনের সময় ইয়ামাদার নিউক্লিয়ার বম্ব ডিটোনেশন সেন্টারে পাঠাবেন বলে।

আট

ডেস্কের ওপর খোলা ফাইলটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর মুখ তুলে যখন তাকালেন, চেহারা সম্পূর্ণ ভাবশূন্য। 'আসলেই ওরা ওগুলো ফাটিয়ে দেবে? ব্যাপারটা কোন রকম ধোঁকা নয়?'

'না, ওরা ধোঁকা দিচ্ছে না,' রবিন ট্যালবট মাথা নাড়লেন।

'এ কল্পনার অতীত একটা ব্যাপার। কিন্তু কেন? এমন তো নয় যে আমাদের যুদ্ধজাহাজ ওদের দ্বীপগুলোকে ঘিরে রেখেছে!'

'কাল্পনিক আতঙ্ক থেকে এ এক ধরনের আত্মরক্ষার চেষ্টা,' ডান কপারফিল্ড বললেন। 'চীন ও রাশিয়ায় গণতন্ত্র আসতে যাচ্ছে, পুব ইউরোপের দেশগুলো স্বাধীনতা পাচ্ছে, কালোদের দাবি মেনে নেয়া হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, শান্তি আসছে মধ্যপ্রাচ্যে, কাজেই দুনিয়ার দৃষ্টি এখন শিল্প সমৃদ্ধ জাপানের ওপর। ওদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য নীতিই সবার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ওদের আচরণে অনেকেই অসন্তুষ্ট, অনেকেরই চোখ টাটাচ্ছে। আবার এ-ও সত্যি, একের পর এক যতই মার্কেট দখল করছে জাপানীরা, ততই গোঁয়ার হয়ে উঠছে।'

'ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওরা কোন নীতি মেনে চলে না,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'লাভটাই আসল কথা। এ-কথা শুধু জাপানীদের বেলায় সত্যি নয়, আমেরিকান ব্যবসায়ীদের বেলায়ও সত্যি। তবে জাপানীদের কাছে আমেরিকানরা মার খাচ্ছে, ওদের মত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারছে না। জাপানীদের সঙ্গে কেউই পারছে না। ফলে সবাই মিলে জাপানী পণ্য বর্জন করার জন্যে চাপ দিচ্ছে সরকারগুলোকে। ট্রেড এমবারগো আরোপ করার জন্যে কংগ্রেস সুপারিশ করতে যাচ্ছে, প্রস্তাব তোলা হবে জাপানী করপোরেশনগুলো জাতীয়করণ করার। টোকিও আপোসে রাজি হবে বলে মনে হয়, কিন্তু জেনজো ইয়ামাদা ও জাপানের বেশিরভাগ শিল্পপতি পাল্টা আঘাত হানতে চাইবে।'

'কিন্তু তাই বলে নিউক্লিয়ার থ্রেট…।'

'ওরা আসলে সময় পাবার জন্যে খেলছে,' ব্যাখ্যা করলেন রবিন ট্যালবট। 'ওদের মূল প্ল্যানটা বিশাল, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলাটা সেই প্ল্যানের অংশবিশেষ। জাপানের সবগুলো দ্বীপের ডাঙা বা মাটি এক করলে আকারে সেটা আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার সমান হবে, তা-ও

বেশিরভাগটা পাহাড়ী এলাকা। ওইটুকু জায়গায় বাস করে সাড়ে বারো কোটি মানুষ। ওদের আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের সুশিক্ষিত লোকজনকে অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে কলোনি গড়ে তোলা, যারা জাপানের প্রতি অনুগত থাকবে। ব্রাজিলের দিকে তাকান, এরইমধ্যে একাধিক কলোনি তৈরি করেছে তারা। তাকান ক্যালিফোর্নিয়া ও হাওয়াই-এর দিকে, একই অবস্থা। অস্তিত্ব রক্ষাটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় জাপানীরা, আর ওদের বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যতের প্ল্যান করে কয়েক দশক আগে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে গোটা দুনিয়ায় নিজেদের একটা সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে ওরা, যে সমাজ শুধু জাপানী শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা করবে। বেশিরভাগ জাপানী যেটা বোঝে না তা হলো, দুনিয়াজোড়া সেই জাপানী সমাজের অধিপতি হতে চায় ইয়ামাদা।'

খোলা ফাইলের ওপর আবার একবার চোখ বুলালেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্যান্য দেশে অ্যাটম বোমা পাঠিয়ে তা কি সম্ভব? জাপানীরা বোকা নাকি!'

'জাপানের সরকার বা সাধারণ জাপানীদের দোষ দিতে পারি না,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'আমি প্রায় নিশ্চিত, ওদের প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। অসৎ ও উচ্চাভিলাষী শিল্পপতি, বিবেকবর্জিত ফাইন্যান্সার আর আন্ডারওয়ার্ল্ডের লীডাররা যে গোপনে অ্যাটম বোমা বানিয়ে ফেলেছে, এ-খবর তাঁর জানা নেই।'

'তাহলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে মীটিঙে বসতে হয় আমাকে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা কি জানতে পেরেছি, তাঁকে বলি।'

মাথা নাড়লেন রবিন ট্যালবট। 'এখনি সে-ধরনের কোন পরামর্শ আমি দেব না, স্যার। তার আগে এদো প্রজেক্টটা ধ্বংস করতে চাই আমরা।'

'শেষবার যখন কথা হলো, ওদের কমান্ড সেন্টারের লোকেশন আমরা জানতাম না।'

'নতুন তথ্য পেয়েছি আমরা, কমান্ড সেন্টারের অস্তিত্ব খুঁজে নেব।'

'জানা গেছে, ডিটোনেশনের জন্যে গাড়ি-বোমাগুলো কোথায় পাঠানো হবে?'

'ইয়েস, স্যার,' জবাব দিলেন ডান কপারফিল্ড। 'আমাদের একটা টীম গাড়ির একটা চালান অনুসরণ করে জানতে পেরেছে।'

'নিশ্চয়ই ওগুলো জনবহুল এলাকায় পাঠানো হবে?'

'জ্বী-না, স্যার। পাঠানো হবে এমন সব জায়গায়, বিস্ফোরণে যাতে খুব কম লোক মারা যায়।'

'মানে?'

'যুক্তরাষ্ট্রে ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর,' ব্যাখ্যা করলেন কপারফিল্ড, 'এমন সব এলাকায় ফাটানো হবে ওগুলো, যেখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। ফাটানো হবে সবগুলো প্রায় একসাথে। ফলে মাটিতে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস সেট অফ করবে, যেটা উঠে যাবে অ্যাটমসফেয়ার-এ। এতে সৃষ্টি হবে ছাতা-আকৃতির চেইন রিয়্যাকশন, ফলে

দুনিয়া জোড়া স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম অচল হয়ে পড়বে।'

'সমস্ত রেডিও, টেলিভিশন ও ফোন নেটওঅর্ক স্রেফ অস্তিত্ব হারাবে,' যোগ করলেন রবিন ট্যালবট। 'ফেডারেল ও লোকাল গভর্নমেন্ট, মিলিটারি কমান্ড, পুলিস ডিপার্টমেন্ট, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, অ্যাম্বুলেন্স, পরিবহন, সবই অচল হয়ে পড়বে, কারণ কানে কিছু না শুনতে পেলে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'যোগাযোগবিহীন বিশ্ব,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কল্পনা করা যায় না।'

'পরিস্থিতি আরও খারাপ, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'আপনি জানেন, স্যার, কমপিউটর ডিস্কের সামনে একটা ম্যাগনেট ধরলে কি হয়?'

'সব মুছে যায়।'

মাথা ঝাকালেন ডান কপারফিল্ড। 'পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস সৃষ্টি হবে সেটাও তাই করবে। প্রতিটি বিস্ফোরণের চারদিকে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত প্রতিটি কমপিউটরের মেমোরি সম্পূর্ণ মুছে যাবে।'

চোখে অবিশ্বাস, ডান কপারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। 'মাই গড!'

'জ্বী, স্যার, গোটা দেশ অচল হয়ে যাবে। কমপিউটর ব্যবহার করছে এমন প্রতিটি ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সুপারমার্কেট, ডিপার্টমেন্ট স্টোর—তালিকাটা অসম্ভব লম্বা—সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'প্রতিটি ডিস্ক, প্রতিটি টেপ?'

'সমস্ত বাড়ি ও অফিসে,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'আধুনিক মোটরগাড়িতে কমপিউটর ব্যবহার করা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রেনে ও প্লেনে। বিশেষ করে প্লেনগুলো হঠাৎ বিপদে পড়তে পারে। ক্রুরা ম্যানুয়াল কমান্ড গ্রহণ করার আগেই মাটিতে খসে পড়বে। অচল হয়ে পড়বে মাইক্রোওয়েভ আভেন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার, যে-কোন সিকিউরিটি সিস্টেম। আমরা কমপিউটর চিপস-এ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, কিন্তু কখনও ভেবে দেখিনি যে ওগুলো কি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।'

হাতের কলমটা ডেস্কের ওপর বার কয়েক ঠুকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর বললেন, 'সেক্ষেত্রে সিরিয়াস না হয়ে উপায় নেই আমার। ওদের পারমাণবিক অস্ত্রের গুদাম ও কমান্ড সেন্টারে আঘাত হানব আমরা—নিউক্লিয়ার, ইফ নেসেসারি।'

'আমি আগেই বলেছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' শান্তকণ্ঠে বললেন রবিন ট্যালবট, 'সে পরামর্শ আপনাকে আমি দেব না। তবে যদি দেখি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন অবশ্য আলাদা কথা।'

প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, কি করে বুঝব?'

'আরও এক হপ্তা ইয়ামাদার কমান্ড সেন্টার কাজ শুরু করতে পারবে না।

আমাদের একটা পেনিট্রেশন প্ল্যান রয়েছে, ভেতরে ঢুকে সব গুঁড়িয়ে দেয়া সম্ভব। অপারেশনটা সফল হলে, আন্তর্জাতিক নিন্দা এড়াতে পারব আমরা। জাপানে আমরা একবার অ্যাটম বোমা ফেলেছি, দুনিয়ার লোক সে-কথা আজও ভুলতে পারেনি। যে কারণেই হোক, আবার যদি ফেলি, মানুষ কি ভাববে সহজেই তা অনুমান করা যায়। তাছাড়া, জাপান এখন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, ভুলে গেলে চলবে না।'

আরও ত্রিশ মিনিট আলোচনার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'চারদিন। আপনাদের আমি ছিয়ানব্বই ঘন্টা সময় দিলাম।'

দু'জনের মুখেই গম্ভীর হাসি, ডান কপারফিল্ড ও রবিন ট্যালবট পরস্পরের দিকে তাকালেন। ওঁরা ওভাল অফিসে আসার আগেই ইয়ামাদার ওপর হামলার পরিকল্পনা করে এসেছেন। শুধু একটা ফোন করলেই অপারেশনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

সেনেকা মেরিল্যান্ড। ভোর চারটে, গভর্নমেন্ট রিজার্ভেশন-এর কাছে ছোট একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ, দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত। ভোরের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে একটা জেট ট্র্যান্সপোর্টার প্লেন এসে নামল। তিন মিনিটের মধ্যে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে বেরিয়ে এল দু'জন আরোহী, প্রত্যেকের হাতে একটা করে সুটকেস। রানওয়ের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে এল তারা। ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রানা ও ববির সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

'কংগ্রাচুলেশন্স,' বললেন তিনি। 'অত্যন্ত সফল একটা অপারেশনের জন্যে।'

'রেজাল্ট কি এখনও তা আমরা জানি না,' বলল রানা। 'ফ্রেডি নোলান পেইন্টিং-এর যে ছবি ট্র্যান্সমিট করে পাঠালেন, তার সাথে কোন দ্বীপের মিল পাওয়া গেছে?'

'যায়নি মানে! দ্বীপটাকে আজিমা বলত স্থানীয় জেলেরা, অনেক কাল আগে। কিন্তু চার্টে ওটা আছে সোসেকি আইল্যান্ড হিসেবে। আজিমা নামটা লোকে ভুলেই গেছে।'

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইল ববি। অ্যাডমিরালের পিছু পিছু হেঁটে এসে একটা স্টেশন ওয়াগনে উঠল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল রানা, ওর পাশে অ্যাডমিরাল। ববি বসল ব্যাকসীটে।

'এদো সিটির পুব দিকে, তীর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে।'

হঠাৎ রানার চেহারায় উদ্বেগের ছায়া পড়ল। 'লরেলির কোন খবর, অ্যাডমিরাল?'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আমরা শুধু জানি মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটন বেঁচে আছেন, ওঁদেরকে গোপন একটা আস্তানায় আটকে রাখা হয়েছে।'

'উদ্ধার করার কোন চেষ্টা হচ্ছে না?' বাঁক নিয়ে ওয়াশিংটনের রাস্তাটি

ধরল রানা।

'গাড়ি-বোমার হুমকি যতক্ষণ থাকবে, প্রেসিডেন্টের হাত বাঁধা।'

'ঘুমাব,' মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল ববি, আসলে প্রসঙ্গ বদলে রানাকে শান্ত করতে চাইছে সে। 'আমার সাঙ্ঘাতিক ঘুম পেয়েছে।'

'ফ্রেডি নোলান জার্মানীতে রয়ে গেলেন কেন?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'জাপানী দূতাবাসের পেইন্টিংগুলো টোকিওতে পৌঁছে দেবেন উনি,' বলল রানা। 'ডান কপারফিল্ড ফোনে তাঁকে সে নির্দেশই দিয়েছেন।'

মুচকি হাসলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'জার্মানদের তাই বোঝানো হয়েছে। আসলে ফ্রেডি নোলান ওগুলো ওয়াশিংটনে নিয়ে আসছেন। সময় ও সুযোগ মত প্রেসিডেন্ট ওগুলো শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে জাপানীদের উপহার দেবেন।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা,' জানতে চাইল রানা।

চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল, কি যেন ভাবছেন। রানার মনে হলো, শুনতে না পাবার ভান করছেন ভদ্রলোক। প্রশ্নটা আবার করল ও। 'কোথায় যাচ্ছ? শুনে খুশি হবে বলে মনে হয় না। আবার প্লেনে চড়তে হবে তোমাদের।'

'মানে? কোথায়?'

'প্রথমে লস এঞ্জেলসে। তারপর প্যাসিফিকে।'

'লস এঞ্জেলসে কেন? প্যাসিফিকের ঠিক কোথায়?'

'লস এঞ্জেলসে সিলভিয়া ফক্স তোমার পার্টনার। তারপর পালাউ-এ যাচ্ছ। ডেভিড বুনের সাথে দেখা করতে।'

'কখন প্লেনে চড়ব আমরা?'

হাতঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর তোমাদের ফ্লাইট। ডালেস থেকে একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনের প্লেনে...।'

'তাহলে তো ওখানেই ল্যান্ড করলে পারতাম আমরা,' বলল রানা। 'গাড়িতে উঠতে হত না।'

'সিকিউরিটির কথা ভেবে এই ব্যবস্থা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ডান কপারফিল্ড চাইছেন আর সব সাধারণ প্যাসেঞ্জারের মত টিকেট কেটে প্লেনে চড়ো তোমরা।'

'কিন্তু আমাদের কাপড়চোপড় দরকার...।'

'এয়ারপোর্টে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে দুটো সুটকেস।'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা। বেল্টওয়েতে উঠে আসার পর থেকে একজোড়া হেডলাইট অনুসরণ করছে ওদেরকে। শেষ কয়েক কিলোমিটার একই দূরত্ব বজায় রাখছে আলো দুটো। গতি সামান্য বাড়াল ও। পিছিয়ে পড়ল জোড়া হেডলাইট, তারপর আবার এগিয়ে এল।

'কি ব্যাপার, রানা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'ফেউ।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ববি। 'একাধিক গাড়ি। তিনটে ভ্যানের একটা কনভয় দেখতে পাচ্ছি আমি।'

রানা চিন্তিত, তাকিয়ে আছে মিররে। 'যারাই পিছনে লাগুক, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। গোটা একটা প্লাটুন পাঠিয়েছে।'

ছোঁ দিয়ে কার ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, লাইনটা নিরাপদ। সঙ্কেতের ধার ধারলেন না, রিসিভারে বললেন, 'দিস ইজ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। আমরা বেল্টওয়েতে রয়েছি, যাচ্ছি দক্ষিণে, মর্নিং সাইড-এর দিকে। আমাদের পিছনে ফেউ লেগেছে...।'

'বলুন ধাওয়া করছে,' বাধা দিল রানা। 'দ্রুত কাছে চলে আসছে ওরা।'

অকস্মাৎ এক পশলা বুলেট এসে লাগল গাড়ির ছাদে। 'কারেকশন,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল ববি মুরল্যান্ড। 'ধাওয়ার বদলে বলুন হামলা।'

সীট থেকে মেঝেতে নেমে গেলেন অ্যাডমিরাল, দ্রুত কথা বলছেন মাউথপীসে। অ্যাকসিলারেটরে পা চেপে ধরেছে রানা। বেল্টওয়ে ধরে ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে ছুটল স্টেশন ওয়াগন।

'ডিউটিতে রয়েছে একজন এজেন্ট,' অ্যাডমিরাল জানালেন। 'হাইওয়ে পেট্রলকে মেসেজ পাঠাচ্ছে সে।'

'তাড়াতাড়ি করতে বলুন,' আবেদন জানাল রানা, শত্রুপক্ষের লক্ষ্য ব্যর্থ করার জন্যে হাইওয়ের তিনটে লেনের একটা থেকে আরেকটায় চলে যাচ্ছে দ্রুত।

আরও এক পশলা গুলি হলো। সীটগুলোর মাঝখানে আগেই বসে পড়েছে ববি। পিছনের জানালার কাঁচ ভেঙে গেল, বুলেটগুলো ছুটল তার মাথার ওপর দিয়ে, ভেঙে ফেলল সামনের উইন্ডস্ক্রীনের অর্ধেকটা। 'এটাকে ঠিক ফেয়ার প্লে বলা যায় না। ওদের কাছে অস্ত্র আছে, আমাদের কাছে নেই,' ববির সুরে অভিযোগ।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'বসে না থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে চিঠি লেখো।'

'সামনে বাঁক,' সতর্ক করলেন অ্যাডমিরাল।

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা। ভ্যানগুলো অ্যাম্বুলেন্সের মত রঙ করা। লাল ও নীল আলোও জ্বলছে-নিভছে। তবে সাইরেন বাজছে না। কালো পোশাক পরা লোকগুলোকে দেখতে পেল ও, জানালা দিয়ে অটোমেটিক উইপন বের করে রেখেছে। প্রতিটি ভ্যানে সম্ভবত চারজন করে লোক। সব মিলিয়ে বারো জন।

সামনের বাঁকটা এখনও দুশো মিটার দূরে। ওখানে পৌঁছুনোর আগেই কিছু একটা করা দরকার, কারণ পরবর্তী বুলেটের ঝাঁকগুলো রাস্তা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে ওদেরকে। শত্রুপক্ষকে কিছু বুঝতে না দিয়ে অকস্মাৎ দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, দুটো রাস্তা পেরিয়ে উঠে এল ঘাস মোড়া কিনারায়। সময়ের হিসেবটা নিখুঁত হয়েছে। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল, কিন্তু একটাও

ল্যাগল না। রাস্তার কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে নেমে এল স্টেশন ওয়াগন, অগভীর একটা গর্তে পড়ল ওরা, গর্তের ভেতর আধ মিটার পানি। দু'তিনবার পিছলে গেল চাকা, তারপর গর্তের আরেক প্রান্ত দিয়ে উঠে এল বেল্টওয়ের সমান্তরাল অপর একটা রোডে।

ঘটনা দ্রুত মোড় নেয়ায় শত্রুপক্ষ হতভম্ব হয়ে পড়ল, গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো তারা, ফলে সময় নষ্ট হলো। আবার এক হয়ে ধাওয়া শুরু করল তারা, তবে ইতিমধ্যে দশ-বারো সেকেন্ড এগিয়ে গেছে রানা।

লম্বা একটা এভিনিউ পেরিয়ে এসে আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ল স্টেশন ওয়াগন। তীক্ষ্ণ কয়েকটা বাঁক ঘুরল রানা, ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে আঘাত করছে মুখে। দু'বার বাম দিকে, তারপর ডান দিকে ঘুরল ও। আবাসিক এলাকা, কাজেই ভ্যান থেকে গুলি হচ্ছে না। আবার বাঁক নেয়ার সময় পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল, ভ্যানগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁক ঘুরেই হেডলাইট অফ করে দিল ও, গাড়ি চালাচ্ছে অন্ধকারে। জানা সমস্ত কৌশল কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। মাঝেমধ্যে ব্যবধান বাড়ছে মাত্র, কিন্তু খসাতে পারছে না।

আরেকটা বাঁক ঘুরে শহরের প্রধান এভিনিউয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছে রানা। দ্রুত পিছিয়ে গেল একটা গ্যাস স্টেশন, থিয়েটার, কয়েকটা মুদি দোকান। 'হার্ডওয়্যার স্টোর খুঁজছি আমরা, দেখতে পেলে বলবেন,' বাতাস আর টায়ারের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর।

'কি খুঁজছি?' অ্যাডমিরালের গলায় অবিশ্বাস।

'হার্ডওয়্যারের দোকান। এটা শহর, না থেকে পারে না।'

'মেলভিন পার্কার'স হার্ডওয়্যার এমপোরিয়াম,' ঘোষণা করল ববি। 'বেল্টওয়ে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার সময় সাইনবোর্ডটা দেখেছি আমি।'

'যে প্ল্যানই করে থাকো,' থমথমে গলায় বললেন অ্যাডমিরাল, 'জলদি ম্যানেজ করো। গ্যাস গজের লাল আলো জ্বলতে দেখলাম এইমাত্র।'

ড্যাশ ইন্সট্রুমেন্টের দিকে তাকাল রানা। 'এমটি' লেখা ঘরে কাঁপছে কাঁটা। 'তারমানে ফুয়েল ট্যাঙ্ক সেলাই করেছে ওরা।'

'রাস্তার ডান দিকে পার্কার'স এমপোরিয়াম এগিয়ে আসছে,' বলল ববি, খোলা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে হাত লম্বা করে দেখাল।

'আপনার কাছে টর্চ আছে?' অ্যাডমিরালকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'গ্লাভ কমপার্টমেন্ট।'

'বের করুন।'

ভিউ মিররে তাকাল রানা। দুই ব্লক পিছনে বাঁক ঘুরছে প্রথম ভ্যানটা। রাস্তার বাম দিকে নর্দমার ঢাকনির ওপর গাড়ি তুলল ও, তারপর বন বন করে ডান দিকে হুইল ঘোরাল।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

কর্কশ আওয়াজ বেরুল ববির গলা থেকে, 'ওহ্, নো!'

একপাশে কাত হলো স্টেশন ওয়াগন, পরমুহূর্তে ফুটপাথের ওপর দিয়ে

ছুটল, প্লেট গ্লাস ভেঙে ঢুকে পড়ল হার্ডওয়্যার স্টোরে। প্রথমে বিধ্বস্ত হলো সামনের কাউন্টার, দেরাজ থেকে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল খুচরো পয়সা আর টাকা। দাঁতাল রেঁদা ভর্তি একটা র‍্যাক ধরাশায়ী হলো। একটা প্যাসেজে ঢুকে পড়ল গাড়ি, দু'পাশের র‍্যাক থেকে বুলেটের মত ছুটল নাট-বল্টু, পেরেক, স্ক্রু আর গজাল।

পাগল রানা থামছে না, ভাবলেন অ্যাডমিরাল। এক প্যাসেজ থেকে আরেক প্যাসেজে চলে এল ও, কি যেন খুঁজছে। একটা তার ছিঁড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ শব্দে বেজে উঠল সিকিউরিটি অ্যালার্ম।

সামনে একটা ডিসপ্লে কেস দেখে ব্রেক করল রানা, পরমুহূর্তে সামনের কাঁচ চুরমার হয়ে গেল। গাড়ির একটা মাত্র হেডলাইট মিটমিট করে জ্বলছে, তার আলোয় দেখা গেল বিধ্বস্ত ডিসপ্লেতে বিশ কি ত্রিশটা হ্যান্ডগান ছড়িয়ে রয়েছে, পাশের বড় একটা কেবিনেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি রাইফেল ও শটগান।

'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'যে যার অস্ত্র বেছে নিন,' অ্যালার্মের কর্কশ আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার, লাথি মেরে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না অ্যাডমিরালকে, বগলে টর্চ গুঁজে অ্যামুনিশন কেবিনেট হাতড়াতে শুরু করলেন। 'তোমাদের কি পছন্দ বলছ না যে?' রানার মত তিনিও চিৎকার করলেন।

ছোঁ দিয়ে এক জোড়া কোল্ট কমব্যাট কমান্ডার অটোমেটিক পিস্তল তুলে নিল রানা। 'ফরটি-ফাইভ অটোমেটিক!' ক্লিপ ইজেক্ট করল ও।

সঠিক ক্যালিবার খুঁজে পেতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন অ্যাডমিরাল। রানার দিকে দুটো বাক্স ঠেলে দিলেন তিনি। 'উইনচেস্টার সিলভার টিপস।' ঘুরলেন ববির দিকে। 'তোমার কি দরকার?'

তিনটে রেমিংটন-১১০০ শটগান নামিয়েছে ববি র‍্যাক থেকে। 'টুয়েলভ গজ, ডাবল-অটো লোড।'

'সরি,' কঠিন সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'অল্প সময়ের নোটিসে আমি শুধু নাম্বার-ফোর ম্যাগনাম বাকশট ম্যানেজ করতে পেরেছি।' শটগান কেসিঙের কয়েকটা বাক্স ঠেলে দিলেন ববির দিকে। নিচু হয়ে ছুটলেন তিনি, ঢুকে পড়লেন পেইন্ট সেকশনে।

'তাড়াতাড়ি করুন, টর্চটা নেভান,' তাঁকে সাবধান করল রানা, কোল্টের বাঁট দিয়ে অবশিষ্ট হেডলাইটটাও ভেঙে ফেলল।

ভ্যানগুলো কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে, দোকানের ভেতর থেকে লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। আততায়ীরা নিজেদের গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে ছড়িয়ে পড়ল। হার্ডওয়্যারের দোকানের দিকে ছুটে এল না, দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্টেশন ওয়াগনে গুলি চালিয়ে আরোহীদের ছাতু বানাবার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় রণকৌশল বদলাতে হবে ওদেরকে।

তাড়াহুড়ো করল না, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ওদের বুদ্ধি ঘোলা করে দিল। পালাবার সময় স্টেশন ওয়াগন থেকে কোন গুলি করা হয়নি, ওরা ধরে নিল প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র, কাজেই সিদ্ধান্ত নিল দোকানের দিকে একযোগে ছুটে এসে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে।

তবে ওদের টীম লীডার সতর্ক হবার মত বুদ্ধি রাখে। রাস্তার উল্টোদিকের একটা দোরগোড়া থেকে বিধ্বস্ত দোকানটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার আলো দোকানের ভেতর খুব কমই ঢুকেছে। স্টেশন ওয়াগনটা ছায়ার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। কর্কশ অ্যালার্ম বাজছে, ফলে অন্য কোন শব্দও শুনতে পেল না সে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখছে, এই সময় দোকানের ওপর কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্টের জানালা আলোকিত হয়ে উঠল। এখুনি কিছু একটা করার তাগাদা অনুভব করল সে। বাড়ি-ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যে-কোন মুহূর্তে পুলিস পৌঁছে যেতে পারে। আরও একটা ভুল করল সে, স্টেশন ওয়াগনের অন্তত দু'একজন লোক আহত হয়েছে ধরে নিয়ে। তার ধারণা হলো, মৃত্যুভয়ে দোকানের ভেতর লুকিয়েছে তারা। দোকানের পিছনে লোক পাঠানো দরকার, এই বুদ্ধিটা তার মাথায় এল না।

দোকানের ভেতর ঢুকে ওদেরকে মেরে ভ্যানে ফিরে আসবে, তিন মিনিটের মধ্যে। সাবধানের মার নেই, রাস্তার আলোগুলো গুলি করে নিভিয়ে দিল সে। বাঁশি বাজিয়ে নিজের লোকদের সঙ্কেত দিল প্রস্তুত হবার, দেখতে হবে সবার ৫·৫৬-মিলিমিটার, ৫১-রাউন্ড সওয়া অটোমেটিক রাইফেলের সিলেক্টর সুইচ যাতে 'সেফ' পজিশন থেকে সরানো থাকে। এরপর তিনবার বাঁশি বাজাল সে। শুরু হলো হামলা।

ভৌতিক ছায়ার মত নিঃশব্দে দোকানের ভেতর ঢুকল তারা, মিশে গেল অন্ধকারে। ভাঙা ডিসপ্লে উইন্ডো দিয়ে দু'জন করে ঢুকল, মোট ছ'জন। ভেতরে পা দিয়েই স্থির হয়ে গেল যে যার পজিশনে, সামনে লম্বা হয়ে আছে মাজল, একদিক থেকে আরেকদিকে দ্রুত ঘুরছে, অন্ধকার ভেদ করতে চাইছে নিষ্পলক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তারপর হঠাৎ জ্বলন্ত কাপড়ে জড়ানো রঙের একটা পাঁচ গ্যালন ক্যান উড়ে এসে পড়ল ওদের আর ফুটপাথের মাঝখানে, বিস্ফোরিত হলো নীল ও কমলা শিখা। একই সাথে রানা ও ববি গুলিবর্ষণ শুরু করল, আগুনের দিকে অ্যাড়মিরাল হ্যামিলটন ছুঁড়ে দিলেন আরেকটা রঙের ক্যান।

কোল্টটা দু'হাতে ধরে গুলি করছে রানা। তাক করছে, তবে সতর্কতার সাথে লক্ষস্থির করছে না। ওর গুলিতে জানালার ডান দিকে দাঁড়ানো তিনজন লোক ধরাশায়ী হলো, কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই। তাদের মধ্যে মাত্র একজনই ক্ষণস্থায়ী এক পশলা গুলি করার সময় পেল, বুলেটগুলো সারি সারি ক্যানগুলোকে ফুটো করে দিল, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল তরল রঙ।

ববির গুলি খেয়ে জানালা গলে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল এক লোক। বাকি দু'জন অন্ধকারে ছায়া মাত্র, তবু রেমিংটন খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে। তারপর ফেলে দিল সেটা, লোড করা দ্বিতীয় একটা তুলে নিয়ে বারবার গুলি করল, যতক্ষণ না পাল্টা গুলির শব্দ থামল।

দোকানের সামনে আগুন ও ধোঁয়া দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি করেছে, সেদিকে তাকিয়ে রি-লোড করল রানা। কালো নিনজা আউটফিট পরা খুনীরা পিছু হটে গেছে। মরিয়া হয়ে আড়াল খুঁজছে, নয়তো উঁচু ফুটপাথের নিচে নর্দমার ঢাকনির ওপর শুয়ে পড়ছে। কিন্তু পালায়নি। এখনও দোকানের আশপাশেই আছে তারা; আগের মতই বিপজ্জনক।

আবার একত্রিত হবে ওরা, ফিরে আসবে। তবে এবার আরও সাবধানে। এবার তারা দেখতেও পাবে। দোকানের কাঠের ফ্রেমে আগুন ধরে গেছে, ভেতরটা দিনের মত উজ্জ্বল। গোটা ভবন সহ লোকজন ছাই হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

'অ্যাডমিরাল?' চিৎকার করল রানা।

'এদিকে,' জবাব দিলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'পেইন্ট সেকশনে।'

'এখানে আমাদের মেয়াদ আগেই শেষ হয়েছে। পিছনে কোন দরজা আছে কিনা দেখবেন, দুর্গটা আমি আর ববি পাহারা দিই?'

'রওনা হয়ে গেছি।'

'তোমার সব খবর ভাল তো, দোস্ত?'

হাতের রেমিংটনটা নাড়ল ববি। 'ফুটো করার মত কাউকে পাচ্ছি না।'

'সময় হয়েছে যাবার। মনে আছে, আমাদের একটা প্লেন ধরতে হবে?'

'রাইট।'

লাশগুলোর দিকে তাকাল রানা। ঝুঁকল, হাত বাড়িয়ে একটা মাথা থেকে হুডটা সরাল। আগুনের আভায় জাপানী জাপানী লাগল চেহারা। জেনজো ইয়ামাদা নামটা মনে পড়তেই সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল ওর।

হঠাৎ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন চিৎকার করলেন, 'এদিকে কাঠ আর তক্তা, মাঝখানে প্যাসেজ। একটা দরজা দিয়ে লোডিং ডকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।'

খপ করে ববিকে ধরে ঠেলে দিল রানা। 'তুমি আগে যাও, আমি কাভার দিচ্ছি।'

রেমিংটন হাতে প্যাসেজ ধরে ছুটল ববি। ঘুরল রানা, শেষবার গুলি করল কয়েকটা। খালি হয়ে গেল অটোমেটিক। পরে লোড করবে ভেবে কোমরে গুঁজে রাখল ওটা, ছুটল দরজার দিকে।

প্রায় দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। টীম লীডার, নিহত ছ'জনের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক, আগুনের ওপর দিয়ে দোকানের ভেতর এক জোড়া স্টান গ্রেনেড ছুঁড়ল, তারপরই গুলি করল এক পশলা। উত্তপ্ত সীসা বৃষ্টির মত আঘাত করল রানার চারপাশে।

পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড দুটো। পার্কার'স এমপোরিয়ামের ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডের যে-টুক অবশিষ্ট ছিল, তা-ও এবার ধ্বংস হয়ে গেল।

শক ওয়েভের ধাক্কায় ধসে পড়ল ছাদটা, চারদিকে আগুনের ফুলকি ছুটল, আশপাশের প্রতিটি বাড়ির শার্সি ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। দোকানের ভেতর পুরোটা জায়গা জুড়ে এখন শুধু আগুন ছাড়া আর কিছু দেখার নেই।

পিছন থেকে বিস্ফোরণের ধাক্কা খেল রানা, দরজা দিয়ে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল ওকে প্রচণ্ড বেগে। লোডিং ডকে ড্রপ খেল ও, ছিটকে পড়ল সরু গলিতে। রাস্তার ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। ওখানেই পড়ে থাকল, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে, ছুটে এসে টেনে তুলল ওকে অ্যাডমিরাল ও ববি। হোঁচট খেতে খেতে তাদের সাথে গলিমুখের দিকে ছুটল ও। পাশেই একটা পার্কের কোণ, ভাঙা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকল ওরা, কোণাকুণি ছুটে আরেক রাস্তায় বেরিয়ে যাবে।

ইলেকট্রিক তার পুড়ে যাওয়ায় সিকিউরিটি অ্যালার্ম থেমে গেছে। সাইরেনের আওয়াজ পেল ওরা। শেরিফ আর দমকল বাহিনীর লোকজন পৌঁছে গেছে।

পার্কের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ববি মুরল্যান্ড ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ভোরের প্রথম আলোয় আকাশটাকে ধোঁয়ায় ঢাকা দেখতে পেল ও। বলল, 'আমি যেন শুনতে পেলাম, আমাদের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, বেঁচে থাকা বড় আনন্দময়। সত্যি নাকি? আমি ভুল শুনিনি তো?'

নয়

লাস ভেগাসে শনিবারের রাত, ঝকমকে রঙিন গাড়ি গিজগিজ করছে বুলেভার্দে। হোটেল আর ক্যাসিনোগুলোয় জমজমাট জুয়ার আড্ডা বসেছে। অ্যাভান্তি কনভার্টিবল-এর সীটে হেলান দিল সিলভিয়া ফক্স, জানালা দিয়ে নিওন সাইনগুলোর দিকে তাকাল। সত্যি সত্যি হানিমুন বা ছুটি কাটাতে এলে দারুণ ভাল লাগত, ভাবল সে। কিন্তু এখানে ওরা বিপজ্জনক কাজ নিয়ে এসেছে, সময়টা উপভোগ করার কোন সুযোগ নেই। 'জুয়া খেলার জন্যে আর যেন কত টাকা আছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দেয়ার আগে নতুন স্বামীর ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করল রানা, ঝুঁকে আলতোভাবে চুমো খেল সিলভিয়ার গালে। 'এই ধরো হাজার দুয়েক ডলার।' কাগজে-কলমে মধুচন্দ্রিমা উদযাপন করতে লাস ভেগাসে এসেছে ওরা।

'এমন হতে পারে, আমরা শুধু জিতলামই? দু'হাজার ডলার বাজি ধরলাম, পেলাম ছ'হাজার। ছ'হাজার ধরলাম, পেলাম আঠারো হাজার। এভাবে এক সময় দশ লাখ ধরলাম, পেলাম ষাট লাখ?'

'টাকাটা কে জিতবে? আমি, না তুমি?'

'এটা আমাদের টাকা। জিতব আমরা দু'জনেই।'

'অসুবিধে আছে,' বলল রানা। 'অত টাকা জিতলে তুমি আমাকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। মেয়েমানুষের লোভ, ষাট লাখকে ষাট কোটি, তারপর সাত হাজার কোটি করার ইচ্ছেটা সামলাতে পারবে না। অর্থাৎ এই অভিনয়টা চালু রাখতে চাইবে তুমি।'

'তাতে অসুবিধে কি? আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কথা দিচ্ছি, আমাকে বিয়ে করলে সুখীই হবে তুমি।'

'সুখী হব? কিভাবে? সারাজীবন জুয়া খেলায় ব্যস্ত থাকলে সুখী হওয়া কি করে সম্ভব?'

হেসে ফেলল সিলভিয়া। 'সত্যি সম্ভব নয়। তাহলে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিলাম।'

ড. গ্যারি রুবিন গাড়ি-বোমা ভর্তি ট্রেইলার থেকে পালিয়ে আসার পর, তাঁকে ও সিলভিয়াকে লস এঞ্জেলসে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন রবিন ট্যালবট। সার্ভেইল্যান্স এক্সপার্টদের আরেকটা টীম দায়িত্ব বুঝে নেয়, কার ট্র্যান্সপোর্টারটাকে অনুসরণ করে চলে আসে লাস ভেগাসে। তারা রিপোর্ট করে, হানিমুনার'স প্যারাডাইস হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এরিয়ার একটা সুরক্ষিত ভল্টে গাড়ি-বোমাগুলো রেখে ট্রেইলারটা খালি অবস্থায় ফিরে গেছে।

ড. গ্যারি রুবিন একজন বিজ্ঞানী, বারবার তাঁকে ঝুঁকিবহুল ও বিপজ্জনক অপারেশনে পাঠানো যায় না। কাজেই ওয়াশিংটনে বসে রবিন ট্যালবট ও ডান কপারফিল্ড রানা ও সিলভিয়ার জন্যে একটা প্ল্যান তৈরি করলেন। ইয়ামাদার তৈরি অ্যাটম বোমা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটা এয়ারকন্ডিশনিং কমপ্রেসর চুরি করে আনতে হবে। বোমা অর্থাৎ কমপ্রেসর-এর আকার-আকৃতি কাগজে এঁকে দিয়েছেন ড. গ্যারি রুবিন, সেটা দেখে হুবহু ওরকম দেখতে একটা তৈরিও করা হয়েছে। আসলটা বের করে নকলটা তার জায়গায় রেখে আসা হবে।

সিলভিয়ার সাথে লস এঞ্জেলসেই দেখা হয় রানার, ওখান থেকে মরুভূমি পেরিয়ে লাস ভেগাসে চলে এসেছে দু'জন।

'ওই যে হোটেলটা,' বলল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে বুলেভার্দের দিকটা দেখাল সিলভিয়াকে। বিশাল আলোকমালায় সজ্জিত ভবনটা। নিওন দিয়ে তৈরি একটা পাম গাছ ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। নিচে সাঁতার কাটছে একটা সবুজ ডলফিন, তা-ও নিওনের তৈরি। বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, জলকেলির জন্যে এমন আদর্শ জায়গা আর হয় না। ভবনের মাথায়, ছাদের ওপর, আরেক ধরনের আলোকমালা। আলিঙ্গনে আবদ্ধ একটি পুরুষ ও একটি নারী মূর্তি, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, পরস্পরকে বারবার চুমো খাচ্ছে। হরফগুলো একসাথে জ্বলছে আর নিভছে—হানিমুনার'স প্যারাডাইস হোটেল।

প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, গাড়ি নিয়ে পাশ কাটাল বিরাট একটা সুইমিং পুলকে। পুলের চারদিকে বনভূমি, ঢাল ও জলপ্রপাত।

গোটা হোটেলটাই যেন আফ্রিকার জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরই পার্কিং লট।

হোটেলটার বিশালত্ব উপলব্ধি করে হাঁপিয়ে উঠল সিলভিয়া। 'ইয়ামাদার আর কিছুর দরকার আছে কি?'

'হানিমুনার'স প্যারাডাইস-এর মত আরও নয়টা রিসর্ট হোটেল আছে তার বিভিন্ন দেশে।'

'ভাবছি ক্যাসিনোর নিচে চারটে অ্যাটম বোমা আছে শুনলে কি বলবে নেভাডা গেমিং কমিশন।'

ভবনের সামনের দরজায় গাড়ি থামাল রানা, ডোরম্যানকে বকশিশ দিল। গাড়ির পিছন থেকে লাগেজ নামাল লোকটা, অ্যাটেনড্যান্ট পার্ক করল গাড়ি। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে খাতায় নাম লেখাচ্ছে ওরা, ঠোঁটে মধুর হাসি আর চোখে সুখের নেশা ফুটিয়ে তুলে চেহারায় কনে-কনে ভাব আনার চেষ্টা করল সিলভিয়া।

নিজেদের কামরায় ঢুকে বেলম্যানকে বকশিশ দিল রানা, তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। এক সেকেন্ড দেরি করল না, সুটকেস খুলে হোটেলের এক সেট ব্লু প্রিন্ট বের করে বিছানায় মেলল। 'থার্ড-লেভেল বেসমেন্টের একটা বড় ভল্টে গাড়িগুলো সীল করে রেখেছে ওরা।'

একটা প্ল্যানে নিচের বেসমেন্টের পুরোটা দেখানো হয়েছে। সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে সার্ভেইল্যান্স টীমের রিপোর্টটা পড়ল সিলভিয়া। 'ডাবল রিএনফোর্সড কংক্রিট, তার ওপর ইস্পাতের পাত। বড় একটা ইস্পাতের দরজা, সিলিং পর্যন্ত উঁচু। সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে, গার্ড আছে তিনজন, সাথে দুটো ডোবারম্যান। তারমানে, রানা, সামনে দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। ইলেকট্রনিক সিস্টেম অচল করে দেয়া যায়, কিন্তু শুধু আমরা দু'জন গার্ড আর কুকুর দুটোকে সামলাতে পারব না।'

ব্লু প্রিন্টের এক জায়গায় আঙুলের টোকা দিল রানা। 'ভেন্টিলেটর দিয়ে ঢুকব আমরা।'

'ভাগ্য ভাল যে আছে একটা।'

'রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা না থাকলে কংক্রিটের গায়ে ফাটল ধরতে পারে, ক্ষতি করতে পারে হোটেলের ভিতে।'

'কোত্থেকে শুরু হয়েছে?'

'ছাদ।'

'আমাদের সরঞ্জামের জন্যে অনেক দূর হয়ে যায়।'

'সেকেন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লেভেল থেকে আমরা একটা ইউটিলিটি রূম হয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি।'

'চাও আমিও ঢুকি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'একা আমি ঢুকব, তুমি থাকবে লাইনের দায়িত্বে।'

ভেন্টিলেটর ডাক্ট-এর ডাইমেনশনগুলো পরীক্ষা করল সিলভিয়া। 'কোনরকমে ভেতরে হয়তো গলতে পারবে, কিন্তু তারপর আটকে যাবে না তো? আশা করি তোমার ক্লসট্রোফোবিয়া নেই।'

কাঁধে ব্যাগ, হাতে র‍্যাকেট, পরনে টেনিস টগস, দেখে বোঝাই যাচ্ছে হোটেলের কোর্টে টেনিস খেলতে যাচ্ছে ওরা। খালি একটা এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর নেমে এল সেকেন্ড-লেভেল পার্কিং গ্যারেজে। ইউটিলিটি রূমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিল রানা।

কামরার ভেতর বাষ্প ও পানির পাইপ, ডিজিটাল-ডায়াল সহ বিভিন্ন ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট রয়েছে, টেমপারেচার ও হিউমিডিটি মনিটর করে। এক সার র‍্যাকে ঝাঁটা, ক্লিনিং সাপ্লাই, তার ইত্যাদি দেখা গেল। ব্যাগ খুলে এরইমধ্যে ইকুইপমেন্টগুলো বের করতে শুরু করেছে সিলভিয়া। এক প্রস্থ নাইলনে তৈরি স্যুটটা পরে নিল রানা। বডি হারনেস ও ডেল্টা বেল্ট বাঁধল কোমরে।

এরপর সিলভিয়া স্প্রিং-পাওয়ারড্ পিস্টন টিউবের সাথে জোড়া লাগাল বীনব্যাগ গান নামে একটা ব্যারেল। ওটার সাথে জোড়া লাগাল একটা হেজঅগ—জিনিসটা অদ্ভুত, চারদিকে গোল বলবেয়ারিঙের মত দেখতে হুইল, মাঝখানে একটা পুলি। তিন প্রস্থ নাইলন লাইন খুলে হেজঅগ আর বীনব্যাগ গান সংযুক্ত করল সিলভিয়া।

শেষ বারের মত ব্লু প্রিন্টে চোখ রেখে ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা দেখে নিল রানা। ছাদ থেকে নেমে এসেছে খাড়া একটা শ্যাফট, প্রতিটি সিলিং ও পার্কিং এরিয়ার মেঝের মাঝখানে একটা করে ছোট ডাক্ট আড়াআড়িভাবে মিলিত হয়েছে ওটার সাথে। গাড়ি-বোমাগুলো রয়েছে একটা ভল্টে, ওটার দিকে যে ডাক্টটা এগিয়েছে সেটা রয়েছে ওদের পায়ের তলার মেঝে ও নিচের বেসমেন্টের সিলিঙের মাঝখানে।

ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক করাত দিয়ে শিট-মেটাল দেয়ালে বড় একটা গর্ত তৈরি করল রানা, তিন মিনিট পর ঢাকনিটা সরিয়ে ছোট্ট একটা টর্চ জ্বেলে ডাক্টের ভেতর আলো ফেলল। 'এক মিটারের মত নেমে গেছে, তারপর বাঁক নিয়েছে ভল্টের দিকে,' বলল ও।

'তাহলে কত দূরে?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'ব্লু প্রিন্টে দেখা যাচ্ছে প্রায় দশ মিটার।'

বাঁক নেয়ার সময় যেখানে খাড়া থেকে আড়াআড়ি হয়ে গেছে ডাক্ট, হামাগুড়ি দিয়ে জায়গাটা পার হতে পারবে তুমি?'

'শুধু যদি দম বন্ধ করে রাখি,' সামান্য হেসে জবাব দিল রানা।

'রেডিও চেক,' বলল সিলভিয়া, মাথায় গলাল একটা মিনিয়েচার মাইক্রোফোন ও রিসিভার সেট।

কব্জিতে বাঁধা খুদে ট্র্যান্সমিটার অন করল রানা, মুখের সামনে তুলে ফিসফিস করল, 'টেস্টিং, টেস্টিং। আমার গলা শুনতে পাচ্ছ?'

'পরিষ্কার। আমারটা?'

'পরিষ্কার।'

রানাকে একবার আদর ও আশ্বাসসূচক আলিঙ্গন করল সিলভিয়া, তারপর ভেন্টিলেটরের দিকে ঝুঁকে বীনব্যাগগানের ট্রিগার টেনে ধরল। স্প্রিং বহুল পিস্টন অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল হেজঅগটাকে, বাঁকের কাছে বাড়ি খেয়ে গতি কমলেও, রোলার বেয়ারিঙ হুইলগুলো সাবলীলভাবে বাঁক ঘুরতে সাহায্য করল ওটাকে। বাঁক ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা, কয়েক সেকেন্ড শুনতে পেল ওরা আওয়াজটা, টেনে নিচ্ছে তিনটে নাইলন লাইন। তারপর মৃদু একটা ধাতব শব্দ হলো, তারমানে ভল্টের দেয়ালে লাগানো ফিল্টার স্ক্রীনে ধাক্কা খেল জিনিসটা। এরপর আরেকটা ট্রিগার টানল সিলভিয়া, এক জোড়া রড হেজঅগ থেকে বেরিয়ে ডাক্টের দু'দিকে শক্তভাবে আটকে গেল।

হারনেসে ক্লিপ দিয়ে রশি আটকাল রানা, ছোট টর্চটা গুঁজে নিল কোমরে। ব্যাগ থেকে এয়ারকন্ডিশনিং কমপ্রেসরটা বের করল। খাড়া শ্যাফটে ঢুকল ও, নিচের দিকে মাথা দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে, মাথার সামনে রয়েছে কমপ্রেসরটা। একটা লাইন শক্ত করে ধরে আছে সিলভিয়া, একটু একটু করে ছাড়ছে। খাড়া শ্যাফটে জায়গার কোন অভাব নেই, তবে আড়াআড়িভাবে ডাক্টে ঢোকার সময় শরীরটা সাপের মত সংকুচিত করতে হলো রানাকে। চিৎ হয়ে ডাক্টে ঢুকল ও। কব্জিতে বাঁধা রেডিওতে বলল, 'ঠিক আছে, সিলভিয়া, টানো এবার।'

'কেমন লাগছে?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না।'

হাতে দস্তানা পরল সিলভিয়া, নাইলনের একটা রশি ধরে টানতে শুরু করল। রশিটা হেজঅগের পুলিতে জড়ানো আছে, বাঁধা আছে রানার কোমরের হারনেসে। সিলভিয়া ওটা টানতে শুরু করায় সরু ভেন্টিলেশন ডাক্ট দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে রানা।

সিলভিয়াকে সাহায্য করার তেমন কোন উপায় নেই রানার। রশিতে টান পড়ছে, অনুভব করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। নাইলন স্যুটের ভেতর ঘামতে শুরু করেছে এরইমধ্যে। 'হেজঅগ আর ভেন্টিলেটর স্ক্রীনে দেখতে পাচ্ছি আমি,' আট মিনিট পর রিপোর্ট করল রানা।

আর পাঁচ মিনিট পর ওখানে পৌঁছে যাবে ও। ভল্টে টিভি ক্যামেরা আছে কিনা ব্লু প্রিন্টে তা দেখানো হয়নি, তবু অন্ধকারের ভেতর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল ওটার খোঁজে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা সেনসর বের করল, লেযার বা হিটসিকিং স্ক্যানার আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে।

আপনমনে হাসল রানা। ব্যাপক প্রতিরক্ষা ও অ্যালার্ম সিস্টেম সবই ভল্টের বাইরে, ভেতরে কিছুই রাখা হয়নি। অনেক সিকিউরিটি সিস্টেমে এ-ধরনের ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

স্ক্রীনে ছোট একটা তার বাঁধল রানা, তারপর নিঃশব্দে মেঝেতে নামিয়ে রাখল সেটা। লিভার টেনে হেজঅগের অ্যাংকর প্রং রিলিজ করল, ভল্টে নামিয়ে রাখল নকল কমপ্রেসরের পাশে। তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামল ও, একটা গড়ান দিল কংক্রিটের মেঝেতে। 'ভেতরে ঢুকছি,' সিলভিয়াকে জানাল

ও।

'শুনতে পাচ্ছি।'

ভল্টের চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। কংক্রিটের চারদেয়ালের ভেতর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি-বোমাগুলোকে ভীতিকর লাগল ওর। দাঁড়াল ও, হারনেসটা খুলে ফেলল। পায়ে বাঁধা ছোট টুল কিটটা খুলে ফেন্ডারে রাখল। গাড়ির ভেতর কি আছে না দেখেই হুডটা খুলে ফেলল ও।

বম্ব ইউনিটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে কোডেড রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। শুধু এটুকুই জানে ও। আকস্মিক নাড়াচাড়ার ফলে ডিটোনেশন মেকানিজম সচল হবে বলে মনে হয় না। ইয়ামাদার অণু বিজ্ঞানীরা এমন একটা বোমাই তৈরি করবে যেটা খারাপ রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকি হজম করার শক্তি রাখে। তবু কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা, বিশেষ করে প্রাইড অভ ম্যানের বিস্ফোরণের কারণ এখনও যেহেতু জানা যায়নি।

কমপ্রেসর থেকে প্রেশার হোস সরাবার কাজে হাত দিল রানা। তার রিপোর্টে ড. গ্যারি রুবিন সন্দেহ পোষণ করেছেন, এভাপোরেটর কয়েল-এর ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ, যেটা অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করছে, যে-কোন একটা হোসের ভেতর লুকানো থাকতে পারে। তাঁর সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হলো। ইলেকট্রনিক্স-এর ডিজাইন কি রকম হতে পারে তার একটা ছক এঁকে দেখিয়েছেন গ্যারি রুবিন, সেটাও প্রায় মিলে গেল। সাবধানে সংযোগগুলো কাটল রানা, নতুন করে জোড়া লাগাল নকল কমপ্রেসরের সাথে, ওগুলোর সার্কিট না ভেঙে। কমপ্রেসরের মাউন্টিং ব্র্যাকেটে বোল্ট আছে, তবে ওগুলো সময় নিয়ে সরালেও হবে। 'বোমাটা গাড়ি থেকে বের করে এনেছি,' রিপোর্ট করল ও। 'এবার ওটার জায়গায় আমাদেরটা রাখব।'

ছ'মিনিট পর নকল কমপ্রেসর জায়গা মত বসিয়ে সংযোগগুলো জোড়া লাগাল রানা। সিলভিয়াকে বলল, 'বেরিয়ে আসছি।'

'আমি তৈরি।'

ভেন্টিলেটরের ফাঁক গলে পিছিয়ে আসছে রানা, হঠাৎ কি যেন একটা দেখতে পেল ও, এতক্ষণে অন্ধকারে চোখে পড়েনি।

কে যেন বসে রয়েছে গাড়িটার সামনের সীটে।

ভল্টের চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। এখন চারটে গাড়িতেই ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে ও। স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসে আছে। ভল্টটা ঠাণ্ডা, কিন্তু রানার মনে হলো একটা তন্দুরের ভেতর রয়েছে ও। এক হাতে এখনও ধরে আছে টর্চটা, অপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। সামনের দিকে ঝুঁকল ও, ড্রাইভারের দিকের জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে তাকাল।

হুইলের পিছনে বসা কাঠামোটাকে যান্ত্রিক মানুষ বলা ঠিক হবে না। আবার রোবট বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। তবে আসলে ওটা রোবটই। মাথা মানে কমপিউটরাইজ ভিজ্যুয়াল সিস্টেম, ধাতব একটা শিরদাঁড়ার ডগায়

বসানো হয়েছে। আর বুক মানে বাক্স ভর্তি ইলেকট্রনিক্স। থাবা আকৃতির ইস্পাতের হাত তিন আঙুলে ধরে আছে স্টিয়ারিং হুইল। হাত ও পায়ে মানুষের মতই জয়েন্ট রয়েছে, তবে মিল বলতে ওইটুকুই।

রোবট ড্রাইভারের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকল রানা, ডিজাইনটা গেঁথে নিল মনে।

'প্লীজ রিপোর্ট,' আবেদন জানাল সিলভিয়া, রানার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে অস্থিরতা অনুভব করছে।

'ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস পেয়েছি,' বলল রানা।

'আগে তুমি উঠে এসো,' তাগাদা দিল সিলভিয়া।

লাইন টেনে যেভাবে নিচে নামতে সাহায্য করেছিল রানাকে, সেই একই পদ্ধতিতে লাইন টেনে ওকে ওপরে উঠে আসতে সাহায্য করছে সিলভিয়া। ডাক্ট থেকে শ্যাফটে চলে এল রানা, রশি টানতে নিষেধ করল সিলভিয়াকে। প্রথমে ভল্ট থেকে হেজঅগটা তুলল, তারপর জায়গামত বসিয়ে দিল স্ক্রীনটাকে। ও এসেছিল, তার কোন প্রমাণ রাখা চলবে না।

আবার লাইন টানতে শুরু করল সিলভিয়া। অ্যাটম বোমাটা রানার সামনে, সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, ভাবছে জীবনের মেয়াদ সম্পর্কে।

'আমি তোমার পা দেখতে পাচ্ছি,' অবশেষে বলল সিলভিয়া। রানার হাত ও পায়ের পেশী অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে, পরিশ্রমে ও উত্তেজনায় বুকের ভেতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

হাত বাড়িয়ে রানার কাছ থেকে বোমাটা নিয়ে ইউটিলিটি রুমে তুলল সিলভিয়া, নরম একটা কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিল ব্যাগের ভেতর। কামরায় উঠে এসে নাইলন লাইন রিলিজ করল রানা, খুলে ফেলল হারনেস। ট্রিগার টেনে হেজঅগের জ্যামিং প্রং রিলিজ করল সিলভিয়া, লাইন টেনে তুলে নিল শ্যাফট থেকে, রেখে দিল ব্যাগের ভেতর। নাইলন স্যুট খুলে টেনিস সোয়েটার ও শর্টস পরছে রানা, প্যানেলটা রীসীল করার জন্যে ডাক্ট টেপ ব্যবহার করল সে।

'কোন ঝামেলা হয়নি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল সিলভিয়া। 'গাড়ি পার্ক করার পর দু'একজন লোক পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে। হোটেল স্টাফরা এদিকে কেউ আসেনি।' ব্যাগটার দিকে তাকাল সে, একটা আঙুল তাক করল সেদিকে। 'ওটার ভেতর অ্যাটম বোমা আছে, না জানলে তুমি বিশ্বাস করতে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'করতাম না। ওটার ক্ষমতা জানো? মুহূর্তে গোটা হোটেলটা বাষ্প করে দিতে পারে।'

'নিচে কোন সমস্যা হয়নি?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'নাহ্। তবে আমাদের বন্ধু ইয়ামাদার একটা নতুন চমক আবিষ্কার করেছি আমি,' বলল রানা, স্যুট আর হারনেস ব্যাগে ভরল। 'গাড়িগুলোতে রোবোটিক ড্রাইভার রয়েছে। ডিটোনেশন পয়েন্টে নিয়ে যাবার জন্যে রক্ত-

মাংসের মানুষ দরকার নেই।'

'বাস্টার্ড!' হিসহিস করে উঠল সিলভিয়া। 'তারমানে শেষ মুহূর্তে ভাবাবেগে আক্রান্ত হতে পারে মানুষ, এ-কথা ভেবে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না ইয়ামাদা। অকস্মাৎ দলত্যাগী কেউ বোমাটা না ফাটাবার সিদ্ধান্ত নিল, সে-ধরনের কিছু যাতে না ঘটে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। টার্গেট এরিয়ায় যাবার পথে পুলিস যদি গাড়িগুলোকে থামায়, জেরা করার জন্যে কাউকে পাবে না তারা।'

'বোকা হলে কি এতটা পথ পাড়ি দিতে পারত?' বলল রানা। 'নোংরা কাজটা করাবার জন্যে রোবটকে কাজে লাগাচ্ছে, সত্যি বুদ্ধি রাখে লোকটা। রোবোটিক্সে গোটা দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছে জাপান, খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদো সিটির বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়াররাই ওগুলোর ডিজাইন তৈরি করছে।'

হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল সিলভিয়ার চেহারা। 'ডিটোনেশন সেন্টারেও যদি মানুষের বদলে রোবট থাকে?'

ব্যাগটা বন্ধ করল রানা। 'সেটা রবিন ট্যালবটের সমস্যা। তবে আমার ধারণা, ওখানে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'তুমি বলতে চাইছ ইয়ামাদাকে আমরা ঠেকাতে পারব না? সে তার কমান্ড সেন্টারের বাকি কাজ নির্বিঘ্নে সারতে পারবে? ফাটাবার জন্যে তৈরি করে ফেলবে বোমাগুলো?'

'সত্যি বোধহয় তাকে ঠেকানোর কোন উপায় নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আমরা তাকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছি কোথায়?'

ছোট্ট একটা কিমানো পরে আছে শুশি তোইআমা, কোমরের কাছে ঢিলে করে বাঁধা। স্টীম রূম থেকে বেরিয়ে এল জেনজো ইয়ামাদা, বড় একটা নরম তোয়ালে বাড়িয়ে ধরে তার উদ্দেশে মাথা নত করল তোইআমা। তোয়ালেটা কোমরে জড়িয়ে বালিশবহুল একটা নিচু চৌকিতে বসল ইয়ামাদা। হাঁটু গেড়ে নিচু হলো তোইআমা, তার পা টিপতে শুরু করল।

সাতো বোনামি বসে আছে কাছাকাছি একটা টেবিলে। তার পরনে ঢোলা আলখেল্লা, রঙচঙে এক ঝাঁক পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে। টেবিলে তার উল্টো দিকে বসেছে ফিডেল সাকুরা। দু'জনেই নিঃশব্দে চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। জেনজো ইয়ামাদা প্রথমে কথা বলবে, তার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।

কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকালই না ইয়ামাদা। রাগে ফুলে আছে তার চেহারা। উদ্ভিন্নযৌবনা তোইআমার উত্তেজক সেবাও তাকে শান্তি দিতে পারছে না আজ। চোখ নামিয়ে রেখেছে সাতো বোনামি, ইয়ামাদার দিকে তাকাচ্ছে না। চলতি হপ্তায় দু'বার ইয়ামাদাকে হতাশ করেছে সে।

'তাহলে তোমার টীম ব্যর্থ হয়েছে?' অবশেষে হিসহিস করে উঠল জেনজো ইয়ামাদা।

'ব্যাপারটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলতে হয়,' জবাব দিল সাতো বোনামি, এখনও টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আকস্মিক দুর্ঘটনা?' ধমকের সুরে বলল ইয়ামাদা। 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'মাসুদ রানা, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর ববি মুরল্যান্ড, তিনজনই ওরা ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে!'

'কিসের ভাগ্য! বলো শত্রুপক্ষকে ছোট করে দেখার পরিণতি। ক'জন লোককে হারিয়েছ তুমি?'

'সাতজন, লীডারকে নিয়ে।'

'আশা করি কেউ ধরা পড়েনি?'

'লাশ নিয়ে বাকি সবাই ফিরে এসেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পৌঁছুনোর আগেই। এমন কোন সূত্র রেখে আসেনি যার সাহায্যে ধাওয়া করতে পারবে।'

'কিন্তু তবু রবিন ট্যালবট বুঝতে পারবেন কারা দায়ী,' বলল ফিডেল সাকুরা।

'তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই,' বলল বোনামি। 'তার বাটন টীম এখন আর আগের মত কাজ করবে না। জাপানে তার অপারেশন থামিয়ে দেয়া হয়েছে।'

চায়ের বদলে তোইআমার হাত থেকে সাকি নিল ইয়ামাদা। 'রবিন ট্যালবট এখনও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন, তার অপারেটররা যদি আমাদের কমান্ড সেন্টারের অবস্থান জেনে ফেলে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমি যোগাযোগ কেটে দেয়ার পর রবিন ট্যালবট ও ডান কপারফিল্ড অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন,' জোর দিয়ে বলল ফিডেল সাকুরা। 'লোকেশন সম্পর্কে কোন ক্লু ওদের হাতে নেই।'

'কিন্তু আমরা জানি গাড়ি-বোমাগুলো খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে ওরা,' বলল ইয়ামাদা।

'ধোঁয়ায় ঝাপসা আয়নায় ছায়া দেখে ধাওয়া করছেন রবিন ট্যালবট,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল বোনামি। 'গাড়িগুলো গোপনে, সুরক্ষিত অবস্থায় লুকানো আছে। খুবই কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে ওগুলো। এক ঘণ্টা আগের খবর জানি আমি, ওগুলোর কাছাকাছি যেতে পারেনি কেউ। যদি ধরেও নেয়া হয় ভাগ্যগুণে দু'একটা গাড়ি-বোমা পেয়ে যাবে ওরা, তারপর বোমাগুলো অকেজোও করতে পারবে, তবু তাতে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হবে না। দুনিয়ার অর্ধেকটায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শীল্ড তৈরি করার জন্যে যে-ক'টা দরকার তারচেয়ে অনেক বেশি গাড়ি-বোমা আছে আমাদের।'

'কেজিবি বা ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট আছে?' জানতে চাইল ইয়ামাদা।

'সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে ওরা,' জবাব দিল ফিডেল সাকুরা। 'কারণটা আমরা জানি না, রবিন ট্যালবট কিছুই ওদেরকে জানাননি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে বোনামি, কাপের কিনারা দিয়ে তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে। 'তুমি তাঁকে হারিয়ে দিয়েছ, ইয়ামাদা। আমাদের রোবোটিক টেকনিশিয়ানরা উইপন সিস্টেমে ইলেকট্রনিক্সের কাজ প্রায় শেষ করে

এনেছে। শিগগির, খুব শিগগির, এমন একটা পজিশনে পৌছে যাচ্ছ তুমি, অধঃপতিত পশ্চিমা দুনিয়াকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিতে পারবে।'

ইয়ামাদার পাথুরে চেহারায় নিমেষের জন্যে সন্তুষ্টির একটু ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বেশিরভাগ লোক অগাধ টাকা কামাতে পারলে আর কিছু চায় না, টাকাকেই তারা ক্ষমতা বলে মনে করে, কিন্তু জেনজো ইয়ামাদা শুধু টাকা বা টাকার কারণে প্রাপ্ত ক্ষমতায় তৃপ্ত নয়। একচ্ছত্র আধিপত্য চাই তার। চাই গোটা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাবার ক্ষমতা। 'আমার মনে হয় এবার সময় হয়েছে,' বিদ্রূপাত্মক কৌতুকের সুরে বলল সে, 'অতিথিদের জানানো দরকার কেন তাদেরকে এখানে ধরে এনেছি আমরা।'

'আপনি যদি বলেন,' শ্রদ্ধায় মাথা নত করল ফিডেল সাকুরা, হাসছে সে।

নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে লরেলি ভ্যান্স। কিডন্যাপ করার পরপরই তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। মাত্র দু'ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙেছে তার। ড্রাগ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দেখল, দামী আসবাবে সাজানো একটা বেডরুমে রয়েছে সে, সংলগ্ন বাথরুম ও বাথটাব সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরে তৈরি। একটা দেয়াল আলমিরা খুলে দেখল, কয়েকটা সিল্ক কিমোনো ভেতরে, যেন তার মাপেই তৈরি করা হয়েছে। নিচের দেরাজটাও খুলল সে, তারই মাপের ফিমেল আন্ডারওয়্যার রয়েছে বেশ ক'টা, সাথে স্যান্ডেলও আছে।

গোটা ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর। যারাই তাকে কিডন্যাপ করে আনুক, মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে তাদের নেই। অন্তত এখুনি নয়। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাথটাবের ঠাণ্ডা পানিতে আধশোয়া হয়ে থাকল সে, বিশ মিনিট পর ড্রায়ার-এ চুল শুকিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল একগাদা দামী কসমেটিকস ও পারফিউম নিয়ে। সাদা ও রঙিন গোলাপ আঁকা কাপড়ে তৈরি একটা কিমোনো পরল লরেলি, এই সময় মৃদু নক করে ভেতরে ঢুকল সাতো বোনামি। একটা হাত আলখেল্লার ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে সে।

শরীরের ওপর কিমোনোটা টান টান করল লরেলি, কোমরে বেল্ট বাঁধল, তারপর জানতে চাইল, 'এটাই কি জাপানীদের রীতি? কোন ভদ্রমহিলা না ডাকলেও তার ঘরে ঢুকে পড়বে?'

'মাফ করবেন,' হাসি চেপে বলল বোনামি। 'সম্মানীয় কংগ্রেস সদস্যাকে অশ্রদ্ধা করার কোন ইচ্ছে আমার নেই বা ছিল না।'

'কি চাও তুমি?'

'আপনি আরামে আছেন কিনা দেখার জন্যে আমাকে পাঠালেন জেনজো ইয়ামাদা। আমার নাম সাতো বোনামি। আমি মি. ইয়ামাদার বন্ধু, দেহরক্ষী ও সহকারী।'

লরেলি কঠিন সুরে বলল, 'আমার ধারণা আমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে সে-ই দায়ী।'

'আপনার এই অসুবিধে নিতান্তই সাময়িক, কথা দিচ্ছি,' বলল সাতো বোনামি।

'কি কারণ, কেন আমাকে জিম্মি রাখা হয়েছে?' প্রতিশোধ ছাড়া বিনিময়ে আর কি আশা করে সে মার্কিন সরকারের কাছ থেকে?'

'মি. ইয়ামাদা চান কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্টের কাছে আপনি তাঁর একটা মেসেজ নিয়ে যাবেন।'

'মি. ইয়ামাদাকে বলো, নিজের রেকটামে চোখা একটা লাঠি ঢুকিয়ে মেসেজটা নিজেই ডেলিভারি দিক।'

কৌতুক বোধ করল বোনামি। 'কি আশ্চর্য! সিনেটর গ্রাফটনও একই কথা বললেন। তবে তার ভাষায় আরও বেশি ঝাঁঝ ছিল।'

'সিনেটর গ্রাফটন?' ফাটল ধরল লরেলির সাহস ও আত্মবিশ্বাসে। 'তাকেও তোমরা কিডন্যাপ করেছ?'

'হ্যাঁ, আপনাদের দু'জনকে একসাথে আনা হয়েছে এখানে।' হাসছে বোনামি।

'এখানে মানে কোথায়?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল লরেলি।

'জাপানের উপকূল থেকে খানিকটা দূরে, একটা আইল্যান্ড রিসর্টে।'

'ইয়ামাদা একটা উন্মাদ।'

'ঠিক উল্টো,' বলল বোনামি। 'তাঁর মত সুস্থ ও ঠাণ্ডা মাথার লোক খুব কমই আছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে কিছু নিয়ম-নীতি ও শর্ত ঘোষণা করবেন তিনি, পশ্চিমা দুনিয়ার কর্ণধাররা তাঁর ওই নির্দেশ মেনে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি পরিচালনা করবেন ভবিষ্যতে।'

লালচে হয়ে উঠল লরেলির মুখ। 'এ দেখছি শুধু পাগল নয়, বোকাও।'

'মি. ইয়ামাদা বোকা? তার মত টাকা দুনিয়ার আর কারও নেই। এত সম্পত্তি ইতিহাসে আর কারও ছিল না। পাগল বা বোকা হলে এ-সব তিনি অর্জন করতে পারতেন না। শিগগিরই আপনারা উপলব্ধি করবেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও অর্থনীতির ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাঁর।' কিমোনোর ওপর ফুলে থাকা লরেলির স্তন জোড়ার ওপর চোখ বুলাল বোনামি। 'নিজের ভাল করবেন, সময় থাকতে যদি তার বন্ধু হবার সুযোগটা হাতছাড়া না করেন। এতদিন আমেরিকার সেবা করেছেন, ভাল কথা; কিন্তু যদি নিজের ভাল চান তাহলে এখন থেকে আপনাকে জাপান তথা মি. ইয়ামাদার সেবা করতে হবে আপনাকে।'

লরেলি বিশ্বাস করতে পারছে না, এসব প্রলাপ সত্যি সত্যি শুনছে সে, দুঃস্বপ্ন দেখছে না। 'আমার বা সিনেটর গ্রাফটনের যদি কোন ক্ষতি হয়, তোমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস...।'

'মুসলিম টেরোরিস্টরা বহু বছর ধরে আমেরিকানদের জিম্মি রাখছে, আপনারা কিছুই করেননি বা করতে পারেননি,' হেসে উঠে বলল বোনামি। 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট জানেন কারা আপনাদেরকে কিডন্যাপ করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনাদেরকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা হয়নি। তিনি নির্দেশ

দিয়েছেন, উদ্ধারের কোন চেষ্টা করা যাবে না, মিডিয়াকেও কিছু জানানো নিষেধ।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমার বন্ধুরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না।'

'বন্ধু বলতে কি মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ডকে বোঝাচ্ছেন আপনি?' জানতে চাইল বোনামি।

'তুমি তাদের চেনো?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়। একটা ব্যাপারে নাক গলাতে চেয়েছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'ওরা কি আহত?' দ্রুত জানতে চাইল লরেলি।

'ঠিক বলতে পারছি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, বোধহয় অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারেনি।'

লরেলির ঠোঁট কাঁপছে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তারপর জানতে চাইল, 'আমাকে কেন? সিনেটর গ্রাফটনকেই বা কেন?'

'জাপানের সাথে সারা বিশ্বের একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে,' বলল সাতো বোনামি। 'আপনারা দু'জন সে যুদ্ধের নগণ্য ঘুঁটি মাত্র। কাজেই মি. ইয়ামাদা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনারা মুক্তি পাচ্ছেন না। কেউ জানে না কোথায় আপনারা আছেন। তারমানে কেউ এসে আপনাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, সে আশাও ত্যাগ করুন। আমাদের ডিফেন্স সিস্টেম এমনই, কোন সেনাবাহিনীও ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তবে, সুখবর হলো, পরশুই আপনাদেরকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে—প্লেনে করে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল লরেলি। তাকে বিস্মিত করাই উদ্দেশ্য ছিল বোনামির। আলখেল্লার ভেতর থেকে হাতটা বের করে খপ করে লরেলিকে ধরে ফেলল সে, অপর হাত দিয়ে এক টানে খুলে ফেলল কোমরের কাছে কিমানোর বাঁধনটা। ধস্তাধস্তি শুরু করল লরেলি, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে বোনামি। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে লোকটা, একটা মেয়ের পক্ষে তার সঙ্গে পারা সম্ভব নয়।

ঠোঁট টিপে হাসল বোনামি। 'সময়টা আপনি যাতে উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যে আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় সব আমি করব। এমন হতে পারে, আমি হয়তো আপনাকে শেখাব, ঠিক কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একটা পুরুষের সাথে পার্থক্য রয়েছে একটা মেয়ের।' কথা শেষ করে ঘুরল সে, দরজায় সজোরে টোকা দিল। বাইরে থেকে খুলে গেল দরজা, দ্রুত বেরিয়ে গেল বোনামি। লরেলি বুঝল, মুক্তি পাবার আগে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাকে।

'দেখুন এবার,' বলে টেবিলের ওপর থেকে এক টানে কাপড়টা তুলে নিলেন ডেভিড বুন, যেন জাদু দেখাচ্ছেন ওদেরকে। 'সোসেকি আইল্যান্ড, অনেক

কাল আগে যেটাকে আজিমা দ্বীপ বলা হত।'

টেবিলের ওপর মডেলটার দিকে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া, বলল, 'অদ্ভুত সুন্দর তো। এত নিখুঁত, দেখে মডেল বলে মনেই হচ্ছে না।'

'মডেল বানানো আমার হবি,' বললেন ডাইরেক্টর অভ ফিল্ড অপারেশনস, ডেভিড বুন।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে সাগর থেকে উঠে আসা খাড়া পাহাড় প্রাচীরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ড. গ্যারি রুবিন। 'আকারে এটা কত বড়?'

'চোদ্দ কিলোমিটার লম্বা, সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা পাঁচ কিলোমিটার।'

পালউ-এর কোরর দ্বীপে, ছোট্ট একটা বিল্ডিঙে রয়েছে ওরা। দ্বীপটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সিলভিয়া। 'এত সুন্দর লাগছে দ্বীপটাকে, যেন এক টুকরো স্বর্গ।'

এক গ্লাস পানিতে লেবু নিঙড়ে চুমুক দিচ্ছে রানা। সুইমিং ট্রাঙ্ক আর নুমা টি-শার্ট পরে আছে ও, পায়ে লেদার স্যান্ডেল। 'বাইরে থেকে দেখে স্বর্গীয় উদ্যান বলে মনে হলেও, ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা দানব,' মন্তব্য করল ও।

'আপনার ধারণা, ইয়ামাদার পারমাণবিক অস্ত্রের গুদাম ও ডিটোনেশন সেন্টার এই দ্বীপটার নিচে?' প্রশ্ন করলেন ফ্রেডি নোলান। পাঁচজনের দলটায় সবার শেষে যোগ দিয়েছেন তিনি।

সাগর থেকে ওঠা খাড়া পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল আবার সিলভিয়া। 'জাহাজ ভেড়ার কোন জায়গা নেই। নির্মাণ কাজের সমস্ত উপকরণ আকাশ পথে আনতে হয়েছে ওদের।'

'কিভাবে তৈরি করল, আমাদের স্পাই স্যাটেলাইটকে ফাঁকি দিয়ে?' প্রশ্নটা গ্যারি রুবিনের।

হাত বাড়িয়ে মডেলের একটা অংশ, খানিকটা সাগর, তুলে নিলেন ডেভিড বুন। খুদে একটা টিউবের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'এটা একটা টানেল,' ব্যাখ্যা করার সুরে বললেন। 'এদো সিটির নিচে, পাতালের প্রায় শেষ মাথায়, একটা টানেল তৈরি করেছে ইয়ামাদার এঞ্জিনিয়াররা। উপকূলের দিকে দশ কিলোমিটার এগিয়েছে ওটা, তারপর আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার এগিয়ে সোসেকির নিচে সীফ্লোরে পৌচেছে।'

'ইয়ামাদার প্রশংসা করতে হয়,' বলল রানা। 'আপনাদের স্যাটেলাইটে অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা ধরা পড়েনি, কারণ এদো সিটি তৈরি করার সময় যে মাটি সরানো হয় তাদের সাথে সারানো হয় টানেল কাটার মাটিও।'

'আ পারফেক্ট কাভার,' বলল ববি।

'এ এক বিস্ময়কর কীর্তি,' মন্তব্য করলেন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার ফ্রেডি নোলান। 'যদি এদিক থেকে শুরু করা হয়, এ-ধরনের একটা টানেল তৈরি করতে কম করেও সাত বছর লাগবে।'

মাথা নাড়লেন ডেভিড বুন। 'চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করলে, আধুনিক বোরিং ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে, ইয়ামাদার এঞ্জিনিয়াররা চার বছরেই শেষ করতে

পারবে ওটা।' কথা শেষ করে দ্বীপের একটা অংশ তুলে নিলেন তিনি, ভেতরে দেখা গেল গোলকধাঁধার মত অসংখ্য প্যাসেজ আর কামরা। 'এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যাসিলিটির ইন্টেরিয়র লেআউট। হেরাম ওয়ানচুর পাঠানো খসড়া স্কেচ দেখে বানিয়েছি তো, আকার-আকৃতির মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে।' উপস্থিত সবাইকে একটা করে ফোল্ডার দিলেন তিনি। 'এগুলো এদো সিটি ও কন্ট্রোল সেন্টার-এর প্ল্যান, টানেলটাও দেখানো হয়েছে।'

ড্রইং-এর ভাঁজ খুলে লেআউট দেখল সবাই। প্রতিটি প্যাসেজ, শাখা টানেল, ল্যাবরেটরি ইত্যাদির নাম লেখা রয়েছে, মনের পর্দায় গেঁথে নিচ্ছে ওরা।

'দ্বীপটার সারফেস থেকে সেন্টারটা বোধহয় প্রায় তিনশো মিটার নিচে,' মন্তব্য করলেন ফ্রেডি নোলান।

সিলভিয়া বিড়বিড় করল, 'দ্বীপে কোন এয়ারস্ট্রিপ বা ডক নেই। 'ঢোকার মাত্র দুটো পথ—হেলিকপ্টার, টানেল।'

গ্লাসে শেষ চুমুক দিল রানা। 'তুমি যদি পাহাড় বেয়ে উঠতে পারো, তাহলে সাগরপথেও যাওয়া যায়। তবে ইয়ামাদার ডিফেন্স সিস্টেম তোমাকে দেখে ফেলবে।'

'সারফেসে এই বিল্ডিংগুলো কি?' জানতে চাইলেন গ্যারি রুবিন।

'ইয়ামাদার টপ এক্সিকিউটিভরা ওখানে বিশ্রাম নেয়, বিজনেস কনফারেন্সের আয়োজন করে। রাজনীতিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠকও হয় ওখানে।'

'শিমজুর পেইন্টিঙে কিন্তু দেখানো হয়েছে দ্বীপটায় কোন গাছপালা নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে দেখছি দ্বীপের অর্ধেকটাই গাছপালায় ঢাকা।'

'ইয়ামাদার লোকজন গত বিশ বছর ধরে লাগিয়েছে ওগুলো,' বললেন ডেভিড বুন।

চিন্তিতভাবে নাক চুলকাচ্ছেন ফ্রেডি নোলান। 'সারফেস বিল্ডিং আর কন্ট্রোল সেন্টারের মাঝখানে এলিভেটর নেই?'

'প্ল্যানে কিছু দেখানো হয়নি,' বললেন ডেভিড বুন।

'এই মাপের একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটিতে আউটসাইড ভেন্টিলেশন থাকতেই হবে।'

'আমাদের এঞ্জিনিয়াররা সন্দেহ করছে, সারফেসের কয়েকটা বিল্ডিং আসলে এয়ার ভেন্ট ও এগজস্ট ডাক্ট হিসেবে কাজ করছে।'

'ডাক্ট হলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখতে পারি,' হেসে উঠে বলল রানা। 'আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'এক্ষেত্রেও,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ডেভিড বুন, 'তেমন কোন তথ্য নেই আমাদের হাতে। এমন হতে পারে, এদো থেকে পাম্প করে নিচে পাঠানো হয় বাতাস। দূষিত বাতাস বের করে দেয়া হয় পাইপের সাহায্যে।'

'আমরা কি জানি, দ্বীপটায় বন্দী করে রাখা হয়েছে লরেলি আর

সিনেটরকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চিতভাবে জানি না, তবে আন্দাজ করা যায়। জায়গাটাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছে ওরা, আসলেও তাই, কাজেই ওখানেই ওদেরকে রাখার কথা।'

'এত কথায় কাজ কি, ভেতরে ঢোকার কি প্ল্যান করা হয়েছে তাই বলুন,' তাগাদা দিল ববি।

'ভেতরে ঢুকে সেন্টারের ইলেকট্রনিক সিস্টেম অচল করে দেয়ার একটা প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। তবে আমরা জানি না কি ধরনের সিকিউরিটি বা মিলিটারি টেকনলজির সাহায্য পাচ্ছে ইয়ামাদা। ধরে নিচ্ছি, অত্যাধুনিক সেনসরি গিয়ার ব্যবহার করছে সে। ল্যান্ড অ্যান্ড সী ডিটেকশন-এর জন্যে রাডার ইকুইপমেন্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাপ্রোচ-এর জন্যে সোনার সেনসর, পুরোটা তীর ঘিরে লেযার ও হিট ডিটেকশন সিস্টেম। সশস্ত্র রোবটও থাকবে।'

'সারফেস-টু-সী ও সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল?' রানার প্রশ্ন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলেন ডেভিড বুন।

'এ দেখছি বহুত শক্ত নারকেল, ভাঙা অসম্ভব,' হতাশ গলায় বললেন গ্যারি রুবিন।

ডেভিড বুনের দিকে সকৌতুকে তাকাল ববি। 'আমার তো মনে হচ্ছে, একটা ন্যাভাল ক্যারিয়ার এয়ারক্রাফট, অন্তত পাঁচটা স্পেশ্যাল ফোর্স অ্যাসল্ট টীম আক্রমণ না করলে ওখানে পা ফেলার কোন উপায় নেই।'

'আরও একটা উপায় আছে,' বলল রানা। 'অ্যাটম বোমা ফেলা।'

'আপনাদের এ-সব প্রস্তাব যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল নয়, সেহেতু আমাদের প্ল্যানটা নিয়েই আলোচনা করা যাক,' গম্ভীর সুরে বললেন ডেভিড বুন।

'সেটাই তো জানতে চাইছি, প্ল্যানটা কি?' নড়েচড়ে বসল ববি।

'কে কে যাচ্ছি আমরা—মরতে?' জানতে চাইলেন ফ্রেডি নোলান। 'নিশ্চয়ই টানেল দিয়ে যেতে হবে?'

'আপনারা পাঁচজনই,' শান্ত গলায় বললেন ডেভিড বুন। 'তবে টানেল দিয়ে নয়।'

'আমরা কি কালো নিনজা স্যুট পরে টানেলের ভেতর দিয়ে বাদুড়ের মত উড়ে যাব?' বলল রানা, ব্যঙ্গটুকু চাপা থাকল না।

'আপনি ও মি. ববি আকাশ থেকে দ্বীপে নামবেন। নামার পর একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করবেন, অপর দলটা যাতে এদো সিটি থেকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়।'

'দোহাই লাগে, প্যারাসূট নিয়ে নামতে বলবেন না,' কাতর অনুনয় করল ববি। 'আমার দু'চোখের বিষ।'

'আচ্ছা!' রানা উদ্বিগ্ন। 'দ্য গ্রেট মাসুদ রানা ও ববি দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ইয়ামাদার প্রাইভেট রিসর্ট দুর্গে ঘণ্টা, ড্রাম ও বিউগল বাজিয়ে উড়ে যাবে। তারপর সামুরাই স্টাইলে খুন হয়ে যাবে স্পাই হিসেবে ধরা পড়ে। ধরেই

নিয়েছেন, আত্মহত্যা করতে রাজি হব আমরা, তাই না, মি. ডেভিড বুন?'

'খানিকটা ঝুঁকি আছে, স্বীকার করি আমি,' গা বাঁচানোর সুরে বললেন ডেভিড বুন। 'তবে আপনাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

রানার দিকে তাকাল ববি। 'তোমার অনুভূতিও কি আমার মত, আমাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে?'

'ঘুঁটি হিসেবে।'

রানা জানে ডিরেক্টর অভ ফিল্ড অপারেশনস ডেভিড বুনের মাথা থেকে প্ল্যানটা বেরোয়নি। প্ল্যানটা তৈরি করেছেন ডান কপারফিল্ড, প্রশংসা করেছেন রবিন ট্যালবট, অনুমোদন দিয়েছেন ওঁদের প্রেসিডেন্ট। সিলভিয়ার দিকে তাকাল ও। তার চেহারায় লেখা রয়েছে—যেয়ো না। 'দ্বীপে পৌঁছুলাম আমরা, তারপর কি হবে?' জানতে চাইল ও।

'যতক্ষণ সম্ভব ধরা না পড়ার চেষ্টা করবেন, লুকিয়ে থাকবেন। তারপর আমরা পুরো টীমটাকে তুলে আনার জন্যে একটা রেসকিউ মিশন পাঠাব।'

'কিন্তু ধরা না পড়ার চেষ্টা সম্ভবত দশ মিনিট সফল হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেভিড বুন বললেন, 'কেউ আপনাদের কাছ থেকে মিরাকুলাস কিছু আশা করছে না।'

'তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তো কি?'

'আকাশ থেকে পড়লাম আমরা, লুকোচুরি খেললাম, এই ফাঁকে তিনজন সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ষাট কিলোমিটার টানেল ধরে ছুটবে? এই আপনাদের প্ল্যান?'

'হ্যাঁ।' রানার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছেন ডেভিড বুন।

'আপনারা পাগল নাকি!' মুখে যা-ই বলুক, রানা জানে ইয়ামাদার আস্তানায় পৌঁছুনোর সহজ বা নিরাপদ কোন উপায় নেই। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, ওই দ্বীপে লরেলির থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনাও যদি দেখতে পায়, যাবে ও।

ববি জানতে চাইল, 'মেইনল্যান্ডে আপনারা ওদের পাওয়ার সোর্স বিচ্ছিন্ন করছেন না কেন? তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'কন্ট্রোল সেন্টার স্বয়ংসম্পূর্ণ,' ডেভিড বুন বললেন। 'ওদের নিজস্ব জেনারেটিং স্টেশন আছে।'

ববির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কি বলো, ববি দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট?'

'ওখানে গেইসা আছে?'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল ডেভিড বুনের ঠোঁটে। 'ইয়ামাদা সম্পর্কে জানা গেছে, সে শুধু সুন্দরী মেয়েদের কাজ দেয়।'

রানা জানতে চাইল, 'কিভাবে উড়ে যাব আমরা? যদি আকাশে থাকতেই গুলি খাই?'

'কোন অসুবিধেই হবে না। পৌঁছুনোর অপারেশনটা ষোলো আনা

নিরাপদ।'

'তাই যেন হয়,' বলল রানা। 'তা না হলে যাঁরা এই প্ল্যানটা তৈরি করেছেন, তাঁদের সাথে আমি দেখা করতে চাইব।'

দশ

ডেভিড বুন ঠিকই বলেছেন, আকাশ থেকে ওদেরকে গুলি করে নামাবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই। ইউএস নেভির ডিটেকশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং শিপ জর্জ ওয়াশিংটন-এর ল্যান্ডিং প্যাড থেকে আলট্রালাইট পাওয়ার গ্লাইডার নিয়ে আকাশে উঠবে ওরা। গ্লাইডারগুলো কালো রঙ করা, আকৃতিও অদ্ভুত, ফলে রাডারে ধরা পড়বে না।

জাহাজটার রাডার সিস্টেম ছয়তলা উঁচু, অ্যান্টেনার সংখ্যা আঠারো হাজার। রাডারের আসল কাজ রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের মিসাইল টেস্টের ইন্টেলিজেন্স ডাটা সংগ্রহ করা। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে কামচাটকা পেনিনসুলা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে জর্জ ওয়াশিংটনকে। ওটার নতুন মিশন, পাওয়ার গ্লাইডার পাঠানো এবং সোসেকি দ্বীপের চারধারে কি ঘটছে তা মনিটর করা।

খোলা ডেকে নুমার দলটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ডেভিড অ্যাটকিনসন। শক্ত-সমর্থ গড়ন, কঠিন চেহারা, বয়েস হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মেইন্টেন্যান্স ক্রুদের ওপর কড়া নজর রাখছেন তিনি। ক্রুরা খুদে প্লেনটার ফুয়েলিং ট্যাঙ্কের চারধারে ব্যস্ত, চেক করছে ইন্সট্রুমেন্ট ও কন্ট্রোল।

'টেস্ট ফ্লাইট ছাড়া ম্যানেজ করতে পারব বলে মনে করেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অনায়াসে। আমাকে বলা হয়েছে, দু'জনই আপনারা দক্ষ পাইলট। উপুড় হয়ে শুয়ে আকাশে উড়তে কি যে মজা, দেখবেন নামতে ইচ্ছে করবে না।' অভয় দিয়ে হাসলেন লে. ক. ডেভিড অ্যাটকিনসন।

আগে কখনও আলট্রালাইট এয়ারক্রাফট দেখেনি রানা। এক ঘণ্টা হলো জাহাজটায় ল্যান্ড করেছে ওদের টিল্ট-রোটর প্লেন। তার মধ্যে চল্লিশ মিনিট ক্লাস করতে হয়েছে। এই চল্লিশ মিনিটে যা কিছু শিখেছে তাই সম্বল করে একশো কিলোমিটার উড়ে যেতে হবে ওদেরকে, আহত না হয়ে ল্যান্ড করতে হবে বিপজ্জনক পাহাড়বহুল সোসেকি দ্বীপে।

'বিদঘুটে এই পাখিগুলো কদ্দিন হলো বাজারে এসেছে?' জানতে চাইল ববি।

'নাম হলো আইবিস এক্স-টোয়েনটি,' শুধরে দেয়ার সুরে বললেন ডেভিড অ্যাটকিনসন। 'বাজারে ছাড়া হয়নি, এখনও এক্সপেরিমেন্টাল।'

'ওহ্ গড!' গুঙিয়ে উঠল ববি। 'তারমানে নিরাপদ কিনা বলার উপায় নেই।'

'ওগুলোর টেস্টিং প্রোগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। দুঃখিত, আরও ভাল কিছু অফার করতে পারছি না আমরা। ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ জরুরী তাগাদা দিলেন, আঠারো ঘণ্টার মধ্যে দুনিয়ার অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ডেলিভারি দিতে হবে ওগুলো।'

'ওগুলো ওড়ে, স্বভাবতই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি যে বলেন! উড়বে না কেন! আমি নিজে দশ ঘণ্টা উড়েছি। সুপার এয়ারক্রাফট। ওয়ান-ম্যান রিকনিসনস ফ্লাইটস হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক টারবাইন এঞ্জিনের সাহায্যে চলে, স্পীড প্রতি ঘণ্টায় তিনশো কিলোমিটার, রেঞ্জ একশো বিশ কিলোমিটার। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নতমানের ' পাওয়ার গ্লাইডার আমাদের এই আইবিস।'

'অবসর নেয়ার পর আপনি হয়তো ডিলারশিপ খুলে বসবেন,' শুকনো গলায় বলল ববি।

'জী?' তাঁকে যে মৃদু খোঁচা মারা হয়েছে, বুঝতে সময় নিলেন লে. ক. অ্যাটকিনসন।

রাডার শিপ-এর স্কিপার, কমান্ডার ডেল নিকোলাস, সিঁড়ি বেয়ে ল্যান্ডিং প্যাডে নেমে এলেন, হাতে বড় একটা ফটো। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, মাংসল, ভুঁড়ি বিশিষ্ট। 'আমাদের আবহাওয়া অফিসাররা জানিয়েছেন, ফ্লাইটের সময় ফোর-নট টেইল উইন্ড পাবেন, কাজেই ফুয়েল কোন সমস্যা হবে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'স্যাটেলাইট থেকে যদি নিরাপদ একটা ল্যান্ডিং সাইট পেতাম, ভাল হত।'

একটা বাল্কহেডের গায়ে স্যাটেলাইট ফটোটা মেলে ধরলেন স্কিপার। 'পেয়েছেন একটা। দ্বীপটায় ঘাস ঢাকা সমতল জায়গা বলতে এই একটাই, ষাট মিটার লম্বা ও বিশ মিটার চওড়া।'

সরে এসে ফটোর দিকে ঝুঁকল রানা ও ববি। ফটোয় চারকোনা লন দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে একটা বাগান, শুধু পুব দিকে খোলা। বাকি তিনটে দিক ঘন গাছপালা ও প্যাগোডা ধাঁচের ছাদসহ বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। বিল্ডিংগুলোর ঝুল-বারান্দা থেকে খোলা ব্রিজ নেমে এসেছে একটা পুকুরে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসল রানা ও ববি।

'উদ্ধার টীম না পৌঁছুনো পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন,' বিড়বিড় করল ববি।

'হুম। পৈতৃক প্রাণটা না এবার হারাতে হয়।' রানা গম্ভীর।

কমান্ডার ডেল নিকোলাসের চেহারায় অস্বস্তি। 'আপনারা কি অপারেশনটা বাতিল করতে চান?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'আপনাদেরকে তাগাদা দিতে চাই না, তবে আর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে। পথ চিনতে হলে দিনের আলো দরকার হবে আপনাদের।'

এই সময় ক্রুদের চীফ এগিয়ে এসে জানাল, পাওয়ার গ্লাইডার আকাশে ওড়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। ভঙ্গুর, ছোট এয়ারক্রাফটার দিকে তাকাল রানা।

টারবাইন এঞ্জিনের জোরালো ধাক্কা না পেলে ঠিক একটা ইঁটের মত খসে পড়বে ওটা।

প্রিফ্লাইট চেক শেষ করে ল্যান্ডিং প্যাড থেকে নেমে একপাশে দাঁড়াল ফ্লাইট ক্রুরা। 'গুড লাক,' বললেন স্কিপার ডেল নিকোলাস, হ্যান্ডশেক করলেন ওদের সঙ্গে। 'পুরোটা পথ আপনাদেরকে মনিটর করব আমরা। ল্যান্ডিং করার পর সিগন্যাল ইউনিট অ্যাকটিভেট করতে ভুলবেন না। আপনারা নিরাপদে নামতে পেরেছেন, ওয়াশিংটনকে রিপোর্ট করতে চাই আমরা।'

'গুড বাই। অনেক করেছেন, সেজন্যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

রানার কাঁধে হাত রাখল ববি, উৎসাহ দেয়ার ছলে চোখ মটকাল, আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল নিজের এয়ারক্রাফটের দিকে।

রানা ওর গ্লাইডারে উঠল নিচের দিক থেকে, সরু একটা হ্যাচ গলে। ফোম রাবার প্যাডে পেট দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। পা দুটোর চেয়ে সামান্য একটু উঁচুতে রয়েছে কাঁধ ও মাথা, কনুই দুটো মুক্ত অবস্থায় ঝুলছে মেঝে থেকে এক সেন্টিমিটার ওপরে। সেফটি হারনেস আর বেল্ট অ্যাডজাস্ট করল ও। তারপর ভার্টিকাল স্ট্যাবিলাইজার ও ব্রেক পেডালের গ্রিপ-এ পা ঢোকাল, এক হাতে ধরল কন্ট্রোল স্টিক, অপর হাতে অ্যাডজাস্ট করল কন্ট্রোল সেটিং।

উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ক্রুদের দিকে তাকাল রানা, কেব্‌ল্ রিলিজ করার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। স্টার্টার এনগেজ করল ও। সচল হলো টারবাইন। ববির দিকে তাকাল। শুধু তার চোখ দুটো দেখতে পেল। বুড়ো আঙুল খাড়া করে সঙ্কেত দিল রানা, উত্তরে ববিও আঙুল খাড়া করল।

ইঙ্গিতে টাই-ডাউন কেব্‌ল্ রিলিজ করতে বলল রানা। তারপর 'ফুল' স্টপে সরিয়ে আনল থ্রটল। জোরাল বাতাস আর টারবাইনের শক্তি পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে আইবিস। ব্রেক রিলিজ করল ও, তাকিয়ে আছে ল্যান্ডিং প্যাডের শেষ মাথার দিকে। লাফ দিয়ে ছুটল আইবিস। একটু পর ধীরে ধীরে কন্ট্রোল স্টিক পিছিয়ে আনল ও। গ্লাইডারের ছোট্ট নোজ হুইল প্যাড ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল, সামনে মেঘ দেখতে পেল রানা।

চল্লিশ মিটার উঠে আইবিসকে সিধে করে নিল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ববির দিকে। ওর পিছনেই রয়েছে সে। দু'জনেই জাহাজটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল, হাত নাড়ল ক্রু ও অফিসারদের উদ্দেশে। তারপর কোর্স স্থির করে রওনা হলো সোসেকি দ্বীপের দিকে। নিচে অশান্ত প্রশান্ত মহাসাগর।

রানার ইচ্ছে হলো আকাশের আরও অনেক ওপরে উঠে যায়, দু'একটা ডিগবাজি খায়, মজা করে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যে-কোন অস্বাভাবিক নড়াচড়া জাপানীদের রাডার স্ক্রীনে ধরা পরে যেতে পারে। আইবিসকে সোজা ও সরল একটা রেখায় রেখে, ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে এগোলে, ধরা পড়ার কোন আশঙ্কা নেই।

এতক্ষণে ভাবতে শুরু করল রানা, দ্বীপে পৌঁছুনোর পর কি ঘটবে। ভবনগুলোর উঠান থেকে পালানোর সুযোগ খুবই কম। কি একটা সেট-আপ,

ভাবল ও। ইয়ামাদার উঠানে ক্র্যাশ ল্যান্ড করো, তার সিকিউরিটি ফোর্সের চোখে ধরা পড়ো, তা না হলে দ্বিতীয় দলটা ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

নেভিগেশনে মন দিল রানা, একটা চোখ রাখল কমপাসে। গতি বজায় রাখতে পারলে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর দ্বীপে নামবে ওরা। তবে দু'এক ডিগ্রী এদিক ওদিক হয়ে গেলে দ্বীপটাকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন হবে।

সাতাশ মিনিট পর, দিগন্তরেখায় খিলান আকৃতির আংশিক সূর্য দেখা যাচ্ছে, উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল রানা।

কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। সাগর আর আকাশের মাঝখানে লালচে-বেগুনি একটা ছায়া, যতটা না বাস্তব, তারচেয়ে বেশি কল্পিত। ধীরে ধীরে একটা দ্বীপের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে। এবড়োখেবড়ো পাহাড়-প্রাচীর অশান্ত সফেন সাগর থেকে খাড়া উঠে এসেছে।

মাথা ঘুরিয়ে পাশের জানালা দিয়ে তাকাল রানা, ওর ডান দিকে ও খানিকটা পিছনে রয়েছে ববি। একটা হাত তুলে দ্বীপটার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

ইন্সট্রুমেন্ট চেক করে নিল রানা, তারপর আইবিসকে কাত করে দিক পরিবর্তন করল, পুব দিকের অন্ধকার হয়ে আসা আকাশ থেকে বেরিয়ে এল দ্বীপটার মাঝখানে। নিচের মাটি খুঁটিয়ে দেখার জন্যে চক্কর দেয়া যাবে না। বিস্ময় ওদের একমাত্র বন্ধু। প্রথম সুযোগেই ছোট্ট আইবিসকে বাগানে নামাতে হবে, সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল আঘাত করার আগেই।

প্যাগোডা আকৃতির ছাদগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, দেখতে পাচ্ছে বাগানটাকে ঘিরে থাকা গাছপালার পাঁচিলে একমাত্র ফাঁকটা। একটা হেলিকপ্টার প্যাড দেখল ও, ডেভিড বুনের মডেলে ছিল না। প্যাডটা সম্ভবত পরিত্যক্ত, কারণ আকারে খুব ছোট মনে হলো, চারপাশে প্রচুর গাছ।

কব্জি ঘুরিয়ে আইবিসকে একবার ডানে, পরমুহূর্তে বাম দিকে ঘোরাল রানা। নিচে ঝাপসা লাগছে সাগরটাকে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীরগুলো ছুটে আসছে, দ্রুত ঢেকে ফেলছে উইন্ডস্ক্রীন। স্টিক খানিকটা পিছিয়ে আনল রানা। তারপর হঠাৎ, যেন ওর নিচে থেকে চাদর সরিয়ে নেয়া হয়েছে, অদৃশ্য হলো সাগর, আইবিসের হুইল কঠিন আগ্নেয় শিলার মাত্র কয়েক মিটার ওপর রয়েছে।

ল্যান্ডিং গিয়ারের টায়ার কয়েকটা ঝোপের ডগা ছুঁয়ে দিল। থ্রটল পিছিয়ে আনল রানা। স্টিক সামান্য একটু টানল। ল্যান্ডিং হুইল ঝাঁকি খেল, হালকাভাবে স্পর্শ করেছে লন, একটা ফ্লাওয়ার বেড-এর কিনারা থেকে পাঁচ মিটার দূরে।

এঞ্জিন বন্ধ করে ব্রেকে চাপ দিল রানা। গতি কমছে না। লনের ঘাস ভিজে আছে, চাকাগুলো হড়কে যাচ্ছে যেন তেলের ওপর।

সামনে এক সারি গাছ। তারপর কি আছে রানা দেখতে পাচ্ছে না।

এভাবে ছুটতে থাকলে গাছের সাথে ধাক্কা লাগবে। আর ধাক্কা লাগলে বাঁচার কোন আশা নেই। আইবিসের নাক থেকে রানার দূরত্ব মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানার শরীর। ঝোপ ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল আইবিস, এখনও ঘণ্টায় ত্রিশ কিলোমিটার গতি। ডানায় লেগে ঝোপের ডালপালা ভাঙছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কয়েকটা গাছকে পাশ কাটিয়ে ডাইভ দিল আইবিস, সরাসরি ঝপাৎ করে পড়ল একটা পুকুরে।

কয়েক সেকেন্ড কোন শব্দ নেই আর। তারপর শোনা গেল একই ধরনের আরও একটা ডাইভ দেয়ার শব্দ। পাশে এসে থামল ববির আইবিস। ব্যস্ত হাতে হারনেস খুলে ফেলল রানা। মাথাটা অর্ধেক ডুবে আছে পানিতে, শ্বাস ফেলার জন্যে কাত করে রেখেছে সেটা। ববির ফিউজিলাজের তেমন একটা ক্ষতি হয়নি, আইবিস থেকে প্রায় অনায়াসে বেরিয়ে এল সে। কাদা আর পানির ওপর দিয়ে রানার সাহায্যে এগিয়ে আসছে।

দু'জন একসাথে পুকুরের কিনারায় উঠল। 'কোথাও লেগেছে?' জানতে চাইল ববি।

'হাঁটুর নিচে চামড়া উঠে গেছে, একটা আঙুল মচকেছে,' বলল রানা। 'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'বিল পাঠিয়ে দেব,' বলল ববি, কাদা ভর্তি বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

হেলমেট খুলে পুকুরে ফেলে দিল রানা, তাকাল দোমড়ানো-মোচড়ানো আইবিসের দিকে। 'যে-কোন মুহূর্তে ধাওয়া শুরু করবে ওরা। সুইচ টিপে সিগন্যাল পাঠাও। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের টাইমারও সেট করো। জলদি।'

জর্জ ওয়াশিংটনে সঙ্কেত পাঠাল ববি, নিরাপদে পৌঁচেছে ওরা। তারপর আইবিসে রাখা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের প্যাকেট খুলে টাইমারের কাঁটা ঘোরাল।

সামান্য খোঁড়াচ্ছে রানা, বাগানে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাল। চারদিকে কোন মানুষজন নেই। সশস্ত্র লোকজন বা রোবোটিক প্রহরীরা উদয় হয়নি। বিল্ডিংগুলোর বারান্দা ও জানালায় প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। টারবাইন এঞ্জিনের গর্জন বা ঝপাৎ করে ডাইভ দেয়ার আওয়াজ কেউ শুনতে পায়নি, এ অবিশ্বাস্য। আশপাশে মানুষ না থেকে পারে না, অন্তত বাগানের মালিরা তো থাকবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ফুলগাছের নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়।

'গা ঢাকা দেয়ার জন্যে দু'মিনিট সময় দিলাম তোমাকে,' ফিরে এসে বলল ববি। 'তারপরই ফাটবে ওগুলো।'

বনভূমির দিকে ছুটল রানা। 'আমি লুকাচ্ছি।'

হঠাৎ একটা ইলেকট্রনিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। 'ওখানেই দাঁড়াও!'

দাঁড়াল বটে রানা, তবে আধ সেকেন্ডের জন্যে। বিদ্যুৎগতি প্রতিক্রিয়া হলো, স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর, দেখাদেখি ববিও। এক

ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সরে যাচ্ছে ওরা, অচেনা শত্রুর কাছ থেকে যতটা দূরে পারা যায়। মাত্র পঞ্চাশ মিটারের মত এগিয়েছে, সামনে হঠাৎ একটা উঁচু বেড়া দেখতে পেল, গায়ে-মাথায় ইলেকট্রিফায়েড তার আর ইনসুলেটর গিজগিজ করছে।

'বৃথা চেষ্টা,' বিড়বিড় করল রানা, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো আইবিস দুটো, পাঁচ সেকেন্ডের ব্যবধানে।

কিসের একটা শব্দ পেয়ে দু'জনে একযোগে ঘাড় ফেরাল ওরা। সতর্ক হয়ে থাকা সত্ত্বেও, যান্ত্রিক মানুষগুলোকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল ওরা। একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়াল তারা। টেলিভিশন বা সিনেমায় যেমন দেখা যায়, এগুলো সে-ধরনের রোবট নয়। এগুলোর গায়ে অনেকগুলো যান্ত্রিক হাত রয়েছে, রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা, স্পীকার, কমপিউটর, চারটে করে অটোমেটিক রাইফেল। সবগুলো রানা বা ববির পেটের দিকে তাক করা।

'প্লীজ, নড়বে না। তা না হলে তোমাদের আমরা খুন করব।'

'কথা বলার সময় ওদের জিভ আর ঠোঁট নড়ে কি?' জিজ্ঞেস করল ববি, চোখে অবিশ্বাস।

মাঝখানের রোবটটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওর মনে হলো, দূর থেকে একজন কন্ট্রোলার অত্যন্ত সফিসটিকেটেড একটা টেলিপ্রেজেন্স সিস্টেমের সাহায্যে পরিচালনা করছে ওটাকে।

'বিভিন্ন ভাষা বুঝতে পারি আমরা, সেভাবেই আমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে,' কাঁপা গলায় বলল মাঝখানের রোবটটা। 'তোমাদের পালাবার কোন উপায় নেই। আমাদের রাইফেলগুলোকে তোমাদের বডি গাইড করছে।'

চেহারায় অস্বস্তি, রানা ও ববি দৃষ্টি বিনিময় করল। সাবধানে, ধীরে ধীরে, মাথার ওপর হাত তুলল ওরা। লক্ষ করল, ওদের দিকে তাক করা রাইফেলগুলো এক চুল নড়ছে না।

'শুরু হবার আগেই ব্যর্থ হয়ে গেছে আমাদের অপারেশন। ঠিক বলিনি?' জানতে চাইল ববি।

সামনে বারোটা রাইফেল, পিছনে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া, কাজেই পালাবার কোন সুযোগ নেই। রানা শুধু আশা করল, রোবটগুলোর কন্ট্রোলার অন্তত বুঝতে পারবে যে ও আর ববি আসলে কোন হুমকি নয়।

'ওদেরকে বলার সময় হয়েছে, আমাদেরকে লীডারের কাছে নিয়ে যাক?' জিজ্ঞেস করল ববি।

'বলে দেখতে পারো। কিন্তু বলতে গিয়ে গুলি খেলে আমাকে দায়ী করতে পারবে না।'

এদো সিটির তলায় অনুপ্রবেশ করা সহজ কাজ নয়, তবে ওদের জন্যে তেমন কোন সমস্যা হলো না। হলিউডের একজন মেকআপ এক্সপার্টকে টোকিওতে

পাঠিয়েছেন রবিন ট্যালবট, সে-ই ওদের চেহারা বদলে দিয়েছে। সিলভিয়া, ফ্রেডি নোলান ও ড. গ্যারি রুবিনকে পুরোপুরি জাপানী বলে চালিয়ে দেয়া যায়। ফ্রেডি নোলান জাপানী ভাষা জানেন, কাজেই তাঁকে সিলভিয়া ও গ্যারি রুবিনের বস্ বানানো হয়েছে। বিজনেস স্যুট পরে আছেন তিনি। ইয়ামাদা এঞ্জিনিয়ারিং ইন্সপেকশন টীমের সদস্যরা হলুদ জাম্পস্যুট পরে, ওরা দু'জনও তাই পরেছে।

হেরাম ওয়ানচুর রিপোর্টে সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, আইডেনটিফিকেশন কার্ড আর পাস কোড পাওয়া গেল একজন ব্রিটিশ ডীপ কাভার এজেন্টের কাছ থেকে। এই ব্রিটিশ অপারেটর সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করছেন রবিন ট্যালবটকে। চেকপয়েন্টগুলো পার হয়ে আসতে ওদের তিনজনের কোন অসুবিধে হলো না। অবশেষে টানেলে ঢোকার মুখে পৌঁছে গেল ওরা। অপারেশনের এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত।

রক্ত-মাংসের সিকিউরিটি গার্ড বা আইডেনটিটি ডিটেকশন মেশিনকে সহজেই ফাঁকি দেয়া গেছে, এবার শেষ বাধাটা পেরুতে হবে ওদেরকে। শেষ বার ব্রিফ করার সময় ডেভিড বুন বলেছেন, এটাই আসল বাধা।

সম্পূর্ণ খালি একটা কামরায় ঢুকল ওরা, ভেতরে চোখ ধাঁধানো আলো। সামনেই একটা রোবোটিক সেনসরি সিকিউরিটি সিস্টেম। ঘরে কোন ফার্নিচার নেই, দেয়ালগুলোয় নেই কোন ছবি। কামরায় একটাই দরজা।

'আপনাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলুন,' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, জাপানী ভাষায় জানতে চাইল রোবট।

ইতস্তত করছেন ফ্রেডি নোলান। তাঁকে বলা হয়েছে, রোবট সেন্ট্রি মেশিন প্রশ্ন করবে। চাকা লাগানো একটা ডাস্টবিন থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসবে, এ তিনি আশা করেননি। জবাব দিলেন, 'ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম মডিফাই করতে হবে।'

'আপনার জব অর্ডার আর পাস কোড।'

'কমিউনিকেশন ইন্সপেকশন ও টেস্ট প্রোগ্রামের জন্যে ইমার্জেন্সী অর্ডার ফরটি-সিক্স-আর।' খোলা হাত দুটো এক করলেন ফ্রেডি নোলান, আঙুলের ডগাগুলো আলতোভাবে পরস্পরের সঙ্গে ছোঁয়ালেন, ফিসফিস করে তিনবার বললেন, 'বাহ্।' বিপদ হলে এখনই হবে, ভাবলেন তিনি। ব্রিটিশ অপারেটর সঠিক পাস সাইন ও কোড ওয়ার্ড ওদেরকে জানাতে পেরেছে কিনা এবং ওদের জেনেটিক কোড রোবোটিক সিকিউরিটি মেমোরিতে জমা করতে পেরেছে কিনা তার ওপর নির্ভর করছে সব কিছু।

'আমার সেনসিং স্ক্রীনে আপনাদের ডান হাত চেপে ধরুন,' নির্দেশ দিল রোবোগার্ড।

ড্রাম আকৃতির বুকে নীল স্ক্রীন মিটমিট করছে, পালা করে প্রত্যেকে ওরা ডান হাত চেপে ধরল সেটার ওপর। কয়েক সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল

রোবট, কমপিউটারে ডাটা প্রসেস করছে, মেমোরি ডিস্কের বর্ণনার সাথে মুখের আকার-আকৃতি ও শরীরের গড়ন মিলিয়ে দেখছে।

প্রায় যেন এক যুগ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রোবট। 'ক্লিয়ার‍্যান্স কনফার্মড।' সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকের পুরোটা দেয়াল ভেতর দিকে সরে গেল, একপাশে সরে দাঁড়াল রোবট। 'আপনারা ভেতরে ঢুকতে পারেন। বারো ঘণ্টার বেশি থাকতে হলে ছ'নম্বর সিকিউরিটি ফোর্সকে জানাতে হবে।'

ব্রিটিশ অপারেটর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। শেষ বাধাটাও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসেছে ওরা। কামরা থেকে বেরিয়ে কার্পেট মোড়া একটা প্যাসেজে চলে এল তিনজন। প্যাসেজটা মেইন টানেলের সঙ্গে মিলেছে।

একটা বোর্ডিং প্ল্যাটফর্মে চড়ল ওরা। বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল লাল আর সাদা আলো। নির্মাণ উপকরণে ভর্তি একটা ট্রেন আন্ডারগ্রাউন্ড রেলস্টেশন থেকে এইমাত্র রওনা হলো। টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো ট্রাক। টানেলের মুখটা চার কি পাঁচ মিটার হবে ডায়ামিটারে, আন্দাজ করলেন ফ্রেডি নোলান।

তিন মিনিট ভৌতিক নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। একটা মাত্র রেললাইনের ওপর দিয়ে প্ল্যাটফর্মে এল কারটা। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ওটা, মাথাটা বুদ্বুদ আকৃতির কাঁচ দিয়ে ঢাকা, দশজন লোক বসতে পারবে। কারের ভেতরটা ফাঁকা, কন্ট্রোলে কেউ নেই। হিসহিস শব্দে খুলে গেল দরজা, কারে চড়ল ওরা।

'এটা একটা ম্যাগলেভ,' গ্যারি রুবিন বললেন।

'একটা কি?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'ম্যাগলেভ, ম্যাগনেটিক লেভিটেশন। দুটো চুম্বক পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে, এর ওপর ভিত্তি করে ধারণাটা গড়ে উঠেছে। ট্রেনের নিচে শক্তিশালী ম্যাগনেট আছে, আর আছে সিঙ্গেল লাইনের কিনারায়, ওগুলোর ইন্টারঅ্যাকশনের ফলে কারটা ছোটে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ফিল্ডের ওপর দিয়ে। সেজন্যেই এটাকে সাধারণত ফ্লোটিং ট্রেন বলা হয়।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কমপিউটরাইজড সেনসর সঙ্কেত দিল, সামনে কোন বাধা নেই। ট্রাক-এর ওপর সবুজ আলো জ্বলে উঠল। নিঃশব্দে মেইন টিউব-এ ঢুকে পড়ল ওরা। ক্রমশ বাড়ছে গতি।

খানিক পর সিলভিয়া জানতে চাইল, 'কত স্পীডে ছুটছি আমরা?'

'ঘণ্টায় তিনশো বিশ কিলোমিটার,' গ্যারি রুবিন জবাব দিলেন।

মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেডি নোলান। 'এই গতিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

কয়েক মিনিট পরই ফ্লোটিং ট্রেনের গতি কমতে শুরু করল। তারপর কোন শব্দ না করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরেকটা খালি প্ল্যাটফর্মে নামল ওরা। ওরা নামতেই একটা টার্নটেবিলে উঠল ট্রেন। উল্টোদিকের রেইল-এ চলে গেল, তারপর এদো সিটির দিকে ছুটল আবার।

'লাইনের শেষ মাথা,' বিড়বিড় করলেন ফ্রেডি নোলান। প্ল্যাটফর্মে একটা দরজা, সবাইকে নিয়ে সেদিকে এগোলেন তিনি। প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। প্যাসেজটা শেষ হয়েছে এলিভেটরের সামনে।

এলিভেটরে চড়ে আরবী সংখ্যা লেখা কন্ট্রোল বাটনগুলোর দিকে তাকালেন গ্যারি রুবিন। 'ওপরে, না নিচে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ক'টা ফ্লোর? কোনটায় রয়েছি আমরা?' পাল্টা প্রশ্ন করল সিলভিয়া।

'ফ্লোর বারোটা। দু'নম্বরে রয়েছি।'

'কিন্তু হেরাম ওয়ানচুর স্কেচে মাত্র চারটে ফ্লোর ছিল,' বললেন ফ্রেডি নোলান।

'ওগুলো প্রাথমিক ড্রইং ছিল, পরে নিশ্চয় বদলানো হয়।'

'তারমানে লেআউটের ওপর নির্ভর করাটা বোকামি হবে,' মন্তব্য করল সিলভিয়া।

'কমপিউটরাইজড ইলেকট্রনিক্স স্টেশন কোন দিকে জানি না,' বললেন গ্যারি রুবিন। 'কাজেই অরিজিন্যাল প্ল্যান ধরে কাজ করতে হবে আমাদের। প্রথমে যাব পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন।'

'যদি কেউ বাধা না দেয়। ইলেকট্রিকাল ওয়্যারিং অনুসরণ করলে সময় কম লাগবে।'

'বারোটা ফ্লোরে অসংখ্য কামরা, অসংখ্য প্যাসেজ,' বিড়বিড় করল সিলভিয়া। 'হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুর-ঘুর করাই সার হবে।'

'এছাড়া কোন উপায় নেই,' ফ্রেডি নোলান বললেন, তাকালেন হাতঘড়ির দিকে। 'মি. রানা ও মি. ববি যদি দ্বীপে পৌঁছে থাকেন, ইয়ামাদা সিকিউরিটি সিস্টেমকে যদি ব্যস্ত রাখতে সমর্থ হন, প্লাস্টিক বসিয়ে পালাবার যথেষ্ট সময় পাব আমরা।'

ছ'নম্বর বোতামে চাপ দিলেন গ্যারি রুবিন। 'মাঝখানের ফ্লোরে উঠে দেখা যাক।'

ব্রীফকেসটা তুলে বগলের নিচে চেপে ধরলেন ফ্রেডি নোলান। এক জোড়া অটোমেটিক উইপনকে আড়াল করে রেখেছে ব্রীফকেসটা।

একটু পরই ছ'তলায় পৌঁছে গেল এলিভেটর। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সবার আগে রয়েছেন ফ্রেডি নোলান, তিনি দাঁড়িয়ে পড়তে বাকি দু'জন তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেল।

ওদের সামনে গম্বুজ আকৃতির বিশাল একটা গ্যালারি। অসংখ্য কমপিউটর আর ইন্সট্রুমেন্টাল কনসোল একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে। টেকনিশিয়ান ও এঞ্জিনিয়াররা সবাই একেকটা রোবট, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে যে যার কাজ করছে। কারও মুখে কথা নেই, কেউ কাউকে নির্দেশ দিচ্ছে না। রোবটগুলো বিভিন্ন আকৃতির।

প্রথমবারেই সোনা পেয়ে গেছে ওরা। ভাগ্য ওদেরকে সরাসরি ইয়ামাদার নিউক্লিয়ার কমান্ড সেন্টারের ইলেকট্রনিক ব্রেনের ভেতর নিয়ে এসেছে। গোটা

কমপ্লেক্সের কোথাও কোন মানুষ নেই।

বেশিরভাগ রোবটের পায়ে চাকা রয়েছে। কয়েকটা শুঁড়বহুল অক্টোপাসের মত দেখতে, আটটা করে বাহু।

'আমরা গুরুত্ব হারিয়েছি, এ-ধরনের কোন অনুভূতি হচ্ছে আপনার?' ফ্রেডি নোলানকে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'ওদের সাথে লাগতে যাওয়া উচিত হবে না,' ফ্রেডি নোলান ফিসফিস করলেন। 'চলুন, এলিভেটরে ফিরে যাই।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' প্রতিবাদ করলেন গ্যারি রবিন। 'এই কমপ্লেক্সটাই ধ্বংস করার জন্যে এসেছি আমরা। মানুষের কাজে বাধা দেয়ার জন্যে প্রোগ্রাম করা হয়নি ওগুলোকে। চারদিকে কোথাও রোবটিক সিকিউরিটি গার্ডও দেখতে পাচ্ছি না। সম্ভবত মি. রানা ও মি. ববির কৃতিত্ব, ওগুলোকে ব্যস্ত রেখেছেন। আমার কথা হল, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, আসুন, রোবটদের এই ঘাঁটিটাকে চাঁদে পাঠিয়ে দিই।'

'এলিভেটর রওনা হয়ে গেছে,' বলল সিলভিয়া, 'ডাউন' লেখা বোতামটা চেপে ধরল আঙুল দিয়ে। 'এই মুহূর্তে যাবার কোন জায়গা নেই আমাদের।'

কথা বাড়িয়ে আর সময় নষ্ট করলেন না ফ্রেডি নোলান। মেঝেতে ব্রীফকেসটা রাখলেন, টেপ ছিঁড়ে পা থেকে খুলে নিলেন সি-এইট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের প্যাকেট। ওরা দু'জনও জাম্পস্যুট ইউনিফর্মের ভেতর থেকে একটা করে প্যাকেট বের করল।

'সিলভিয়া, আপনি কমপিউটর সেকশনের দায়িত্ব নিন। মি. রুবিন, নিউক্লিয়ার বম্ব প্রাইম সিস্টেম। কমিউনিকেশন সেকশন আমার দায়িত্বে।'

যে যার টার্গেটের দিকে এগোল ওরা। কেউই পাঁচ কদম এগোতে পারেনি, একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়াও। তা না হলে এখুনি মারা যাবে তোমরা।' নিখুঁত ইংরেজিতে দেয়া হলো নির্দেশটা।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেও, উপস্থিত বুদ্ধি হারালেন না ফ্রেডি নোলান। 'আমরা টেস্ট এঞ্জিনিয়ার,' বললেন তিনি। 'ইন্সপেকশনে এসেছি। আমাদের পাস কোড দেখতে ও শুনতে চাইলে বলো।'

'এদিকে মানুষের কোন কাজ নেই, কারণ রোবটরাই নিখুঁতভাবে সব করতে পারে।'

'কিন্তু আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন চেক করার...।'

ফ্রেডি নোলানের কথা শেষ হলো না, খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। কন্ট্রোল সেন্টারের মেঝেতে বেরিয়ে এল ফিডেল সাকুরা। 'বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মরো না,' সাবধান করল সে, উল্লাসে চকচক করছে তার চেহারা। 'তোমাদের অপারেশন ভেস্তে গেছে। এদো প্রজেক্ট ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও।'

ক্যাম্প ডেভিডে প্রেসিডেন্টের সাথে ব্রেকফাস্ট সারলেন রবিন ট্যালবট ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্টের স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিলিপ হারমান, হাতে এক গ্লাস দুধ। 'বাইরে অপেক্ষা করছেন ডান কপারফিল্ড,' রবিন ট্যালবটকে জানালেন তিনি।

'উনি সম্ভবত সোসেকি দ্বীপের সর্বশেষ খবর নিয়ে এসেছেন।'

ফিলিপ হারমানের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। ভাল কথা, কিচেনে বলে দাও তাঁর জন্যে ব্রেকফাস্ট পাঠাতে।'

ডান কপারফিল্ড শুধু এক কাপ কফি নিলেন, বসলেন কাছাকাছি একটা সোফায়। চোখে প্রত্যাশা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে প্রেসিডেন্ট। তবে রবিন ট্যালবট তাকিয়ে আছেন ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুনের দিকে।

'ওরা ঢুকেছে,' ঘোষণা করলেন ডান কপারফিল্ড।

'সবাই? কোন বিপদ হয়নি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, তিনজনই। কোন সমস্যা হয়েছে কিনা এখনও আমরা জানি না। তবে রহস্যময় একটা ব্যাপার ঘটেছে। টানেল দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে ওরা, এই রিপোর্ট দেয়ার পরপরই আমাদের ব্রিটিশ কনট্যাক্ট যোগাযোগ কেটে দেয়। কেটে দিল, নাকি ছিঁড়ে গেল, বোঝা যায়নি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে রবিন ট্যালবটের সাথে করমর্দন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

'সময়ের আগে হয়ে যাচ্ছে, মি. প্রেসিডেন্ট,' রবিন ট্যালবট বললেন। 'ওদেরকে আরও অনেক বাধা পেরুতে হবে।'

'আমার লোকদের খবর কি?' গুরু গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'সেফ ল্যান্ডিং-এর সিগন্যাল পেয়েছি আমরা,' জবাব দিলেন ডান কপারফিল্ড। 'আশা করি ওঁরা আহত হননি বা ইয়ামাদার সিকিউরিটি গার্ডের হাতে ধরা পড়েননি।'

'এরপর কি ঘটবে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'বিস্ফোরণের সাহায্যে কমান্ড সেন্টার কিছু সময়ের জন্যে অচল করে দেয়া হবে। তারপর ওরা মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনকে উদ্ধার করবেন। সব কিছু যদি প্ল্যান মত চলে, জেনজো ইয়ামাদাকে গ্রেফতার করবেন ওঁরা। ওঁদের কাছ থেকে সিগন্যাল পাবার পর পানির ওপর মাথা তুলবে আমাদের একটা সাবমেরিন, ডেল্টা টীম পাঠানো হবে দ্বীপ থেকে ওদেরকে উদ্ধার করে আনার জন্যে। তারপর দ্বীপে নামবে আমাদের মেরিন কমান্ডোরা, পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে কমান্ড সেন্টার।'

গ্রেফতার করার ঘটনাটা ভিডিও টেপে দেখে রানা ও ববিকে চিনতে পারল

ফিডেল সাকুরা। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে সাতো বোনামিকে জানাল সে।

মাসুদ রানাকে খুন করার দায়িত্ব আগেই দেয়া হয়েছে বোনামিকে, খবরটা শুনে উল্লাস অনুভব করল সে। সাকুরাকে বিদায় করে দিয়ে ধ্যানে বসল, ধ্যান ভাঙার পর প্ল্যান করতে বসল কিভাবে মারা যায় শত্রুকে। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, রানাকে নিয়ে সেরকম একটা খেলা খেলতে ইচ্ছে হলো তার। তাতে প্রমাণ হয়ে যাবে রানার মত দক্ষ ও যোগ্য একজন শত্রুর সাথে লড়ার ক্ষমতা তার আছে কিনা। মাসুদ রানা নাকি একাই একশো। দেখা যাক। ইয়ামাদার বিরোধিতা করেছে, এমন বহু লোকের সঙ্গে এ-ধরনের খেলা খেলেছে বোনামি, কেউ তারা যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণ করতে পারেনি নিজেকে।

রানা ও ববিকে একদল সেন্ট্রি রোবট সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখছে। ওদেরকে যারা গ্রেফতার করেছে, সেই রোবটদের একটার সাথে খানিকটা বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করল ববি। আলাপটা এভাবে শুরু করল সে, 'কেমন আছ, জাদু?'

'আমার নাম জাদু নয়,' ইংরেজিতে বলল রোবট। 'আমার নাম মুরাসাকি। মুরাসাকি মানে হল লালচে-বেগুনি।'

'লালচে-বেগুনি? কিন্তু তোমার গায়ে তো হলুদ রঙ। জাদু নামটাই তোমাকে মানাবে।'

'আমাকে তখনও পুরোপুরি তৈরি করা হয়নি, একজন শিন্টো প্রিস্ট ফুল আর খাদ্যবস্তু প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করে আমার নাম রাখেন মুরাসাকি।'

রানার দিকে ফিরল ববি। 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে নাকি?'

রানা কিছু বলল না।

'তুমি তাহলে স্বাধীন একজন এজেন্ট?' জানতে চাইল ববি।

'পুরোপুরি স্বাধীন নই,' জবাব দিল মুরাসাকি। 'আমার কৃত্রিম চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতা আছে।'

রানার দিকে ফিরল আবার ববি। 'সত্যি ইয়ার্কি মারছে, না?'

'কি করে বলি। তুমি বরং জিজ্ঞেস করে দেখো, পালাতে চেষ্টা করলে কি করবে সে।'

মুরাসাকি জবাব দিল, 'আমি আমার সিকিউরিটি অপারেটরকে সতর্ক করব, গুলি করব খুন করার জন্যে—যেভাবে আমাকে কর্মসূচী পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'তোমার লক্ষ্য কি অব্যর্থ?' জানতে চাইল রানা। কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে ও।

'আমার কর্মসূচীতে ব্যর্থ হবার কোন নির্দেশ নেই।'

'পরিস্থিতি বোঝা গেল,' হতাশ গলায় বলল ববি।

'দ্বীপ ছেড়ে তোমরা পালাতে পারবে না, আর দ্বীপে লুকাবারও কোন

জায়গা নেই।'

বাইরে থেকে নক হলো, স্লাইডিং দরজা একপাশে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। রোবটের পাশে দাঁড়ানো ববির দিক থেকে রানার দিকে তাকাল সে, বলল, 'আমি সাতো বোনামি। মি. জেনজো ইয়ামাদার প্রধান সহকারী।'

'ববি মুরল্যান্ড,' এক গাল হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে, যেন কতদিনের বন্ধু তারা। 'বিশ্রামরত ওই ভদ্রলোক আমার বন্ধু, মি. মাসুদ রানা। বিনা নিমন্ত্রণে উদয় হওয়ায় দুঃখিত আমরা, তবে...।'

'তোমাদের পরিচয়, কিভাবে সোসেকি দ্বীপে এসেছ, এ-সবই আমরা জানি,' ববিকে বাধা দিয়ে বলল বোনামি। 'ভুল বোঝানোর জন্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে কোন লাভ হবে না। একটা খবর শুনে মনে ব্যথা পাবে তোমরা, তবু না বলে পারছি না। ডাইভারশন ক্রিয়েট করে কোন লাভ হয়নি। এদো সিটি থেকে টানেলে নামার খানিক পরই তোমাদের তিন বন্ধু ধরা পড়ে গেছে।'

নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভেতর। বোনামির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ববি। তারপর চোখ ফেরাল রানার দিকে, চেহারায় প্রত্যাশা।

সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রানা। 'এখানে পড়ার মত কিছু নেই নাকি? একটা গাইড হলেও চলত, দ্বীপটায় হোটেল-মোটেল কি আছে জানতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

রানার দিকে ঠাণ্ডা চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল বোনামি। প্রায় এক মিনিট পর নড়ে উঠল সে। এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়াল, ঝুঁকল ওর দিকে। 'হান্ট গেম পছন্দ করো তুমি, মি. রানা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে।

'তেমন না। শিকার যদি পাল্টা গুলি করার সুযোগ না পায়, সেটাকে স্পোর্ট বলি কি করে?'

'তারমানে কি রক্ত ও মৃত্যু তুমি অপছন্দ করো?'

'বেশিরভাগ মানুষই কি তাই করে না?'

'বেশিরভাগ মানুষ কাপুরুষ। তুমিও কি তাই, ধরে নেব আমি?'

'নিরস্ত্র অবস্থায় সত্যি আমি তাই। কিন্তু আমাকে একটা কিছু দাও, তারপর দেখো।'

চোখে খুনের নেশা, রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল বোনামি। তারপর বলল, 'মি. ইয়ামাদা তোমাদেরকে ডিনার খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সাতটার সময় তোমাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে যাওয়া হবে। ক্লজিটে কিমোনো পাবে। পরার মধ্যে যেন কোন খুঁত না থাকে।' ঝট করে ঘুরল সে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

'কি ব্যাপার, রানা? কি নিয়ে কথা বললে তোমরা?' ববির চোখে কৌতূহল।

ঘুমোবার জন্যে চোখ বন্ধ করল রানা। 'ওর মতলব খুব খারাপ। খরগোস মারার মত আমাদেরকে শিকার করতে চায়। বোধহয় জবাই করবে।'

*

যেন একটা রাজ দরবারে ঢুকল ওরা। ডাইনিং রুমের সিলিং বারো মিটার উঁচু, মেঝেতে লাল সিল্ক দিয়ে বোনা ব্যাম্বো কার্পেট, দেয়ালগুলো পালিশ করা রোজউড দিয়ে ঢাকা। অসংখ্য কাগুজে লণ্ঠনের ভেতর জ্বলছে মোমবাতি, গোটা কামরা তাতেই আলোকিত হয়ে আছে। জাপানী শিল্পীদের আঁকা পেইন্টিং দিয়ে সাজানো দেয়াল। ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল লরেলি। তার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছেন সিনেটর গ্রাফটন, তিনিও ডাইনিং রুমের সাজসজ্জা দেখে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। কামরার মাঝখানে একটা সেরামিক টেবিল, লম্বা নয়, কয়েকবার বাঁক নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে গেছে। চেয়ারগুলো এমনভাবে ফেলা হয়েছে, অতিথিরা পরস্পরের সাথে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসতে পারবেন, মুখোমুখি বা পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে।

সামনে এসে মাথা নত করল শুশি তোইআমা। তার পরনে নীল সিল্ক কিমোনো। 'দেরি হবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন মি. ইয়ামাদা। তবে একটু পরই এসে পড়বেন তিনি। আপনাদের কি দেব, বলুন?'

'আপনি চমৎকার ইংরেজি বলেন,' প্রশংসা করল লরেলি।

লাজুক হাসি দেখা গেল তোইআমার ঠোঁটে। 'ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান ও রুশ ভাষাও জানি আমি।'

'ধন্যবাদ, ডিনারের আগে আমার কিছু দরকার নেই,' বলল লরেলি।

গার্ডদের নির্দেশে লরেলি ও সিনেটর গ্রাফটনকেও কিমোনো পরতে হয়েছে। 'আমার দরকার আছে। কারণ আমি খুব অস্বস্তিবোধ করছি। কি দিতে পারেন আপনি, শুনি?'

'জিন, ব্র্যান্ডি, হুইস্কি, শ্যাম্পেন, লেমন জুস।'

'জিন।'

তোইআমা একজন ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল, ট্রে হাতে অপেক্ষা করছে সে।

টেবিলটা ছ'জনের জন্যে সাজানো হয়েছে দেখে লরেলি জানতে চাইল, 'মি. ইয়ামাদা ছাড়া আর কে যোগ দেবেন আমাদের সঙ্গে?'

'মি. ইয়ামাদার ডান হাত মি. সাতো বোনামি ও দু'জন বিদেশী অতিথি।'

'বিদেশী জিম্মি, সন্দেহ নেই,' বিড় বিড় করলেন সিনেটর গ্রাফটন। ওয়েটারের ট্রে থেকে জিন ভর্তি একটা গ্লাস তুলে নিলেন তিনি, এগিয়ে গিয়ে একটা ছবির সামনে দাঁড়ালেন। পাখির চোখ দিয়ে দেখা একটা জেলেদের গ্রাম। 'কত দাম এটার?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ছয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' মার্জিত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ।

দু'জনেই ওরা ঘুরে দাঁড়াল। জেনজো ইয়ামাদাকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন সিনেটর গ্রাফটন। বহু পত্র-পত্রিকায় তার ছবি দেখেছেন। গুহা আকৃতির কামরায় ধীর পায়ে ঢুকল ইয়ামাদা, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে

বোনামি। ইয়ামাদার ঠোঁটে স্মিত হাসি। 'দা লিজেন্ড অভ প্রিন্স জেনজি,' ছবিটার নাম বলল সে। 'আঁকা হয়েছে চোদ্দশো পঁচাশি সালে। শিল্পীর নাম টয়োমা। আপনার রুচির মধ্যে কমার্শিয়াল একটা ভাব আছে, সিনেটর গ্রাফটন। সবচেয়ে দামী ছবিটাই আপনার দৃষ্টি কেড়েছে।'

এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল ইয়ামাদা। 'জেনজো ইয়ামাদা।' মাথাটা নত করল সে। 'আশা করি আমার প্রধান সহকারী সাতো বোনামির সাথে আগেই আপনার পরিচয় হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন সিনেটর। 'আমাদের জেলার।'

'এবং অত্যন্ত অভদ্র,' যোগ করল লরেলি।

'কিন্তু ভারি যোগ্য,' বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল ইয়ামাদা। বোনামির দিকে ফিরল সে। 'আমাদের দু'জন অতিথিকে যে দেখছি না?'

বোনামি কিছু বলার আগে পায়ের শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই। কামরায় ঢুকল রানা ও ববি, সঙ্গে দু'জন রোবট সেন্ট্রি। এখনও ওরা ওদের ফ্লাইং স্যুট পরে আছে, তবে গলায় রঙচঙে একটা নেকটাই রয়েছে। কিমোনো পরার নির্দেশ পালন করেনি ওরা, শুধু ফিতে কেটে গলায় বেঁধে নিয়েছে।

'ওরা তোমাকে সম্মান দেখাতে রাজি নয়,' হিসহিস করে বলল বোনামি। ওদের দিকে এগোল সে, তবে একটা হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল ইয়ামাদা।

'রানা!' হাঁপিয়ে উঠল লরেলি। 'ববি!' ছুটে এল সে, আলিঙ্গন করল রানাকে। 'ওহ্, গড! কাউকে দেখে এত খুশি হইনি কখনও।' এরপর ববির হাত ধরে চাপ দিল সে। 'তোমরা এখানে কিভাবে এলে?'

'একটা জাহাজ থেকে উড়ে এসেছি,' হাসিমুখে বলল রানা।

'কানে এল, এখানে নাকি অনেক রকম সার্কাস দেখানো হয়, তাই চলে এলাম,' বলল ববি, সে-ও হাসছে।

'মি. রানা, মি. ববি,' বলল ইয়ামাদা। 'আপনাদের মত বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।'

'কার সঙ্গে কথা বলছি আমরা?' জানতে চাইল ববি। 'সার্কাসের কোন জোকার?'

'আমি জেনজো ইয়ামাদা। ওয়েলকাম টু সোসেকি আইল্যান্ড।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি, এ-কথা বলতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত, মি. ইয়ামাদা। আপনার অগাধ টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে তো চোর-ডাকাতদেরও থাকে। আপনার ক্ষমতাও অনেক, তবে শয়তানের ক্ষমতাও কম নয়।'

অপমানিত হতে অভ্যস্ত নয় ইয়ামাদা, হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ইয়ামাদা কামরায় ঢোকার পর টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বেরিয়ে গেছে

ওয়েটার। তোইআমা সেদিকে এগোচ্ছে দেখে নড়ে উঠল ববি। 'চমৎকার জায়গা, সুন্দরভাবে সাজানো,' বলল সে। 'আরও ভাল লাগছে সুন্দরী সঙ্গিনী থাকায়।'

সিনেটর গ্রাফটন হ্যান্ডশেক করলেন রানার সাথে। 'আবার দেখা হওয়ায় ভারি ভাল লাগছে,' বললেন তিনি। 'আরও খুশি হতাম যদি পিছনে করে একটা ডেল্টা টীম নিয়ে আসতেন।'

'ওদেরকে রিজার্ভ রাখা হয়েছে, শেষ চাল দেয়ার জন্যে।'

এ-সব কথা শুনতে না পাবার ভান করে একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসল ইয়ামাদা। 'ড্রিঙ্কস, জেন্টলমেন?'

'আ মার্টিনি,' অর্ডার দিল রানা।

'আপনি, মি. ববি?' জিজ্ঞেস করল তোইআমা।

'আ বার্কিং ডগ, যদি জানেন কিভাবে তৈরি করতে হয়।'

'খানিকটা জিন, সামান্য ড্রাই ভারমুথ, সামান্য সুইট ভারমুথ...,' তোইআমা শুরু করল।

'রীতিমত একটা প্রতিভা,' বলল লরেলি। 'কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারে ও।'

'ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল ববি, কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তোইআমার দিকে। চোখাচোখি হতে ক্ষীণ একটু হাসল মেয়েটা।

'এ-সব ঠাট্টা-ইয়ার্কি রাখুন তো!' প্রায় গর্জে উঠলেন সিনেটর গ্রাফটন। 'এমন ভাব দেখাচ্ছেন, আমরা যেন কোন বন্ধুর ককটেল পার্টিতে এসেছি।' ইতস্তত করলেন এক সেকেন্ড, তারপর ইয়ামাদার দিকে ফিরে সরাসরি জানতে চাইলেন, 'ব্যাখ্যা করুন, কেন আমাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে? এই মুহূর্তে উত্তর চাই আমি।'

'প্লীজ, বসুন, সিনেটর। শান্ত হোন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ইয়ামাদা। 'আপনাদের কালচারের অনেক খারাপ দিকের এটা একটা, ধৈর্য হারানো। সেজন্যেই আমাদের কালচার আপনাদের তুলনায় এত উন্নত।'

'আপনি একটা ভূত,' গাল দিলেন সিনেটর, রাগে কাঁপছেন। 'ভূতের আবার কালচার কি?'

মনে মনে জেনজো ইয়ামাদার প্রশংসা না করে পারল না রানা। তার চেহারায় রাগ বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। দৃষ্টি দেখে মনে হলো, সিনেটরকে সে অবোধ শিশু বলে মনে করছে।

ঘৃণা দেখতে হলে তাকাতে হবে বোনামির দিকে। শরীরের পাশে হাত দুটো মুঠো করে রেখেছে সে, বাহু পর্যন্ত কাঁপছে রাগে। দেখে মনে হলো পাগলা একটা শিয়াল, লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

বোনামি যে বিপজ্জনক খুনী, প্রথমবার তাকে দেখেই বুঝে নিয়েছে রানা। টেবিলের দিকে শান্ত পায়ে এগোল ও, ট্রে থেকে জিন ভর্তি একটা গ্লাস তুলে নিল। ফিরে এসে দাঁড়াল বোনামি আর সিনেটরের মাঝখানে। কাজ

হলো তাতে। সিনেটরকে দেখতে না পেয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বোনামি, সমস্ত রাগ ওর ওপর পড়ল তার। ঠিক এই সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটো রেখে মাথা নত করল তোইআমা, ঘোষণা করল, 'ডিনার রেডি।'

'ডিনারের পর আলোচনায় বসব আমরা,' বলল ইয়ামাদা।

টেবিলে সবার শেষে বসল রানা ও বোনামি। পরস্পরের দিকে এখনও ওরা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন দু'জন বক্সার পরস্পরের ওজন নিচ্ছে লড়াই শুরুর আগে। বোনামির কপাল লালচে হয়ে আছে, থমথম করছে চেহারা। ঠোঁটে হিংস্র হাসি ফুটিয়ে তুলে তাকে আরও খেপিয়ে তুলছে রানা।

একটা কথা দু'জনেই জানে। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি, একজন আরেকজনকে খুন করবে ওরা।

কোন কোর্স শেষ হয়েছে কিনা জানার জন্যে।

'যান্ত্রিক মানুষের ওপর আপনি দেখছি একটু বেশি নির্ভর করেন,' ইয়ামাদাকে বলল রানা।

'আপনি বোধহয় জানেন না, জাপানে আমরা একটা রোবোটিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে যাচ্ছি। নাগোয়াতে আমার যে ফ্যাক্টরী আছে, ওটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়। ওখানে কম্পিউটরাইজড় রোবোটিক মেশিনের সাহায্যে প্রতি বছর বিশ হাজার স্বয়ংসম্পূর্ণ রোবট তৈরি করছি আমরা।'

'একটা আর্মি আরেকটা আর্মি তৈরি করছে,' বলল রানা।

'নিজের অজ্ঞাতে আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন আপনি, মি. রানা। এরই মধ্যে আমরা জাপানের রোবোটিক মিলিটারি ফোর্স গঠন করেছি। আমার এঞ্জিনিয়াররা রক্ত-মাংসের ক্রু ছাড়া পুরোপুরি অটোম্যাটেড যুদ্ধজাহাজের ডিজাইন তৈরি করেছে, উৎপাদনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্লেনের ব্যাপারেও একই কথা, একই কথা ট্যাংক সম্পর্কে—এ-সবই পরিচালিত হবে রোবটদের দ্বারা, রোবটগুলো পরিচালিত হবে রিমোট কন্ট্রোলে। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, যুদ্ধ করার জন্যে সৈনিক রোবটও তৈরি করেছি আমরা। ওগুলো আর্মারড মেশিন, শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত, এক লাফে পঞ্চাশ মিটার পেরিয়ে যেতে পারে, ঘণ্টায় ছুটতে পারে ষাট কিলোমিটার।

'ওগুলো সহজেই মেরামত করা যায়। দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোনও সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। জাপান ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ করে প্রাণ হারাবে, আহত হবে, কিন্তু বড় মাপের যে-কোন যুদ্ধে একজন জাপানীকেও আমরা হারাব না।'

কথাগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পুরো এক মিনিট সময় নিল অতিথিরা। গোটা ব্যাপারটা কল্পনায় ধারণা করা কঠিন বলেই মনে হলো। পুরোপুরি রোবোটিক সেনাবাহিনীর ধারণা আগেও অনেক সময় বিশেষজ্ঞদের মাথায় এসেছে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রই সেরকম একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। জাপান কি তার ব্যতিক্রম? জেনজো ইয়ামাদা কি মিথ্যে গর্ব করছে, নাকি সব সত্যি?

একা শুধু ববি মুরল্যান্ডকে সাইবারনেটিকস ওঅরফেয়ার সম্পর্কে নির্লিপ্ত বলে মনে হলো। 'আমাদের কমপিউটর সুন্দরীরা জানিয়েছে, ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি নাকি ভয়ানক স্পর্শকাতর।' কাঠির সাহায্যে অনেক কষ্টে এক টুকরো মাছ পুরল মুখে।

'আমরা আমাদের ধর্ম, শিন্টোইজমকে, আমাদের কালচারের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল ইয়ামাদা। 'আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ সমস্ত বস্তুই একটা করে আত্মা পেয়েছে, এমন কি যে-কোন জড় পদার্থও। এদিক থেকে পশ্চিমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা। আমাদের হাতিয়ারকে আমরা, তা সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুলই হোক বা সামুরাই তলোয়ার, হিউম্যান হিসেবে শ্রদ্ধা ও পবিত্র জ্ঞান করি। আমাদের, এমন কি, এমন মেশিনও আছে যেগুলো আমাদের অনেক কর্মীকে মেশিনের মত আচরণ

করতে শেখায়।'

'এ যেন নিজেদের লোককে বেকার করার চেষ্টা,' মন্তব্য করল রানা।

'এটা আসলে একটা সেকেলে ধারণা, মি. রানা,' জবাব দিল ইয়ামাদা, হাতের আইভরি জোড়া টেবিলের ওপর ঠুকল। 'জাপানে মানুষ ও মেশিন ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। নতুন শতাব্দীর শুরুতে এক মিলিয়ন রোবটকে ব্যবহার করতে যাচ্ছি আমরা, যারা দশ মিলিয়ন মানুষের সমান কাজ করবে।'

'আর ওই দশ মিলিয়ন মানুষ? তারা কি করবে?'

'ওদেরকে আমরা অন্যান্য দেশে রফতানি করব, ঠিক যেভাবে জাপানে তৈরি অন্যান্য পণ্য রফতানি করি,' শান্ত গলায় বলল জেনজো ইয়ামাদা। 'নতুন দেশে শিকড় গাড়বে তারা, আইন মেনে চলবে, যদিও তাদের আনুগত্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরিই বজায় থাকবে জাপানের সাথে।

'সান ডিয়াগোয় এরকম একটা ব্যাপার লক্ষ করছি আমি,' বলল ববি। 'বিশাল একটা ব্যাংক ভবন তৈরি করল জাপান, আর্কিটেক্ট থেকে শুরু করে শ্রমিক পর্যন্ত সবাই ছিল জাপানী, বিল্ডিং তৈরির সাজ-সরঞ্জামও জাপান সরকার সরবরাহ করে, জাপানী জাহাজে করে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইয়ামাদা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। 'অর্থনৈতিক যুদ্ধে কোন নিয়মনীতি নেই।' থামল সে, হাত-ইশারায় রোবট দুটোকে দেখাল। 'গুড, পরবর্তী কোর্স এসে গেছে।'

কাঠের ট্রেতে করে খোসা না ছাড়ানো এপ্রিকট পরিবেশন করা হলো, পাশে পাইন গাছের কাঁটা। তার সঙ্গে রয়েছে পাহাড়ের মত উঁচু শুক্তি। একটু পরই পরিবেশন করা হলো ফ্লাওয়ার সুপ—স্বচ্ছ, একটি মাত্র অর্কিড ভাসছে প্রতিটি বড় আকারের পেয়ালায়।

লরেলি ভাবল, ডিনারের অর্ধেকটা বোধহয় পরিবেশন করা হয়ে গেছে। আসলে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সুস্বাদু ডিশগুলো একের পর এক স্রোতের মত আসতে থাকল। সিসেম সস-এর সঙ্গে ডুমুর, পুদিনা দিয়ে রান্না করা ভাত, ডিমের কুসুম দিয়ে বানানো আরেক প্রস্থ সুপ, নিখুঁতভাবে ছাল ছাড়ানো সামুদ্রিক বানমাছ, ব্যাঙের ছাতার সাথে ডিমভরা সামুদ্রিক শামুক, সামুদ্রিক গুল্ম ও আগাছা দিয়ে মোড়া বহুরঙা কোলাজের মত দেখতে বিভিন্ন ধরনের মাছ, সূক্ষ্মভাবে কাটা ঝিনুকের সাথে জলপদ্মের শিকড়, শসা সহ তরিতরকারির শাঁস। তারপর আবার সুপ দেয়া হলো, চাল তরিতরকারি ও সিসেম দিয়ে তৈরি। সবশেষে পরিবেশিত হলো ফল ও চা।

'ফাঁসির আসামীদের জন্যে শেষ ভুঁরিভোজ?' জানতে চাইলেন সিনেটর গ্রাফটন।

'মোটেই না,' অমায়িক হেসে বলল জেনজো ইয়ামাদা। 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার প্রাইভেট জেটে চড়ে ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন আপনারা—আপনি ও মিস লরেলি।'

'এখুনি নয় কেন?'

জাপানী ফ্যানাটিক-৩

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

এক

এটা আসলে প্রাচীন জাপানী রন্ধন শিল্পের নাটকীয় একটা ধরন। সমতল কাঠের তক্তার ওপর পড়ে রয়েছে বড় একটা টুনি মাছ, দেখেই চিনতে পারল রানা। 'ওস্তাদ শিকিবোচো'-র সাথে পরিচয় করিয়ে দিল জেনজো ইয়ামাদা। তক্তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল লোকটা, পরে আছে সিল্ক ব্রোকেডে তৈরি পোশাক, মাথায় মিনার আকৃতির টুপি। ইস্পাতের চপস্টিক ও কাঠের হাতল সহ লম্বা ছুরি নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা বা কসরৎ দেখাল সে, বলা যায় মাছ কাটার পাঁয়তারা কষছে বা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কর্তন পর্বটা দর্শনীয় বটে। লোকটার হাত দুটো এত দ্রুত নড়ে উঠল যে ঝাপসা লাগল চোখে, নড়াচড়াটা চোখ দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। চোখের পলকে মাছটাকে নির্দিষ্ট কয়েকটা টুকরোয় ভাগ করল সে। রীতি অনুসারে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল, তারপর বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে।

'ওই কি আপনার শেফ?' জানতে চাইল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স।

মাথা নাড়ল জেনজো ইয়ামাদা। 'ও শুধু মাছ কাটা অনুষ্ঠানের প্রধান। সী ফুড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আমার অন্যতম একজন শেফ এখন মাছটাকে নতুন করে সাজাবে, পরিবেশন করা হবে হজমি হিসেবে।'

'আপনার কিচেনে তাহলে একাধিক শেফ রয়েছে?'

'তিনজন। একজন ফিশ ডিশ সম্পর্কে এক্সপার্ট। মাংস ও তরিতরকারির জন্য আলাদা একজন শেফ। আরেকজন তার মেধা কাজে লাগায় শুধু সুপের পেছনে।'

মাছ পরিবেশনের আগে গরম নোনতা চা দেয়া হল, সঙ্গে মচমচে মিষ্টি বিস্কিট। লেবুর গরম রসে ভেজা তোয়ালে এল হাত ধোয়ার জন্যে, ধোঁয়া উঠছে এখনও। এরপর কিচেন থেকে ফিরিয়ে আনা হলো মাছ, টুকরোগুলো প্রতিটি যার যার জায়গামত রয়েছে, খাওয়া হলো হজমি হিসেবে কাঁচা।

কাঠি দিয়ে খেতে হিমশিম খাচ্ছে ববি ও সিনেটর গ্রাফিটন, লক্ষ করে কৌতুক অনুভব করল ইয়ামাদা। তবে জোড়া আইভরির সাহায্যে খাবারগুলো দ্রুত মুখে পুরছে রানা ও লরেলি, দেখে কিছুটা বিস্মিতও হলো সে। প্রতিটি কোর্স পরিবেশন করল এক জোড়া রোবট। ওদের লম্বা হাত আশ্চর্য দ্রুত টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ডিশগুলো। এক কণা খাবার খসে পড়ল না,টেবিলে ডিশগুলো রাখার সময় কোন শব্দ হলো না। কথা বলল শুধু নির্দিষ্ট

'কারণ আমার উচ্চাশা, লক্ষ ও গন্তব্য সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা দিতে চাই আমি। আমি নিজে আপনাদেরকে ড্রাগন সেন্টারটা ঘুরিয়ে দেখাব, তাহলে বুঝতে পারবেন নতুন জাপানের শক্তির উৎসটা কি রকম।'

'ড্রাগন সেন্টার মানে?'

'নিউক্লিয়ার গাড়ি-বোমা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না, সিনেটর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা ওগুলো এরই মধ্যে অনেক দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

হাঁ হয়ে গেলেন সিনেটর। 'গাড়ি-বোমা? নিউক্লিয়ার গাড়ি-বোমা? মানে?'

'মি. ইয়ামাদার নীল নকশা, বড় ভাইদের সাথে বাজাবাজি করতে চান। ড্রাগন সেন্টারের বাকি কাজ শেষ হলেই বোতামে চাপ দিয়ে গাড়ি-বোমাগুলো ফাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি। গাড়িগুলো রোবট চালায়, প্রতিটি গাড়িতে একটা করে অ্যাটম বোমা আছে।'

চোখ দুটো বিস্ফারিত, একটা ঢোক গিলে লরেলি বলল, 'সত্যি? জাপান গোপনে অ্যাটম বোমা বানিয়েছে?'

ইঙ্গিতে ইয়ামাদাকে দেখাল রানা। 'ওঁকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে ইয়ামাদা, একটা সাপের দিকে বেজি যেভাবে তাকায়। 'আপনি খুব জেদি মানুষ, মি. রানা। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুনলাম গাড়ির কোথায় বোমাগুলো রেখেছি তা নাকি আপনিই মার্কিন সরকার ও ইন্টেলিজেন্সকে জানিয়েছেন।'

'এয়ারকন্ডিশনারের কমপ্রেসর-এ বোমা লুকিয়ে রাখার বুদ্ধিটা যার মাথা থেকেই বেরুক, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না,' বলল রানা। 'দুর্ঘটনাবশত অটো ট্র্যান্সপোর্ট শিপে প্রথমে একটা বোমা না ফাটলে আপনার অপারেশন অবশ্যই সফল হত, কেউ আপনাকে ঠেকাতে পারত না।'

লরেলি হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না, জানতে চাইল, 'এ থেকে কি পাবার আশা করেন আপনি?'

'গত তিনশো বছর ধরে ঘৃণ্য ওরিয়েন্টাল জাতি হিসেবে অবজ্ঞা করা হয়েছে জাপানীদের,' বলল ইয়ামাদা। 'শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের উন্নতি পশ্চিমা জগৎ সহ্য করতে পারছে না। পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের এখনই সময়। এদো প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো, আত্মরক্ষার জন্যে জাপানকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো।'

'এদো প্রজেক্ট আবার কি?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'দুনিয়াকে ব্ল্যাকমেইল করার একটা প্ল্যান,' তিক্তস্বরে ব্যাখ্যা করল রানা।

'আশ্চর্য!' বিস্ময় প্রকাশ করল লরেলি। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসকাণ্ড থেকে কিছুই আপনারা শেখেননি? মিথ্যে গর্ব আর লোভের বশে আবার আপনারা নিজেদের সর্বনাশ করতে চান? যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে জাপানের ওপর, এই সরল সত্যটা আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না?'

ইয়ামাদার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'কি মূল্য দিতে হবে, এটা বুঝতে পারলে সবাই ওরা পিছিয়ে যাবে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুর তার গলায়। 'সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করবে, সমস্যাটা তারা কূটনৈতিক পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান করবে। এছাড়া আর কি-ই বা তাদের করার আছে?'

'জাপানকে এর জন্যে চড়া মূল্য দিতে হবে,' বললেন সিনেটর গ্রাফটন। 'আমার ধারণা, এটা আপনার ব্যক্তিগত পাগলামি। সরকার বা জনসাধারণ কিছুই জানে না। ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ আপনাকে এ-পথে নিয়ে এসেছে।'

'ধন্যবাদ, সিনেটর।' সম্পূর্ণ শান্ত ইয়ামাদা। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনার দৃষ্টিতে আমি একটা ক্ষমতালোভী ম্যানিয়াকই। আপনার অভিযোগ আমি অস্বীকার করব না। তবে এ-কথা বলব, ইতিহাসের অন্যান্য ম্যানিয়াকদের মতই, আমিও আমার দেশকে রক্ষা করতে চাই, রক্ষা করতে চাই জাপানের সার্বভৌমত্ব। অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে জাপানকে পেতে হবে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ, পশ্চিমা অপসংস্কৃতির বদলে গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জাপানী কালচার। সেজন্যে প্রয়োজনে আমরা শক্তি প্রয়োগ করতেও পিছপা হব না।'

'অপসংস্কৃতি বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর।

তাঁর দিকে ঘৃণাভরে তাকাল ইয়ামাদা। 'নিজের দেশের দিকে তাকান, সিনেটর। ড্রাগ অ্যাডিক্টদের দখলে চলে গেছে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নেপথ্যে থেকে দেশটাকে শাসন করছে ইহুদি আর মাফিয়া। হত্যা-খুন-ধর্ষণ-সন্ত্রাস প্রতিটি রাজ্যে প্রতি মুহূর্তের বাস্তবতা। আপনাদের কালচার পাঁচমেশালি, তাই জাতিগত দাঙ্গা লেগেই আছে। আপনাদের পতন ঘটছে, যেমন পতন ঘটেছে গ্রীস, রোম ও ব্রিটেনের। এই পতন প্রক্রিয়া থামানোর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু জাপানী কালচার জাপানীদের জন্যে, অন্যান্য জাতি তা গ্রহণ করবে কেন? সব জাতিরই তো গর্ব করার মত নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। তাছাড়া, সমাজ যদি কালচারের প্রতিচ্ছবি হয়, জাপানী কালচারেরই বা অবস্থা কি? আপনাদের ক্রিমিন্যালরা এত শক্তিশালী, বলা যায় আড়াল থেকে ওরাই সরকারকে চালায়। মন্ত্রী বলুন, প্রধানমন্ত্রী বলুন, সবাই ঘুষখোর। শুধু লাভের জন্যে এমন কোন দেশ নেই যাদের কাছে আপনারা হাইলি সিক্রেট মিলিটারি টেকনোলজি বিক্রি করছেন না। সুযোগ পেলেই আপনারা অন্য দেশের গোপন প্রযুক্তি চুরি করছেন। তারপরও বলছেন, জাপানী কালচার শ্রেষ্ঠ?'

রাগে লালচে হয়ে উঠল ইয়ামাদার মুখ। 'জাপানে এ-সব যা দেখছেন, সবই পশ্চিমা অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফল। আমাদের কালচার আবার নিখাদ হয়ে উঠবে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমরা ছিলাম পরাজিত একটা জাতি, যুক্তরাষ্ট্র সেই থেকে আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে। আজ, হঠাৎ করে, বিজয়ী জাতি হিসেবে উদয় হয়েছি আমরা। শিল্প বা বাণিজ্যে আমরা অপরাজেয়, অন্যান্য যে-কোন জাতির চেয়ে কারিগরি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। জাতি হিসেবে আমরা কঠোর পরিশ্রমী, এ-সবের সাথে এখন যোগ হয়েছে পারমাণবিক শক্তি। কে আমাদের ঠেকায়?'

'কিন্তু আপনি কি দুনিয়ার সবাইকে চিরকালের জন্য জিম্মি করে রাখতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাছাড়া জাপানের সরকার ও জনসাধারণ আপনাকে ছাড়বে কেন, তারা যখন দেখবে সুপার পাওয়ারগুলো জাপানের দিকে ওঅরহেড তাক করে রেখেছে? রাশিয়ায় বা যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও যদি দুর্ঘটনাবশত আপনার একটা গাড়ি-বোমা ফেটে যায়, আবার একটা নিউক্লিয়ার অ্যাটাকের ঝুঁকিতে পড়বে জাপান, সে-কথা ভেবে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল ইয়ামাদা। 'আমাদের ইলেকট্রনিক সেফগার্ড রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাডভ্যান্সড। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কারেক্ট কোড প্রোগ্রাম না করলে কোন বিস্ফোরণ ঘটবে না।'

শব্দ করে দম ছাড়ল লরেলি। 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—আপনি একটা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করতে পারেন না।'

হেসে উঠল ইয়ামাদা। 'পারমাণবিক যুদ্ধ বলতে রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র যা বোঝে, আমরা বোকার মত সেরকম কিছু করতে যাচ্ছি না। আমরা অ্যাটম বোমা ফাটালে কোন শহর ধ্বংস হবে না, মানুষও তেমন একটা মরবে না। ওগুলো ফাটানো হবে নির্জন এলাকায়, বিশাল একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করার জন্যে, উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষ্যে।'

'তারমানে সত্যি বোমাগুলো আপনি ফাটিয়ে দেবেন, তাই না?'

'কেন ফাটাব না, ফাটাবার জন্যেই তো ওগুলো তৈরি করে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। তবে আক্রমণটা হবে বিশেষ ধরনের। আমরা কাউকে জানে মারব না। মারব ভাতে। প্রথমে অকেজো করা হবে যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো ও রাশিয়ার কমউনিকেশন ও উইপন সিস্টেম।' জাপানী শিল্পপতি ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'তবে আমার বিজয় দেখার জন্যে আপনি উপস্থিত থাকবেন না, মি. রানা। সত্যি আমি দুঃখিত।'

ভয়ে শুকিয়ে গেল লরেলির মুখ। 'আমাদের সাথে রানা ও ববি ওয়াশিংটন যাচ্ছে না?'

বড় করে শ্বাস টানল ইয়ামাদা, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'না,' বলল সে। 'ওদেরকে আমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু সাতো বোনামির হাতে তুলে দিয়েছি।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'সাতো বোনামি অত্যন্ত দক্ষ শিকারী। মানুষ শিকার তার হবি। আপনার দুই বন্ধু ও বাকি তিনজন ইন্টেলিজেন্স অপারেটর যারা ধরা পড়েছে, সবাইকেই একবার করে দ্বীপ ছেড়ে পালাবার সুযোগ দেয়া হবে। তবে এ সুযোগটা পাওয়া যাবে যদি তারা চব্বিশ ঘণ্টা ফাঁকি দিতে পারে সাতো বোনামিকে।'

রানার দিকে তাকাল সাতো বোনামি, ভুরু নাচিয়ে হাসল। 'আমাকে ফাঁকি দেয়ার প্রথম সুযোগ পেয়েছেন মি. রানা।'

ববির দিকে ফিরল রানা, নির্ভাজ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা। 'দেখলে তো, আমি যা বলেছিলাম তাই।'

দুই

'পালাব?' বিড়বিড় করল ববি, ছোট্ট ঘরটার ভিতর পায়চারি করছে সে, রোবট গার্ড মুরাসাকির সামনে। 'কোথায় পালাব? তীব্র স্রোতের মধ্যে ষাট কিলোমিটার কি সাঁতরানো সম্ভব? তারপরও হয়তো দেখা যাবে, মেইনল্যান্ডে পৌঁছুলে তুমি, ইয়ামাদার শিষ্যরা তীরে দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।'

'তাহলে আমাদের রণকৌশল কি হবে?' জানতে চাইল রানা, মেঝেতে ঘন ঘন ওঠবোস করছে।

'যতক্ষণ সম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। আর কি বিকল্পই বা আছে?'

'ঠিক আছে, নির্ভীক হৃদয়ে নিয়তির অমোঘ বিধানকে মেনে নেব আমরা।'

একটা ভুরু উঁচু করে রানার দিকে তাকাল ববি, চোখে সন্দেহ। 'হ্যাঁ, তাই। উদোম বুক পেতে দাঁড়াব, চোখে পট্টি বাঁধতে অস্বীকার করব, বোনামি যখন তলোয়ার তুলবে আমরা তখন সিগারেট ফুঁকব।'

'হ্যাঁ, শুধু শুধু লড়ে লাভ কি।'

'লাভ নেই সত্যি, তবে তোমাকে আমি এই প্রথম লড়াই শুরুর আগেই হেরে যেতে দেখছি,' বলল ববি, ভাবছে বন্ধুর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে কিনা।

'দ্বীপের কোথাও লুকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু কতক্ষণ? আমার ধারণা, বোনামি চিট করবে। আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে রোবোটিক সেনসর ব্যবহার করবে সে।'

'সিলভিয়ার কি হবে?' জানতে চাইল ববি। 'তাকেও খুন করবে বোনামি, আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে তুমি?'

ব্যায়াম শেষ করল রানা, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'আমরা নিরস্ত্র, কাজেই উপায় কি। রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে রোবটদের সাথে পারা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বোনামি অত্যন্ত দক্ষ একজন ফেনসার।'

গলায় ঝাঁঝ, বিস্ময় প্রকাশ করল ববি, 'তোমাকে আমি চিনতে পারছি না। তুমি এভাবে হাল ছেড়ে দিচ্ছ, এ অবিশ্বাস্য।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল রানা, মুরাসাকিকে পাশ কাটিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। 'তোমার পক্ষে বলা সহজ, বন্ধু। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছ। পুকুরে ক্রাশ-ল্যান্ড করার সময় হাঁটুতে আঘাত পেয়েছি, হাঁটতে গেলে জান বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যথায়। বোনামিকে ফাঁকি দেয়া আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।'

রানার ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি দেখে ভুল ভাঙল ববির। হঠাৎ করে নিজেকে তার বোকার হদ্দ বলে মনে হলো। মুরাসাকির সেনসর ছাড়াও কামরার ভেতর আরও অনেক আড়িপাতা যন্ত্র ও ভিডিও ক্যামেরা লুকানো আছে। রানার

মনোভাব বুঝতে পেরে সে-ও এবার অভিনয় শুরু করল। 'বোনামি একজন সামুরাই বীর, আহত ও অসহায় প্রতিপক্ষকে শিকার করতে বাধবে তার। আমার ধারণা, তোমার এই অবস্থা দেখে অস্ত্র ফেলে দেবে সে, তোমার সাথে খালি হাতে লড়বে।'

'মরতে আমার আপত্তি নেই, খালি হাতে মারুক বা তলোয়ার দিয়ে। শুধু ব্যথাটা কমলেই খুশি হই।'

'মুরাসাকি,' রোবটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ববি, 'বাড়িতে কোন ডাক্তার আছে?'

'আমার কর্মসূচীতে সে-ধরনের কোন তথ্য দেয়া নেই।'

'তাহলে তোমার রিমোট বসকে ডেকে জেনে নাও।'

'প্লীজ স্ট্যান্ড বাই।'

রোবটের কমিউনিকেশন সিস্টেম একটা অনুরোধ পাঠাল কন্ট্রোল সেন্টারে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চলে এল। 'অল্প ক'জন স্টাফ সহ একটা ক্লিনিক আছে পাঁচতলায়। মি. রানার কি চিকিৎসা সুবিধে দরকার?'

'দরকার,' বলল রানা। 'মি. বোনামির সাথে খেলতে হলে একটা পেইনকিলার ইঞ্জেকশন নিতে হবে আমাকে। আঁটসাঁট একটা ব্যান্ডেজও দরকার।'

'ঘন্টা কয়েক আগেও তো আপনাকে আমি খোঁড়াতে দেখিনি,' বলল রোবট গার্ড মুরাসাকি।

'হাঁটুটা অসাড় লাগছিল,' বলল রানা। 'এখন এমন ব্যথা করছে যে হাঁটতে পারছি না।' সাবধানে সামনে বাড়ল ও, কুঁচকে উঠল চোখ-মুখ, যেন প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে।

যা দেখল তাই রিপোর্ট করল গার্ড। ড্রাগন সেন্টার অনুমতি দিয়ে বলল, আহত ব্যক্তিকে পাহারা দিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে। আরেকটা রোবো গার্ড হাজির হলো ববির ওপর নজর রাখার জন্যে। ববি ওটার নাম জেনে নিল। ওকামি।

মুরাসাকির পিছু পিছু গোলকধাঁধার মত অনেকগুলো প্যাসেজ পেরিয়ে এসে একটা এলিভেটরে চড়ল রানা। বোতামে চাপ দিল রোবট, নিচে নামতে শুরু করল এলিভেটর। রানা ভাবল, এটা একটা নতুন তথ্য, বাটন টীমগুলো জানে না—ড্রাগন সেন্টারে নামার জন্যে এলিভেটর আছে। কয়েক মুহূর্ত পর আলোকিত একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা।

'আপনার বাম দিকে চার নম্বর দরজা। ভেতরে ঢুকুন।'

দরজাটা আন্ডারগ্রাউন্ডের সব কিছুর মত সাদা রঙ করা। কবাটের গায়ে ছোট একটা ক্রসচিহ্ন আঁকা। কোন নব বা হাতল নেই, শুধু একটা বোতাম দেখল রানা। চাপ দিতেই খুলে গেল কবাট। পা টেনে ভেতরে ঢুকল ও। কামরার এক ধারে কয়েকটা বেড দেখা গেল। ইউনিফর্ম পরা এক সুন্দরী নার্স ডেস্ক থেকে মুখ তুলল। কোন কথা বলল না, ডেস্ক ছেড়ে পাশের কামরায় চলে গেল। ফিরে এল একজন ডাক্তারকে নিয়ে। ডাক্তারের গলায় স্টেথস্কোপ;

ঝুলছে। 'মি. রানা? মি. মাসুদ রানা?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার, উচ্চারণ ভঙ্গি আমেরিকান।

'ইয়েস।'

'আপনার কথা আমাকে বলা হয়েছে। সিকো নগুয়া। আমি আপনার ভক্ত, মি. রানা। নুমায় আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে পত্রিকায় বেশ কয়েকটা লেখা পড়েছি। ওগুলো পড়েই স্কুবা ডাইভিং শিখেছি আমি।'

'মাই প্লেজার,' বলল রানা, সামান্য অস্বস্তিবোধ করছে। 'আপনাকে ঠিক লোকাল বলে মনে হচ্ছে না।'

'জন্ম হয়েছে সান ফ্রানসিসকোয়, ওখানেই বড় হয়েছি। ইন্টার্নি করেছি সান্তা অ্যানার সেন্ট পলস হাসপাতালে।'

'এদের খপ্পরে পড়লেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'ব্ল্যাকমেই-লিঙের শিকার?'

'আমি মি. জেনজো ইয়ামাদারও একজন ভক্ত, মি. রানা। কেউ বাধ্য করেনি, স্বেচ্ছায় তাঁর দলে যোগ দিয়েছি বছর চারেক আগে।'

'তার কাজ আপনি সমর্থন করেন?'

'একশো ভাগ।'

'তা কি করে সম্ভব! নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে।'

'কেউ আমাকে ভুল বোঝায়নি, মি. রানা। আমি একজন জাপানী, বিশ্বাস করি বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে জাপানীরা অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের কালচারও অন্যান্য কালচারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।'

তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না, হাত দিয়ে আহত হাঁটুটা দেখাল রানা। 'কাল এটা ব্যবহার করতে হবে, অন্তত কাজ চালাবার মত মেরামত করে দিতে পারেন কিনা দেখেন। বোধহয় মচকে গেছে। ব্যথাটা কি কমানো সম্ভব?'

'প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুটা দেখান আমাকে।'

ডাক্তার হাঁটুতে হাত ছোঁয়াতেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। অভিনয়টা ভালই হলো।

'কোথাও ছড়েনি, ফুলেও ওঠেনি। ভেতরে কিছু ছিঁড়েছে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। ভাঁজ করতে পারছি না।'

'ক্র্যাশ-ল্যান্ড করার সময় চোট খেয়েছেন, তাই না?'

'খবরটা দেখছি সবাই জানে।'

'রোবটরা কোন খবরই চেপে রাখতে জানে না, কি ঘটেছে না ঘটেছে সব নিজেদের মধ্যে আলাপ করবে। পুকুরে চার লাখ ইয়েনের পোনা ছিল, বেশিরভাগই মারা গেছে। সেজন্যে মি. ইয়ামাদা আপনার ওপর রেগে আছেন।'

'তাহলে এ-ও আপনি জানেন যে কাল আমাকে শিকার করা হবে?'

সিকো নগুয়ার মুখের হাসি নিভে গেল। 'আমি চাই আপনি জানুন, মি. ইয়ামাদার নির্দেশ আমার শিরোধার্য হলেও, সাতো বোনামির মানুষ শিকার

করার এই নোংরা খেলাটাকে আমি ঘৃণা করি।'

'দুর্ভাগার জন্যে কোন পরামর্শ আছে?'

ইঙ্গিতে কামরার চারদিকটা দেখাল সিকো নগুয়া। 'এখানে চোখ আর কানের কোন অভাব নেই। আমি আপনার দলে নাম লেখালে, আমাকেও মানুষ শিকারের খেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আপনার জন্যে আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, মি. রানা। তবে যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে আপনিই দায়ী।'

'তবে আমার হাঁটুর জন্যে কিছু একটা করবেন, নাকি?'

'ডাক্তার হিসেবে ব্যথা কমানোর জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করব, হ্যাঁ। আমার ওপর বোনামির নির্দেশ আছে, কালকের খেলার জন্যে আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হবে।'

ওষুধের নামটা উচ্চারণযোগ্য নয়, তবে ব্যথা কমানোয় ওটার কোন জুড়ি নেই। ওষুধ লাগিয়ে অ্যাথলেটিক টেপ দিয়ে হাঁটুটা ঢেকে দিল ডাক্তার সিকো নগুয়া। রানার মুঠোয় ট্যাবলেট ভর্তি ছোট একটা শিশি গুঁজে দিল সে। 'চার ঘন্টা অন্তর দুটো করে খাবেন। বেশি খাবেন না, কারণ আচ্ছন্নবোধ করলে বোনামি আপনাকে সহজেই কাবু করে ফেলবে।'

ওষুধ আর টেপ আনতে দু'বার কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নার্স। 'আপনাদের একটা খালি বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি আমি?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার রোবো গার্ডকে জানিয়ে দিচ্ছি, এক দেড় ঘন্টা অবজারভেশনে রাখছি আমি আপনাকে।' রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডাক্তার। 'পালানোর কথা চিন্তা পর্যন্ত করবেন না। ক্লিনিকে কোন জানালা নেই, পিছন দিয়ে বেরুনোও যায় না। আর এলিভেটরের দিকে দু'পাও এগোতে পারবেন না, রোবটরা আপনাকে ঘিরে ফেলবে।'

'চিন্তা নেই, পালাব না,' বলল রানা।

খালি একটা বিছানা দেখিয়ে ডাক্তার বলল, 'শুয়ে পড়ুন। নরম তোষকের ওপর কম্বল আছে।'

'বাথরুম?'

'সাপ্লাই রুমের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, আপনার বামদিকে।'

ডাক্তারের সাথে করমর্দন করল রানা। 'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, মি. নগুয়া। দুঃখ শুধু এই যে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।'

ডাক্তার চলে যাবার পর রানার দিকে পিছন ফিরে নিজের ডেস্কে আবার বসল নার্স। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। ভেতরে ঢুকল না, তবে দরজা খোলার ও লাগাবার আওয়াজ করল। নার্স তার নিজের কাজে ব্যস্ত, সাপ্লাই রুমের ভেতর দিয়ে এদিকটায় তাকাল না।

সাপ্লাই রুমের দেরাজ খুলে তল্লাশি চালাচ্ছে রানা। বাক্স ভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ পেল, প্রতিটি সরু টিউবের সাথে জোড়া লাগানো, টিউবের শেষ মাথায় একটা বড়সড় সচ। ব্যাগে লেখা সিপিডিএ-ওয়ান রেড ব্লাড সেলস। বাক্স থেকে

একটা ব্যাগ নিয়ে শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেলল।

কামরার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোবাইল এক্স-রে ইউনিট। ওটার দিকে চোখ পড়তেই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। নখ দিয়ে প্লাস্টিকের একটা নেমপ্লেট খুলল ও, ম্যানুফ্যাকচারারের নাম লেখা রয়েছে। এক্স-রে ইউনিটের পিছনটা খোলার জন্যে স্ক্রু-ড্রাইভার হিসেবে ব্যবহার করল ওটা। একজোড়া সিক্স-ভোল্ট ড্রাই-সেল রিচার্জেবল ব্যাটারি ভরল পকেটে। তারপর যতটা সম্ভব ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার ছিঁড়ে জড়িয়ে নিল কব্জিতে।

বাথরুম সারল রানা, বেডে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। নার্স এখনও তার কাজে ব্যস্ত। পাশের অন্য এক কামরায় ফিসফিস করে ফোনে কথা বলছে ডাক্তার সিকো নগুয়া।

সাদা সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, মনে কোন উদ্বেগ নেই। ওর প্ল্যানটা রবিন ট্যালবট বা ডান কপারফিল্ড হয়তো দারুণ বলে প্রশংসা করবেন না, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এরচেয়ে ভাল আর কিছু করার নেই।

ভোর পাঁচটায় আকাশ এখনও অন্ধকার। ঢোলা ট্রাউজার পরেছে সাতো বোনামি, দু'ভাগ করা স্কার্ট-এর মত দেখতে। গায়ে চড়িয়েছে এদো আমলের সিল্ক হান্টিং জ্যাকেট। পায়ে শুধু স্যান্ডেল।

রানার পরনে শুধু টি-শার্ট ও শর্টস, শর্টস জোড়া ওর ফ্লাইং স্যুট কেটে তৈরি করা। পায়ে জুতো নেই, শুধু সাদা এক জোড়া মোজা।

ঘুম ভাঙিয়ে বোনামির ব্যক্তিগত স্টাডিতে নিয়ে আসা হয় রানাকে। কামরাটা গরম রাখার কোন আয়োজন নেই, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে হি হি করতে হয়েছে রানাকে। তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নেয় দেয়ালগুলো। দুনিয়ার সব এলাকার সব যুগের অস্ত্র অ্যান্টিকস হিসেবে শোভা পাচ্ছে কামরার চারদিকে। আর্মার স্যুট, আমেরিকান ও জাপানী, সৈনিকদের মত দাঁড়িয়ে আছে কামরার মাঝখানে। দেয়ালে শত শত তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুক ও আগ্নেয়াস্ত্রের মাঝখানে রয়েছে বাঘ ও সিংহের ছাল, হাতির দাঁত, হরিণের শিং, মানুষের মাথা। মাথা থেকে ছাল ছাড়াবার পর গর্তগুলো ভরা হয়েছে মোম দিয়ে, ফলে প্রতিটি চেহারা চেনা যায়।

বিশেষ করে মানুষের মাথাগুলো গুনল রানা। ত্রিশটা গোনার পর বমি পেল ওর। প্রতিটি মাথার কোটরে জ্বলজ্বল করছে কাঁচের চোখ। দেখে মনে হল, বেশিরভাগই এশিয়ান। তবে ইউরোপিয়ানও কম নয়। হেরাম ওয়ানচুর মাথাটা চিনতে পেরে শিউরে উঠল রানা।

'আমার ট্রফি রুমে স্বাগতম, মি. রানা,' দরাজ গলায় বলল সাতো বোনামি। 'এসো, কফি খাই।' নিচু টেবিলের পাশে খালি কুশনটা দেখাল সে। 'কয়েক মিনিট গল্প করি, তারপর…।'

'বাকি সবাই কোথায়?' বাধা দিল রানা।

বোনামির চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'পাশের ছোট্ট অডিটোরিয়ামে বসে আছে, ভিডিও স্ক্রীনে খেলাটা দেখতে পাবে।'

'ইউ বাস্টার্ড!'

'দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের উপকারের জন্যে,' হাসল বোনামি। 'প্রথম দিকের শিকাররা কে কোথায় কি ভুল করল দেখে সাবধান হবার সুযোগ পাবে।'

'আবার এমনও হতে পারে, ভয়ে চোখ বুজে থাকবে ওরা।'

ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল বোনামির। 'এটা এক্সিপেরিমেন্টাল কোন ব্যাপার নয়, মি. রানা। এই ঘটনা বহুবার ঘটেছে, ফলে পদ্ধতিটা পুরোপুরি নিখুঁত। শিকারদের বেঁধে রাখা হয় চেয়ারের সাথে, প্রয়োজনে টেপ দিয়ে আটকে খোলা রাখতে বাধ্য করা হয় চোখ। তোমার নিয়তি ও পরিণতি না দেখে উপায় নেই ওদের।'

'আমার বিশ্বাস, মি. বোনামি, লাশটা তুমি আমার দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে,' বলল রানা, দেয়ালে ঝুলন্ত মানুষের মাথাগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ওর চোখের দৃষ্টি স্থির হলো র‍্যাক ভর্তি তলোয়ারের দিকে।

'মনে মনে ভয়ে মরে যাচ্ছ তুমি, মি. রানা। তবে সাহস দেখাবার ভানটা সত্যি প্রশংসনীয়,' মন্তব্য করল বোনামি। 'তোমার যা খ্যাতি, এরচেয়ে কম কিছু আশা করিনি আমি।'

'আমার পর কার পালা?' জানতে চাইল রানা।

কসাইটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার বন্ধু ববি মুরল্যান্ড কিংবা মহিলা অপারেটর সিলভিয়া ফক্স। মেয়েটা হলে ভাল হয়, কারণ একটা মেয়েকে নির্মমভাবে শিকার হতে দেখলে বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীরা খেপে যাবে, শিকার হিসেবে হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর। আমি আবার ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ ছাড়া শিকার করে আনন্দ পাই না।'

'আর যদি আমাদের একজনকে তুমি ধরতে না পারো?' জানতে চাইল রানা।

'দ্বীপটা ছোট্ট। আট ঘণ্টার বেশি কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

'তুমি কোন ছাড় দাও না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ধরা পড়ার পর ক্ষমার প্রশ্নও নেই?'

'না,' বলল বোনামি, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ক্রূর হাসি। 'এটা বাচ্চাদের লুকোচুরি খেলা নয়, মি. রানা। এটা প্রাণ নিধনের প্রতিযোগিতা। তবে কথা দিচ্ছি, তোমার মৃত্যু হবে দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন।'

সামুরাইয়ের চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। 'এটা তাহলে খেলা নয়? মানুষ শিকার? তারমানে আমাকে সেঞ্জার রেইনসফোর্ড-এর ভূমিকা নিতে হবে? আর তুমি নেবে জেনারেল য্যারফ-এর ভূমিকা?'

চোখ কোঁচকাল সাতো বোনামি। 'এ-সব নাম আমার পরিচিত নয়।'

'রিচার্ড কনেল-এর মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম পড়োনি তুমি? ক্লাসিক একটা গল্প, এক লোক খেলাচ্ছলে মানুষ শিকার করত।'

'আমি পশ্চিমা সাহিত্য পড়ি না।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'শুরু

করার সময় হয়েছে।'

'কিন্তু এখনও তুমি নিয়ম-কানুন কিছু বলোনি।'

'কোন নিয়ম নেই, মি. রানা। দয়া করে আমি তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দেব। তুমি রওনা হবার এক ঘণ্টা পর রওনা হব আমি। আমার সাথে শুধু একটা তলোয়ার থাকবে, যে-কোন মানুষকে শিকার করার জন্যে ওটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তবে ওটা একটা বিশেষ তলোয়ার। আমাদের পরিবারে কয়েক প্রজন্ম ধরে রয়েছে, রক্তও ঝরিয়েছে প্রচুর।'

'তুমি বলতে চাইছ তোমার পূর্ব-পুরুষরাও তোমার মত কাপুরুষ ছিল? নিরস্ত্র লোকদের এভাবে মারত?'

বোনামি জানে, তাকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে রানা। কথাটা গায়ে না মেখে হাত তুলল সে। 'দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এক ঘণ্টা পর আসছি আমি।'

ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে গেট, গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল রানা। সেই সঙ্গে চেহারা থেকে খসে পড়ল নির্লিপ্ত ভাবটুকু। রিসর্ট ঘিরে থাকা গাছের সারিগুলো দূরে লম্বা একটা রেখা তৈরি করেছে, সেদিকে ছুটল ও। অদম্য রাগে লালচে হয়ে উঠেছে মুখ। গাছগুলোকে পেরিয়ে এসে নগ্ন, কর্কশ ও বৈরী-দর্শন পাথর আর কালো ছায়ার দিকে ছুটছে। অনুভব করতে পারছে ও, নিজের ভেতর মানুষটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ইন্দ্রিয়গুলো হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ, মাথাটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। সমগ্র অস্তিত্ব আশ্চর্য সচেতন হয়ে উঠেছে, একটা মাত্র চিন্তা পরিচালিত করছে ওকে।

বাকি সবাইকে বাঁচানোর জন্যে নিজেকে বাঁচতে হবে ওর।

শুধু মোজা পায়ে ছুটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পাথুরে জমিনে ভেজা মাটির পাতলা আস্তরণ জমেছে, পায়ে জুতো থাকলে বরং অসুবিধে হত।

ছুটছে রানা প্রাণ হাতে করে। ব্যর্থ হতে পারে ভেবে ভয়ও লাগছে আবার রাগও হচ্ছে। ওর প্ল্যানটা খুব সরল, অদ্ভুত সরল। যদিও বোনামির চোখকে ফাঁকি দেয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, এ-ধরনের কৌশল আগে কোন দুর্ভাগা শিকার অবলম্বন করেনি। অপ্রত্যাশিত চমক ওর পক্ষে। অন্যান্যরা চেষ্টা করেছে রিসর্ট ও তাদের মাঝখানে যতটা সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করার, তারপর উন্মত্তের মত খুঁজে ফিরেছে লুকাবার মত একটা জায়গা। কিন্তু সবাই তারা ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে। কাজেই তারা যা করেছে রানা তা করবে না।

আরও একটা সুবিধে রয়েছে রানার। ডেভিড বুনকে ধন্যবাদ, তার তৈরি দ্বীপের মডেলটায় খুঁটিনাটি সবকিছুই ছিল, তারমানে দ্বীপটাকে রানার অচেনা বলা যায় না। দ্বীপটা কোন দিকটা বেশি উঁচু জানে ও, জানে ওদিকটায় তার যাওয়া চলবে না।

ধাওয়া খেয়ে পলায়নরত ব্যক্তির একটা সাধারণ প্রবণতা হলো, ওপর দিকে উঠে যাওয়া। সিঁড়ি দেখলে ছাদে ওঠে, গাছ দেখলে মগডালে, পাহাড়

দেখলে চূড়ায়। ওগুলো যে আসলে শেষ মাথা, তারপর আর পালাবার জায়গা নেই, এ-কথা মনে থাকে না।

বাঁক ঘুরে পুব দিকে ছুটল রানা, তীরে পৌঁছুতে চায়। বাঁক ঘোরার সময় কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল, একবার এদিক গেল একবার ওদিক, যেন কোন্ দিকে যেতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বাঁক ঘোরার পরও বার কয়েক পিছিয়ে এল, চক্কর মারল, যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। জমিন যেন চাঁদের পিঠ, আবছা অস্পষ্ট আলোয় দিক সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝা যায় না, তবে তারাগুলো এখনও ম্লান হয়নি আকাশে, ফলে উত্তর দিকটা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। একবার দাঁড়াল রানা, বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল।

রানা উপলব্ধি করল, স্যান্ডেল পায়ে ধাওয়া করে বোনামি তার শিকারকে কখনোই মাত্র আট ঘণ্টায় ধরতে পারেনি। শক্ত-সমর্থ যে-কোন লোক, তার যদি বন-জঙ্গল সম্পর্কে খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকে এবং ভাগ্য খানিকটা সহায়তা করে, দুই বা তিন দিন অনায়াসে প্রতিপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে, এমনকি তাকে খোঁজার জন্যে কুকুর লেলিয়ে দিলেও। আট ঘণ্টার মধ্যেও ধরা সম্ভব, শিকারী যদি ইলেকট্রনিক বডি সেনসর ব্যবহার করে। রানার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ওকেও সেনসর বহুল একটা রোবট ধাওয়া করবে। আবার রওনা হলো ও, তবে এবার কোন উত্তেজনা বা ক্লান্তি নেই।

এক ঘণ্টা শেষ হলো। সাগর থেকে উঠে আসা পাহাড় প্রাচীরটাকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। খোঁটা পুঁতে বেড়া তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি বেড়া ঘেঁষে জন্মেছে গাছ ও ঝোপ। ছোটার গতি কমিয়ে বেড়ার গায়ে কোন ফাঁক আছে কিনা লক্ষ করছে ও, বিশ মিটার নিচে সফেন সাগর ফুঁসছে। ওর তীক্ষ্ণ নজরে কোথাও কোন ভিডিও ক্যামেরা বা বডি হিট সেনসর ধরা পড়ল না। দাঁড়াল রানা, এখানটায় ছোট একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে, বড় বড় পাথরের স্তূপ আড়াল করে রেখেছে জায়গাটাকে। একেবারে কিনারায় ছোট একটা পাইন গাছ, কয়েকটা শিকড় বেরিয়ে রয়েছে পাথুরে জমিনের ওপর।

রানা প্রায় নিশ্চিত, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। বাহু ও কাঁধের চাপ দিয়ে গাছের কাণ্ডটা পরীক্ষা করল ও। কাত হলো গাছ, পাইন বহুল মগডাল সাগরের ও নিচের দিকে আরও পাঁচ সেন্টিমিটার ঝুঁকল। ওর হিসেবে, ও যদি মগডালের শাখায় উঠে যায়, ওর ভারে জমিনে বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলো নিচে থেকে ছিঁড়ে যাবে, রানাকে নিয়ে শাখাটা পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে পড়ে যাবে অশান্ত সাগরে।

এরপর কালো পানির দিকে তাকাল রানা। পাথরের দুটো স্তূপের মাঝখানে সাগর সম্ভবত তিন মিটার গভীর। গভীরতা চার মিটারে দাঁড়াবে ঢেউ ছুটে এলে। ঢেউ, ঢেউয়ের ভেঙে পড়া, পাল্টা স্রোত, ইত্যাদি লক্ষ করার সময় রানার মাথায় যে আইডিয়াটা এল, সুস্থ কোন মানুষ তা বিবেচনা করে দেখবে না। ড্রাই বা ওয়েট স্যুট ছাড়া ওই ঠাণ্ডা পানিতে একজন সাঁতারু বিশ মিনিটও

টিকবে না, আক্রান্ত হবে হাইপোথারমিয়ায়, পতনের ফলে যদি সঙ্গে সঙ্গে মারা না যায়।

একটা পাথরে বসে প্লাস্টিকের ব্লাড ব্যাগটা বের করল রানা, পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। বাম হাতটা লম্বা করল, আঙুলগুলো শক্ত করে মুঠো পাকাল, চাপ দিল ডান হাতের আঙুল দিয়ে যতক্ষণ না কনুইয়ের উল্টোদিকে চিনতে পারল শিরাটাকে। কয়েক মুহূর্ত বিরতি নিল ও, মনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছে শিরাটাকে, একটা হোস পাইপ হিসেবে কল্পনা করছে ওটাকে। এরপর ব্লাড ব্যাগের সাথে সংযুক্ত সুচটা তেরছাভাবে ধরে চাপ দিল শিরায়।

শিরার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকল সুচ। আবার চেষ্টা করল রানা। তিনবারের বার শিরায় ঢুকল ওটা। পেশী শিথিল করে দিয়ে বসে থাকল ও, শরীরের রক্ত বেরিয়ে এসে জমা হচ্ছে ব্যাগে।

দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের অস্পষ্ট ডাক। বিস্ময়ের ধাক্কাটা প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল রানাকে, অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা অপ্রত্যাশিত কোন ব্যাপার নয়। বোনামিকে ছোট করে দেখায় ধিক্কার দিল নিজেকে। সে ব্লাড হাউন্ড লেলিয়ে দিতে পারে, এ-কথা একবারও মনে হয়নি ওর। অন্ধের মত ধরে নিয়েছিল শিকারকে খুঁজে পাবার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা রোবট ব্যবহার করবে সে।

অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বসে থাকল রানা, কুকুরের রোমহর্ষক ডাক শুনছে আর দেখছে ধীরে ধীরে প্লাস্টিকের ব্যাগটা ভরে উঠছে নিজের রক্তে। দ্রুত কাছে চলে আসছে শিকারী কুকুর। আর বোধহয় দুশো মিটার দূরেও নয়, এই সময় ব্যাগে ৪৫০ মিলিলিটার রক্ত জমল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত থেকে সুচটা খুলে নিল রানা। রক্ত ভরা ব্যাগটা পাথরের একটা স্তূপে লুকিয়ে রাখল, ঢেকে দিল কয়েক মুঠো ধুলো দিয়ে।

বোনামি যাদের খুন করেছে তারা বেশিরভাগই কুকুরের ভয়ে ছুটতে শুরু করে, চেষ্টা করে নাগালের বাইরে চলে যেতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারা, পড়ে যায় মাটিতে। শুধু সাহসী লোকেরা রুখে দাঁড়িয়ে লড়ার চেষ্টা করেছে কুকুরের সঙ্গে, হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই দিয়ে।

এক পা সামনে বাড়ল রানা, এখনও জানে না কি ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। লম্বা, মোটা একটা ডাল পেল ও। দুটো বেশ বড় সাইজের পাথরও নিল হাতে। একটা বোল্ডারের ওপর রাখল ওগুলো, তারপর গা বেয়ে উঠে পড়ল মাথায়।

জমিন থেকে পা মাত্র তুলেছে, গাছগুলোর আড়াল থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল কুকুরটা, পাশ কাটাচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরকে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। লোমে ঢাকা কোন হিংস্র প্রাণী নয়, ওকে ধাওয়া করছে ভয়াল-দর্শন একটা রোবট।

সন্দেহ নেই জেনজো ইয়ামাদার রোবোটিক ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছে কুকুরটাকে। লেজ খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটা আসলে একটা অ্যান্টেনা। পাগুলো হুইলের স্পোক-এর মত ঘুরছে, শেষ প্রান্ত নব্বুই ডিগ্রী

বাঁকা করা, সহজেই যাতে মাটি কামড়াতে পারে। শরীর মানে হলো একটা আলট্রাসোনিক রেঞ্জার সেনসরকে ঘিরে ভিড় করে থাকা অসংখ্য ইলেকট্রনিক্সের সমষ্টি। এটা সম্ভবত রোবোটিক এঞ্জিনিয়ারিঙের সর্বশেষ আবিষ্কার। মানুষের গন্ধ, তাপমাত্রা ও ঘাম চিনতে পারে। একটা ডোবারম্যানের গতিতে যে-কোন বাধা এড়াতে সক্ষম। আসল কুকুরের সঙ্গে পার্থক্য হলো, এটার যান্ত্রিক চোয়াল কুৎসিতদর্শন ও ভয়ংকর। দাঁতগুলো ধনুকের মত বাঁকা করে সাজানো হয়নি, সাজানো হয়েছে গোল করে। ওটার ধাতব নাকের ভেতর হাতের ডালটা ঢোকাবার চেষ্টা করল রানা। চোখের নিমেষে হাত থেকে বেরিয়ে গেল ডাল, দাঁতের কামড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

তবে কৃত্রিম কুকুরটা পাথরের গা বেয়ে বোল্ডারে ওঠার কোন চেষ্টা করল না। বোল্ডারের গায়ে পা দিয়ে স্থির হয়ে থাকল। মিনিয়েচার ভিডিও ক্যামেরা রানার অবস্থান ও গতিবিধি রেকর্ড করে নিচ্ছে। তারমানে, রানা ধারণা করল, ওটার কাজ হলো শিকারকে খুঁজে বের করে কোণঠাসা করে রাখা, এরপর যাতে ছুটে এসে খুনটা করতে পারে বোনামি।

মাথার ওপর একটা পাথর তুলে ছুঁড়ল রানা। ক্ষিপ্রগতিতে লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল যান্ত্রিক কুকুর। দ্বিতীয় পাথরটা তুলল রানা। এটাই ওর শেষ অস্ত্র। তুলে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করল, হাত থেকে ছাড়ল না। এবারও লাফ দিল রোবট, সেই ডান দিকেই। আবারও একই ভঙ্গি করল রানা, লাফটা ডান দিকেই দিল প্রতিপক্ষ। তৃতীয়বার ভান নয়, পাথরটা ছেড়ে দিল রানা। অব্যর্থ লক্ষ্য, সময়ের হিসেবে ভুল করেনি। পাথরটা ছুঁড়েছেও খুব জোরে। ইতিমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে, হামলার সময় শুধু ডান দিকে সরে যাবার প্রোগ্রাম করা আছে রোবটটার।

কুকুরটা ডাক ছাড়ল না, গোঙালও না। নীলচে বা গোলাপী আগুনের ফুলকি কিংবা আলোও দেখা গেল না। দুর্বলভাবে নেতিয়ে পড়ল শুধু। কাত হলো না, নিচের দিকে যেন ডেবে গেল, কমপিউটর ও মনিটরিং সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। বোল্ডার থেকে নেমে ওটার ইলেকট্রনিক পেটে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, ফেলে দিল পাথুরে জমিনে। ভিডিও ক্যামেরা কাজ করছে না, নিশ্চিত হলো ও। তারপর ধুলো সরিয়ে রক্তের ব্যাগটা বের করল।

রানা আশা করল শরীর থেকে রক্ত বের করায় দুর্বল হয়ে পড়েনি। সামনে কঠিন কাজ, শরীরের সবটুকু শক্তি দরকার হবে ওর।

হঠাৎ করে কব্জিতে বাঁধা খুদে টিভি মনিটর থেকে অদৃশ্য হলো ছবিটা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল সাতো বোনামির, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। যান্ত্রিক কুকুরের সেনসর থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে তীর ঘেঁষা বেড়ার কাছে রয়েছে রানা। পুবদিকে, কমবেশি একশো সত্তর মিটার দূরে। নিজেকে এত তাড়াতাড়ি কোণঠাসা হতে দিয়েছে রানা, বিস্মিত না হয়ে পারেনি সে। পুবদিকে রওনা হয়ে ভাবল, রোবটের কোথাও বোধহয় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে তার সন্দেহ হলো, যান্ত্রিক কুকুরটা কাজ না করার জন্যে রানাই বোধহয় দায়ী।

এ-ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। অন্যান্য শিকাররা রোবট দেখলে পালাতে দিশে পায়নি, ক্ষতি করা তো দূরের কথা। বাকি সবাই যা পারেনি তা যদি রানা পেরে থাকে, পৌঁছুবার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত তার। হাঁটার গতি কমাল সে। তার অন্তত সময়ের কোন অভাব নেই।

বাকি দূরত্বটুকু পেরুতে বিশ মিনিট সময় নিল বোনামি, পৌঁছে গেল ফাঁকা জায়গাটায়। ঝোপের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্টভাবে রোবটটাকে দেখতে পেল সে। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ওটা। তারমানে তার সন্দেহই সত্যি।

গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে খোলা পাথরের স্তূপগুলোর ওপর চোখ বুলাল বোনামি। তারপর সতর্ক পায়ে নিঃসাড় পড়ে থাকা কুকুরটার দিকে এগোল। খাপ থেকে বের করল তলোয়ারটা, খাড়া করল মাথার ওপর, ধরে আছে দু'হাতে।

বড় করে শ্বাস টানল সে, তীক্ষ্ণ ও দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, তারপর লাফ দিল।

কিন্তু রানা ওখানে নেই।

ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটা পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের মত লাগছে। জমিন, পাথর ও যান্ত্রিক কুকুরের ওপর রক্ত লেগে রয়েছে। পাহাড়-প্রাচীরের কিনারার দিকে এগিয়ে গেছে একটা মোটা ধারা, ঝরে পড়েছে নিচে। জমিনটা পরীক্ষা করল বোনামি। রানার পায়ের দাগগুলো গভীর ও এলোমেলো, কিন্তু রক্তের কোন দাগ ফাঁকা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যায়নি। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচের সাগর ও পাথর স্তূপের দিকে তাকাল সে। একটা গাছ দেখতে পেল। পাল্টা স্রোতের মধ্যে পড়ে খানিকদূর এগোচ্ছে সেটা, তারপর আবার ঢেউয়ের ধাক্কায় ফিরে আসছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। প্রাচীরের কিনারায় বড় একটা গর্তও দেখল সে, দেখতে পেল ছেঁড়া কয়েকটা শিকড়।

নিজের চারপাশটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বোনামি। টুকরো হওয়া গাছের ডাল, রোবটের পাশে পড়ে থাকা পাথর। রোবোডগের ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে, কোন কিছু ধ্বংস করবে না সে, শুধু ধাওয়া করবে আর খুঁজে বের করবে। বোনামি ভাবল, তারমানে রানা নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, ক্ষতি করেছে ধাওয়াকারীর, এবং যেভাবেই হোক কমপিউটর প্রোগ্রামিং বদলে যাওয়ায় হিংস্র একটা খুনীতে পরিণত হয় ওটা।

আক্রান্ত হয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে রোবোডগ, আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে রানাকে। পালাবার কোন জায়গা নেই, লড়ারও কোন উপায় নেই, কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে নিশ্চয়ই রানা গাছে চড়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গাছের ডাল ওর ভার সহ্য করতে পারেনি, ওকে নিয়ে পড়ে গেছে নিচের পাথরে। রানার লাশটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে ওখানে পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না। হয় স্রোতে ভেসে গেছে লাশ, নয়তো টেনে নিয়ে গেছে হাঙর।

অন্ধ আক্রোশে বিস্ফোরিত হলো বোনামি। যান্ত্রিক কুকুরটাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে কিনারা দিয়ে সাগরে ফেলে দিল সে। তার রাগের কারণ হলো, এই প্রথম একজন শিকার তাকে ফাঁকি দিয়েছে। মাসুদ রানার মাথা তার দেয়ালে শোভা পাবে না।

ঠিক আছে, বাকি জিম্মিদের ওপর প্রতিশোধ নেবে সে। সিদ্ধান্ত নিল, তার পরবর্তী শিকার হবে সিলভিয়া ফক্স। একে একে ববি মুরল্যান্ড, ফ্রেডি নোলান ও গ্যারি রুবিনের চেহারাগুলো ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। রঙিন টিভি স্ক্রীনে সবাই ওরা দেখতে পাবে সিলভিয়াকে কিভাবে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে তলোয়ার দিয়ে।

নাকের সামনে তলোয়ার খাড়া করে ফিরে আসছে সাতো বোনামি। নতুন সূর্য উঠল আকাশে, রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল তার তলোয়ারের ফলা।

তিন

শেষ বিকেলে কংগ্রেসন্যাল কাউন্টি ক্লাবে গলফ খেলছেন প্রেসিডেন্ট। 'তুমি ঠিক জানো? কোন ভুল নেই?'

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর রবিন ট্যালবট মাথা নাড়লেন। 'দুঃসংবাদটা সত্যি বলেই ধরে নিতে হয়, কারণ যোগাযোগের নির্দিষ্ট সময় চার ঘণ্টা আগেই পেরিয়ে গেছে।'

তাঁকে নিয়ে খোলা কার্ট-এ চড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'তারমানে কি মারা গেছেন ওঁরা?'

'ড্রাগন সেন্টারে আমাদের যে ব্রিটিশ এজেন্ট আছেন তাঁর কাছ থেকে আমরা শুধু জানতে পেরেছি, ওরা ধরা পড়েছে।'

'কিভাবে ধরা পড়ল?'

'জেনজো ইয়ামাদার রোবোটিক সিকিউরিটি ফোর্সের কথা আমাদের জানা ছিল না। ওরা যে প্রায় মানুষের মতই যোগ্য রোবট তৈরি করার টেকনলজি আয়ত্ত করেছে, আমাদের ধারণা ছিল না।'

'রোবট অথচ মানুষের মত হাঁটতে ও কথা বলতে পারে?'

'ইয়েস, স্যার। এবং সশস্ত্র।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার লোকজন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।'

'এখনও আমি তাই মনে করি। আমরা সবাই জানি, ফুলপ্রুফ সিকিউরিটি সিস্টেম বলে কিছু নেই। কিন্তু ইয়ামাদার বিশাল টেকনলজি ফ্যাসিলিটি সেরকম একটা সিস্টেম তৈরি করেছে। এমন একটা কমপিউটরাইজ ইন্টেলিজেন্স যে কারও পক্ষেই এড়ানো সম্ভব নয়।'

'রেসকিউ মিশন পাঠিয়ে ওদেরকে উদ্ধার করার কোন আশা আছে?'

'বোধহয় নেই। আমরা রেসকিউ টীম পাঠাবার আগেই মারা যাবে ওরা। বিশ্বাস করার কারণ আছে, ইয়ামাদা ওদেরকে মেরে ফেলবে।'

'তুমি জানো, রাহাত খান ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন দু'জনেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু,' বললেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় অস্থিরতা। 'কিন্তু জানো না, রানাকে তোমার টীমে সদস্য করার জন্যে রাহাত খানের অনুমতি চাইতে হয়েছে আমাকে। পরে অনুমতি নিতে হয় অ্যাডমিরালের কাছ থেকেও। এখন আমি কি বলব ওঁদেরকে?'

ম্লান মুখে চুপ করে থাকলেন রবিন ট্যালবট।

গলফ খেলার ইচ্ছেটা মরে গেছে, কার্ট থেকে নেমে ক্লাব হাউসের দিকে এগোলেন প্রেসিডেন্ট, পিছু পিছু একদল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আসছে। 'সাগরের নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্বীপটা তাহলে উড়িয়ে দিতে হয়,' বললেন তিনি। 'ওটার সাথে ড্রাগন সেন্টারও ধ্বংস হয়ে যাক।'

'শুধু বিশ্বজনমত নয়, আমেরিকানরাও আপনার ওপর খেপে যাবে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'সেক্ষেত্রে ডেল্টা ফোর্স পাঠাব আমরা। জলদি।'

'গুয়াম-এ, এন্ডারসন এয়ার ফোর্স বেস-এ, স্পেশ্যাল ফোর্স টীম তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আমার পরামর্শ হলো, অপেক্ষা করা উচিত।'

'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'আরও আট ঘণ্টা সময়, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'কিন্তু কেন? কি করতে চাও তুমি?'

'আমি এখনও বিশ্বাস করি, ধরা পড়ার পরও, ওদের মিশন সফল হবে,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'তাছাড়া, ডেল্টা ফোর্স পাঠালেই যে তারা কিছু করতে পারবে, এমন না-ও হতে পারে। রোবটদের সাথে যুদ্ধ করার ট্রেনিং ওরা পায়নি।'

'মার্শাল আর্টে রোবটরা হয়তো অজেয়, কিন্তু ভারী অস্ত্রের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তা ঠিক, স্যার, তবে রোবটরা একটা হাত বা পা হারিয়েও অচল হয়ে পড়ে না, ওদের রক্তও ঝরে না।'

'হুম।'

'আরেকটা কথা ভেবে দেখতে হবে, স্যার। মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনের কোন হদিস আমরা পাইনি। সন্দেহ করছি, ইয়ামাদার সোসেকি দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়েছে ওদেরকে।'

'সিআইএ বলছে, তাদের বিশ্বাস, ওদেরকে এদো সিটিতে আটকে রাখা হয়েছে। ইয়ামাদার অতিথি ভবনে ওদেরকে নাকি দেখা গেছে।' চিন্তিত প্রেসিডেন্ট কয়েক মুহূর্ত কথা বললেন না। তারপর নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'তুমি জানো, আট ঘণ্টা অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তোমাকে আমি চার ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমার টীম যদি ব্যর্থ হয়, ডেল্টা ফোর্স পাঠাব আমি।'

'ইয়ামাদার দ্বীপে ডিফেন্স মিসাইল গিজগিজ করছে। কোন সাবমেরিন

তীরের বিশ কিলোমিটারের মধ্যে পানির ওপর মাথা তুলতে পারবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। প্লেন থেকে প্যারাট্রুপার নামানোও সম্ভব নয়, উড়িয়ে দেবে। আর যদি কোন ভাবে সোসেকি দ্বীপে ডেল্টা ফোর্স পা ফেলতে পারেও, ড্রাগন সেন্টারে পৌঁছুনোর আগে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে ওদের।'

অস্তগামী সূর্যের দিকে একবার তাকালেন প্রেসিডেন্ট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোমার টীম যদি ব্যর্থ হয়, আমি ক্যারিয়ার নষ্ট করার ঝুঁকি নিয়ে অ্যাটম বোমা ফেলার নির্দেশ দেব। তখন এদো প্রজেক্ট ঠেকাবার আর কোন উপায় থাকবে না আমার।'

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য বিভাগের পরিচালক ভিক্টর ক্যানিং চেয়ারে বসে বিশাল টিভি স্ক্রীনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। উন্নতমানের নতুন রিকনিসনস স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবিতে বিশদ বিবরণ এত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, প্রায় অবিশ্বাস্যই বলা যায়। পিরামিডার স্যাটেলাইটের বৈশিষ্ট্য হলো, জমিন ও সাগরের নিচের ছবিও তুলতে পারে। আজ সন্ধেয় সোসেকি দ্বীপের চারপাশের ছবি পরীক্ষা করছেন তিনি। নির্জন আবাসকে ঘিরে থাকা বনভূমির ভেতর লুকানো মিসাইল সিস্টেম আবিষ্কার করার পর এখন তিনি পানির নিচে ইয়ামাদার সিকিউরিটি ফোর্সের রাখা সেনসর খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। সাবমেরিনের গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্যে এ-ধরনের সেনসর অবশ্যই তারা রাখবে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁর চোখে ছোট একটা জিনিস ধরা পড়ল, ছত্রিশ কিলোমিটার উত্তর পুবে সাগরের তলায় পড়ে রয়েছে, তিনশো বিশ মিটার গভীরে। কমপিউটর মেইনফ্রেমে মেসেজ পাঠালেন তিনি, জিনিসটার চারদিক এনলার্জ করতে হবে।

মেসেজ পেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপের রিসিভারে এনলার্জ ইমেজ পাঠাল স্যাটেলাইট, সেখান থেকে ওটা রিলে করা হলো এনএসএ-র কমপিউটরে। চেয়ার ছেড়ে টিভি স্ক্রীনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভিক্টর ক্যানিং, কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে এসে বসলেন আবার, ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন অপারেশনস-এর ডেপুটি ডিরেক্টরকে। ভদ্রলোক এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনের ট্র্যাফিক জ্যামে পড়েছেন। 'মি. হোপ, সোসেকি দ্বীপের কাছাকাছি সাগরের তলায় আমি একটা প্লেন দেখতে পাচ্ছি।'

'আপনার বউ-বাচ্চা নেই, বাড়ি ফিরবেন না?' বব হোপ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'মডেল?'

'দেখে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার বি-টোয়েনটি-নাইন। দুমড়েমুচড়ে গেছে, তবে এত বছর পরও কাঠামো প্রায় অক্ষতই আছে।'

'ডিটেলস?'

'নম্বরগুলোর ছবি পরিষ্কার। ফিউজিলাজে লেখা অক্ষরগুলোও। ককপিটের নিচে বো-তে কি যেন একটা আঁকা রয়েছে, তা-ও দেখতে পাচ্ছি।'

'কি আঁকা রয়েছে?'

'তেমন পরিষ্কার নয়, কারণ চারশো মিটার পানির নিচের ছবি তো। তবে মনে হচ্ছে ওটা যেন শয়তান, মানে, ডেভিলের ছবি।'

'হরফগুলো কি বলে? কিছু পড়তে পারছেন?' জানতে চাইলেন বব হোপ।

'ঝাপসা,' জবাব দিলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'প্রথম শব্দটা আগাছা বা কাদায় ঢাকা পড়ে গেছে। দ্বিতীয় শব্দটা ডেমনস।'

চোখ খোলা রাখার জন্যে টেপ ব্যবহারের দরকার হলো না, চারজনই ওরা ভিউইং স্ক্রীনের দিকে আতঙ্কে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। রোবোডগের সাথে লড়ছে রানা, এই সময় হঠাৎ ছবিটা অদৃশ্য হলো স্ক্রীন থেকে। খানিক পর আরেকটা ক্যামেরা সচল হলো, স্ক্রীনে ফুটে উঠল রক্তাক্ত একটা দৃশ্য।

ধাতব চেয়ারে বসে রয়েছে ওরা, হাতল ও পায়ার সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা, সামনে বিশাল একটা ভিডিও স্ক্রীন। জাপানী অটোমেটিক রাইফেল হাতে পাহারায় রয়েছে রোবোগার্ডরা, মুরাসাকি ও ওকামি, রাইফেলগুলো বন্দীদের মাথার পিছন দিকে তাক করা।

হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা ওদের। অনেক চিন্তা করেও পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায়নি কেউ। মৃত্যু যে অবধারিত, এ-ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই।

ববির দিকে তাকাল সিলভিয়া, বন্ধুকে চিরতরে হারানোর আঘাত কিভাবে সামলাচ্ছে দেখতে চায়। কিন্তু তার চেহারায় কোন ভাব নেই, বেদনা বা রাগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শান্তভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে স্ক্রীনের দিকে।

আরও খানিক পর কামরায় ঢুকল বোনামি, কার্পেটের ওপর পদ্মাসনে বসল, খানিকটা সাকি ঢালল গ্লাসে। 'শিকারের ফলাফল আশা করি দেখেছ তোমরা,' চুমুক দেয়ার ফাঁকে বলল সে। 'মি. রানা নিয়ম ধরে খেলেনি। রোবটটাকে আক্রমণ করে সে, তার প্রোগ্রামিং বদলে দেয়, তারপর নিজের বোকামিতে মারা যায়।'

'তোমার হাতে মরতে তো তাঁকে হতই,' বললেন ফ্রেডি নোলান। 'লাভ হলো এইটুকু যে তোমাকে তিনি কসাই হবার সুযোগ দেননি।'

ক্রুর হাসি ফুটল বোনামির ঠোঁটে। 'আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটবে না। নতুন একটা রোবোডগকে রিপ্রোগ্রামড করা হচ্ছে, তার সিস্টেমে অপ্রত্যাশিত গোলযোগ দেখা দিলেও যাতে শিকারকে আক্রমণ না করে।'

'কুত্তার বাচ্চা!' ফুঁসে উঠলেন ফ্রেডি নোলান।

'রাগী শিকার আমার খুব পছন্দ,' হেসে উঠে বলল বোনামি। 'মি. নোলান, তোমাকে আমি সবার শেষে শিকার করব। মরার আগে বাকি সবার যন্ত্রণা তোমাকে দেখতে হবে।'

'এবার কে?' জানতে চাইলেন গ্যারি রুবিন। 'কার পালা?'

'এবার সম্মান দেখানো হবে মিস সিলভিয়া ফক্সকে। প্রফেশন্যাল ফিমেল

অপারেটর চমৎকার একটা চ্যালেঞ্জ হবে বলে আমার ধারণা। অন্তত মি. রানার চেয়ে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হবে বলেই আশা করছি আমি।'

মুখ শুকিয়ে গেল সিলভিয়ার। দাঁড়াল বোনামি, রোবোটিক গার্ডদের নির্দেশ দিল সিলভিয়ার চেইন খুলে দিতে। চেইনের তালা খোলা হলো রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে, একটা গার্ড টান দিয়ে চেয়ার থেকে তুলল তাকে।

দরজার দিকে হাত তুলল বোনামি। 'যাও,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিল সে। 'এক ঘণ্টা পর ধাওয়া করব আমি।'

শেষবারের মত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সিলভিয়া। রাগে লালচে হয়ে রয়েছে ফ্রেডি নোলানের মুখ। গ্যারি রুবিন এখনও বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু চোখাচোখি হতে চোখ মটকাল ববি, মাথাটা সামান্য ঝাঁকাল, ক্ষীণ একটু হাসলও।

'তুমি সময় নষ্ট করছ,' ঠাণ্ডা সুরে বলল বোনামি।

'তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই,' রোবোটিক গার্ডদের পিছন থেকে ভেসে এল আওয়াজটা।

ঘাড় ফেরাল সিলভিয়া, ধরে নিল ভুল দেখছে ও।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, দরজার গায়ে অলসভঙ্গিতে হেলান দিয়ে, সিলভিয়াকে পাশ কাটিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে বোনামির ওপর। দু'হাতে একটা বাঁকা তলোয়ারের হাতল ধরে আছে, ডগাটা কার্পেটের ওপর। ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'দেরি হলো বলে দুঃখিত। একটা কুকুরকে উচিত শিক্ষা দিতে হলো কিনা।'

কেউ নড়ল না, কারও মুখে কথা নেই। স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে রোবট দুটো, বোনামির নির্দেশ পাবার অপেক্ষায়, রানার আকস্মিক আগমনে তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তবে সামুরাই খুনে বিস্ময়ের বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে অক্ষত অবস্থায় দোরগোড়ায় রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, বড় হলো চোখ দুটো। তারপর ধীরে ধীরে, জোর করে হাসল সে। 'তুমি মরোনি,' বলল সে, 'বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিচ্ছে দ্রুত। 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছ। কিন্তু রক্ত...?'

'তোমাদের ক্লিনিক থেকে কয়েকটা জিনিস ধার করি আমি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তারপর নিজের খানিকটা রক্ত ঝরাই।'

'কিনারা থেকে সাগরেও পড়োনি তুমি। পড়লে পাথরে পড়তে, থেঁতলে যেত শরীর। কিংবা সাগরে পড়তে, ভেসে যেতে স্রোতের টানে।'

'পতনের ধাক্কাটা লেগেছে গাছে, কাজেই আমার কোন ক্ষতি হয়নি,' বলল রানা। 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই, তারপর সাঁতরে চলে আসি ছোট একটা খাঁড়িতে, বেড়া টপকে উঠে আসি রিসর্টের নিচে।'

বোনামির চেহারায় কৌতূহল ও অবিশ্বাস। 'রোবোটিক গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে কিভাবে তুমি সিকিউরিটি পেরিমিটারে ঢুকলে?'

'কিছু মনে করো না, ওগুলোকে আমি অচল করে দিয়েছি।'

'অসম্ভব,' দ্রুত মাথা নেড়ে বলল বোনামি। 'ওদের ডিটেকশন সিস্টেমে কোন খুঁত নেই। অচেনা কাউকে ওরা ঢুকতে দেবে না।'

'বাজি ধরবে?' তলোয়ারটা তুলল রানা, ডগাটা কার্পেট ও কাঠের মেঝেতে গাঁথল। বগলের তলা থেকে একটা মোজা বের করল, ভেতরে কি যেন আছে। হাসিমুখে, অলসভঙ্গিতে, একটা রোবো গার্ডের পিছনে এসে দাঁড়াল। রোবট ঘুরে দাঁড়াবার আগেই ওটার কমপিউটারাইজড মধ্য ভাগ ঘিরে থাকা প্লাস্টিকে চেপে ধরল জিনিসটা। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট ও অচল হয়ে গেল রোবো গার্ড।

রানা কি করছে বুঝতে দেরি করে ফেলল বোনামি, চিৎকার করল, 'শূট হিম!'

দ্বিতীয় রোবটের রাইফেল ঘুরল রানার দিকে, স্যাৎ করে ব্যারেলের নিচে বসে পড়ল ও, হাতের জিনিসটা রোবটের প্রসেসরে চেপে ধরল। প্রথমটার মত এটাও আড়ষ্ট ও অচল হয়ে গেল।

'কিভাবে সম্ভব?' হাঁপিয়ে উঠল সিলভিয়া, জানতে চাইল, 'কি করছ তুমি?'

মোজার ভেতর থেকে সিক্স-ভোল্ট ড্রাই সেলটা বের করল রানা, সঙ্গে রয়েছে লোহার একটা পাইপ, পাইপে দু'মিটার তামার তার জড়ানো। 'ম্যাগনেট। রোবটের ভেতর কমপিউটর আছে, ডিস্কের প্রোগ্রাম মুছে দিয়েছে ছোট এই চুম্বকটা।'

'সাময়িক অসুবিধে, তার বেশি কিছু না,' মন্তব্য করল বোনামি। 'স্বীকার করছি, তোমাকে চিনতে ভুল হয়েছে আমার। সত্যি দারুণ মেধাবী ও দক্ষ মানুষ তুমি। তবে এত কিছু করে নিজের আয়ু মাত্র কয়েক মিনিট বাড়াতে পেরেছ।'

'এখন আমরা অন্তত সশস্ত্র,' ড. গ্যারি রুবিন বললেন, মাথা ঝাঁকিয়ে রোবট দুটোর হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো দেখালেন।

হেসে উঠল বোনামি, চেহারায় বিজয়ীর উল্লাস। পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে। প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে বেঁচে আছে বটে রানা, কিন্তু তবু কোন লাভ হলো না। 'রাইফেলগুলো রোবটের সঙ্গে ঝালাই করা। খালি হাতে ওগুলো আলাদা করা সম্ভব নয়। তোমরা সবাই আগের মতই অসহায় ও নিরস্ত্র।'

'দেহরক্ষী ছাড়া তোমারই অসহায়বোধ করার কথা,' বলল রানা, হাতের ম্যাগনেটটা ছুঁড়ে দিল সিলভিয়ার দিকে। 'আমার কাছে তলোয়ার আছে, নিরস্ত্র বলছ কেন?'

'আমার আছে কাতানা, তুলনায় তোমার ওটা কোন অস্ত্রই নয়।' হাত দুটো তুলল বোনামি, পিঠে আটকানো খাপে ভরা কাতানার হাতল ধরল। কাতানার ফলা বাষট্টি সেন্টিমিটার লম্বা, শক্ত ইস্পাতের কিনারা। 'আমার কাছে আরও আছে একটা ছুরি।' কোমরের কাপড়ের সাথে ঝুলে থাকা খাপ থেকে ছুরিটা বের করল সে। চব্বিশ সেন্টিমিটার লম্বা ওটা, আলো লেগে ঝিক

করে উঠল।

দরজার দিকে পিছু হটল রানা, এই পথে বোনামির অ্যান্টিক রুমে যাওয়া যায়। টান দিয়ে মেঝে থেকে তলোয়ারটা তুলল ও। 'আমার এটা পুরানো দিনের তলোয়ার, তা ঠিক, তবে তোমার মত ইঁদুর মারার কাজ চলবে।'

বোনামির স্টাডি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর একটা ইটালিয়ান ডুয়েলিং সেইবার নিয়ে এসেছে রানা, হাতল থেকে ডগা পর্যন্ত নব্বুই সেন্টিমিটার লম্বা। শখ করে মাঝে মধ্যে যে সেইবার দিয়ে প্রাকটিস করে ও, তারচেয়ে অনেক বেশি ভারী এটা, ফলে ব্যবহার করার সময় শক্তি বেশি ব্যয় হবে। কোন্ বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, ভাল করেই জানে রানা। বোনামি যে জাপানী অসি-যুদ্ধ কেনজুৎসু এক্সপার্ট, নিয়মিত চর্চা করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ ও নিজে প্রায় বছরখানেক হলো কোন তলোয়ার ছুঁয়েও দেখেনি। তবে এই যুদ্ধে জিততে না পারুক, শুধু যদি সিলভিয়াকে খানিকটা সময় দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, তাহলেই খুশি ও। সময় ও সুযোগ পেলে গ্যারি রুবিন ও ফ্রেডি নোলানকে মুক্ত করে ফেলবে সিলভিয়া। তা যদি সম্ভব হয়, দ্বীপটা থেকে পালাবার ক্ষীণ একটু আশা এখনও আছে।

'তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ?' হিসহিস করে বলল বোনামি।

'কেন করব না!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সামুরাই বীর মানে তো আসলে ফুলে ওঠা ব্যাঙ। আমার ধারণা, একই নোংরা পুকুর থেকে এসেছ তুমিও।'

অপমানটা গায়ে মাখল না বোনামি। চোখ দুটো বন্ধ করল সে, তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে মগ্ন হলো ধ্যানে। সামুরাই শ্রেণীর বীরদের মধ্যে এটা একটা প্রচলিত রীতি, অসম্ভবকে সম্ভব করার শক্তি অর্জনের জন্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রার্থনা করা।

অকস্মাৎ আক্রমণ হবে, বুঝতে পেরে পা ঝেড়ে অন-গার্ড পজিশন নিল রানা।

প্রায় দু'মিনিট পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ, বিদ্যুৎগতিতে, লাফ দিয়ে সিধে হলো বোনামি, নড়াচড়ায় কোন বিরতি না দিয়ে হ্যাঁচকা টানে পিঠের খাপ থেকে নামিয়ে আনল কাতানা। মাথার ওপর তলোয়ারটা তুলে সেকেন্ডের ভগ্নাংশও নষ্ট করতে রাজি নয় সে, গতির মধ্যে কোন ছন্দপতন না ঘটিয়ে রানার কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত দু'ফাঁক করার জন্যে নামিয়ে আনা কাতানা ওপর দিকে তুলল।

তৈরি ছিল রানা, তা না হলে ঠেকাতে পারত না। ঠেকাবার পরপরই পিছু না হটে নিজের তলোয়ার দিয়ে খোঁচা মারল ও বোনামির উরুতে। প্রতিপক্ষের ধারণা ছিল তার আঘাত ঠেকাতে পারলে মুহূর্তমাত্র দেরি করবে না রানা, পিছু হটবে। ফলে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি সে। তার উরুটা অরক্ষিত পেয়ে গেল রানা। খোঁচাটা মারার পর লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল, প্রতিপক্ষের পরবর্তী হামলার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

বোনামির গতিবিধি বাঘের মত ক্ষিপ্র। সে জানে, রানার মাংসে কোন রকমে একটা কোপ লাগাতে পারলেই হয়, তারপর আর ওর লড়ার শক্তি

থাকবে না। তার হাতে পড়লে কেটে দু'টুকরো করাই একমাত্র কাজ কাতানার। ঘনঘন জায়গা বদল করছে সে, রানার মনোযোগ নষ্ট করার জন্যে গালিগালাজ করছে, দুর্বোধ্য অথচ অশ্লীল শব্দ করছে। উন্মত্ত গণ্ডারের মত বারবার ছুটে এল সে, রানার প্রতিটি আঘাত প্রায় অনায়াসে সরিয়ে দিল একপাশে। উরুর আঘাতটা সম্পর্কে সে যেন সচেতন নয়, তার ক্ষিপ্রতায়ও কোন ভাটা পড়েনি।

দু'হাতে ধরা বোনামির কাতানা বাতাস কাটছে এক হাতে ধরা রানার সেইবারের চেয়ে সামান্য দ্রুতবেগে।

তবে দক্ষ একজন ফেনসারের হাতে পুরানো ডুয়েলিং ব্লেড কাতানার চেয়ে সামান্য দ্রুত দিক বদলাতে পারে। লম্বায়ও কাতানার চেয়ে প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার বেশি, ফলে বোনামির প্রতিটি আঘাত নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঠেকাতে পারছে রানা, গুরুতর কোন জখমের ঝুঁকি না নিয়ে। সেইবারের আরেকটা সুবিধে হলো, ডগা দিয়ে আঘাত করা যায়। কাতানার কাজ কোপ মারা।

বোনামির সুবিধে হলো, প্রতিদিন নিয়মিত চর্চা করে সে। রানার চর্চা নেই, তবে বোনামির চেয়ে বয়েসে ছোট। খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেলেও, সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল আছে শরীরটা।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওদের যুদ্ধ দেখছে সিলভিয়া, ড. গ্যারি রুবিন ও ফ্রেডি নোলানের চোখেও পলক পড়ছে না। পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে যোদ্ধারা, লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে, দুই তলোয়ারের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটছে ঘন ঘন। মাঝে মধ্যেই আক্রমণ বাদ দিয়ে পিছু হটছে বোনামি, পজিশন বদলে নোলান বা গ্যারি রুবিন ও সিলভিয়ার মাঝখানে চলে আসছে, সিলভিয়া যাতে ওদেরকে মুক্ত করার কিংবা পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করার সুযোগ না পায়।

শুধু ঠেকাচ্ছে রানা, আক্রমণ প্রায় করছেই না। ঠেকাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। বোনামির প্রতিটি আঘাতের পিছনে এত বেশি শক্তি যে ঠেকাতে ব্যর্থ হলে বা এক পলক দেরি করলে মৃত্যু অবধারিত। একই সঙ্গে চেষ্টা করছে সিলভিয়ার দিক থেকে বোনামিকে সরিয়ে আনার। কিন্তু বোনামি বোকা নয়, ওর প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল সে। সিলভিয়া জুডোয় এক্সপার্ট হলেও, নাগালে পেলে চোখের পলকে তাকে দু'টুকরো করে ফেলবে সে।

চুপচাপ লড়ছে রানা, যতটা সম্ভব শান্ত রেখেছে নিজেকে। বোনামি অস্থির ও উত্তেজিত, প্রতিটি আঘাতের সময় হুঙ্কার ছাড়ছে। ধীরে ধীরে পিছু হটিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। রানার লম্বা করা তলোয়ার ধরা হাতে আলতোভাবে একবার স্পর্শ করল তার কাতানা, সরু একটা রক্তের রেখা দেখে ক্ষীণ হাসল সে।

কামরার চারদিকে চক্কর দিচ্ছে বোনামি, ঘন ঘন লাফ দিয়ে হামলা করছে। রানাকে নিয়ে খেলার একটা নেশা জেগেছে তার মধ্যে। রানা শুধু ঠেকাচ্ছে দেখে বেড়ে গেছে তার আত্মবিশ্বাস।

বোনামির চক্কর ও লাফ দেয়ার মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পেল রানা। চক্কর দিচ্ছে বৃত্তাকারে, বৃত্তের এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে লাফ দিচ্ছে একবার। এরকম একবার লাফ দিল বোনামি, ঠেকাল রানা, পরমুহূর্তে তলোয়ারটা সবেগে বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। বোনামির বাহুতে খোঁচা মারল তলোয়ারের ডগা, কিন্তু তবু কেনজুৎসু মাস্টারের গতি মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ হলো না। লড়াই শুরুর আগে ধ্যানমগ্ন ছিল সে, সম্মোহনের সাহায্য নেয়ায় কোন রকম ব্যথা অনুভব করছে না। পিছু হটল সে, তারপর আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটে এল রানার দিকে, সগর্জনে আঘাত করল বারবার, কাতানাটা খালি চোখে প্রায় দেখাই গেল না।

ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রানা, সীসার মত ভারী লাগছে তলোয়ার ধরা হাতটা। হাঁপিয়ে উঠেছে ও, খাঁচার ভেতর ছটফট করছে হৃৎপিণ্ড।

প্রাচীন অস্ত্রটারও সময় হয়ে এসেছে। জাপানী কাতানার নিখাদ ইস্পাতের সঙ্গে ওটার কোন তুলনা হয় না। ওর ফলার অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় দাঁত বসিয়েছে কাতানা। রানা জানে, চ্যাপ্টা অংশে মোক্ষম একটা আঘাত লাগলে ওর অস্ত্র দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে।

বোনামির মধ্যে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই। খুনের নেশায় চকচক করছে তার চোখ, প্রতিটি আঘাতের পিছনে ডুয়েল শুরু হবার সময় যে শক্তি ছিল এখনও তাই আছে। ক্লান্ত রানাকে কাবু করতে আর এক কি দু'মিনিট দরকার তার।

চোখের কোণ দিয়ে সিলভিয়ার গতিবিধি লক্ষ করার জন্যে এক মুহূর্ত বিরতি নিল বোনামি। সিলভিয়ার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা সন্দেহজনক। স্থির হয়ে আছে সে, হাত দুটো পিছনে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ধরে নিয়ে তার দিকে এগোল বোনামি, এই সময় সামনে বাড়ল রানা—মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে শরীরটাকে লম্বা করল ও, সেই সঙ্গে লম্বা করা হাতের তলোয়ার আঘাত করল কাতানার হাতলে। বোনামির সামনের হাতটার আঙুলের ছাল উঠে এল।

অবিশ্বাস্যই বটে, কয়েকটা আঙুলের সাদা হাড় বেরিয়ে পড়লেও চেহারায় ব্যথার কোন ছাপ নেই, বিপুল বিক্রমে আবার আক্রমণ শুরু করল বোনামি। ব্যথা পাচ্ছে না, নাকি না পাবার ভান করছে, বোঝা কঠিন। তার প্রতিটি আক্রমণে হাতে ঝাঁকি লাগায় ঝর্নার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। আচরণে উন্মত্ত ভাব আগের চেয়ে বেড়েছে।

হঠাৎ তার মাথাটা একদিকে ঝাঁকি খেল, ভারী একটা ইস্পাত সরাসরি আঘাত করেছে ডান চোখে। অব্যর্থ লক্ষ্য, চেইনে আটকানো তালাটা ছুঁড়ে মেরেছে সিলভিয়া। সুবর্ণ সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, তলোয়ারের ডগা প্রতিপক্ষের পাঁজরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল, ফুটো করল একটা ফুসফুস।

আক্রমণের ধারায় মুহূর্তের জন্যে ছন্দপতন ঘটল মাত্র, আবার নতুন শক্তিতে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বোনামি। আগের মতই হুঙ্কার ছাড়ছে, তবে মুখ থেকে লাল ফেনা গড়াতে শুরু করেছে, যদিও তার গতি ও শক্তি

এতটুকু কমেনি। আঘাতগুলো যে-ক'টা পারা গেল ঠেকাল রানা, বাকিগুলো এড়িয়ে গেল।

সুযোগ না দেখলে আক্রমণ করছে না রানা। ঠেকাবার ফাঁকে পিছু হটছে ও, বোনামি জানে এখন কোন আক্রমণ হবে না। তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ সামনে বাড়ল রানা, ঝট করে তার কাতানার নিচে বসে পড়ল, ফলাটাকে বাতাস কাটতে দিল মাথার ওপরে, তির্যকভাবে লম্বা করল হাতের তরোয়াল। এবার বোনামির ডান বাইসেপ চিরে দিল ও। কাতানা ধরা হাতটা কেঁপে উঠল, নিচের দিকে নামল অস্ত্রের ডগা।

সামনে বাড়ল রানা, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল। বোনামির হাত থেকে খসে পড়ল কাতানা। ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে ওটা, চিলের মত ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সিলভিয়া।

বোনামির দিকে তরোয়াল তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। 'তুমি হেরে গেছো,' হাঁপিয়ে গেলেও, গলাটাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল।

বোনামির সামুরাই রক্তে আত্মসমর্পণের অনুমোদন নেই, অন্তত যতক্ষণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। ঘৃণা ও জিঘাংসার মুখোশটা খসে পড়েছে, চেহারায় এই মুহূর্তে আশ্চর্য একটা প্রশান্ত ভাব। বলল, 'একজন সামুরাই পরাজয়ের মধ্যে কোন মর্যাদা দেখতে পায় না। ড্রাগনের এক-আধটা দাঁত তুমি ভাঙতে পারো, কিন্তু একটার বদলে হাজারটা দাঁত গজাবে।' পরমুহূর্তে তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। খাপ থেকে ছুরিটা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর।

ক্লান্ত হলেও সহজেই একপাশে সরে যেতে পারল রানা। তলোয়ার দিয়ে ঠেকাল আঘাতটা, পরমুহূর্তে সেটা ঘুরিয়ে কোপ মারল বোনামির কব্জিতে।

চোখ ভরা অবিশ্বাস, নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল বোনামি। এই প্রথম তার চেহারায় ব্যথার ছাপ ফুটল। উপলব্ধি করল, হেরে গেছে সে। ধীরে ধীরে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল, কব্জিহীন হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরেছে কার্পেটে।

'আমি আমার পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান করেছি। আমাকে তুমি দয়া করে একটা সুযোগ দাও, আমি অন্তত হারি-কিরি করে মুখ রক্ষা করি।'

'সামুরাই হারি-কিরি মানে পেট কাটা,' চেয়ার বাঁধা ফ্রেডি নোলান রুদ্ধশ্বাসে বললেন।

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল রানা। 'এভাবে তোমাকে রেহাই দেয়া হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় বহু লোককে খুন করেছ তুমি, তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

'একজন বিদেশীর কাছে হেরে গেছি আমি, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই আমার। তোমার কাছে সুযোগটা আমি ভিক্ষা চাইছি।'

'এই মুহূর্তে তার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় মর্যাদা,' বললেন ফ্রেডি নোলান। 'আত্মহত্যা করতে পারলে তার বন্ধু ও আত্মীয়রা তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারবে।'

'গড, আমি অসুস্থবোধ করছি,' বলল সিলভিয়া। 'ওকে বাঁধো, রানা, মুখে

কাপড় গুঁজে দাও। এখানের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে চলো কেটে পড়ি।' চেহারায় ঘৃণা ও আতঙ্ক, কার্পেটে পড়ে থাকা বোনামির হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'মরবে তুমি, তবে যেভাবে আশা করছ সেভাবে নয়,' বলল রানা, লক্ষ করল বোনামির চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। মৃত্যু ভয় নয়, সম্মানজনক সুনির্দিষ্ট রীতিতে পূর্ব-পুরুষদের সাথে মিলিত হতে না পারার ভয়।

কেউ কিছু আঁচ করার আগেই বোনামির অক্ষত হাতটা ধরে টান দিল রানা, হিঁচড়ে টেনে আনল স্টাডিতে, যেখানে আন্টিকস অস্ত্র ও মানুষের মাথাগুলো শোভা পাচ্ছে। অত্যন্ত যত্নে ও সাবধানে, যেন দেয়ালে নিখুঁতভাবে একটা ছবি টাঙাচ্ছে, বোনামিকে পালিশ করা দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে তলপেট দিয়ে ঢুকিয়ে তরোয়ালটা গেঁথে দিল কাঠে। নিজের শিকার করা মানুষের মাথাগুলোর ঠিক নিচেই এই মুহূর্তে শোভা পাচ্ছে বোনামি। এখন তার চোখে অবিশ্বাস ও ভয় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বোঝা যায়, ব্যথাও অনুভব করছে সে।

স্টাডি থেকে বেরুবার আগে বোনামিকে ভাল করে একবার দেখে নিল রানা। লাশই বলা চলে, দম বেরুতে খুব বেশি সময় নেবে না।

চার

স্টাডি থেকে একটা ভাইকিং ব্যাটল-অ্যাক্স নিয়ে ভিডিও মনিটর রুমে ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে চেইনের তালা খুলে বাকি তিনজনকে মুক্ত করেছে সিলভিয়া।

'বোনামিকে নিয়ে কি করলে তুমি?' জানতে চাইল ববি।

'সে এখন তার কালেকশনের একটা আইটেম,' কুড়ালটা ববির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'রোবট দুটোকে ভাঙ, কেউ যাতে তাড়াহুড়ো করে মেরামত করতে না পারে।'

ফ্রেডি নোলান রানার সঙ্গে করমর্দন করলেন। 'আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ভাই।'

'আপনি সাহসী পুরুষ,' বললেন গ্যারি রুবিন। 'আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারছি, সেজন্যে আমি গর্বিত।'

'আপনারা কেউ জানেন, ডেভিড বুন আমাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করবেন?' জানতে চাইল রানা। 'মানে, কোন প্ল্যান আছে কিনা?'

'নেই,' ফ্রেডি নোলান জানালেন। 'প্রথমে ঠিক হয়েছিল আমাদের জন্যে সাবমেরিন পাঠানো হবে, কিন্তু স্যাটেলাইট ফটোয় ইয়ামাদার সী ডিফেন্স দেখার পর প্ল্যানটা বাতিল করে দেয়া হয়। পরামর্শ দেয়া হয়, আমাদেরকে টানেল ধরে এদো সিটিতে উঠতে হবে, ওখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হবে

টোকিও দূতাবাসে।'

ববির দিকে তাকাল রানা। 'আর আমরা দু'জন?'

'স্টেট ডিপার্টমেন্টকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন ইয়ামাদা ও জাপানী সরকারের সাথে আপনাদের মুক্তির জন্যে আলোচনা শুরু করে।'

হাত দিয়ে কপাল চাপড়াল ববি। 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট? ওরা তো মাসের পর মাস আলোচনা করেও কোন সুবিধে আদায় করতে পারে না।'

'বোঝা যাচ্ছে, নিজেদের চেষ্টায় মুক্তি পেতে হবে আমাদের,' বলল সিলভিয়া, রানার দিকে তাকাল। 'আমাদের পরবর্তী মুভ কি হবে?'

রানা জানতে চাইল, 'আমাদের কার কাছে কি আছে?'

'ধরা পড়ার পর আমাদেরকে সার্চ করা হয়েছে, এক্সপ্লোসিভ কিট নিয়ে গেছে রোবটরা,' বললেন গ্যারি রুবিন, কার্পেটে বসে জুতো জোড়া খুললেন তিনি। জুতোর সোল বের করে গোল পাকালেন, ছোট দুটো বল তৈরি হলো। 'সি-এইট প্লাস্টিক। লেটেস্ট এক্সপ্লোসিভ।'

'তাহলে প্ল্যান বদলাবার দরকার নেই,' বলল রানা।

'তারমানে?' জানতে চাইল ববি। 'তুমি কি এখনও ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস করার ইচ্ছে রাখো?'

'ধ্বংস না করতে পারি, ক্ষতি করতে পারব না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'এখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত,' বললেন ফ্রেডি নোলান। 'বোনামির এটা প্রাইভেট আস্তানা, তার বন্ধুরা ও রোবট কন্ট্রোলার যে-কোন মুহূর্তে খোঁজ নিতে আসতে পারে। কিন্তু যাব কিভাবে? এখানে চোখ বেঁধে আনা হয়েছে আমাদের।'

'ক্লিনিক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব আমি,' বলল রানা।

'সামনে যদি অনেকগুলো রোবট পড়ে, তোমার ম্যাগনেটে কোন কাজ হবে না,' বলল সিলভিয়া।

সিলভিয়ার পাশে চলে এল রানা, দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। 'তোমার বাম দিকে একটা হোস পাইপ দেখতে পাচ্ছ? ঝোপের ভেতর?'

'হ্যাঁ, টেরেসের পাশে।'

'সাবধানে বেরোও,' বলল রানা, সিলভিয়ার হাতে ধরা কাতানার দিকে তাকাল একবার। 'পাইপটা কয়েক ফুট কাটো।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল সিলভিয়া। 'জানতে পারি, কেন?'

'ছোট ছোট টুকরো করো, একটা টুকরো সিল্কে ঘষো, দেখবে এক ফালি নেগেটিভ ইলেকট্রন পেয়ে গেছ,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'তারপর হোসের একটা প্রান্ত রোবটের সার্কিটে ঠেকাও, লাফালাফি শুরু করবে ইলেকট্রনিক, ফলে নষ্ট হয়ে যাবে জটিল কমপোনেন্টগুলো।'

'আপনি কলেজে ফিজিক্স পড়িয়েছেন কখনও?' জানতে চাইলেন ড. গ্যারি রুবিন।

'কিন্তু সিল্ক পাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'বোনামির কিমোনো,' ঘাড় ফিরিয়ে বললেন ফ্রেডি নোলান, ট্রফি রূমের দিকে রওনা হয়ে গেছেন।

'কোথায় বসালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে বিস্ফোরক?' গ্যারি রুবিনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সি-এইটের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, কাজেই প্রচুর ক্ষতি করা যাবে না,' বললেন তিনি। 'তবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কাছে বসালে ওদেরকে দিন কয়েক পিছিয়ে দিতে পারা যায়।'

তিন মিটার হোস পাইপ নিয়ে ফিরে এল সিলভিয়া। 'কিভাবে কাটব বলে দাও।'

'চার টুকরো করো,' বলল রানা। 'তোমাদের সবার কাছে একটা করে থাকবে। ব্যাক-আপ হিসেবে ম্যাগনেটটা আমার কাছে থাক।'

ট্রফি রূম থেকে বোনামির ছেঁড়া কিমানো নিয়ে ফিরে এলেন ফ্রেডি নোলান। 'দেয়াল সাজানোর উপকরণ হিসেবে বোনামি কিন্তু দারুণ মানিয়ে গেছে!'

'ইয়ামাদা যখন দেখবে তুমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কি অবস্থা করেছ, তখন তার কাছ থেকে আমি পাঁচশো কিলোমিটার দূরে থাকতে চাই,' হেসে উঠে বলল ববি, ভাঙা রোবট দুটোকে ছুঁড়ে কামরার এক কোণে ফেলে দিল সে।

'অত ভয় পাবার আসলে কিছু নেই,' বলল রানা। 'বোনামির অবস্থা দেখে নিজের নিয়তিও আশা করি আঁচ করতে পারবে ইয়ামাদা।'

কংগ্রেস সদস্য লরেলি ও সিনেটর গ্রাফটনকে কন্ট্রোল সেন্টারটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে জেনজো ইয়ামাদা। একটু পরই উপলব্ধি করল লরেলি, ইয়ামাদার সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তাৎপর্য কল্পনাকেও হার মানাবে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রাখা নিউক্লিয়ার গাড়ি-বোমা ফাটাবার জন্যে প্রাইম ও ডিটোনেট সিগন্যাল পাঠানটাই ড্রাগন সেন্টারের একমাত্র কাজ নয়। পাতাল ভবনের অগুণতি স্তর ও করিডরে অসংখ্য ল্যাবরেটরি রয়েছে, রয়েছে বিশাল এঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক এক্সিপেরিমেন্টাল ইউনিট, একটা ফিউশন রিসার্চ ফ্যাসিলিটি ও একটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর প্ল্যান্ট।

ইয়ামাদা গর্ব করে বলল, 'আমার প্রাইমারী স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস ও সায়েন্টিফিক থিঙ্ক ট্যাংক বসানো হয়েছে এদো সিটিতে। কিন্তু এখানে, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সোসেকি দ্বীপে, রিসার্চ ও ডেভলপমেন্টের কাজ করি আমরা।'

ওদেরকে নিয়ে একটা ল্যাবে ঢুকল সে, ক্রুড অয়েল ভরা খোলা একটা ভ্যাট দেখাল। 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, সেকেন্ড-জেনারেশন জেনেটিক্যালি এঞ্জিনিয়ারড্ মাইক্রোবস পেট্রোলিয়াম খেয়ে ফেলছে, সেই সাথে সংখ্যায় বাড়ছে ওগুলো—ব্যাপারটা চেইন রিয়্যাকশন, অয়েল মলিকিউল ধ্বংস করে ফেলছে।'

'ছলকে পড়া তেল পরিষ্কার করতে পদ্ধতি বা আবিষ্কারটা খুব কাজে

আসবে,' মন্তব্য করলেন সিনেটর গ্রাফটন।

'তা আসবে,' বলল ইয়ামাদা। 'তবে ওগুলোকে আমরা কাজে লাগাব বৈরী রাষ্ট্রগুলোর অয়েল রিজার্ভ খালি করার জন্যে।'

ভুরু কোঁচকাল লরেলি, চোখে অবিশ্বাস। 'এ-ধরনের নিন্দনীয় একটা কাজ কেন আপনি করবেন? কি লাভ তাতে আপনার?'

'এক সময় তেলের কোন প্রায়োজন থাকবে না জাপানের। আমাদের বিদ্যুৎ চাহিদার পুরোটাই পূরণ করবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। ফুয়েল সেল ও সোলার এনার্জিতে আমাদের টেকনলজি বিপ্লব ঘটিয়েছে, গ্যাসোলিন এঞ্জিনের বদলে গাড়িতে এরপর ওগুলো ব্যবহার করব আমরা। তেলখোর মাইক্রোবসের সাহায্যে গোটা দুনিয়ার তেলের মউজুদ নিঃশেষ করতে পারলে আন্তর্জাতিক পরিবহন অচল হয়ে পড়বে—ট্রাক, কার, মটরসাইকেল, ভ্যান, প্লেন থেকে শুরু করে স্টিমার পর্যন্ত সব স্থির হয়ে যাবে।'

'যদি না জাপানী জ্বালানি সরবরাহ করা হয়,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন সিনেটর।

'পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর লাগবে,' বলল লরেলি, 'আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড সল্ট মাইনে রিজার্ভ করে রাখা বিলিয়ন গ্যালন তেল খালি করতে।'

ইয়ামাদা যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, শান্তভাবে হাসল। 'যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মউজুদ তেল খেয়ে ফেলতে মাইক্রোবসগুলোর সময় লাগবে মাত্র নয় মাস।'

ভয়ংকর তাৎপর্যটুকু হজম করতে না পেরে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লরেলি। মাত্র একজন মানুষ গোটা দুনিয়াকে এরকম এক চরম পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। প্রতি মুহূর্তে রানার কথাও ভাবছে লরেলি। ও মারা গেছে, তা-ও মেনে নিতে পারছে না। 'এ-সব আপনি কেন দেখাচ্ছেন আমাদের?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'গোপন রাখছেন না কেন?'

'আপনারা যাতে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসকে বলতে পারেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এখন আর একই অবস্থানে নেই। আমরা এগিয়ে গেছি, আপনাদের নাগালের বাইরে চলে এসেছি, কাজেই আমাদের সমস্ত দাবি মেনে নিতে হবে। আর গোপনীয়তার কথা যদি বলেন, আপনারা বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়ার নন, কাজেই কিছুই আসলে ফাঁস হচ্ছে না। আপনারা ফিরে গিয়ে স্রেফ আবছা একটা ধারণা দিতে পারবেন, তা থেকে আমাদের আবিষ্কার নকল করা সম্ভব হবে না।'

'ওয়াশিংটনে আমরা কখন ফিরছি?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ইয়ামাদা। 'শিগগিরই। এদো সিটিতে আমার প্রাইভেট এয়ারফিল্ড আছে, ওখান থেকে আমার এক্সিকিউটিভ জেটে চড়বেন আপনারা।'

'আপনার পাগলামির কথা শোনার পর প্রেসিডেন্ট কি করবেন বলে আপনার ধারণা?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই জবাব দিলেন সিনেটর,

'সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেবেন, আপনার এই ঘাঁটি যেন ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।'

বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ইয়ামাদা, মিষ্টি করে হাসল। 'অনেক দেরি হয়ে যাবে তাঁর। আমার এঞ্জিনিয়ার ও রোবোটিক ওয়ার্কাররা শিডিউলের চেয়ে এগিয়ে আছে। আপনারা জানেন না, জানার কথাও নয়, আমরা ট্যুর শুরু করার কয়েক মিনিট পরই এদো প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে।'

'তারমানে কি অপারেশন শুরু করে দিয়েছেন আপনারা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল লরেলি।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল জেনজো ইয়ামাদা। 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট যদি ড্রাগন সেন্টার আক্রমণ করেন, ডিটেকশন সিস্টেমের সাহায্যে যথাসময়ে আমি তা জানতে পারব। রোবটগুলোকে সংকেত পাঠাব, গাড়ি-বোমাগুলো ফাটিয়ে দেবে তারা।' নিঃশব্দে হাসল সে। 'ভুলে যাবেন না, ওগুলো অ্যাটম বোমা, পটকা নয়।'

নির্জন আবাসের যে ভবনে এলিভেটর রয়েছে, পথ দেখিয়ে সবাইকে সেখানে নিয়ে এল রানা। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও, বাকি সবাই আড়াল থেকে কাভার দিচ্ছে ওকে। কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হলো না, তবে এলিভেটরের সামনে একটা রোবোটিক সিকিউরিটি গার্ড দাঁড় করাল ওকে।

শুধু জাপানী ভাষায় কথা বলতে পারে এটা, তবে কর্কশ আওয়াজ ও তাক করা অস্ত্রের ভাষা বুঝতে অসুবিধে হলো না। হাত দুটো মাথার দু'পাশে তুলল রানা, তালু দুটো সামনের দিকে, ধীরে ধীরে আরও কাছাকাছি হলো—ভিডিও রিসিভার ও ডিটেকশন সেনসর যাতে অন্যান্যদের অস্তিত্ব টের না পায়।

চুপিসারে দু'পাশ থেকে এগিয়ে এলেন ফ্রেডি নোলান ও গ্যারি রুবিন, তারপর হঠাৎ ছুটে এসে চার্জড হোস পাইপ সার্কিট বক্সে চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল সশস্ত্র রোবট।

'খুবই কাজের জিনিস,' মন্তব্য করলেন ফ্রেডি নোলান, হোসের টুকরোটা সিঙ্কের গায়ে ঘন ঘন ঘষছেন।

'রোবটটা ওর কন্ট্রোলকে কিছু জানাতে পেরেছে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'বোধহয় পারেনি,' জবাব দিল রানা। 'খুব ধীর বলে মনে হলো। আমি একটা হুমকি, নাকি প্রজেক্টের আনপ্রোগ্রামড সদস্য, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।'

খালি এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলার বোতামে চাপ দিলেন ফ্রেডি নোলান। 'সাততলায় এলিভেটর থেকে নামা যায় কন্ট্রোল সেন্টারের মেইন ফ্লোরে,' বললেন তিনি। 'সরাসরি ওখানে না যাওয়াই ভাল।'

রানা বলল, 'ক্লিনিক ও সার্ভিস ইউনিট পাঁচতলায়।'

'সিকিউরিটি সম্পর্কে কি জানি আমরা?'

'আমি কোন গার্ড বা ভিডিও মনিটর দেখিনি।'

সিলভিয়া বলল, 'চারদিকের ডিফেন্স এত শক্তিশালী যে ভেতরের সিকিউরিটি সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামায়নি ইয়ামাদা।'

পাঁচতলায় পৌঁছে গেল এলিভেটর। দরজা খুলে যাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল সবাই। ভাগ্য ভাল, করিডরটা খালি পাওয়া গেল। নিঃশব্দ পায়ে রানাকে অনুসরণ করল ওরা। পৌঁছে গেল ক্লিনিকের সামনে।

'এখানে আমরা দাঁড়ালাম কেন?' নিচু গলায় জানতে চাইলেন গ্যারি রুবিন।

'ম্যাপ বা গাইড ছাড়া এই কমপ্লেক্সে পথ চেনা সম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল রানা, কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে ও। 'আমার পিছু নিন।' দরজার বোতামে চাপ দিল, সজোরে লাথি মারল কবাটে।

চমকে মুখ তুলল নার্স-রিসেপশনিস্ট। হাঁটু দেখানোর জন্যে ড. সিকো নগুয়ার কাছে প্রথমবার যখন এসেছিল রানা, ডেস্কে তখন অন্য একটা মেয়ে ছিল। খোলা দরজা দিয়ে ওদেরকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে অ্যালার্ম বাটনের দিকে হাত বাড়াল সে। ছুটে এসে তার কানের পাশে প্রচণ্ড চড় কষল রানা, চেয়ার থেকে পড়ে গেল মেয়েটা, জ্ঞান হারিয়েছে। আওয়াজ শুনে পাশের কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ডাক্তার সিকো নগুয়া। অদ্ভুত ব্যাপার, রাগের বদলে তার চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল।

'আবার বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মি. সিকো নগুয়া,' বলল রানা। 'কিন্তু আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'তাই বলে মেয়েদের গায়ে এভাবে হাত তুলবেন?' অজ্ঞান নার্সের দিকে তাকাল ডাক্তার।

'অ্যালার্ম বাজাতে যাচ্ছিল,' বলল রানা, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে।

'ভাগ্যিস ওকে আপনারা কাবু করতে পেরেছেন। নার্স সোবা কারাতে জানে।' রানার দু'পাশে দাঁড়ানো বাকি সবার দিকে তাকাল ডাক্তার। প্রায় বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'বাটন টীমগুলোর সেরা সদস্যদের নিয়ে আপনার মাস্টার কী টীম তৈরি করা হয়েছে, তাই না, মি. রানা? জানতে ইচ্ছে করে, রবিন ট্যালবট সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করলেন কিভাবে?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল ববি। 'এমন কিছু জানো তুমি যা আমরা জানি না?'

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। মি. সিকো নগুয়া, ব্রিটিশ ডীপ কাভার অপারেটর। ইয়ামাদা ও তার অপারেশন সম্পর্কে উনিই তো বেশিরভাগ তথ্য সাপ্লাই দিচ্ছেন।'

'আপনি তাহলে ধরে ফেলেছেন?' রানার দিকে ফিরে হাসল ডাক্তার নগুয়া।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সান্তা অ্যানায় সেন্ট পল'স হাসপাতাল বলে কিছু নেই। তবে লন্ডনে একটা ক্যাথেড্রাল আছে সেন্ট পল'স নামে।'

'কিন্তু আপনাকে তো ব্রিটিশ বলে মনে হয় না,' বলল সিলভিয়া। 'উচ্চারণ

শুনে মনে হয় আমেরিকান।'

'স্যানফ্রানসিসকোয় মানুষ হয়েছি,' বলল ডাক্তার নগুয়া। 'ফিরে এসে আপনি আমার কাভার নষ্ট করে ফেলেছেন, মি. রানা, বুঝতে পারছেন তো?'

'বিপদে পড়ে আসতে হয়েছে,' বলল রানা। 'বোনামি আর তার তিনটে সিকিউরিটি রোবটকে দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখে ফেলবে ওরা। বিস্ফোরক বসিয়ে পালাতে হলে একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা চলে না।'

'ওয়েট আ মিনিট।' একটা হাত তুলল ডাক্তার নগুয়া। 'আপনারা বোনামি আর তার রোবট গার্ডদের অচল করে দিয়েছেন? বোনামি নেই?'

'নেই।'

ফ্রেডি নোলান ব্যস্তভাবে বললেন, 'এই কমপ্লেক্সের একটা ডায়াগ্রাম দরকার আমাদের।'

'কনস্ট্রাকশন ব্লুপ্রিন্ট-এর মাইক্রোফিল্ম আছে আমার কাছে, কিন্তু কনট্যাক্ট হারিয়ে ফেলায় পাঠাতে পারিনি।'

'হেরাম ওয়ানচু?'

'হ্যাঁ। সে কি মারা গেছে?' উত্তরটা আন্দাজ করতে পারে ডাক্তার নগুয়া।

'হ্যাঁ, বোনামি তাকে জবাই করেছে।'

'আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন কিনা বলুন,' তাগাদা দিলেন ফ্রেডি নোলান। 'আমাদের হাতে সময় নেই।'

কিন্তু ডাক্তার নগুয়ার মধ্যে কোন ব্যস্ততার ভাব নেই। 'আপনারা টানেল হয়ে এদো সিটিতে পৌঁছুতে চান?' জানতে চাইল সে।

'ট্রেনে চড়ে যাওয়া যায় কিনা ভাবছি,' গ্যারি রুবিন বললেন, দরজা দিয়ে করিডরে তাকালেন তিনি।

'সম্ভব নয়।' কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'আপনারা কমপ্লেক্সে অনুপ্রবেশ করার পর বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া একটা সিকিউরিটি ফোর্সকে টিউব পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছে ইয়ামাদা। একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না।'

সিলভিয়া তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'আপনার তাহলে পরামর্শ কি?'

'সাগর। ভাগ্য ভাল হলে কোন জাহাজ দেখতে পেয়ে তুলে নেবে আপনাদের।'

মাথা ঝাঁকাল সিলভিয়া। 'ওটা বাদ। যে-কোন বিদেশী জাহাজ পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে এলেই ডুবিয়ে দেয়া হবে।'

'তোমরা শুধু কোথায় কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটাবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাও,' বলল রানা, ওর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে দেয়ালের গায়ে, যেন অপর দিকে কি আছে দেখতে পাচ্ছে। 'পালাবার ব্যাপারে আমার আর ববির ওপর আস্থা রাখো।'

ওরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেডি নোলান। 'ঠিক আছে, তাই। আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে এত দূর নিয়ে এসেছেন, কাজেই আস্থা রাখতে আপত্তি নেই।'

ডাক্তারের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি? যাবেন আমাদের সাথে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার, মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে। ধন্যবাদ, মি. রানা। আমাকে যদি এখানে ফেলে যান, ইয়ামাদা জবাই করবে।'

ফ্রেডি নোলান জানতে চাইলেন, 'বিস্ফোরকগুলো কোথায় বসানো যায়, কোন সাজেশন দিতে পারেন?'

'সাজেশন দিতে পারি, সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারি,' বলল ডাক্তার। 'ওখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে গোটা কমপ্লেক্স এক মাসের জন্যে অচল হয়ে পড়বে।'

'কোথায়?'

সিলিঙের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'ছ'তলায়।'

'তাহলে আর দেরি নয়,' বলে সাবধানে দরজা দিয়ে করিডরে উঁকি দিল রানা। কেউ নেই। ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এল সবাই, ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। কিন্তু এলিভেটর ওপরে না উঠে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। ওদের আগেই কেউ চাপ দিয়েছে বোতামে।

'সর্বনাশ!' তিক্তস্বরে বললেন গ্যারি রুবিন।

'সবাই মিলে দরজাটা চেপে ধরবেন, যাতে না খোলে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ববি, ডোর ক্লোজ লেখা বোতাম চাপ দাও।'

থামল এলিভেটর, সবাই মিলে চেপে ধরে আছে দরজা। খোলার চেষ্টায় কাঁপছে কবাট, কিন্তু খুলছে না।

'ববি!' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'পাঁচ নম্বর বোতাম চাপ দাও।'

'ডোর ক্লোজ' লেখা বোতাম থেকে আঙুল সরিয়ে পাঁচ নম্বর বোতামটা টিপে দিল ববি। কয়েক সেকেন্ড কাঁপল এলিভেটর, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে যাবে, তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

আটকে রাখা দম ছেড়ে সিলভিয়া বলল, 'উফ্।'

হঠাৎ আঁতকে উঠল ববি। 'পাঁচ নম্বর বোতামের আলো জ্বলছে! তারমানে ছ'তলায় কেউ অপেক্ষা করছে এলিভেটরে চড়ার জন্যে।'

'সবাই তৈরি থাকো,' নির্দেশ দিল রানা।

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তৈরি হলো সবাই, বিপদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সাদা কোট পরা একজন এঞ্জিনিয়ার, মাথায় হ্যাট, দাঁড়িয়ে আছে নোটিস বোর্ডের সামনে। এলিভেটরে ঢোকার সময় মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। তারপর অনুভব করল সে, এলিভেটর নড়ছে না। চারদিকে তাকিয়ে বিদেশী কয়েকটা মুখ দেখতে পেল। কেউ হাসছে না।

চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল এঞ্জিনিয়ার, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরে অপর হাতে গলার একটা রগে খোঁচা মারল রানা। অসাড় হয়ে গেল শরীরটা, ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল এলিভেটরের মেঝেতে। ইতিমধ্যে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে গেছে ডাক্তার সিকো নগুয়া, তার পিছু পিছু একটা প্যাসেজে ঢুকল সবাই।

এলিভেটর থেকে সবার শেষে বেরুলেন গ্যারি রুবিন। রানার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, 'কখন ও কোথায় আবার মিলিত হব আমরা?'

'টপফ্লোর। বারো মিনিটের মাথায়। এলিভেটর আমরা নিজেদের দখলে রাখব।'

'গুডলাক।' তাড়াতাড়ি বাকি সবাইকে অনুসরণ করলেন গ্যারি রুবিন, রানার প্ল্যান সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারলেন না।

অজ্ঞান এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল ববি। 'কোথায় লুকাব ওকে?'

এলিভেটরের সিলিঙের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'মাচায়। ল্যাব কোট ছিঁড়ে বাঁধো, মুখেও খানিকটা ভরো।'

সাদা ল্যাব কোটটা খুলে ছিঁড়তে শুরু করল ববি, মুচকি হেসে বলল, 'শব্দটা আমিও শুনেছি, রানা।'

উত্তরে রানাও মুচকি হেসে বলল, 'মুক্তির মিষ্টি আওয়াজ, কি বলো?'

'যদি ছিনতাই করা সম্ভব হয়।'

'আশা করতে দোষ কি!' বোতামে চাপ দিতেই এলিভেটর ওপরে উঠতে শুরু করল। 'কাজটা দ্রুত সারতে হবে আমাদের, বারো মিনিট দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাবে।'

ফেডারেল হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের কমিউনিকেশন রুমে বসে ঘামছেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর রবিন ট্যালবট ও অপারেশনস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ডান কপারফিল্ড। দু'জনেই তাকিয়ে আছেন বিশাল একটা দেয়ালঘড়ির দিকে, জাপানের দিকে কান পেতে থাকা একটা স্যাটেলাইট থেকে কল সাইন পাবার আশায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। পরস্পরের দিকে তাকালেন ওরা। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে দু'জনকেই, ঝুলে পড়েছে মুখ। সাবধানে রিসিভার তুললেন রবিন ট্যালবট। 'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট,' ইতস্তত না করে বললেন তিনি।

'কোন খবর পেলে?'

'না, স্যার।'

অপরপ্রান্তে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট, রবিন।'

'বুঝতে পারছি, স্যার। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দেবেন আপনি।'

'ডেল্টা ফোর্স পাঠানোর প্রস্তাব আমি বাতিল করে দিয়েছি। অন্যান্য সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ও জয়েন্ট চীফের সাথে কথা বলে উপলব্ধি করেছি, সামরিক অভিযানে যে সময় লাগবে তা আমাদের হাতে নেই। ড্রাগন সেন্টার অপারেশন্যাল হয়ে ওঠার আগেই ওটাকে ধ্বংস করতে হবে।'

রবিন ট্যালবট অনুভব করলেন, দুনিয়াটা যেন তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা চাল দিলেন তিনি। 'আমার এখনও বিশ্বাস, সিনেটর গ্রাফটন ও

কংগ্রেস সদস্যা লরেঁলি দ্বীপটায় আছেন।'

'তোমার ধারণা যদি সত্যিও হয়, ওদের সম্ভাব্য মৃত্যু আমার সিদ্ধান্তে কোন প্রভাব ফেলবে না।'

'স্যার, আর এক ঘণ্টা সময় দিতে পারেন না?' সরাসরি জানতে চাইলেন রবিন ট্যালবট।

'তোমার অনুরোধে সাড়া দিতে পারলে খুশি হতাম, রবিন, কিন্তু না। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিরাট হুমকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বকে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ জেনজো ইয়ামাদাকে আমরা দিতে পারি না।'

'ইউ আর রাইট, অফকোর্স।'

'সিদ্ধান্তটা অন্তত একা আমার নয়। ন্যাটো দেশগুলোকে ব্রিফ করেছেন সেক্রেটারি অভ স্টেটস। রুশ প্রেসিডেন্টকেও সব কথা জানানো হয়েছে। সবাই বলেছেন, সিদ্ধান্তটা আমাদের সবার স্বার্থ রক্ষা করবে।'

'সেক্ষেত্রে বার্টন টীম ও মাস্টার কী টীমের কথা ভুলে যেতে হবে আমাদের,' বললেন রবিন ট্যালবট। 'ভুলে যেতে হবে সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্যার কথাও।'

'দেশপ্রেমিক আমেরিকানদের জন্যে আমি গর্বিত, তাদের আত্মত্যাগ কোনদিন ভুলব না আমরা। আর বিদেশী বন্ধু যাঁরা আছেন, বিশেষ করে মাসুদ রানার প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকব।'

ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন রবিন ট্যালবট। হঠাৎ যেন তাঁর বয়েস দশ বছর বেড়ে গেছে। 'প্রেসিডেন্ট,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'কি বললেন?'

'ডেল্টা ফোর্স পাঠানোর প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অ্যাটম বোমা ফেলবেন।'

ডান কপারফিল্ডের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ঝট করে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন রবিন ট্যালবট। আর মাত্র তেতাল্লিশ মিনিট বাকি আছে। 'আশ্চর্য, মাসুদ রানা করছেন কি? বলা হয় দুনিয়ার সেরা এসপিওনাজ এজেন্ট, তাহলে নিজেদের মুক্ত করতে পারছেন না কেন? আর ব্রিটিশ এজেন্টেরই বা কি হলো? সেই বা কেন যোগাযোগ করছে না?'

ছোট কয়েকটা প্যাসেজ ধরে ওদেরকে নিয়ে এল ডাক্তার নগুয়া, ওগুলোর গা হিটিং ও ভেন্টিলেটিং পাইপে ঢাকা পড়ে আছে। অফিস ও ওঅর্কশপে প্রচুর লোকজন কাজ করছে, কাজেই সেদিকে যায়নি ওরা। পথে একটা রোবো গার্ডের সঙ্গে দেখা হলো, ওদেরকে আড়াল করে আলাপ জুড়ে দিল সিকো নগুয়া। এই সুযোগে চুপিসারে ওদের একজন এগোল, তারপর ঝট করে হোস পাইপের একটা টুকরো চেপে ধরল সার্কিট বক্সে।

কাঁচ মোড়া একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। বেশ বড় কামরা, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও গোছা গোছা ফাইবার অপটিক ভরা, সবগুলোর

শাখা-প্রশাখা সরু একটা টানেলে ঢুকেছে, ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ড্রাগন সেন্টারে। বিশাল একটা কনসোল দেখা গেল, গায়ে অসংখ্য ডায়াল আর ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট। কনসোলের সামনে একটা রোবট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ওটা একটা ইন্সপেক্টর রোবট,' নরম সুরে বলল ডাক্তার নগুয়া। 'ওর কাজ সিস্টেমটা মনিটর করা, কোথাও কোন যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক ত্রুটি দেখা দিলে রিপোর্ট করা।'

'ওর সার্কিট নষ্ট করলাম আমরা, কি হয়েছে দেখার জন্যে সুপারভাইজার কতক্ষণ পর কাউকে পাঠাবে?' জানতে চাইলেন ফ্রেডি নোলান।

'পাঠানো হবে মেইন টেলিপ্রেজেন্স কন্ট্রোল থেকে, পাঁচ কি ছয় মিনিটের মধ্যে।'

'বিস্ফোরক বসিয়ে কেটে পড়ার জন্যে পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট,' বললেন গ্যারি রুবিন।

'টাইমার সেটিং কি হবে?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'বিশ মিনিট। পাতাল থেকে বেরিয়ে দ্বীপ ছেড়ে কেটে পড়তে বিশ মিনিট যথেষ্ট, মি. রানার প্ল্যান যদি সফল হয়।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়াল ডাক্তার নগুয়া, ফ্রেডি নোলান ও গ্যারি রুবিন উল্টোদিক থেকে এগোলেন রোবট ইন্সপেক্টরের দিকে। দোরগোড়ায় পাহারায় থাকল সিলভিয়া। হোস পাইপের টুকরো সার্কিট বক্সে ঠেকতেই যান্ত্রিক ইন্সপেক্টর প্রথমে আড়ষ্ট, তারপর অসাড় হয়ে গেল।

প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে খুদে ডিটোনেটর ঢোকালেন ফ্রেডি নোলান, তারপর ডিজিটাল টাইমার অ্যাডজাস্ট করলেন। 'তার আর অপটিকাল ফাইবারের মাঝখানে, কেমন?'

'কনসালটা ধ্বংস করলেই তো পারি,' বলল ডাক্তার।

ছোট একটা প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন ফ্রেডি নোলান, ভারী কেবল ও অপটিকাল ফাইবারের মাঝখানে টেপ দিয়ে আটকে দিলেন টাইম বোমা। 'কনসোল ধ্বংস হলে আরেকটা বসিয়ে নেবে ওরা, সময় লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা,' লেকচার দিলেন তিনি। 'কিন্তু এখানে হাজার খানেক তার এক হয়েছে, ছিঁড়ে দিতে পারলে পুরো ওয়্যারিং বদলাতে হবে ওদের, সময় লাগবে পাঁচ গুণ বেশি।'

'অল ক্লিয়ার,' দোরগোড়া থেকে রির্পোট করল সিলভিয়া।

এক এক করে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা, পা টিপে টিপে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে। মাত্র দুশো মিটারের মত এগিয়েছে, হঠাৎ একটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ডাক্তার। পাশের একটা প্যাসেজ থেকে মানুষের গলা ও ইলেকট্রিক মটরের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদেরকে দ্রুত সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল সে। ছুটে গিয়ে পরবর্তী করিডরের কোণে লুকিয়ে পড়ল সবাই। 'আমার হিসেবে ভুল হয়েছে। আগেই চলে এসেছে ওরা,' ফিসফিস করে বলল সে।

'ওরা কি ইনভেস্টিগেটর?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'না। টেলিপ্রেজেন্স সুপারভাইজার, সঙ্গে একটা রোবট আছে—আপনারা যেটাকে অচল করে দিয়েছেন ওটার জায়গায় বসাবে।'

'তারমানে কি আমরা ধরা পড়ে যাব?'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না। অ্যালার্ম বাজার কথা, রোবো গার্ডদের নিয়ে ইয়ামাদার হিউম্যান সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে আসার কথা। প্রতিটি করিডরে থাকবে ওরা, প্রতিটি ইন্টারসেকশন বন্ধ করে দেবে।'

'ভাগ্যই বলতে হবে, আমরা এতগুলো রোবট অচল করে দিলাম তবু ওরা কিছু সন্দেহ করেনি,' কথা শেষ করে ডাক্তারের পিছু নিয়ে করিডরের মাঝখানে বেরিয়ে এলেন গ্যারি রুবিন।

'সাবোটাজের কোন চিহ্ন না দেখে ওরা ধরে নিয়েছে সাধারণ ইলেকট্রনিক গোলযোগের শিকার হয়েছে ওগুলো।'

এলিভেটরের সামনে পৌঁছুল ওরা। ওপর তলা থেকে নিচে নেমে আসতে দু'মিনিট সময় নিল ওটা। অবশেষে খুলে গেল দরজা, ভেতরে কেউ নেই। প্রথমে ভেতরে ঢুকলেন ফ্রেডি নোলান, টপফ্লোরে ওঠার জন্যে বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

এলিভেটর ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। একা শুধু ডাক্তারের কাছে ঘড়ি আছে, বাকি সবার ঘড়ি বন্দী হবার সময় কেড়ে নেয়া হয়েছে। 'আর ত্রিশ সেকেন্ড বাকি আছে,' ওদেরকে জানাল সে।

বাকি আছে শুধু পলায়ন। রানার প্ল্যান সম্পর্কে ওদের কারও কোন ধারণা নেই। রানা ও ববি ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে কিনা তা-ও ওরা জানে না। ওরা ধরা পড়লে তারাও ধরা পড়বে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে কি ঘটবে, সবাই তা জানে। বোনামির পরিণতি জানার পর জেনজো ইয়ামাদা আর কোন ঝুঁকি নেবে না।

এক সময় স্থির হলো এলিভেটর। শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো সবাই। খুলে গেল দরজা।

'আপনাদের সিকিউরিটি পাস দেখতে চাই আমি,' সহাস্যে বলল ববি মুরল্যান্ড, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একা।

প্রথম শ্রেণীর রোবোটিক এঞ্জিনিয়ার জিকু ওয়াইসি ও ডায়াম হিনো টেলিপ্রেজেন্স কন্ট্রোল রূমে কাজ করছে, এই সময় একটা সঙ্কেতের মাধ্যমে জানতে পারল, ইলেকট্রিকাল ইন্সপেক্টর রোবট ওহিয়ো অচল হয়ে পড়েছে। আরেকটা ইন্সপেক্টর রোবটকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো তারা।

রোবোটিক এখনও নতুন একটা বিজ্ঞান, অকস্মাৎ অচল হয়ে পড়ার ঘটনা অহরহই ঘটছে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝাও যায় না, ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যে রিকন্ডিশনিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে খুলে ভেতরটা দেখতে হয়।

ইন্সপেক্টর ওহিয়োকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল ডায়াম হিনো। তার চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়ল না। 'সম্ভবত সার্কিট বোর্ডে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

ক্লিপবোর্ডে আটকানো একটা চার্টের ওপর চোখ বুলাল জিকু ওয়াইসি। 'সমস্যা সৃষ্টি করার ইতিহাস বেশ লম্বা এটার,' বলল সে। 'এর আগে পাঁচবার ভিশন ইমেজে ক্রুটি দেখা দেয়।'

'আশ্চর্য, গত এক ঘণ্টায় চারটে ইউনিট অচল হয়ে পড়ার রিপোর্ট পেলাম আমরা।'

'সাধারণ প্রবণতাও তাই, এক সঙ্গে কয়েকটা অচল হয়ে পড়ে।'

'এটাকে মেরামত করে কোন লাভ নেই,' বলল ডায়াম হিনো। 'সব কিছু বদলে সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করতে হবে।' সঙ্গে করে আনা রোবটটার দিকে তাকাল সে। 'ইন্সপেকশন ডিউটি করার জন্যে তৈরি তো, মাওয়াসাকি?'

রোবটের গায়ে অনেকগুলো রঙিন আলো জ্বলে উঠল, স্পষ্ট যান্ত্রিক কণ্ঠে মাওয়াসাকি জানাল, 'সবগুলো সিস্টেম মনিটর করার জন্যে পুরোপুরি তৈরি আমি।'

'তাহলে শুরু করো।'

মাওয়াসাকি কনসোলের সামনে নিজের জায়গায় দাঁড়াল, ওয়াইসি ও হিনো ওহিয়োকে ছোট একটা গাড়িতে তুলে দিল। বোতাম টিপে গাড়ির কমপিউটরকে নির্দেশ দিতেই সচল হলো গাড়ি, কোন মানুষের সাহায্য ছাড়াই নিজে থেকে রিকন্ডিশনিং সেন্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। আহত রোবটের পিছু না নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোল এঞ্জিনিয়াররা, কফি খাবে।

কামরায় এখন একা কাজ করছে মাওয়াসাকি। সে তার ভিশন সিস্টেমের সাহায্যে ডায়াল ও ডিজিটাল রিডিং সংগ্রহ করে প্রসেস করার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের কমপিউটরে। তার সেনসিং অ্যাবিলিটি মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি, কাজেই হিসেবের একটা গোলমাল সহজেই ধরে ফেলতে পারল।

লেযার পালস রেট হলো প্রতি সেকেন্ডে ৪৪·৭ মিলিয়ন বিট, অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে ধরা যায়। কিন্তু মাওয়াসাকির সেনসরে ধরা পড়ল, এই মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে পালস রেট দাঁড়িয়েছে ৪৪·৬৮ মিলিয়ন বিট। ইনডেক্স প্রোফাইলের ওপর চোখ বুলিয়ে তার ধারণা হলো, রিবনে আটকানো হাজার খানেক অপটিক ফাইবারের যে গোছাটা রয়েছে তার ভেতর দিয়ে আসার পথে আলোর ঢেউ কোন কারণে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে।

টেলিপ্রেজেন্স কমান্ডে সঙ্কেত পাঠাল মাওয়াসাকি, ফাইবারের বান্ডিল পরীক্ষা করার জন্যে কনসোল ছেড়ে প্যাসেজে ঢুকছে সে।

পাঁচ

প্রতি মুহূর্তে রাগ ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে জেনজো ইয়ামাদার। সিনেটর গ্রাফটন ও কংগ্রেস সদস্যা লরেলি একজোড়া মূর্তিমান উপদ্রব ছাড়া কিছু নন। প্রতি

মুহূর্ত তর্ক করছেন তার সাথে, ব্যঙ্গ করছেন তাকে, এমন কি বন্দী হওয়া সত্ত্বেও চোখ রাঙিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, সে যেন সস্তাদরের একটা ছিঁচকে চোর।

বিশেষ করে সিনেটরকে কিডন্যাপ করাটা ভুল হয়ে গেছে। পরামর্শটা দিয়েছিল জাকি ওয়াহামা, সিনেটে তাঁর প্রভাবের কথা মনে রেখে। তাঁকে কিডন্যাপ করা হলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কানটা নাকি ইয়ামাদার হাতে চলে আসবে, মন্তব্য করেছিল জাকি ওয়াহামা। কিন্তু ঘটেছে উল্টোটা, পারলে সিনেটরই তার কান মুচড়ে দেয়।

টেবিলে বসে সাকির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ইয়ামাদা, তাকিয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে। ভাব দেখে মনে হলো, আবার তর্ক করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দু'জনে।

কামরায় ঢুকল শুশি তোইআমা, ঝুঁকে তার কানে ফিসফিস করল। হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দাঁড়াল ইয়ামাদা, বলল, 'আপনাদের রওনা হবার সময় হয়েছে।'

ধীরে ধীরে দাঁড়াল লরেলি, চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'মি. রানা ও মি. ববি ভাল আছেন কিনা, তাঁদের সাথে ভদ্র আচরণ করা হচ্ছে কিনা না জেনে এখান থেকে কোথাও আমরা যাব না।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের মাটিতে বিদেশী স্পাই হিসেবে ধরা পড়েছেন ওঁরা,' বলল ইয়ামাদা, ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল।

'এসপিওনাজ সম্পর্কে আমাদের ও জাপানের আইন একইরকম,' বলল লরেলি। 'আমার দাবি, নিরপেক্ষ বিচারের জন্যে ওদেরকে কোর্টে পাঠানো হোক।'

বিদ্বেষে ভরপুর তৃপ্তির হাসি ফুটল ইয়ামাদার মুখে। 'এ-ব্যাপারে আলোচনা করে আর কোন লাভ নেই। আপনাদের ওই দুই বন্ধু, তাদের স্পাই টীমের বাকি সবাইও, আমার বন্ধু সাতো বোনামির হাতে নিহত হয়েছেন। আইনের কথা যদি বলেন, নতুন জাপানে আমিই আইন। আমার আইন হলো, স্পাই হিসেবে ধরা পড়লে বিনা বিচারে হত্যা করা হবে।'

লরেলির মনে হলো, তার হৃৎপিণ্ড বরফের একটা টুকরোয় পরিণত হয়েছে। শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে, ধরে নিয়েছে কথাটা সত্যি। মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, টলে উঠল শরীরটা, মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগছে।

শুশি তোইআমা ধরল তাকে, দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল। 'আসুন, একটা এয়ারক্রাফট আপনাদের এদো সিটিতে নিয়ে যাবে। ওখানে মি. ইয়ামাদার প্রাইভেট জেটে চড়বেন আপনারা।'

ভবন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছে লরেলি। ছোট একটা পুকুরকে পাশ কাটাল ওরা। সিনেটর গ্রাফটন খোঁড়াচ্ছেন, হাঁটছেন একটা ছড়ির ওপর ভর দিয়ে। তাঁর পিছনে রয়েছে ইয়ামাদা। ওদের সাথে দুটো রোবো গার্ডও রয়েছে।

পুকুরের সামনে ফাঁকা লনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চকচকে টিল্ট-টারবাইন এয়ারক্রাফট, লনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুন্দর করে ছাঁটা ঝোপ।

জেট এঞ্জিনগুলো আগেই স্টার্ট দেয়া হয়েছে, দূর থেকেই শোনা গেল যান্ত্রিক গুঞ্জন। লাল নাইলনের ফ্লাইট স্যুট পরা দু'জন ক্রুকে দেখা গেল, মাথায় ক্যাপ, সিঁড়ির দু'দিকে দাঁড়িয়ে। দলটাকে এগিয়ে আসতে দেখে দু'জনেই তারা সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন সিনেটর গ্রাফটন। 'ওয়াশিংটনে ফিরে আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকব। আপনার ক্রাইম সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানিয়ে···।'

'আপনার লেকচার আমি আর শুনতে চাই না,' বাধা দিল ইয়ামাদা। 'শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের অনেক আইন প্রণেতা আমার পক্ষে কথা বলার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, কারণ তাদের অনেক অবৈধ স্বার্থ আমার দ্বারা উদ্ধার হয়।' কথা শেষ করে ফেরার জন্যে ঘুরল সে।

এক পাও এগোয়নি, ক্রুদের দু'জোড়া হাত খপ করে ধরে ফেলল তাকে, তুলে নিল শূন্যে, খোলা দরজা দিয়ে প্রায় ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দিল কেবিনের ভেতর। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে গ্রাফটন ও লরেলি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, বিশ্বাস করতে সময় নিচ্ছে। প্রতিক্রিয়া হলো শুধু শুশি তোইআমার। ক্রুদের একজনকে লক্ষ করে পা চালাল সে।

'এটাকে কোনভাবেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের শুভ সূচনা বলা যাবে না।' হেসে উঠল ববি, খপ করে ধরে ফেলল তোইআমার পা। তাকেও কেবিনের ভেতর ছুঁড়ে দেয়া হলো, প্রায় লুফে নিলেন ফ্রেডি নোলান ও গ্যারি রুবিন।

হাঁপিয়ে উঠল লরেলি, কি যেন বলল ববিকে। ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে সিলভিয়া, তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওপরে। 'জলদি, মিস লরেলি!' ঘাড় ফিরিয়ে সিনেটরের দিকে তাকাল সে। 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না, প্লীজ! দেরি করলে সবাই আমরা মারা পড়ব!'

'আপ-আপনারা কো-কোত্থেকে···?' শেষ করতে পারলেন না সিনেটর, ফ্রেডি নোলান ও গ্যারি রুবিন তাঁকে টেনে নিল কেবিনের ভেতর।

জবাব দিলেন ফ্রেডি নোলান। 'সমস্ত কৃতিত্ব মি. রানা ও মি. ববির। ক্রুদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওঁরা। কার্গো কমপার্টমেন্টে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

কেবিনের দরজা বন্ধ করার আগে রোবো গার্ডদের দিকে ফিরে স্যালুট করল ববি। 'সায়োনারা!' দরজা বন্ধ করে লক করল সে, ককপিটের দিকে ফিরে চিৎকার করল, 'গো!'

গর্জে উঠল জোড়া টারবাইন এঞ্জিন, ভেজা মাটি থেকে এয়ারক্রাফটের চাকা খাড়াভাবে শূন্যে উঠে পড়ল। খানিকটা উঠে বাতাসে ভেসে থাকল, ধীরে ধীরে দিক বদলাল, পুবে ঘুরে ছুটল সাগরের দিকে।

ববিকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকি দিল লরেলি। 'রানা কোথায়?'

'কোথায় আবার!' ইঙ্গিতে ককপিটটা দেখিয়ে হাসতে লাগল ববি।

ছুটে গেল লরেলি, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ককপিটের দরজা। পাইলটের সীটে বসে রয়েছে রানা, প্লেন চালানোর কাজটায় এত বেশি মনোযোগ যে অন্য

কোন দিকে খেয়াল নেই। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্লেন এটা, চালানো তো দূরের কথা, আগে কখনও দেখেওনি। লরেলি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল, চুমো খেল ডজনখানেক, তবু ওর চোখের পাতা নড়ল না বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। 'তুমি বেঁচে আছ!' আনন্দে মুখর হলো লরেলি। 'অথচ ইয়ামাদা বলছিল তোমাকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

লরেলির চুমোর ফাঁকে সুযোগ করে নিয়ে রানা বলল, 'এর মানে কি আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে খুশি হয়েছ তুমি?'

রানার কান মুচড়ে দিল লরেলি। 'তুমি মরে গেলে আমার রান্নার প্রশংসা করবে কে!'

'সাগরে সাঁতার কাটতে না চাইলে চুমো খাওয়া বন্ধ করো,' বলল রানা। 'এ-ধরনের প্লেন আগে কখনও চালাইনি, মনোযোগ ছুটে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট করব। তুমি বরং কো-পাইলটের সীটে বসো, রেডিওটা সামলাও। ইয়ামাদার এয়ার ফোর্স ধাওয়া করার আগে সাহায্য চাইতে হবে। জেট ফাইটারের সাথে পাল্লা দিয়ে পারব না আমরা।'

'জাপানী সেনাবাহিনীর মালিক ইয়ামাদা নয়।'

'ওটা ছাড়া চারপাশের বাকি সব কিছুর মালিক সে। আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। রেডিও অন করো, ফ্রিকোয়েন্সি জানিয়ে দিচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'জর্জ ওয়াশিংটনে।'

'বোট?'

'জাহাজ,' বলল রানা। 'ইউএস নেভীর ডিটেকশন ও ট্র্যাকিং শিপ। কেউ বাধা দেয়ার আগে ওটায় যদি পৌছুতে পারি, নিরাপদে ফিরে যেতে পারব।'

'আমাদের সাথে ইয়ামাদা রয়েছে, কাজেই কেউ মিসাইল ছুঁড়বে না।'

ওদের পিছনে অশান্ত শুশি তোইআমাকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ববি। ফণা তোলা সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে সে, শরীর মোচড়াচ্ছে ঠিক যেন একটা উন্মত্ত বিড়াল। অবশেষে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল ববি, কঠিন বাঁধনে আটকে রাখল। 'স্বীকার করছি, প্রথমদর্শনে আমাকে তোমার পছন্দ না-ও হতে পারে। কিন্তু যত দেখবে ততই আমাকে তোমার ভাল লাগবে।'

'ইউ ইয়াঙ্কি পিগ!' চিৎকার করল শুশি তোইআমা।

ববি আর তোইআমার দিকে খেয়াল নেই সিলভিয়ার, একটা লেদার চেয়ারের সঙ্গে জেনজো ইয়ামাদাকে নাইলন কর্ড দিয়ে বাঁধছে সে। প্রধান ভিলেনের চেহারায় নগ্ন বিস্ময় ও অবিশ্বাস।

'দেখিলেও না হয় প্রত্যয়!' ফোঁড়ন কাটলেন ফ্রেডি নোলান। 'বিগ বস্ স্বয়ং আমাদের সাথে বেড়াতে বেরিয়েছেন!'

'ভূত!' বিড় বিড় করছে জেনজো ইয়ামাদা, 'সব ক'টার মরে ভূত হয়ে যাবার কথা!'

'ভূত হয়ে গেছে আপনার বন্ধু বোনামি,' ফ্রেডি নোলান সহাস্যে

জানালেন।

'অসম্ভব ! কিভাবে?'

'মি. রানা তাকে দেয়ালে গেঁথেছেন।'

রানার নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল ইয়ামাদা। 'আপনারা মারাত্মক একটা ভুল করছেন। আমাকে জিম্মি করার পরিণতি ভাল হবে না।'

'নীচ ও কুৎসিত হবার পালা এখন আমাদের।'

'আপনারা এত বোকা যে আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন না,' হিস হিস করে বলল ইয়ামাদা। 'আপনারা কি করেছেন জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমার লোকজন অপারেশন শুরু করে দেবে।'

'সে সুযোগ তারা পেলে তো,' গ্যারি রুবিন বললেন। 'আর মাত্র তিন মিনিট পর আপনার সাধের ড্রাগন সেন্টার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

ফাইবার অপটিকে টেপ দিয়ে আটকানো বিস্ফোরক পেয়ে গেল রোবট ইন্সপেক্টর মাওয়াসাকি। ওটা নিয়ে কনসোলে ফিরে এল সে, কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করার পর টাইমারটা দেখতে পেল। টাইমার চিনতে পারলেও, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। রোবোটিক কন্ট্রোলে সঙ্কেত পাঠাল সে। 'পাওয়ার সেন্টার ফাইভ থেকে আমি মাওয়াসাকি বলছি।'

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?' সাড়া পাওয়া গেল একটা টিভি মনিটর থেকে।

'আমি আমার সুপারভাইজার মি. হিনোর সাথে কথা বলতে চাই।'

'ক্যাফেটেরিয়া থেকে এখনও তিনি ফেরেননি। কেন যোগাযোগ করছ তুমি?'

'ফাইবার অপটিকের বান্ডিলে আশ্চর্য একটা জিনিস পেয়েছি।'

'কি ধরনের জিনিস?'

'নরম একটা বস্তু, সাথে ডিজিটাল টাইমিং ডিভাইস।'

'কেবল এঞ্জিনিয়ার বোধহয় তার কোন ইন্সট্রুমেন্ট ফেলে গেছে।'

'কিন্তু জিনিসটা আমি চিনতে পারছি না। পরীক্ষা করার জন্যে কন্ট্রোলে পাঠাব?'

'না, স্টেশনেই থাকো তুমি। ওটা আনার জন্যে একজনকে পাঠাচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

কয়েক মিনিট পর আকুয়া নামে একটা রোবট পাওয়ার সেন্টারে ঢুকল। তার হাতে বিস্ফোরক তুলে দিল মাওয়াসাকি। আকুয়া সিক্সথ-জেনারেশন মেকানিক্যাল রোবট, ভয়েস কমান্ড গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মৌখিক নির্দেশ দিতে পারে না। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ কন্টেইনারে ভরে ফিরতি পথ ধরল সে।

পাওয়ার সেন্টারের দরজা থেকে পঞ্চাশ মিটার এগিয়েছে আকুয়া, আশপাশে কোন মানুষজন বা গুরুত্বপূর্ণ কোন ইকুইপমেন্ট নেই, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সি-এইট প্লাস্টিক। ছ'তলার কংক্রিট প্যাসেজ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

ড্রাগন সেন্টার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পেও

তেমন কোন ক্ষতি হবে না। সি-এইট প্লাস্টিকের বিস্ফোরণে শুধু একটা প্যাসেজ সাময়িকভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল, এদো প্রজেক্টের কাজে তাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। তবে বাহক রোবট আকুয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে।

রোবো গার্ডরা তাদের সিকিউরিটি কমান্ডকে রিপোর্ট করল, টিল্ট-টারবাইন নিয়ে রানা তখনও আকাশে উঠতে পারেনি। প্রথমে রোবটদের রিপোর্টকে দৃষ্টিভ্রমের ফলশ্রুতি বলে অগ্রাহ্য করা হলো, কিন্তু তল্লাশি চালাবার পরও যখন জেনজো ইয়ামাদাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, সিকিউরিটি কমান্ড অফিসে উপস্থিত অফিসারদের টনক নড়ল।

অহঙ্কারী ও গোপনীয়তার ব্যাপারে অতি মাত্রায় খুঁতখুঁতে বলে প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের নিয়ে এমন একটা টীম গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে ইয়ামাদা যারা তার অনুপস্থিতিতে জরুরী কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। আতঙ্কিত সিকিউরিটি ডিরেক্টররা পরামর্শের জন্যে সাতো বোনামিকে খুঁজল, কিন্তু দেখা গেল কোন ফোন কাজ করছে না, এমনকি তার ব্যক্তিগত রোবো গার্ডরাও সাড়া দিচ্ছে না।

সশস্ত্র চারটে রোবটকে নিয়ে একটা স্পেশ্যাল ডিফেন্স টীম রওনা হয়ে গেল বোনামির খোঁজে। নক করল তারা, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। অগত্যা রোবটদের নির্দেশ দেয়া হলো, দরজা ভাঙো।

দরজা ভাঙার পর খালি ভিডিও রূমে ঢুকল একজন অফিসার। সাবধানে ট্রফি রূমে উঁকি দিল সে। অবিশ্বাসে ঝুলে পড়ল তার চোয়াল। খাড়াভাবে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলছে সাতো বোনামি, দু'পাশে কাত হয়ে আছে কাঁধ দুটো, চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। তার তলপেটে গাঁথা তরোয়ালটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। এই প্রথম উপলব্ধি করল, বন্দীরা পালিয়েছে, বোনামির রোবো গার্ডরা অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে যার জায়গায়।

বোনামির মৃত্যু সংবাদে অফিসাররা আরও দিশেহারা হয়ে পড়ল। ছ'তলায় বিস্ফোরণটাও ঘটল এই সময়। তবু দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল তারা। দ্বীপের চারধারে বসানো গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইল গোপন বাংকার থেকে মাথাচাড়া দিল, নিক্ষেপের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। তবে জেনজো ইয়ামাদা প্লেনটায় থাকতে পারে সন্দেহ করে চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে ইতস্তত করছে অফিসাররা।

তারপর রিমোট ভিডিও রেকর্ডিং দেখে জানা গেল, তাদের সন্দেহই সত্যি।

ধনকুবের ও এদো প্রজেক্টের পৃষ্ঠপোষক জাকি ওয়াহামা গোল্ডেন ড্রাগন-এর বয়োবৃদ্ধ নেতা হোমা ফুকুদাকে টোকিওর নিজের অফিসে খাতির করে বসিয়ে আপ্যায়ন করছে, এই সময় ইয়মাদার সিকিউরিটি ডিরেক্টরদের একজন ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল। ইয়ামাদার দুই পার্টনার কাল

বিলম্ব না করে নিজেদের হাতে তুলে নিল এদো প্রজেক্টের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ।

বিস্ফোরণের আট মিনিটের মধ্যে জাকি ওয়াহামা ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে জাপানী সেনাবাহিনীকে রাজি করিয়ে ফেলল, টিল্ট-টারবাইনকে কয়েকটা জেট ধাওয়া করবে। সে নির্দেশ দিল, জোর করে সোসেকি দ্বীপে ফিরিয়ে আনতে হবে প্লেনটাকে। তা যদি ব্যর্থ হয়, আরোহীদের সহ আকাশেই ধ্বংস করতে হবে ওটাকে। হোমা ফুকুদা ও জাকি ওয়াহামা একমত হলো, জেনজো ইয়ামাদা পুরানো বন্ধু হলেও, এদো প্রজেক্ট ও তাদের নতুন সাম্রাজ্যের স্বার্থে, বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে বন্দী হবার চেয়ে তার বরং মরে যাওয়াই ভাল। বন্দী ইয়ামাদাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে পারলে ক্রিমিন্যাল হিসেবে বিচার করা হবে তার। ভীতিকর একটা আশঙ্কার কথাও ভাবল তারা, ইয়ামাদাকে জীবিত পেলে ইন্টারোগেট করে জাপানের গোপন টেকনলজি, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আদায় করে নেবে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স।

সোসেকি দ্বীপ থেকে আকাশে ওঠার সময় কমপাস দেখে জাহাজটার পজিশন আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। এই মুহূর্তে এঞ্জিনগুলোর কাছ থেকে সবটুকু শক্তি আদায় করে নিয়ে ফুল স্পীডে প্লেন চালাচ্ছে ও। পাশে বসে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে লরেলি জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করার।

'কোন সাড়া পাচ্ছি না,' রিপোর্ট করল সে।

'ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে তো?'

'সিক্সটিন ভিএফ?'

'অন্য ব্যান্ড। সিক্সটিন ইউএফ-এর বোতাম টেপো, কল সাইন হিসেবে নাম বলো আমার।'

আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি বেছে নিয়ে ডায়াল করল লরেলি, হেডসেটের সাথে জোড়া লাগানো মাইক্রোফোনে কথা বলল, 'রানা কলিং ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন। রানা কলিং ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন। ডু ইউ হিয়ার মি? ডু ইউ হিয়ার মি? প্লীজ অ্যানসার।'

'দিস ইজ দ্য জর্জ ওয়াশিংটন,' জবাবটা এত জোরাল যে লরেলির মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে। 'সত্যি আপনি নাকি, মি. রানা। মনে হচ্ছে শেষবার দেখা হবার পর আপনার সেক্স বদলে গেছে!'

মাটি ছাড়ার পর থেকেই জাহাজের সুপারসেনসিটিভ ডিটেকশন সিস্টেমে ধরা পড়ে গেছে ওদের প্লেন। খবর পেয়েই সিচুয়েশন রূমে পায়চারি শুরু করেছেন কমান্ডার এডওয়ার্ড শার্প। মাঝে মধ্যে থামছেন, কনসোল অপারেটরদের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। কমপিউটর মনিটর ও রাডার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপারেটররা।

'তোমরা কি চিনতে পারছ…?'

'হয় একটা টিল্ট-রোটর নয়তো নতুন একটা টিল্ট-টারবাইন,' একজন অপারেটর মন্তব্য করল। 'মাটি ছাড়ল হেলিকপ্টারের মত, তবে রোটর ব্লেড

থাকলে এত দ্রুতগতি সম্ভব নয়।'

'কোর্স?'

'ওয়ান-টু-জিরো। আমরা আইবিস দুটো যেখানে ছেড়েছিলাম, মনে হচ্ছে সেদিকে যাচ্ছে।'

ঝট করে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন কমান্ডার। 'কমিউনিকেশন।'

'কমিউনিকেশন, স্যার।'

'কোন রেডিও সিগন্যাল পাচ্ছ?'

'না, স্যার।'

'কিছু শোনামাত্র জানাবে আমাকে।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন কমান্ডার। 'কোর্স বদলাচ্ছে?'

'না।'

মি. রানা হতে পারেন না, ভাবলেন কমান্ডার শার্প। কিন্তু আর কে-ই বা নির্দিষ্ট এই পজিশনের দিকে প্লেন নিয়ে আসবে? কাকতালীয় কিছু ঘটছে? অফিসারদের দিকে ফিরে দ্রুত নির্দেশ দিলেন তিনি, 'জাহাজের কোর্স বদলে যেখান থেকে আইবিস ছেড়েছিলাম সেদিকে চলো। ফুল স্পীড।'

'কমিউনিকেশন রূম আপনাকে ডাকছে, স্যার,' একজন নাবিক বলল।

ছোঁ দিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন কমান্ডার। 'দিস ইজ দ্য ক্যাপ্টেন।'

'এক ভদ্রমহিলা সঙ্কেত দিচ্ছেন, দাবি করছেন তিনি নাকি কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স। বলছেন, সোসেকি দ্বীপ থেকে হাইজ্যাক করা প্লেনটা মি. মাসুদ রানাই চালাচ্ছেন। প্লেনে আরোহী রয়েছেন আটজন, সিনেটর গ্রাফটন ও মি. জেনজো ইয়ামাদা সহ।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড কথা বলতে পারলেন না কমান্ডার। তারপর সবিস্ময়ে বললেন, 'কি বললে? একটা প্লেন ও জেনজো ইয়ামাদাকে ছিনতাই করেছেন ওঁরা? কিন্তু সোসেকি দ্বীপে মি. রানা রাজনীতিকদের পেলেন কিভাবে?' কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিলেন তিনি আবার, তারপর নির্দেশ দিলেন, 'যে-ই যোগাযোগ করুক, তাকে বলো যে তাদের পরিচয় সম্পর্কে আরও প্রমাণ পেতে হবে আমাকে।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর কমিউনিকেশন রূম থেকে জানানো হলো, 'স্যার, ভদ্রমহিলা কসম খেয়ে বলছেন যে তিনিই লরেলি ভ্যান্স।'

'ঠিক আছে, তাঁর গল্প আপাতত আমি বিশ্বাস করছি। বিশ ডিগ্রি দক্ষিণে ঘুরে যেতে বলো ওঁদের...।'

'সেনজু এয়ারবেস থেকে দুটো প্লেন টেক-অফ করল,' কনসোল থেকে একজন অপারেটর জানাল। 'আকার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে জাপানীজ এয়ার সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের মিৎসুবিশি র‍্যাভেন্ন ইনটারসেপটর। বাঁক ঘুরে টিল্ট-টারবাইনের দিকে ছুটে আসছে ওগুলো।'

'ড্যাম ইট!' বিস্ফোরিত হলেন কমান্ডার শার্প। 'এখন আবার জাপানী এয়ারফোর্সের সাথে লাগতে হবে!' একজন অফিসারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'পরিস্থিতি সম্পর্কে প্যাসিফিক কমান্ডকে জানাও। বৈরী আচরণ করছে দেখলে

ওগুলোকে আমি গুলি করতে চাই। টিল্ট-টারবাইনে আমেরিকান ও আমেরিকানদের বিশ্বস্ত বন্ধুরা আছেন ধরে নিয়ে ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি আমি।'

প্লেনটাকে চার হাজার মিটার ওপরে তুলে আনল রানা। দ্বীপের মিসাইল সিস্টেম এখন আর ওদের নাগাল পাবে না। 'আর আশি কিলোমিটার দূরে রয়েছে জাহাজটা,' বলল ও। 'যে-কোন মুহূর্তে সরাসরি সামনে ওটাকে আমরা দেখতে পাব।'

কো-পাইলটের সীটে লরেলির বদলে বসেছে ববি। চোখে কৌতুক, ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ইয়ামাদার গ্রাউন্ড ক্রুরা দেখছি অপচয় একদমই পছন্দ করে না। যা ফুয়েল আছে তাতে বড়জোর আর দশ মিনিট উড়তে পারব আমরা।'

'সোসেকি দ্বীপ থেকে এদো সিটিতে যাবার কথা প্লেনটার, কাজেই ট্যাংকগুলো আংশিক ভরা হয়েছে।'

ওদের এয়ারফোনে কমান্ডার এডওয়ার্ড শার্পের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দিস ইজ মাসুদ রানা। গো অ্যাহেড।'

'দুঃসংবাদ দেয়ার জন্যে দুঃখিত। আপনাদের লেজে একজোড়া জাপানী মশা কামড় বসাতে আসছে।'

'আর কি বাকি থাকল!' হতাশায় ম্লান হলো রানার চেহারা। 'কতক্ষণ পর বাধা দেবে?'

'কমপিউটর বলছে, পরস্পরের কাছ থেকে আমরা পনেরো কিলোমিটার দূরে থাকব, এই সময় আপনাদের লেজে কামড় বসাবে ওগুলো।'

ফুয়েল গজে টোকা দিল ববি। 'আক্রমণ হলে স্রেফ মারা যাব আমরা।'

'অতটা হতাশ হবেন না,' ধীরে ধীরে বললেন কমান্ডার শার্প। 'আমাদের ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার এরইমধ্যে ওদের রাডার মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। দেখতে পেতে হলে ওদেরকে একেবারে আপনাদের কাছাকাছি আসতে হবে।'

'এমন কিছু আছে যা দিয়ে ওদের লক্ষ্য ব্যর্থ করা যায়?'

'আমাদের একমাত্র অস্ত্র থারটি-মিলিমিটার সী ভলকান। প্রতি মিনিটে বিয়াল্লিশ শো রাউন্ড, রেঞ্জ আট কিলোমিটার।'

'আট কিলোমটার যথেষ্ট নয়, আরও পাঁচ কিলোমিটার দূরে থাকবে ওগুলো,' বলল রানা। 'অন্য কোন আইডিয়া?'

'অপেক্ষা করুন।' কমান্ডার শার্প আবার কথা বললেন দু'মিনিট পর, 'আপনারা আমাদের ফায়ার কাভার পেতে পারেন, যদি ডাইভ দেন। নিচে নামার সময় বাড়তি গতি অতিরিক্ত চার মিনিট বাঁচিয়ে দেবে আপনাদের।'

'তাতে কোন সুবিধে হবে না,' বলল ববি। 'ওরাও ডাইভ দেবে।'

'নেগেটিভ,' কমান্ডারকে বলল রানা। 'ঢেউয়ের কাছাকাছি না নেমে আমরা বরং উপরেই থাকি, নড়াচড়ার জন্যে প্রচুর এয়ার স্পেস পাব।'

'ওরা কি করতে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে জেনে নিন,' কমান্ডার শার্পের গলায় ঝাঁঝ। 'রাডারে ওদেরকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বারোশো মিটারে নেমে আসছে ওরা, তারমানে আপনাদের কাছ থেকে আঠাশশো মিটার নিচে থাকবে। এক সময় তো আপনাদের নামতেই হবে নিচে, তখন বাধা দেয়ার প্ল্যান করছে ওরা।'

'বলে যান।'

'ওদের আগেই যদি নিচে নেমে সাগরের কাছাকাছি থাকেন, গুলি ছুঁড়ে আমরা ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারব। কৌশলটা আমার নয়, কমপিউটরের।'

'উর্বর মস্তিষ্ককে নমস্কার,' বলল রানা। 'চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে ডাইভ দিচ্ছি আমরা।' লরেলির দিকে তাকাল ও, ককপিটের দরজার পিছনে বসে আছে সে। 'সবার স্ট্র্যাপ শক্ত করে বাঁধা আছে কিনা দেখো। অনুষ্ঠান-মালায় এরপর রয়েছে রক অ্যান্ড রোল।'

'আঠারো কিলোমিটার, ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে,' সাবধান করলেন কমান্ডার শার্প।

'ববি, তুমি আমাকে এয়ারস্পীড আর অলটিচ্যুড জানাবে।'

শক্ত হাতে হুইল ধরে কন্ট্রোল কলাম সামনে ঠেলে দিল রানা, ভাবছে দেখা হলে কি বলবে আজরাইলকে। সাগরের দিকে খাড়া গোত্তা খেয়ে নামতে শুরু করল প্লেন।

ফোনের রিসিভার নিচু করে হোমা ফুকুদার দিকে তাকাল জাকি ওয়াহামা। 'ইয়াহামার প্লেনটা একটা মার্কিন ন্যাভাল শিপের দিকে যাচ্ছে। ওটাকে ফিরে আসতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। ফাইটার স্কোয়াড্রন-এর কমান্ডার ওটাকে গুলি করে নামানোর ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে।'

'অন্য কোন উপায় না থাকলে ইয়ামাদাকে মরতে হবে, সে বুঝবে তার স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করছি আমরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধ হোমা ফুকুদা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিসিভারে কথা বলল জাকি ওয়াহামা, 'প্লেন ধ্বংস করার নির্দেশ বহাল আছে।' আর কিছু না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

'ইয়ামাদার মৃত্যু আমাদেরকে যেন পিছিয়ে না দেয়,' হোমা ফুকুদা বললেন। 'এখুনি তোমার ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়া উচিত। আমাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দাবিগুলো জানানো দরকার প্রেসিডেন্টকে।'

'কিন্তু তিনি যদি আমাদের দাবি না মানেন?'

'কয়েক বছর ধরে লোকটাকে লক্ষ করছি আমি। অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ। সে উপলব্ধি করবে, ডুবন্ত একটা দেশকে রশি ছুঁড়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছি আমরা। ভয় পেয়ো না, ওদের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস আমাদের সাথে চুক্তিতে আসতে বাধ্য হবে। তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।'

*

খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছে সামনের জাপানী ফাইটারের পাইলট, টিল্ট-টারবাইন রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে। টার্গেটিং সিস্টেমের টিভি মনিটরে একটা লাল বিন্দু দেখা গেল, সেটাকে স্ক্রীনের মাঝখানে সরিয়ে আনল সে। ফায়ারিঙের দায়িত্ব নিল অপটিক্যাল কমপিউটর, ছুঁড়ে দিল একটা মিসাইল।

'আমি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ডেভিড অ্যাটকিন,' এয়ার ফোনে শুনতে পেল রানা ও ববি। এই ভদ্রলোকই আইবিস সম্পর্কে ওদেরকে ব্রিফ করেছিলেন। ওদেরকে সতর্ক করে দিলেন তিনি, 'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল রওনা হয়েছে।'

'এক কিলোমটারের মধ্যে চলে এলে সতর্ক করবেন আমাকে,' বলে রাখল রানা।

'ছয়শো মিটার,' বলল ববি। 'স্পীড আটশো নট।'

কন্ট্রোল কলাম টেনে আনল রানা। ডাইভ দিচ্ছিল প্লেন, একটা বাঁক তৈরি করে সিধে হলো, সাগর থেকে মাত্র সত্তর মিটার ওপরে।

'মিসাইল আর তিন কিলোমিটার দূরে,' চাপা গলায় বললেন ডেভিড অ্যাটকিন।

'ববি, এঞ্জিনগুলোকে খাড়া করবে তুমি,' নির্দেশ দিল রানা।

প্রায় সেই মুহূর্তে ডেভিড অ্যাটকিন জানালেন, 'এক কিলোমিটার।'

'এখনই।'

লিভার ঠেলে দিল ববি। দিগন্তের দিকে নাক ছিল প্লেনের, মুহূর্তের মধ্যে আকাশের দিকে খাড়া হলো সেটা।

ওদের দু'মিটার নিচ দিয়ে ছুটে গেল মিসাইল।

'নাইস ওঅর্ক,' প্রশংসা করলেন ডেভিড অ্যাটকিন। 'আপনারা ভলকানের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসছেন। নিচের দিকে থাকার চেষ্টা করুন, গুলি করতে আমাদের যাতে সুবিধে হয়।'

'লেভেল ফ্লাইটে এনে ডেকে নামতে সময় লাগবে আমার,' বলল রানা। 'আমার এয়ারস্পীড কমে গেছে।'

লিভার টেনে আবার প্লেনটাকে সিধে করে নিল ববি। পানির বিশ মিটার ওপর দিয়ে ছুটছে ওটা, জাহাজটার ঝুলে থাকা কাঠামো লক্ষ করে।

'এয়ারক্রাফট কাছে চলে আসছে, তবে কোন মিসাইল দেখতে পাচ্ছি না,' ডেভিড অ্যাটকিন জানালেন। 'ওরা বোধহয় একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনারা বরং তাড়াতাড়ি নেমে আসুন ডেকে।'

'ঢেউ ছুঁয়ে আসছি আমি।'

'ওরাও তাই আসছে। একটার ওপর আরেকটা, কাজেই ফ্লাইং সসারের ভূমিকায় দ্বিতীয়বার কাজ হবে না।'

'হুম। আমাদের মনের কথা ধরে ফেলছে ওরা।'

'ওরা আপনাদের সব কথা রেডিওতেই ধরতে পারছে।'

'এতক্ষণে বলছেন উনি!'

'মিসাইল আসছে!'

রানা ও ববি দু'জনেই মাথা নামিয়ে নিল। টিল্ট-টারবাইনের নাকের সামনে দিয়ে ছুটে গেল এক ঝাঁক গোলা। জর্জ ওয়াশিংটনের থারটি-মিলিমিটার সী ভলকান গোলাবর্ষণ শুরু করেছে। আধুনিক গ্যাটলিং গানের সাতটা ব্যারেল থেকে প্রতি মিনিটে বেরিয়ে যাচ্ছে চার হাজার দুশো রাউন্ড। ছুটে আসা মিসাইলটা বিস্ফোরিত হলো ওদের দুশো মিটার পিছনে। পরমুহূর্তে সামনের জাপানী ফাইটারকে ছেঁকে ধরল এক ঝাঁক গোলা। দ্বিতীয় ফাইটারের পাইলট লেজ তুলে পালাচ্ছে।

'বিগিনিং ফাইন্যাল অ্যাপ্রোচ,' মাইক্রোফোনে বলল রানা।

'দুঃখিত, ব্যান্ড পার্টি বা ঢাক-ঢোল ইত্যাদি নেই যে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানাব আপনাদের,' কমান্ডার শার্প কৌতুক করলেন।

চার মিনিট পর জর্জ ওয়াশিংটনের হেলিকপ্টার প্যাডে টিল্ট-টারবাইন নিয়ে নামল রানা। সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল ও, এঞ্জিন বন্ধ করল ববি।

কয়েক হপ্তার মধ্যে আজ এই প্রথম নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করছে রানা। নিকট ভবিষ্যতে কোন রকম ঝুঁকি বা বিপদ নেই। মাস্টার কী অপারেশনে ওর ভূমিকা পালন করেছে ও। ঢাকায় যোগাযোগ করে ছুটি চাইবে বসের কাছে, হাইতি বা অন্য কোথাও বিশ্রাম নিতে যাবে, মনে মনে আশা করছে পাশে থাকবে সিলভিয়া।

এখন যদি কেউ ককপিটে ঢুকে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে আর মাত্র কয়েক দিন পর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ওর অকাল মৃত্যু উপলক্ষে চোখের পানি ফেলবেন এবং ধরা গলায় ওর প্রশংসা করবেন, নিঃসন্দেহে গলা ছেড়ে হেসে উঠবে রানা।

ছয়

ওদেরকে আনার জন্যে জর্জ ওয়াশিংটনে হেলিকপ্টার পাঠানোর দরকার হলো না, রানা নিজেই টিল্ট-টারবাইন নিয়ে ওয়েক আইল্যান্ড চলে এল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে এরইমধ্যে রানওয়েতে এসে নেমেছে একটা সি-২০ প্যাসেঞ্জার জেট।

পালাউ থেকে ডেভিড বুনও ওয়েক আইল্যান্ডে চলে এসেছেন, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি। গোটা এলাকা কর্ডন করে রেখেছে এয়ার পুলিস। টিল্ট-টারবাইনের দিকে এগিয়ে এলেন ডেভিড বুন, মুখ তুলে তাকালেন দরজার দিকে। দরজা খুলে গেল, প্রথমে বেরিয়ে এলেন ড. গ্যারি রুবিন।

হ্যান্ডশেক করলেন ওঁরা। চারদিকে তাকিয়ে গ্যারি রুবিন বললেন, 'আমরা কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটি আশা করিনি।'

'হোয়াইট হাউসে এখন শুধু আপনাদের কথাই আলোচনা হচ্ছে। সত্যি নাকি, জেনজো ইয়ামাদাকে সঙ্গে করে এনেছেন আপনারা?'

'এবং মিস লরেলি ও মি. গ্রাফটনকেও।'

বাইরে বেরিয়ে এসে এয়ার পুলিস ও ডেভিড বুনকে দেখে সিলভিয়াও অবাক হয়ে গেল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, রানার সাথে হাওয়াইয়ে যাওয়া আমার কপালে নেই আসলে,' ডেভিড বুনের সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় বলল সে।

'দুঃখিত, না। একটা এয়ার ফোর্স জেট অপেক্ষা করছে; জেনজো ইয়ামাদা, মিস লরেলি ও সিনেটর গ্রাফটনকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবে। আমাদের বাকি সবাইকে এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে একটা মীটিং অ্যাটেন্ড করার জন্যে। রবিন ট্যালবট ও খোদ প্রেসিডেন্ট একদল হাই-লেভেল হটশটকে পাঠাচ্ছেন ব্রিফ করার জন্যে।'

টাইপ করা এক গাদা কাগজ ডেভিড বুনের হাতে ধরিয়ে দিলেন গ্যারি রুবিন। 'রিপোর্ট।'

কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেভিড বুন। 'কিভাবে সম্ভব?' জানতে চাইলেন তিনি।

ইঙ্গিতে প্লেনটা দেখালেন গ্যারি রুবিন। 'ইয়ামাদাকে আমরা ঝেড়ে কাশতে বাধ্য করেছি। তার বক্তব্য একটা ওয়ার্ড প্রসেসরে লিখে নিয়েছি আমরা।'

দরজা দিয়ে বাইরে মাথা বের করলেন ফ্রেডি নোলান। 'হাই, মি. বুন, শ্যাম্পেন কই?'

'আগে উপহার কি এনেছেন দেখান আমাকে!'

'সম্মানিত জাপানী অতিথিদের বাঁধন খুলতে হবে, একটু অপেক্ষা করুন।'

'ওদের বেঁধে রাখতে হয়েছে?'

'মাঝে মধ্যে খিঁচুনি উঠে যায় কিনা।'

উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এলেন সিনেটর গ্রাফটন, সঙ্গে লরেলি ভ্যান্স। ডেভিড বুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওদের, ফ্লাইট প্ল্যান সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হলো। এরপর প্লেন থেকে প্রায় খেদিয়ে ইয়ামাদা ও তোইআমাকে বের করে আনলেন ফ্রেডি নোলান। সামান্য মাথা নোয়ালেন ডেভিড বুন। 'ইউনাইটেড স্টেটসে ওয়েলকাম, মি. ইয়ামাদা। তবে এখানে বোধহয় আপনার সময় খুব একটা শান্তিতে কাটবে না।'

শুশি তোইআমার চেহারায় নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠল, হিসহিস করে বলল সে, 'মি. ইয়ামাদার অসম্মান করলে তার পরিণতি ভাল হবে না। তাঁর দাবি, এখুনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে জাপানে পাঠিয়ে দেয়া হোক।'

'সে গুড়ে বালি।'

'আপনারা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছেন,' গর্জে উঠল জেনজো ইয়ামাদা। 'আমাদের মুক্তি দেয়া না হলে এমন প্রতিশোধ নেয়া হবে যে দুনিয়ার মানুষ ভয়ে শিউরে উঠবে।'

গ্যারি রুবিনের দিকে তাকালেন ডেভিড বুন। 'হুমকিটার পিছনে কোন ভিত্তি আছে?'

ইয়ামাদার দিকে তাকালেন গ্যারি রুবিন। 'দুঃখিত, ড্রাগন সেন্টারের কথা আপনি ভুলে যেতে পারেন। ওটার শক্তির উৎস আমরা ধ্বংস করে দিয়ে এসেছি।'

'তারমানে আপনাদের মিশন সফল হয়েছে?' জানতে চাইলেন ডেভিড বুন। 'রিপোর্টের জন্যে হোয়াইট হাউসের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।'

'আপাতত অচল করে দেয়া হয়েছে। যথেষ্ট বিস্ফোরক ছিল না, শুধু এক বান্ডিল ফাইবার অপটিক উড়িয়ে দিতে পেরেছি।'

ডাক্তার সিকো নগুয়া প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল ডেভিড বুনের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আপনি যে তথ্য পাঠিয়েছেন, সেজন্যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

সবিনয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার নগুয়া। 'হেরাম ওয়ানচুকে বাঁচাতে পারলাম না বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আপনি নিজেই তো ধরা পড়ে যেতে পারতেন।'

'ঠেকিয়েছেন মি. মাসুদ রানা।' চারদিকে তাকাল ডাক্তার, কিন্তু পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না। 'মনে হচ্ছে আমি এমন একজন এজেন্ট যার কোন অ্যাসাইনমেন্ট নেই।'

'ড্রাগন সেন্টারের লেআউট সম্পর্কে আপনার ধারণা আমাদের কাজে লাগবে,' বললেন ডেভিড বুন। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করেছি আমরা। আপনার বস্ এখানে আপনাকে আমাদের সাথে দিন কয়েক থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'

লাফ দিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে এল ববি মুরল্যান্ড। একদল এয়ার ফোর্স পুলিস জেনজো ইয়ামাদা ও শুশি তোইআমাকে অপেক্ষারত সি-২০-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ছুটল সে। অফিসারকে বলল, 'মিছিলটা একটু থামান।' শুশি তোইআমার চেয়ে মাত্র আধ সেন্টিমিটার লম্বা সে। মেয়েটার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, বলল, 'প্রিয়ে, আমাকে একা ফেলে চলে যেয়ো না।'

রাগে ও বিস্ময়ে ফোঁস করে উঠল শুশি তোইআমা। 'এর মানে কি?'

'মানে হলো প্রেম। সারা দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী নারী হতে চাইলে আমার সাথে ঝুলে পড়ো।'

'আপনি একটা পাগল!'

'ওটা আমার অনেক গুণের মাত্র একটা,' মুচকি হেসে বলল ববি। 'আগামী বছরগুলোয় একে একে বাকিগুলো আবিষ্কার করবে তুমি।'

অদ্ভুত ব্যাপার, শুশি তোইআমাকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। কারণটা নিজের কাছে পরিষ্কার নয়, জাপানী রীতিবিরুদ্ধ ববির এই প্রেম নিবেদন ভাল লাগছে তার। ভাল লাগার অনুভূতিটা গোপন করতে নিজের সঙ্গে লড়তে হলো তাকে। তোইআমার ইতস্তত ভাবটা ধরতে পারল ববি, হাত দুটো তার কাঁধে

রেখে মৃদু চাপ দিল সে, বলল, 'সময় নিয়ে মন স্থির করো, কোন তাড়া নেই। যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমিও আসছি।'

কাঁধের ওপর দিয়ে এখনও ববির দিকে তাকিয়ে আছে তোইআমা, ডেভিড বুন তার কনুই ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

সি-২০ জেটে ইয়ামাদা, তোইআমা ও সিনেটর গ্রাফটন ওঠার পর লরেলিকে নিয়ে সেদিকে এগোল রানা। প্লেনটা কয়েক মিটার দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল লরেলি। 'আবার কবে দেখা হবে?' নরম সুরে জানতে চাইল সে।

'দু'জনেই আমরা ব্যস্ত জীবন যাপন করি,' বলল রানা। 'তবে তোমার দেশে আমি যখনই আসি, তুমি ঠিকই খবর পেয়ে যাও, তাই না?'

'না, জানতে চাইছি, এখান থেকে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মি. বুনের কাছ থেকে আমার বসের একটা মেসেজ পেলাম এই মাত্র। তোমাদের প্রেসিডেন্ট আরও ক'টা দিনের জন্যে আমাকে ধার হিসেবে চেয়েছেন, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন বস্। প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর রবিন ট্যালবটের আরেকটা মেসেজ পেলাম, তাতে বলা হয়েছে এখানেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেন, কোথাও যেতে হবে কিনা, কিছুই জানি না।'

'ওরা কি তোমাকে আবার সোসেকি দ্বীপে পাঠাতে চায়?'

'কি জানি। মনে হয় না।'

'তুমি যদি বলো তো আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে পারি। তুমি আর ববি যাতে ছুটি পাও, তার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব।'

'পেশা ও দায়িত্ব ছেড়ে পালাতে বলছ?' হেসে উঠল রানা।

'ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু যেখানেই যাও, যতদূরেই থাকো, আমি চাই তুমি ভুলবে না যে তোমার এক অতি আপনজন বছরের প্রতিটি দিন তোমার মঙ্গল কামনা করে, বসে থাকে পথ চেয়ে। রানা?'

'হ্যাঁ, আমি শুনছি।'

'আমি আরও চাই তুমি জানো যে ওই চুমো খাওয়ার মধ্যে কোন সেক্স ছিল না।'

'আমি জানি,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

আবেগে তলপেট কাঁপছে, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসার আগেই রানার দিকে পিছন ফিরে প্লেনের দিকে এগোল লরেলি।

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল রানা, লরেলির দিকে তাকিয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে। জানালায় তার মুখ দেখা গেল। পরস্পরের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ওরা।

জাকি ওয়াহামার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হতে চাইল না। টোকিও থেকে প্রথমে এদো সিটিতে, তারপর ড্রাগন সেন্টারে এসেছে সে ব্যক্তিগতভাবে এদো প্রজেক্টের কমান্ড নিজের হাতে তুলে নেয়ার

জন্যে। এই মুহূর্তে কন্ট্রোল রুমে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছে। 'কি বলছ বুঝতে পারছি না! কেন বলছ কোন গাড়ি-বোমাই তোমাদের পক্ষে ফাটানো সম্ভব নয়?'

তোশিবা সুমারু, ড্রাগন সেন্টারের চীফ ডিরেক্টর, আড়ষ্ট ও দিশেহারা বোধ করছে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের দিকে অসহায়ভাবে তাকাল সে সমর্থনের আশায়। কিন্তু সবাই তারা মেঝের দিকে তাকিয়ে, যেন আশা করছে ধরণী তাদেরকে গিলে নেবে। 'কোড জানেন একা শুধু মি. ইয়ামাদা,' অবশেষে বলল সে। 'প্রাইম ও ডিটোনেট সিগন্যাল পাঠানোর জন্যে কোড সিস্টেমটা উনি ব্যক্তিগতভাবে নিজে প্রোগ্রাম করেছেন।'

'কোড রিপ্রোগ্রাম করতে কতক্ষণ লাগবে?'

আবার স্টাফদের দিকে তাকাল তোশিবা সুমারু। নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করছে তারা। তারপর, নিজেরা একমত হয়ে, এক পা সামনে বাড়ল সবাই, ফিসফিস করে কি বলল কিছুই বোঝা গেল না।

'কি...কি বললে তোমরা?'

দু'মিনিট পর জাকি ওয়াহামার দিকে তাকাল তোশিবা সুমারু। 'সময় লাগবে তিন দিন। মি. ইয়ামাদার কমান্ড কোড মুছে সিস্টেমটা রিপ্রোগ্রাম করতে।'

নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল জাকি ওয়াহামার। 'তি-ন দি-ন?'

'কাজটা সহজ নয়।'

'দু'দিন, আটচল্লিশ ঘণ্টা। এর মধ্যে এদো প্রজেক্টকে পুরোপুরি অপারেশন্যাল করতে হবে আপনাদের।' দাঁতে দাঁত চাপল জাকি ওয়াহামা, ড্রাগন সেন্টারের কন্ট্রোল রুমে পায়চারি শুরু করল। জেনজো ইয়ামাদাকে তার শিয়ালের মত চতুর বলে মনে হলো। লোকটা কাউকে বিশ্বাস করেনি, এমন কি ঘনিষ্ঠ ও প্রাচীন বন্ধু বৃদ্ধ হোমা ফুকুদাকেও নয়।

এই সময় টোকিও থেকে ফোন এল। হোমা ফুকুদা জাকি ওয়াহামাকে চাইছেন।

'জ্বী, মি. ফুকুদা, আমি ওয়াহামা বলছি।'

'মার্কিন জাহাজ থেকে একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে, আমাদের ইন্টেলিজেন্স আড়িপাতা যন্ত্রে ধরে ফেলেছে সেটা,' বললেন বৃদ্ধ হোমা ফুকুদা। 'মেসেজটা হলো, ইয়ামাদার প্লেনটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমাদের পাইলটরা কি ইয়ামাদার প্লেনটাকে সত্যি সাগরে পড়তে দেখেছে?'

'ফিরে এসেছে মাত্র একজন। শুনলাম সে তার রিপোর্টে বলেছে, জাহাজের গোলা এড়াতেই ব্যস্ত ছিল, তার মিসাইল টার্গেটে লেগেছে কিনা বলতে পারবে না।'

'আমেরিকানদের এটা একটা চাল হতে পারে।'

'আমাদের একটা অবজারভার স্যাটেলাইটকে জাহাজটার ওপর দিয়ে যাবার জন্যে প্রোগ্রাম করতে পারলে জানা যাবে।'

'জাহাজে যদি প্লেনটাকে দেখা যায়?' হোমা ফুকুদা জানতে চাইলেন।

'জানা গেলেও তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'মার্কিন ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের হাত থেকে ইয়ামাদাকে ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'কথা বলাবার জন্যে তার ওপর ড্রাগ ব্যবহার করবে ওরা। গাড়ি-বোমাগুলো কোথায় আছে জানতে খুব বেশি সময় নেবে না। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর, জাকি ওয়াহামা। এদো প্রজেক্ট সফল করতে হলে আমাদের আর সময় নষ্ট করা চলে না।'

'এদিকে অন্য এক সমস্যা দেখা দিয়েছে,' বলল ওয়াহামা। 'প্রাইম ও ডিটোনেট সিগন্যাল অ্যাকটিভ করার অপারেশন্যাল কোড একা শুধু ইয়ামাদা জানত।'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর হোমা ফুকুদা বললেন, 'আমরা তো আগে থেকেই জানি তার বুদ্ধিতে খুব ধার।'

'একটু বেশি ধার।'

'সমস্যা সমাধানের জন্যে তোমার ওপর নির্ভর করছি আমি,' ভারী গলায় বললেন হোমা ফুকুদা।

'আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা অবশ্যই রাখব আমি।' রিসিভার রেখে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল জাকি ওয়াহামা। যুক্তরাষ্ট্র আঘাত হানবে, জানা কথা। আঘাতটা যাতে এখুনি না আসে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। ঝাড়া এক মিনিট চিন্তা করার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কন্ট্রোল রুমের সবাই তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের দিকে ফিরে সে জানতে চাইল, 'ম্যানুয়ালি একটা গাড়ি-বোমা ফাটানো খুব কি কঠিন?'

তোশিবা সুমারুর একটা ভুরু প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে উঠল। 'কোডেড সিগন্যাল ছাড়া?'

'হ্যাঁ।'

তোশিবা সুমারু একবার মাথা নোয়াল, তারপর কঠিন সব শব্দ সহযোগে ব্যাখ্যা শুরু করল।

রেগে গিয়ে জাকি ওয়াহামা বলল, 'আপনার লেকচার কে শুনতে চায়? সহজ ভাষায় বলুন একটা গাড়ি-বোমা কিভাবে ফাটানো যায়।'

'ভেলোসিটির সাহায্যে ফাটানো সম্ভব। কমপ্রেসর শেল-এর ভেতর একটা হাই-ভেলোসিটি বুলেট লাগবে।'

কটমট করে তাকাল জাকি ওয়াহামা। 'আপনি বলতে চাইছেন রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে ফাটাতে হবে ওগুলো?'

'ম্যানুয়ালি, হ্যাঁ। একেবারে কাছ থেকে ছুঁড়তে হবে।'

অবিশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল জাকি ওয়াহামা। 'তাহলে একটা রোবটকে প্রোগ্রাম করা হয়নি কেন, রাইফেল দিয়ে এয়ার-কন্ডিশনারে গুলি করার জন্যে?'

'এখানেও সময়ের প্রশ্ন এসে যায়,' তোশিবা সুমারু বলল। 'ডিটোনেশন সাইটে গাড়ি নিয়ে যাবার প্রোগ্রাম করা হয়েছে রোবটকে, তাকে এমনভাবে

তৈরি করা হয়েছে যে অন্য কোন কাজে লাগবে না। আপনি জানেন, আমাদের সব কাজই জরুরী ভিত্তিতে তাড়াহুড়োর সাথে সারা হয়েছে।'

'একটা রোবো গার্ডকে মডিফাই করা যায় না?'

'সিকিউরিটি রোবটের ডিজাইন করা হয়েছে চলাফেরা ও গুলি ছোঁড়ার জন্যে, ওগুলো গাড়ি চালাতে পারবে না।'

'কাজটা করতে পারবে এরকম একটা রোবট তৈরি করতে অসুবিধে কি? কি রকম সময় লাগবে?'

'কয়েক হপ্তা, এক মাসের কম নয়।'

'পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একটা গাড়ি-বোমা অবশ্যই ফাটাতে হবে। আমরা আঘাত হানতে পারি, এটা প্রমাণ করতে না পারলে ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস করে দেবে আমেরিকা।'

'সেক্ষেত্রে, মি. জাকি ওয়াহামা, একজন লোক দরকার আমাদের। একেবারে কাছ থেকে গুলি করে বোমাটা ফাটাতে হবে তাকে। সমস্যা হলো, ওটা একটা অ্যাটম বোমা।'

কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গারের ভেতর একটা অফিসে ওদেরকে নিয়ে বৈঠক করছেন ডেভিড বুন। ইঙ্গিতে দুই ভদ্রলোককে দেখালেন তিনি, একজন বসে আছেন, অপরজন পিছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। 'প্রথমে আপনাদেরকে ব্রিফ করবেন ভিক্টর ক্যানিং। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য বিভাগের পরিচালক উনি। একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন, আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। তারপর আর্থার ওয়েন বলবেন তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে কি সব উঁকি দিচ্ছে। অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল অপারেশনস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর উনি।'

কাপড় ঢাকা একটা ইজেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভিক্টর ক্যানিং। কাপড়টা সরিয়ে ফেলতেই বড় একটা ফটোগ্রাফ দেখা গেল, দেখে মনে হলো পুরানো একটা প্লেন। 'এখানে আপনারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটা বি-টোয়েনটিনাইন সুপার ফোরট্রেস দেখতে পাচ্ছেন, পড়ে আছে সোসেকি দ্বীপ থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে সাগরের তলায়, সারফেস থেকে প্রায় এক হাজার ফুট নিচে।'

'ছবিটা অত্যন্ত পরিষ্কার,' বলল সিলভিয়া। 'নিশ্চয়ই কোন সাবমারসিবল থেকে তোলা হয়েছে?'

'না। আমাদের পিরামিডার ইলেভেন রিকনিসনস্ স্যাটেলাইট আবিষ্কার করেছে প্লেনটাকে, সোসেকি দ্বীপের ওপর দিয়ে যাবার সময়।'

'একটা অরবিটিং স্যাটেলাইট সাগরের তলার ছবি এত পরিষ্কার তোলে কিভাবে?'

'কিভাবে তোলে ব্যাখ্যা করতে গেলে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে,' বললেন ভিক্টর ক্যানিং। 'কাজেই সে ঝামেলায় আমি যাচ্ছি না।'

ফ্রেডি নোলান তাঁর চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। 'পুরানো একটা বম্বারের

তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যা করলেই হবে। এদো প্রজেক্টের সাথে ওটার সম্ভাব্য সম্পর্ক কি হতে পারে?'

ফ্রেডি নোলানের দিকে একবার তাকিয়ে ফটোর গায়ে পেন্সিল দিয়ে টোকা দিলেন ভিক্টর ক্যানিং। 'এই প্লেনটা সোসেকি দ্বীপ ও ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস করতে যাচ্ছে।'

স্বভাবতই মুহূর্তের জন্যেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল ববি, 'ওটাকে উদ্ধারের পর মেরামত করতেই তো কয়েক মাস সময় লাগবে।'

'প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরানো একটা প্লেন ড্রাগ সেন্টারের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না,' ডাক্তার সিকো নগুয়া মন্তব্য করল।

ভিক্টর ক্যানিং হাসলেন। 'প্লেনটা সোসেকি দ্বীপ ধ্বংস করবে, এ-কথা বলে আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি প্লেনের ভেতর যে বোমাটা আছে ওটাকে আমরা কাজে লাগাব। একটা মাত্র বোমা, তবে একটাই যথেষ্ট, আমার ধারণা।'

'ধীরে ধীরে খোলা হচ্ছে রহস্যের জট,' মন্তব্য করল রানা। 'আমি একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধও যেন পাচ্ছি।'

এড়িয়ে না গিয়ে ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'এ-ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেবেন আর্থার ওয়েন।'

ভিক্টর ক্যানিঙের দিক থেকে আর্থার ওয়েনের দিকে তাকাল রানা, চোখে বাঁকা দৃষ্টি। 'এই ষড়যন্ত্রে আপনারা দু'জন বাদে রবিন ট্যালবট ও ডান কপারফিল্ডও আছেন বলে আমার ধারণা।'

ইজেলে নতুন একটা ফটোগ্রাফ আটকালেন ভিক্টর ক্যানিং। প্লেনটার বো-র একপাশে আঁকা খুদে শয়তানের ক্লোজ আপ। 'বেলিংস' ডেমনস,' বললেন তিনি, শয়তানের নিচে ঝাপসা হরফগুলোর ওপর পেন্সিল ঠুকলেন। 'প্লেনটার কমান্ডার ছিলেন মেজর ডিক বেলিংস। বর্তমানে এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি আর আর্থার ওয়েন ল্যাংলির গোপন ফাইল থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করেছি। বেলিংস' ডেমনস বলা হত মেজর বেলিংস ও তার ক্রুদের। জাপানের ওপর বোমা ফেলার দায়িত্ব ছিল ওদের ওপর।'

'হোয়াট!' অবিশ্বাসে চিৎকার করলেন ফ্রেডি নোলান, বাকি সবাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'ইতিহাসের বই থেকে আমরা জানি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে একটা করে অ্যাটম বোমা ফেলি আমরা,' বললেন ভিক্টর ক্যানিং। 'কিন্তু কেউ জানি না যে তৃতীয় আরেকটা বোমা ফেলার চেষ্টাও হয়েছিল। যে-কোন কারণেই হোক, প্লেনটা জাপানে পৌঁছুতে পারেনি, সাগরে পড়ে তলিয়ে যায়।'

'এত বছর ওটার কথা চেপে রাখা হয়েছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে ভিক্টর ক্যানিং বললেন, 'সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন

রাজনীতিকরা। আমাকে বলা হয়েছে, এটা একটা টপ সিক্রেট ইনফরমেশন, তাই চেপে যাওয়া হয়েছে।'

'বেশ। কিন্তু আমাদের সাথে বেলিংস' ডেমনস-এর সম্পর্ক কি?'

'এবার আপনারা বরং আর্থার ওয়েনকে প্রশ্ন করুন।'

চেয়ার ছেড়ে একটা ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়ালেন আর্থার ওয়েন, প্রথমে তিনি চক দিয়ে বি-টোয়েনটিনাইন ও সোসেকি দ্বীপের ছবি আঁকলেন, তারপর সাগরের তলার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য। 'আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা দুঃসংবাদ শোনাতে চাই,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'ড্রাগন সেন্টারের ইলেকট্রিকাল নেটওঅর্কে আপনারা যে বিস্ফোরক ব্যবহার করেছেন তাতে কোন কাজ হয়নি।'

'আমার রেখে আসা বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয়নি, এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি,' জোর দিয়ে বললেন ফ্রেডি নোলান।

'আপনার চার্জ ফেটেছে ঠিকই,' বললেন আর্থার ওয়েন, 'তবে যেখানে রেখে এসেছেন সেখানে নয়। মি. সিকো নগুয়া এখনও যদি কমান্ড কমপ্লেক্সে ডীপ কাভার এজেন্ট হিসেবে উপস্থিত থাকতেন, উনি আপনাকে বলতে পারতেন যে ওটা ফেটেছে ইলেকট্রিক নেটওঅর্ক সেন্টার থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে।'

'তা কি করে সম্ভব!' বিস্ময় প্রকাশ করল সিলভিয়া। 'আমি নিজের চোখে এক বান্ডিল অপটিক ফাইবারের গায়ে বিস্ফোরক বসাতে দেখেছি ওঁকে।'

'ওটা সরিয়ে ফেলা হয়,' চিন্তিত সুরে বলল ডাক্তার নগুয়া।

'কিভাবে?'

'সম্ভবত কোনও রোবট ইন্সপেক্টর দায়ী। পাওয়ার পালস রেটে তারতম্য ঘটায় সন্দেহ হয় তার, খোঁজ নিতে গিয়ে বিস্ফোরক দেখে ফেলে। রোবোটিক কন্ট্রোলকে জিজ্ঞেস করে ওটা সরিয়ে ফেলে সে।'

'তারমানে ড্রাগন সেন্টারের কোন ক্ষতিই হয়নি?' চেহারা ম্লান হয়ে গেল ফ্রেডি নোলানের।

'ড্রাগন সেন্টার যদি অক্ষত থাকে, এরপর শুনব এখানে-সেখানে ফাটতে শুরু করেছে গাড়ি-বোমাগুলো,' উদ্বিগ্ন সুরে বলল সিলভিয়া।

'ঠিক তাই,' একমত হলেন আর্থার ওয়েন।

গ্যারি রুবিন হতাশায় মাথা নাড়লেন। 'ছি-ছি, আসল কাজটাই করতে পারিনি আমরা।'

আর্থার ওয়েন একটা হাত তুলে ওদেরকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'যথেষ্ট করেছেন আপনারা। ইয়ামাদাকে ধরে এনেছেন, এবং তাকে ছাড়া গাড়ি-বোমা ডিটোনেট করা যাবে না।'

'তারমানে?' বিস্মিত হলো সিলভিয়া।

সকৌতুকে ডাক্তার নগুয়ার দিকে তাকাল রানা, বলল, 'আমার ধারণা, এ-প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবেন সুচিকিৎসক ড. নগুয়া।'

সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। 'কমপিউটর টেকনিশয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব

হবার পর কিছু কিছু ইনফরমেশন পাই আমি,' বলল সে, মুখে চওড়া হাসি। 'ওদের ডাটা সেন্টারে অবাধ যাতায়াত ছিল আমার। একবার এক প্রোগ্রামার-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দেখি, এদো প্রজেক্ট সংক্রান্ত ডাটা কমপিউটরে ঢোকাচ্ছে। এন্ট্রি কোড মুখস্থ করে নিই আমি। তারপর প্রথম সুযোগেই সিস্টেমটা পরীক্ষা করি। গাড়ি-বোমার লোকেশন জেনে ফেলি আমি, তা অবশ্য আপনারাও জেনে ফেলেছেন। কিন্তু ডিটোনেশন সিস্টেমে ভাইরাস ঢোকাতে ব্যর্থ হই, কারণ পরে জানতে পারি ডিটোনেশন কোড জানে একমাত্র ইয়ামাদা।'

'তারমানে ইয়ামাদাকে ছাড়া ওদের এদো প্রজেক্ট সফল হচ্ছে না।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সিলভিয়া।

'ওদের জন্যে এটা একটা সমস্যা, তবে কাটিয়ে ওঠার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে,' বললেন আর্থার ওয়েন। 'ওরা ওদের প্রাইম ও ডিটোনেট সিস্টেম রিপ্রোগ্রাম করার আগেই চরম আঘাত হানতে হবে আমাদের। মাস্টার কী ও বার্টন টীমকে ধন্যবাদ, আপনারা ইয়ামাদাকে নিয়ে আসায় প্ল্যান-প্রোগ্রাম করার জন্যে হাতে খানিকটা সময় পেয়েছি আমরা।'

'আর প্ল্যান-প্রোগ্রামের অন্যতম উপাদান হলো বেলিংস' ডেমনস, ঠিক বলিনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটা ডেস্কের পিছনে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন আর্থার ওয়েন। 'নিজের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার ঝুঁকি নিয়ে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ড্রাগন সেন্টারে পারমাণবিক আঘাত হানবেন। আপনারা পালাতে পেরেছেন, এ-কথা শুনে নির্দেশটা বাতিল করে দেন তিনি। নতুন নির্দেশে বলেছেন, তিনি দেখতে চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ড্রাগন সেন্টারের কোন অস্তিত্ব নেই।'

'বি-টোয়েনটিনাইনে একটা অ্যাটম বোমা আছে, আপনারা ওটাকে ফাটিয়ে দেয়ার কথা ভাবছেন,' বলল রানা, ক্লান্তিতে আধবোজা হয়ে আছে ওর চোখ।

'না,' বললেন আর্থার ওয়েন। 'ফাটাবার আগে খানিক দূর সরাতে হবে ওটাকে।'

'কিন্তু প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সোসেকি দ্বীপ, বোমাটা ফাটালে কি এমন ক্ষতি হবে ওটার?' জানতে চাইল ববি।

'একদল ওশেনোগ্রাফার ও একদল জিয়োফিজিসিস্ট জানিয়েছেন, আন্ডারওয়াটার অ্যাটমিক বিস্ফোরণে ড্রাগ সেন্টার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আমি জানতে চাই, কিভাবে?' প্রশ্নটা করার সময় একটা ঝাঁকি খেল সিলভিয়ার শরীর, যেন হঠাৎ সে তার নগ্ন হাঁটুতে মশার কামড় খেয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আর্থার ওয়েন। প্লেন ও সোসেকি দ্বীপের মাঝখানে, সাগরের মেঝেতে, একটা আঁকাবাঁকা রেখা আঁকলেন তিনি। 'এটা হলো বড় ধরনের একটা প্যাসিফিক সিসমিক ফল্ট সিস্টেমের একটা অংশ, প্রায় সরাসরি ড্রাগন সেন্টারের তলা দিয়ে এগিয়ে গেছে। প্লেন ওখানেই পড়েছে।'

ইতস্তত করল ডাক্তার সিকো নগুয়া, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, তারপর বলল, 'সেন্টারটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বড় ধরনের ভূমিকম্প ও নিউক্লিয়ার অ্যাটাক হজম করতে পারে।,এত বছর ধরে লোনা পানিতে পড়ে থাকার পর বোমাটা আদৌ ফাটে কিনা সন্দেহ, আর যদি ফাটেও, ফল্টটা হয়ত আকারে বড় হবে, কিন্তু দ্বীপটার তেমন কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

'ডাক্তারের সাথে আমি একমত,' বলল রানা। 'দ্বীপটা প্রায় নিরেট পাথর। শুধু শক ওয়েভে ওটা টলমল করবে, তারপর কাত হয়ে পড়ে যাবে বলে মনে হয় না।'

এক মুহূর্ত কথা না বলে হাসলেন আর্থার ওয়েন। 'না,' অবশেষে বললেন তিনি। 'কাত হয়ে পড়বে না। তবে ডুবে যাবে।'

সাত

শেরিডান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পুবে, মন্টানা সীমান্তের ঠিক দক্ষিণে, ঘোড়ার পিঠে বসে চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে মরিস বুকান। কিছু দিন হলো এদিকটায় অবৈধ শিকারীদের উপদ্রব বেড়ে গেছে, মাসখানেক আগে এক শিকারীর লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় হরিণের বদলে মারা গেছে তার একটা বাছুর। বিকেলের নাস্তার জন্যে হাত-মুখ ধোবার সময় হয়েছে, হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল দুটো গুলির শব্দ। স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে বলে মাউজার বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেলটা নিল সে, প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল।

দুই পাহাড়ের মাঝখানের ট্রেইল ধরে ছুটল বুকান, এক সময় বেরিয়ে এল খোলা প্রান্তরে। চারপাশে খুঁটিয়ে তাকাতেই টায়ারের ছাপ পেয়ে গেল সে। চাকার দাগ ধরে খানিক দূর যেতেই খরচ করা শেল কেসিং, বুটের ছাপ, বালুবহুল মাটিতে রক্ত দেখতে পেল। শিকারী তার ধরাশায়ী শিকার নিয়ে চলে গেছে।

দেরি হয়ে যাওয়ায় নিজের ওপর রেগে গেল বুকান। তার রেঞ্জে কেউ গাড়ি নিয়ে ঢুকেছিল, তারমানে হয় বেড়া ভেঙেছে নয়তো গেট। গেটের সামনে প্রাইভেট রোড, চলে গেছে হাইওয়েতে। একটু পরই সন্ধে হবে, কাজেই কতটা কি ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির পথ ধরল সে।

খানিক দূর এসে লাগাম টেনে ধরল বুকান। বাতাসে ভেসে আসছে এঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ। এক হাত দিয়ে কানের পিছনটা আড়াল করে মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। শব্দটা বাড়ছে। একটা ঢাল বেয়ে মাথায় উঠে এল বুকান, নিচের সমতল প্রান্তরে চোখ বুলাল। রাস্তা ধরে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি, পিছনে ধুলোর মেঘ তুলে।

ট্রাক বা জীপ হবে বলে আশা করলেও, চেনার মত কাছাকাছি আসার পর বুকান দেখল ওটা একটা সাধারণ গাড়ি, খয়েরি রঙের ফর-ডোর সিডান, জাপানী।

একটু পরই ব্রেক করল ড্রাইভার, খোলা রাস্তায় দাঁড়াল। ধীরে ধীরে গাড়ির ছাদে ও রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর নেমে এল ধুলোর মেঘ। গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার, হুডটা খুলল, ঝুঁকে থাকল কয়েক সেকেন্ড। এরপর গাড়ির পিছনে চলে এল সে, ট্রাঙ্ক-এর ঢাকনি তুলল, বের করল সার্ভেয়ারের একটা ট্রানজিট। রাগ নয়, কৌতূহল বোধ করল বুকান। তেপায়ার ওপর ট্রানজিটটা বসিয়ে কয়েকটা ল্যান্ডমার্কের দিকে লেন্স তাক করল ড্রাইভার, ক্লিপবোর্ডে আটকানো কাগজে রিডিং লিখল, রাস্তার উপর মেলা জিওলজিক্যাল ম্যাপের সাথে মিলিয়ে দেখল।

ট্রানজিট ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা বুকানের আছে, কিন্তু এভাবে কাউকে সার্ভের কাজ করতে দেখেনি কোনদিন। বেসলাইন সম্পর্কে ধারণা পাবার বদলে লোকটা যেন নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। হাঁ হয়ে গেল বুকান, কারণ হাতের ক্লিপবোর্ডটা ছুঁড়ে রাস্তার পাশে ঝোপের ভেতর ফেলে দিল ড্রাইভার। গাড়ির সামনে হেঁটে এসে আবার এঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, ওটা যেন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে ধ্যান করার পর একটা ঝাঁকি খেয়ে সচল হলো লোকটা, গাড়ির ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনল একটা রাইফেল।

ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না বুকান। টাই ও বিজনেস স্যুট পরা সার্ভেয়ার জীবনে কখনও দেখেনি সে। অচেনা এলাকায় সার্ভে করতে এসে অন্যায় জেনেও শিকার করবে, এ-ও বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। ঘোড়া নিয়ে আরও কাছাকাছি চলে এল সে, আগন্তুকের পিছন দিক থেকে এগোচ্ছে। রাইফেলে একটা শেল ঢোকাবার চেষ্টা করছে লোকটা, জানে না তার পিছনে চলে এসেছে সে। লোকটার ভাব দেখে মনে হলো, রাইফেলে শেল ঢোকানোয় অভ্যস্ত নয়। আট মিটার দূরে থাকতে লাগাম টানল বুকান, লেদার কেস থেকে মাউজারটা বের করে হাতে নিল। 'আপনি অনধিকার প্রবেশ করেছেন, জানেন কি?'

লাফ দিল ড্রাইভার, দ্রুত ঘুরল তার দিকে। হাত থেকে পড়ে গেল একটা শেল, রাইফেলের ব্যারেলটা ধাক্কা খেল গাড়ির সঙ্গে। এতক্ষণে তাকে এশিয়ান বলে চিনতে পারল বুকান।

'কি চান আপনি?' হতভম্ব লোকটা জানতে চাইল।

'আপনি আমার জমিনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢুকলেন কিভাবে?'

'গেটটা খোলা ছিল।'

বুকান যা ভেবেছিল তাই। শিকারীদের কাণ্ড, যাদেরকে ধরতে পারেনি সে। 'সার্ভেয়ারের ট্রানজিট নিয়ে কি করছেন আপনি? আপনি কি সরকারের লোক?'

'না…আমি সাইআমা কমিউনিকেশন-এর এঞ্জিনিয়ার।' লোকটা

ইংরেজিতে জবাব দিচ্ছে, তবে উচ্চারণে জাপানী প্রভাব স্পষ্ট। 'একটা রিলে স্টেশন বসানোর জন্যে আশপাশটা ঘুরেফিরে দেখছি।'

'কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ঢোকার আগে অনুমতি লাগে, জানেন না? কি করে ধরে নিলেন রিলে স্টেশন বসানোর অনুমতি দেব আমি?'

'আপনার সাথে যোগাযোগ করা উচিত ছিল আসলে আমার বসের।'

'ছিল বৈকি,' বলল বুকান। খিদে পেয়েছে তার, দিনের আলো থাকতে ঘরে ফিরতে চায়। 'এবার দয়া করে বিদায় হোন। আবার যদি কখনও আসতে চান, প্রথমে আমার অনুমতি নেবেন।'

'আপনার অসুবিধের জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

মুখে যা-ই বলুক, আসলে লোকটা মোটেও দুঃখিত নয়, মনে হলো বুকানের। তার হাতের রাইফেলের দিকে সতর্ক নজর রাখছে সে। চেহারায় উদ্বেগ ও অস্থিরতা চাপা থাকছে না। 'শিকার করারও ইচ্ছে ছিল নাকি?' জানতে চাইল সে।

'না, মানে স্রেফ টার্গেট শূটিং।'

'কিন্তু আমার অনুমতি নেই। এদিকে অমার গরু-বাছুররা ঘুরে বেড়ায়। জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যান এবার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো লোকটা। সার্ভেয়ারের ট্রানজিট ও তেপায়া ভরল ট্রাঙ্কে, রাইফেলটা রাখল গাড়ির ব্যাকসীটে। আবার গাড়ির সামনে এসে খোলা হুডের ভেতর উঁকি দিল। 'এঞ্জিনটা ঠিকমত কাজ করছে না।'

'স্টার্ট নেবে তো?' জানতে চাইল বুকান।

'মনে হয় নেবে,' বলে জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর মাথা গলাল লোকটা, ইগনিশন কী ঘোরাল। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল গাড়ি। 'গেলাম,' বলল সে।

বুকান লক্ষ করল না, হুডটা নামানো হলেও তালা দেয়া হয়নি। 'পারেন যদি গেটটা বন্ধ করে দেবেন,' বলল সে।

'অবশ্যই।'

মাউজারটা কেসে ভরে বাড়ির পথ ধরল বুকান। চার কিলোমিটার ছুটতে হবে তাকে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো মাওয়া কাওয়াসাকি, গেটের দিকে যাচ্ছে। এ-ধরনের নির্জন, প্রায় পরিত্যক্ত এলাকায় একজন রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি সে। তবে এতে করে তার মিশন ব্যর্থ হবে না। দুশো মিটার এগিয়ে এসে হঠাৎ করে ব্রেক করল কাওয়াসাকি, লাফ দিয়ে নিচে নামল, ব্যাকসীট থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রাইফেলটা, তারপর হুডটা তুলল আবার।

এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেছে শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল বুকান।

ঘামে ভেজা হাতে রাইফেল তুলে লক্ষ স্থির করল কাওয়াসাকি, এয়ারকন্ডিশনারের কমপ্রেসর প্রায় ছুঁয়ে আছে মাজল। আত্মাহুতি দেয়ার এই মিশনে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে সে, প্রস্তাব পাবার সঙ্গে সঙ্গে, কারণ নতুন সাম্রাজ্যের জন্যে জীবনদান করা তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানজনক। রাজি

হবার পিছনে আরও কয়েকটা বিবেচনা গুরুত্ব পেয়েছে। গোল্ড ড্রাগন-এর প্রতি অনুগত সে। তাছাড়া, হোমা ফুকুদা স্বয়ং তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, সে মারা গেলেও তার স্ত্রী সারাজীবন আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাবে, তার তিন ছেলেমেয়েকে নিজেদের পছন্দ মত ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পথে টোকিও ত্যাগ করার সময় হোমা ফুকুদা তাকে কি বলেছেন মনে পড়ে গেল তার। 'কোটি কোটি স্বদেশবাসীর উন্নত ভবিষ্যতের স্বার্থে আত্মত্যাগ করছ তুমি। শত শত বছর তোমার এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবে জাপানীরা।'

ট্রিগার টেনে দিল কাওয়াসাকি।

এক মিলি সেকেন্ডে কাওয়াসাকি, বুকান, গাড়ি ও ঘোড়াটা বাষ্প হয়ে গেল। ঝলসে উঠল বিশাল একটা অত্যুজ্জ্বল হলুদ আলো, তারপর বিস্ফোরিত হয়ে সাদা হয়ে গেল সেটা। অদৃশ্য শক ওয়েভ ছুটে গেল চারদিকে। বিস্তৃত হলো ফায়ারবল, দিগন্ত থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের মত বাড়ছে, ওপরে উঠছে।

মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল ফায়ারবল, মেঘের মাঝখানে পড়ে ম্লান হয়ে গেল সেটা, জ্বলজ্বলে রেডিয়েশন ওটাকে রক্তবর্ণ করে তুলল। পিছু পিছু টেনে নিল ঘূর্ণি আকৃতির মাটি ও আবর্জনার একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভকে, দ্রুত ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত খাড়া হলো সেটা।

মানুষ বলতে মারা গেল শুধু বুকান ও কাওয়াসাকি। বেশ কিছু খরগোস, বুনো কুকুর, সাপ ও বুকানের বিশটা গরু-বাছুর মারা গেল, বেশিরভাগই শক ওয়েভে। চার কিলোমিটার দূরে মিসেস বুকান আর তিনজন শ্রমিক ছুটে আসা ভাঙা কাচ লেগে সামান্য আহত হলো শুধু। বিস্ফোরণের বেশিরভাগ ধাক্কা থেকে দালানটাকে আড়াল করল পাহাড়। জানালার কাচ ভাঙা ছাড়া দালানের তেমন কোন ক্ষতি হল না।

আগুনে বিস্ফোরণ একশো মিটার চওড়া ও ত্রিশ মিটার গভীর একটা গর্ত তৈরি করল। শুকনো ঝোপ আর ঘাসে আগুন ধরে গেল, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, খয়েরি ধুলোর মেঘের সঙ্গে মিশে গেল কালো ধোঁয়া।

নিস্তেজ হয়ে আসা শক ওয়েভ বাড়ি খেল পাহাড়ে। ঘর-বাড়ি কাঁপিয়ে দিল, ঝাঁকি দিল গাছপালায়, তারপর পৌঁছুল একশো বারো কিলোমিটার উত্তরে লিটল বিগহর্নে।

শেরিডান শহরের বাইরে, একটা ট্রাক স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জাপানী লোক, পাশে ভাড়া করা কার। চারদিকে মানুষের ভিড় ও শোরগোল, সবাই উত্তেজিতভাবে হাত তুলছে দূর আকাশে উঠে আসা ব্যাঙের ছাতা আকৃতির মেঘটার দিকে। তাদের দিকে খেয়াল নেই জাপানী লোকটার, চোখে বিনকিউলার তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। এক সময় চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ট্রাক স্ট্যান্ড থেকে, ঢুকল একটা টেলিফোন বুদে। খুচরো পয়সা বের করে ডায়াল করল সে, কয়েকটা কথা বলল জাপানী ভাষায়, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার। গাড়িতে ফিরে এসে

স্টার্ট দিল সে, মেঘটার দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল।

দুনিয়ার অনেকগুলো সিসমোগ্রাফ স্টেশনে রেকর্ড হয়ে গেল বিস্ফোরণটা। কলোরাডোর স্কুল অব মাইনস-এ, ন্যাশনাল আর্থকোয়েক সেন্টারের স্টেশনটাই সবচেয়ে কাছে, গ্রাফ রেকর্ডারে সিসমোগ্রাফিক ট্রেসিং সামনে পিছনে ছুটোছুটি করছে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল জিওফিজিসিস্ট জিম ম্যানড্রেক। ভুরু কুঁচকে কমপিউটরে ডাটা যোগান দিল সে, তারপর ফোন করল সেন্টারের ডিরেক্টর নিকোলাস হবসনকে। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার। এইমাত্র একটা আঘাত রেকর্ড করেছি আমরা।'

'ক্যালিফোর্নিয়া?'

'না, মন্টানা সীমান্তের কাছাকাছি।'

কয়েক মুহূর্ত বিরতি, তারপর ডিরেক্টর নিকোলাস হবসন বললেন, 'আশ্চর্য! ওদিকটা তো অ্যাকটিভ কোয়েক জোন-এর মধ্যে পড়ে না।'

'এটা কৃত্রিম, স্যার।'

'বিস্ফোরণ?'

'বড় ধরনের। ইনটেনসিটি স্কেল দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি, নিউক্লিয়ার বলেই মনে হচ্ছে।'

'গড,' বিড় বিড় করলেন ডিরেক্টর। 'তুমি নিশ্চিত?'

'এ-সব ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কি সম্ভব, স্যার?'

'কিন্তু ওদিকটায় তো কখনোই টেস্ট করেনি পেন্টাগন।'

'না, আমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি।'

'তাহলে ওরা নয়।'

'কি করব বলুন তো। নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশনের সাথে যোগাযোগ করব?'

ডিরেক্টর নিকোলাস হবসন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'লাফ দিয়ে ওদেরকে টপকাও, কথা বলো ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির জেমস হারবারের সাথে। জিজ্ঞেস করো, আসলে কি ঘটছে।'

'কিন্তু জেমস হারবার যদি কিছু না বলেন?'

'কার কি আসে যায়? রহস্যটা ওদের কোলে ফেলে দিয়ে খালাস হতে চাই আমরা। ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় একটা ভূমিকম্প হতে যাচ্ছে, ওদিকটায় মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।'

যা জানেন না তা বলবেন কিভাবে জেমস হারবার? তবে কোন্‌টা জাতীয় সংকট কোন্‌টা নয়, এটুকু উপলব্ধি করার বুদ্ধি তাঁর আছে। জিম ম্যানড্রেকের কাছে আরও তথ্য চাইলেন তিনি, দেরি না করে খবরটা পাঠিয়ে দিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টরের কাছে।

রাজনৈতিক বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে সানফ্রানসিসকোয় যাবেন প্রেসিডেন্ট, এয়ারফোর্স ওয়ান-এ রয়েছেন তিনি, এই সময় রবিন ট্যালবটের

ফোন পেলেন। 'পরিস্থিতি ভাল, রবিন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'মন্টানা সীমান্তের কাছে পারমাণবিক বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি আমরা,' জবাব দিলেন রবিন ট্যালবট।

'ড্যাম!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড় বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের না ওদের?'

'অবশ্যই আমাদের নয়। এ সম্ভবত গাড়ি-বোমাগুলোর একটা।'

'হতাহতের খবর?'

'নগণ্য। ফাঁকা র‍্যাঞ্চল্যান্ডে বিস্ফোরণ ঘটেছে, লোকবসতি নেই বললেই চলে।'

পরবর্তী প্রশ্নটা ভয়ে ভয়ে করলেন প্রেসিডেন্ট, 'আরও বিস্ফোরণের কোন খবর বা লক্ষণ?'

'না, স্যার। আপাতত ওই একটার কথাই জানি আমরা।'

'আমাকে বলা হয়েছিল এদো প্রজেক্ট আটচল্লিশ ঘন্টা পিছিয়ে গেছে।'

'গেছে,' রবিন ট্যালবট জোর দিয়ে বললেন। 'কোড রিপ্রোগ্রাম করার মত যথেষ্ট সময় এখনও ওরা পায়নি।'

'তাহলে ব্যাখ্যা করো।'

'সুখেন চ্যাটার্জির সাথে কথা বলেছি আমি। তাঁর ধারণা, একেবারে কাছ থেকে হাই-পাওয়ারড রাইফেল দিয়ে ডিটোনেট করা হয়েছে বোমাটা।'

'রোবটের সাহায্যে?'

'না, গুলি ছুঁড়েছে একজন লোক।'

'তারমানে আত্মহত্যার প্রবণতা ওদের মধ্যে এখনও আছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কেন, রবিন? এভাবে কাউকে আত্মহত্যা করানোর পিছনে ওদের উদ্দেশ্য কি?'

'সম্ভবত আমাদেরকে সাবধান করে দেয়াই উদ্দেশ্য। ইয়ামাদা যে আমাদের কাছে, এটা ওরা যুক্তি দিয়ে বুঝে নিয়েছে। আমরা পারমাণবিক আঘাত হেনে ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস করে দিতে পারি, ওরা জানে। গাড়ি-বোমা ফাটাবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা ধরে নিয়েছে এটা প্রমাণ করতে পারলে আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগব, এই সুযোগে ডিটোনেশন কোড রিপ্রোগ্রাম করে নেবে ওরা। সবগুলো বোমা যাতে একসাথে ফাটাতে পারে।'

'হুম।'

'সমস্ত যুক্তি ও অজুহাত আমাদের পক্ষে, স্যার,' রবিন ট্যালবট বললেন। 'পারমাণবিক আক্রমণে কোন বাধা নেই।'

'ঠিক, কিন্তু নিরেট প্রমাণ কি আছে আমাদের হাতে, কি করে বুঝব এদো প্রজেক্ট অপারেশন্যাল নয়? এমন হতে পারে না অসম্ভবকে সম্ভব করেছে জাপানীরা, এরইমধ্যে তৈরি করে নিয়েছে কোড? এমন যদি হয়, ওরা ধোঁকা দিচ্ছে না?'

'না, নিরেট কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই,' রবিন ট্যালবট স্বীকার

করলেন।

'সোসেকি দ্বীপের দিকে একটা ওঅরহেড মিসাইল ছুটে আসছে, টের পেয়ে গেল ড্রাগন সেন্টারের কন্ট্রোলাররা, তখন ওদের একমাত্র কাজ হবে সেই মুহূর্তে গাড়ি-বোমাগুলো একসাথে ফাটিয়ে দেয়া। রোবট ওগুলোকে টার্গেট এলাকায় নিয়ে যাবার আগেই, যেখানে যে অবস্থায় আছে।'

'সেটা হবে ভয়ংকর একটা ব্যাপার, মি. প্রেসিডেন্ট। বেশিরভাগ গাড়ি লুকানো আছে মেট্রোপলিটান শহরগুলোর মাঝখানে।'

'গাড়িগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করে বোমাগুলো অকেজো করতে হবে, রবিন। এই আতঙ্কের কথা পাবলিককে আমরা জানাতে পারি না, অন্তত এখন আর তা সম্ভব নয়।'

'এফবিআই এজেন্টদের একটা বিরাট বাহিনী কাজে নেমে পড়েছে।'

'তারা কি জানে বোমাগুলো কিভাবে অকেজো করতে হবে?'

'প্রতিটি টীমে একজন করে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট আছেন।'

রবিন ট্যালবট প্রেসিডেন্টের চেহারায় ফুটে ওঠা উদ্বেগের রেখাগুলো দেখতে পেলেন না। 'এটাই আমাদের শেষ সুযোগ, রবিন,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি জানি, মি. প্রেসিডেন্ট। কাল এই সময় আমরা জানব দুনিয়ার মানুষ জাপানীদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে যাচ্ছে কিনা।'

এফবিআই টীমটা লাস ভেগাসে পৌঁছুল। নির্দিষ্ট এক হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এরিয়ার ভল্টে একটা গাড়ি-বোমা আছে, জানে তারা। টীমের নেতৃত্ব দিচ্ছে জর্জ রিচমন্ড।

কোথাও কোন গার্ড নেই, ইস্পাতের দরজাটাও খোলা। লক্ষণ সুবিধের নয়, ভাবল রিচমন্ড। সিকিউরিটি সিস্টেম অফ করে রাখা হয়েছে, ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট জানাল। আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রিচমন্ড।

সাবধানে কয়েকটা দরজা পেরিয়ে একটা আউটার সাপ্লাই রূমে চলে এল টীমটা। দূর প্রান্তে বড় একটা ধাতব দরজা দেখা যাচ্ছে, গুটিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে সিলিঙের কাছে। দরজা দিয়ে একটা হাইওয়ে সেমিট্রেইলর অনায়াসে ঢুকতে পারবে।

ভল্টের ভেতর ঢুকল তারা। ভেতরটা সম্পূর্ণ খালি।

'আমরা হয়ত ভুল জায়গায় এসেছি,' রিচমন্ডের একজন এজেন্ট মন্তব্য করল।

কংক্রিটের দেয়ালগুলোর দিকে তাকাল রিচমন্ড, তাকাল ভেন্টিলেটরের দিকে, যে-পথে ভেতরে ঢুকেছিল মাসুদ রানা। মেঝের দিকে তাকিয়ে টায়ারের অস্পষ্ট দাগ দেখল সে। অবশেষে মাথা নেড়ে বলল, 'না, এখানেই ছিল গাড়িটা। সেন্ট্রাল এজেন্সির বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে।'

রিচমন্ডকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলেন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ভদ্রলোক। খালি ভল্টের চারদিকে চোখ বুলিয়ে হাত বুলালেন কাঁচা-পাকা

দাড়িতে, গলায় ঝাঁঝ এনে বললেন, 'বোমাই যেখানে নেই সেখানে আমি ওটাকে অকেজো করব কিভাবে?' ভাবটা যেন, গাড়ি-বোমা না থাকার জন্যে রিচমন্ডই দায়ী।

জবাব না দিয়ে ভল্ট থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে কমান্ড ট্রাকে উঠল জর্জ রিচমন্ড। কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিল সে, তারপর অন করল রেডিও। 'ব্ল্যাক স্টার, দিস ইজ রেড স্টার,' ক্লান্ত সুরে বলল সে।

'গো অ্যাহেড, রেড স্টার,' এফবিআই ফিল্ড অপারেশনস-এর ডিরেক্টর জবাব দিলেন।

'আমরা অচল হয়ে পড়েছি। আমাদের আগেই পৌঁচেছিল ওরা, বাছুর নিয়ে কেটে পড়েছে।'

'তোমরা একা নও, অচল হয়ে পড়েছে আরও অনেকে। শুধু নিউ জার্সিতে ব্লু স্টার আর মিনেসোটাতে ইয়েলো স্টার তাদের বাছুর খুঁজে পেয়েছে।'

'আমরা কি অপারেশনের মধ্যে থাকব?'

'অবশ্যই। তোমাদের হাতে সময় আছে বারো ঘণ্টা। রিপিট, বারো ঘণ্টা। নতুন অবস্থান থেকে তোমাদের বাছুর এই সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে। অতিরিক্ত ডাটা পাঠানো হচ্ছে। পুলিস, শেরিফ ও হাইওয়ে পেট্রল ইউনিটকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে-কোন ট্রাক ও সেমিট্রেইলর দেখলেই থামিয়ে চেক করতে হবে।'

'আমার একটা হেলিকপ্টার দরকার।'

'দরকার হলে একটা কেন, পুরো এক ঝাঁক পেতে পারো। কিন্তু বারো ঘণ্টার মধ্যে ওগুলোকে খুঁজে বের করা চাই।'

এদো সিটি থেকে ট্রেনটা এসে থামল টানেলের শেষ মাথায়। হোমা ফুকুদাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে জাকি ওয়াহামা। 'আপনি এসেছেন, প্রাচীন বন্ধু, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।'

'দুনিয়াটা জাপানীরা দখল করতে যাচ্ছে, এই সময় তোমার পাশে থাকতে চাই আমি,' অশীতিপর বৃদ্ধ হোমা ফুকুদা এক গাল হাসলেন। জাকি ওয়াহামা লক্ষ করল, ভদ্রলোকের হাঁটাচলায় অদ্ভুত একটা প্রাণচাঞ্চল্য রয়েছে, আগে যা তার চোখে পড়েনি।

'প্ল্যান অনুসারে মিডওয়েস্ট স্টেটে একটা গাড়ি-বোমা ফাটানো হয়েছে।'

'গুড, ভেরি গুড। হোয়াইট হাউসের প্রতিক্রিয়া?'

চেহারায় উদ্বেগ, জাকি ওয়াহামা বলল, 'কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। যেন মনে হচ্ছে ওরা ব্যাপারটা চেপে রাখতে চাইছে।'

হোমা ফুকুদা গম্ভীর হলেন। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ দুটো। 'প্রেসিডেন্ট যদি আমাদের বিরুদ্ধে পারমাণবিক আক্রমণের নির্দেশ না দিয়ে থাকেন, ধরে নিতে হবে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেছেন তিনি।'

'সেক্ষেত্রে বলা চলে জুয়ায় আমরা জিতেছি।'

'সম্ভবত, তবু এদো প্রজেক্ট সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা উৎসব করতে পারি না।'

'তোশিবা সুমারু কথা দিয়েছে, কাল সন্ধের দিকে কোন এক সময় নতুন কোড প্রোগ্রাম করা হয়ে যাবে।'

জাকি ওয়াহামার কাঁধে একটা হাত রাখলেন বৃদ্ধ হোমা ফুকুদা। 'আমার মনে হয় এখুনি প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি লাইনে কথা বলা দরকার। আমাদের নতুন জাপানের শর্তগুলো তাঁকে জানাতে হবে।'

'নতুন জাপান ও নতুন আমেরিকা,' গর্বের সুরে বলল জাকি ওয়াহামা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' হোমা ফুকুদা তাঁর নতুন শিষ্যের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'নতুন একটা জাপানীজ আমেরিকা।'

আট

লকহীড সি-ফাইভ গ্যালাক্সি, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কার্গো প্লেন, ওয়েক দ্বীপের এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল। প্লেনটা থামার পর এগিয়ে এল একটা কার, ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ডান ডানার ছায়ায়। গাড়ি থেকে নেমে প্লেনের সামনের দিকের একটা হ্যাচ গলে ভেতরে ঢুকল রানা ও ববি।

ভেতরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি, পথ দেখিয়ে কার্গো বে-তে নিয়ে এলেন—এখানে ছ'টা হাইওয়ে বাস রাখার পরও একশোজন আরোহীর বসার সীট ফেলা যাবে। নুমার একটা ডীপ সী মাইনিং ভেহিকেলকে পাশ কাটাল ওরা। হাঁটার গতি কমিয়ে বিশাল মেশিনটার গায়ে হাত বুলাল রানা, মনে পড়ে গেল লোলায় চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তলা থেকে কিভাবে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সেই লোলারই উন্নত সংস্করণ এটা, নাম দেয়া হয়েছে ডার্লিং।

ডীপ সী ভেহিকেলে সাধারণত কাদা সরানোর জন্যে প্রকাণ্ড হাতা ও থাবা থাকে যান্ত্রিক বাহুতে, তার বদলে এটায় বাহুর বর্ধিত অংশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রিমোট ম্যানিপুলেটর, আঁকড়ে ধরে ধাতব বস্তু কাটার জন্যে। নতুন আরেকটা জিনিস লক্ষ করল রানা, মেশিনটার ওপরের অংশ ও কন্ট্রোল কেবিনের মাথায় প্রকাণ্ড একটা নাইলন প্যাক। ওটা থেকে ভারী লাইন নেমে এসেছে, সংযুক্ত হয়েছে ভেহিকেলের বিভিন্ন পয়েন্টের সঙ্গে।

চেহারায় বিষণ্নতা ফুটিয়ে তুলে ববি বলল, 'আমার সেই পুরানো অনুভূতিটা ফিরে এসেছে,' বলল সে। 'আবার ওটা আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি।'

রানা ও ববি দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে জর্জ হ্যামিলটন বললেন, 'সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। টেক-অফ করার জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে ওরা।'

অ্যাডমিরালের পিছু পিছু অফিসের মত দেখতে একটা কমপার্টমেন্টে ঢুকল

ওরা। সীট-বেল্ট বাঁধছে, এই সময় সচল হলো দৈত্যাকার বিমান। আটাশটা চাকা ঘুরতে শুরু করল, ঘোরার গতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। তারপর এক সময় আকাশে উঠে এল ওরা।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে ববি বলল, 'ছোঁ দিয়ে আমাদের তুলতে মাত্র তিন মিনিট সময় নিল পাইলট।'

গম্ভীর সুরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'হাতে নষ্ট করার মত সময় সত্যি নেই।'

পেশীতে ঢিল দিল রানা, লম্বা করল পা দুটো। 'ধরেই নিচ্ছি আপনার একটা প্ল্যান আছে।'

'ভিক্টর ক্যানিং আর আর্থার ওয়েন কতটুকু বলেছেন তোমাদের?' অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন।

'বলেছেন একটা বি-টোয়েনটিনাইন সাগরের তলায় পড়ে আছে,' বলল রানা। 'তারপর সোসেকি দ্বীপের চারধারের জিওলজি ও সিসমিক ফল্ট সিস্টেম সম্পর্কে লেকচার দিলেন। আর্থার ওয়েনের ধারণা, প্লেনটার ভেতর যে অ্যাটমিক বোমাটা আছে তা ফাটিয়ে দিতে পারলে শক ওয়েভের কারণে দ্বীপটা সাগরের নিচে ডুবে যাবে।'

'আমার বিশ্বাস, এটা একটা ফালতু ধারণা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'তারপর ডেভিড বুন আমাদেরকে ছুটি দিয়ে ওয়েক আইল্যান্ডের সৈকতে ফুর্তি করতে বললেন। ইতিমধ্যে টীমের বাকি সবাই প্লেনে চড়ে আমেরিকায় চলে গেছে। আমি জানতে চাইলাম, আমাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে কেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনি এসে সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন।'

'ডেভিড বুন উত্তর এড়িয়ে গেছে, কারণ উত্তরগুলো তার জানা নেই,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এমনকি ভিক্টর ক্যানিং ও আর্থার ওয়েনও সাদা পতাকা সম্পর্কে কিছু জানেন না।'

'সাদা পতাকা মানে?' রানা কৌতূহলী।

'আমাদের অপারেশনের কোডনেম।'

'আমাদের অপারেশন?' সতর্ক প্রশ্ন ববির।

'আশা করি ডার্লিঙের সাথে কোন সম্পর্ক নেই? কিংবা পার্ল হারবারে ওই নামে যে যুদ্ধজাহাজটা আছে, তার সাথে?'

'থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। কোডনেম সাধারণত অর্থবহ হয় না।' রানা ও ববির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। পুরো একটা দিন বিশ্রাম নেয়ায় উপকার হলেও, এখনও অত্যন্ত ক্লান্ত ওরা। অপরাধবোধের একটা অস্বস্তিকর খোঁচা অনুভব করলেন তিনি। ওদেরকে এতটা ধকল সইতে হয়েছে, সেজন্যে তিনিই দায়ী। এখন আবার প্রেসিডেন্ট ও রবিন ট্যালবটকে ওদের সার্ভিস নেয়ার জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ জানেন মহাসাগরের অতল পরিবেশ সম্পর্কে ওদের দু'জনের মত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান জীবিত আর কোন লোকের মধ্যে নেই। আবার একটা ঘর্ণি বহুল বিপদের মুখে

ওদেরকে ঠেলে দেয়াটা সত্যি নিষ্ঠুরতারই নামান্তর, কিন্তু তাঁর সামনে দ্বিতীয় কোন বিকল্প ছিল না। সমস্যাটা ব্যাখ্যা করার পর বিসিআই ডিরেক্টর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান রানাকে ধার দিতে নিমরাজি হন, তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও। রাহাত খানকে পুরোপুরি রাজি করানোর জন্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে দিয়ে অনুরোধ করাতে হয়েছে।

টেবিলে রেখে একটা জিওলজিকাল চার্টের ভাঁজ খুললেন তিনি, সোসেকি দ্বীপের চারদিকে পঞ্চাশ কিলোমিটার সাগরের মেঝে দেখা যাচ্ছে। 'ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস করার মত যোগ্য লোক কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, কাজেই আবার তোমাদেরকেই নির্বাচন করা হয়েছে। ডীপ সী মাইনিং ভেহিকেল সম্পর্কে একমাত্র তোমরাই অভিজ্ঞ।'

'ভাবতে ভাল লাগছে মানুষের উপকারে লাগি আমরা,' বিড়বিড় করে বলল ববি।

'কি বললে?'

'ববি জিজ্ঞেস করছে, ঠিক কি করতে হবে আমাদের,' বলে চার্টের ওপর ঝুঁকল রানা, তাকাল একটা ক্রস চিহ্নের দিকে, নিচে লেখা রয়েছে বেলিংস ডেমনস। 'বোমাটা ফাটাবার জন্যে ডিএসএমভি ব্যবহার করতে হবে আমাদের, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমরা টার্গেট সাইটে পৌঁছুনোর পর তোমাদেরকে ও ডার্লিংকে প্যারাসুটের সাহায্যে পানিতে নামিয়ে দেয়া হবে।'

'তারপর?' জানতে চাইল ববি।

'সাগরে নামার পর নিচে, তলায় চলে যাবে তোমরা—প্যারাসুট থাকায় গতি দ্রুত হবে না। তারপর ওটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে বি-টোয়েনটিনাইনের কাছে। ফিউজিলাজে আছে অ্যাটমিক বোমাটা, বের করে আনবে। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বয়ে আনতে হবে ওটাকে, ফাটাবার জন্যে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ববি, যেন হঠাৎ ভূত দেখেছে। 'ওহ্ গড! যা ভয় করেছিলাম তারচেয়ে মারাত্মক।'

ঠাণ্ডা চোখে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'পাশে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাটম বোমা ফাটাতে বলছেন, একটু বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'ইউনিভার্সিটির পঞ্চাশজন বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ার একসাথে বসে অপারেশন হোয়াইট ফ্ল্যাগের প্রোগ্রাম ফাইনাল করেছেন। আমার কথায় বিশ্বাস রাখো, সফল হবার নিখুঁত একটা ডায়াগ্রাম তৈরি করেছেন তাঁরা।'

'এতটা নিশ্চিত তাঁরা হন কিভাবে?' জানতে চাইল ববি। 'এর আগে একটা প্লেন থেকে পঁয়ত্রিশ টন ডীপ সী ভেহিকেল সমুদ্রে নামায়নি কেউ।'

'সমস্ত দিক অঙ্ক কষে বিবেচনা করা হয়েছে, ব্যর্থতার সমস্ত সম্ভাবনা বাতিল করা হয়েছে এক এক করে। তোমরা পানিতে নামবে খসে পড়া একটা পাতার মত হালকাভাবে।'

'নরকের পথে প্রথম পদক্ষেপ,' কৌতুক করল ববি, যদিও আওয়াজটা

ভাল করে ফুটল না।

'বিপদ সম্পর্কে আমরা সচেতন, মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি বলে তোমাদের ওপর আমাদের সহানুভূতিও আছে, কিন্তু তোমার ক্যাসানড্র্যান আচরণ কোন উপকারে আসবে না।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ববি। 'কি আচরণ?'

'অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রবণতা,' ব্যাখ্যা করল রানা।

খোশ মেজাজে কাঁধ ঝাঁকাল ববি। 'আমি শুধু নির্ভেজাল অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলাম।'

'বিধ্বস্ত একটা প্লেন থেকে কিভাবে বোমাটাকে বের করব আমরা?' জানতে চাইল রানা। 'ফাটাবই বা কিভাবে?'

দু'জনের হাতেই একটা করে ফোল্ডার ধরিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ফটো, ডায়াগ্রাম ও নির্দেশ, সব মিলিয়ে প্রতিটি ফোল্ডারে চল্লিশটা করে পাতা। 'ওগুলোর ভেতর সব দেয়া আছে। এখান থেকে ড্রপ জোনে পৌঁছুতে সময় লাগবে, সেই ফাঁকে পড়ে নিতে পারবে।'

'প্রায় পঞ্চাশ বছর পানিতে পড়ে রয়েছে বোমাটা, দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা প্লেনের ভেতর। কিভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব, এখনও ওটা ফাটবে?'

'পিরামিডার স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ফটোতে দেখা গেছে, ফিউজিলাজটা সম্পূর্ণ অক্ষত। তারমানে বোমাটারও কোন ক্ষতি হয়নি। প্রয়োজনে দীর্ঘদিন পানিতে ফেলে রেখে, ব্যবহার করার সময় তোলা হবে, এ-কথা ভেবেই বোমাটার ডিজাইন করা হয়েছিল। ওটার ব্যালিস্টিক কেসিং-এর আর্মারড উপাদানগুলো এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে, ভেতরে যাতে পানি ঢুকতে না পারে। ওটা যারা তৈরি করেছিল, তাদের মধ্যে দু'একজন আজও বেঁচে আছে, তারা কসম খেয়ে বলছে, সাগরের তলায় আরও পাঁচশো বছর থাকলেও ফাটবে ওটা।'

মুখ হাঁড়ি করে জানতে চাইল ববি, 'একটা টাইমার থাকবে, আশা করি?'

'বিস্ফোরণের আগে এক ঘণ্টা সময় পাবে তোমরা,' জবাব দিলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'লোলার চেয়ে ডার্লিঙের গতি বাড়ানো হয়েছে। বিস্ফোরণের ধাক্কা এড়ানোর জন্যে যথেষ্ট দূরে আসতে পারবে তোমরা।'

'যথেষ্ট দূরে মানে কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'বারো কিলোমিটার।'

'শেষ ফলাফল কি?'

'ধারণাটা হলো, সাগরের তলায় পুরানো অ্যাটমিক বোমাটার সাহায্যে একটা কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টি করা। ভূমিকম্পের ফলে সাগরের তলায় কিছু ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটবে, ঠিক যে-ধরনের ঘটনা বা বিপর্যয় উইনারকে ধ্বংস করেছিল।'

'তাতে সোসেকি দ্বীপের কি এমন ক্ষতি হবে?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক মিলিয়ন বছর আগে সোসেকি দ্বীপ তৈরি হয়েছে একটা আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে। আগ্নেয়গিরিটা বিস্ফোরিত হয়েছিল জাপানের

উপকূল ঘেঁষে, লাভা বিস্তৃত হয় সাগরের অনেক দূর পর্যন্ত। এক সময় এই বিশাল লাভা জাপানের মেইনল্যান্ডের একটা বাহু ছিল, পানির ওপর দুশো মিটার পর্যন্ত জেগে ছিল। তবে লাভার নিচে রয়েছে প্রাচীন নরম পলি। নরম পলিতে ডেবে যেতে শুরু করে লাভার বিস্তৃতি, এক সময় শুধু চূড়াটা ছাড়া বাকিটুকু তলিয়ে যায় পানির তলায়।'

'সেই চূড়াই আজ সোসেকি দ্বীপ?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে আমরা ধরে নিচ্ছি, শক ওয়েভ ও ভূমিকম্প দ্বীপের নিচের পলিমাটিকে দুর্বল করে তুলবে, দ্বীপটা বসে যাবে আরও নিচের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ব্যাপারটা অতিরিক্ত সহজ বলে মনে হচ্ছে।'

মাথা নাড়লেন জর্জ হ্যামিলটন। 'আরও ব্যাপার আছে। শুধু শক ওয়েভে কাজ হবে না। সেজন্যেই ফাটাবার আগে প্লেন থেকে খানিক দূর সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে বোমাটাকে।'

'সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কোথায়?'

'দ্বীপের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে একটা গভীর ট্রেঞ্চ, সেই ট্রেঞ্চের ঢালে। সাবওশেন শক সৃষ্টি করা ছাড়াও, আমরা আশা করছি অ্যাটমিক বিস্ফোরণের ফলে ট্রেঞ্চের পাঁচিলও বেশ খানিকটা ভেঙে পড়বে। কয়েক মিলিয়ন টন পলিমাটির ধস আর শক ওয়েভ, দুটো মিলে প্রচণ্ড একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি তৈরি করবে।'

'অর্থাৎ একটা সিসমিক সী ওয়েভ তৈরি হবে,' বলল রানা।

'সিসমিক শকে দ্বীপটা ডুবতে শুরু করবে,' বলে চলেছেন অ্যাডমিরাল, 'তারপর ওটাকে ধাক্কা দেবে জলোচ্ছ্বাস।' কমপিউটর থেকে জানা গেছে, দশ মিটার উঁচু হবে ওটা, গতি হবে ঘণ্টায় চারশো কিলোমিটার। সোসেকি দ্বীপের সারফেসে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সব ডুবে যাবে—ড্রাগন সেন্টার সহ।

'দৈত্যটাকে মুক্ত করব আমরা?' জানতে চাইল ববি। 'আমরা দু'জন?'

'তোমরা দু'জন আর ডার্লিং। ওটাকে মডিফাই করা হয়েছে।'

চার্টের দিকে তাকিয়ে দূরত্বটুকু আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। আন্ডারওয়াটার ট্রেঞ্চের ঢাল, যেখানে বোমাটা ফাটানো হবে বলে চিহ্ন এঁকে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে বম্বারটার দূরত্ব হবে আটাশ কিলোমিটার। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরানো একটা অ্যাটম বোমাকে অচেনা ও দুর্গম সাগরের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ বা ঝুঁকিবিহীন কাজ হবে না।

'বোমাটা ফাটল, তারপর কি হবে?' জানতে চাইল রানা।

'ডার্লিংকে নিয়ে কাছাকাছি তীরে চলে আসবে তোমরা, ওখানে একটা স্পেশ্যাল ফোর্স টীম তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

বড় করে শ্বাস নিল রানা।

'আর কোন প্রশ্ন, রানা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

রানার চোখে সংশয় ও সন্দেহ। 'এরকম উদ্ভট অপারেশনের কথা জীবনে

কখনও শুনিনি আমি। এ যেন স্বেচ্ছায় মরতে চাওয়া।'

সি-ফাইভ গ্যালাক্সি প্রতি ঘণ্টায় চারশো ষাট কিলোমিটার বেগে ছুটছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে সঙ্কে নেমে এল। কার্গো বে-তে ডার্লিঙের ইলেকট্রনিক ও পাওয়ার সিস্টেম চেক করছে ববি। জর্জ হ্যামিলটন কাজ করছেন অফিস কমপার্টমেন্টে, সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করছেন, সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও রবিন ট্যালবটের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন রেডিওতে। হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে গলদঘর্ম হচ্ছেন তাঁরা। সী ফ্লোর জিওলজি সম্পর্কে নতুন তথ্য পাবার জন্যে জিওফিজিসিস্টদের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন অ্যাডমিরাল। ওদের সঙ্গে সুখেন চ্যাটার্জিও আছেন। প্লেনটা থেকে বোমাটা কিভাবে সরাবে, তারপর কিভাবে ফাটাবে, সে-সম্পর্কে রানার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ভদ্রলোক।

আকাশে আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে রানা, উচিত ছিল ববির পাশে দাঁড়িয়ে ডার্লিঙের সঙ্গে পরিচয়টা ভাল করে ঝালাই করে নেয়া। তা না করে ও যা করছে, অদ্ভুতই বলতে হবে। ক্রুদের কাছ থেকে যতগুলো পারে লাঞ্চ বক্স সংগ্রহ করছে ও, কিছু চেয়ে নিল, কিছু কিনে। খাবার পানি সংগ্রহ করল ত্রিশ লিটার। এমনকি কফিও সংগ্রহ করল। সবই যত্ন করে তুলে রাখল ডার্লিঙে। এয়ার ফোর্স ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে খানিকটা কেবল ধার করল ও, ধার করল একটা ছোট ইলেকট্রিক উইঞ্চ। সবশেষে ডার্লিঙের অপারেটর'স চেয়ারে বসল, ভাবছে মিশনটা সফল হবে কিনা। বি-টোয়েনটিনাইন থেকে বোমা বের করা অত্যন্ত জটিল একটা কাজ, তারপর অচেনা সাগরের মেঝের ওপর দিয়ে বারো কিলোমিটার সরে আসতে হবে প্রাণ নিয়ে, তা না হলে বিস্ফোরিত অ্যাটম বোমা ভস্ম করে দেবে ওকে।

'ফিফটিন মিনিটস টু ড্রপ, জেন্টলমেন,' কার্গো বে-র স্পীকার থেকে ভেসে এল পাইলটের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের তৈরি হবার সময় হয়েছে,' জর্জ হ্যামিলটন বললেন, মুখের চামড়া টান টান হয়ে আছে।

ববির কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'রওনা হবার আগে চলো বাথরুম ব্যবহার করি।'

অবাক হয়ে তাকাল ববি। 'কেন? ডার্লিঙে তো ওয়েস্ট সিস্টেম আছেই।'

'সাবধানের মার নেই। কেউ জানি না পানিতে কত জোরে পড়ব আমরা। অ্যাক্সিডেন্টের সময় শরীরের ভেতরটা যাতে জখম না হয় সেজন্যে রেস কারের ড্রাইভাররা প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সব সময় ব্লাডার খালি করে নেয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল ববি। 'বেশ।' টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল সে।

টয়লেটে ঢুকছে ববি, বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল, উত্তরে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, কয়েকটা মোটা তার দিয়ে ছোট্ট টয়লেট বেঁধে ফেলল সে।

কি ঘটছে বুঝতে পেরে ভেতর থেকে চিৎকার জুড়ে দিল ববি। 'রানা, না!

গড, নো! রানা, প্লীজ।'

কি ঘটছে জর্জ হ্যামিলটনও তা বুঝতে পারলেন। 'তুমি একা পারবে না।' রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলেন তিনি। 'তোমরা দু'জন, এ-কথা মনে রেখে প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছে।'

'ডার্লিংকে চালাবার জন্যে একজনই যথেষ্ট। দু'জনকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া বোকামি।' টয়লেটের দরজায় ঘন ঘন লাথি পড়ছে, ইস্পাতের কেবল জড়ানো থাকায় খুলছে না ওটা। 'ববিকে বলবেন, সত্যি আমি দুঃখিত। যদি বেঁচে ফিরে আসি, ওর সমস্ত গালমন্দ আমি হাসিমুখে হজম করব।'

'আমি নির্দেশ দিলেই ক্রুরা ওকে বের করে আনবে।'

রাবারের মত প্রসারিত হলো রানার ঠোঁট। 'তা পারেন, কিন্তু কাজটা করতে হলে আমার সাথে লড়তে হবে ওদের।'

'তুমি কিন্তু অপারেশনটা নষ্ট করছ। পানিতে নামার সময় যদি আহত হও, তখন কি হবে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'একজন বন্ধুকে হারাতে হবে, এই ভয় নিয়ে সিরিয়াস কোন কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

জর্জ হ্যামিলটন জানেন, তাঁর স্পেশ্যাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে টলানো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে রানার একটা হাত নিজের দুটো দিয়ে ধরলেন তিনি। 'ফিরে এসে কি দেখতে চাও তুমি, রানা, মাই সান?'

উষ্ণ হাসি ফুটল রানার মুখে। 'এক প্লেট গলদা চিংড়ি, গ্রীন স্যালাড, বিয়ার আর আপনাদের হাসিমুখ—বিশেষ করে ববির।' ঘুরল রানা, ডার্লিঙে চড়ল, ভেতর থেকে সীল করে দিল হ্যাচ।

সি-ফাইভ গ্যালাক্সিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের পাশের হাতলটা ধরে টান দিল কো-পাইলট, ইলেকট্রিক মটরের গুঞ্জন শোনা গেল, সেই সঙ্গে কার্গো ডেকের মেঝে এক পাশে সরে যাওয়ায় বিরাট একটা ফাঁক দেখা গেল। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ও দু'জন ক্রুর শরীর সেফটি স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, ডার্লিঙের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁরা। বিরাট ফাঁকটা দিয়ে তীব্র বাতাস আসছে। ডার্লিঙে বসে রয়েছে রানা।

'ড্রপ জোনে পৌঁছুতে আর ষাট সেকেন্ড,' পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওদের হেডসেটে। 'বাতাসের গতি পাঁচ নট। আকাশে মেঘ নেই। বাঁকা চাঁদ। সাগরে চার ফুট ঢেউ। রাডারে কোন সারফেস শিপ দেখা যাচ্ছে না।'

'পরিবেশ গ্রহণযোগ্য,' নিশ্চিত করলেন অ্যাডমিরাল।

ডার্লিঙের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাডমিরাল শুধু দেখতে পাচ্ছেন কার্গো ডেকের বিরাট হাঁ। এক হাজার মিটার নিচে সাগর চকচকে রূপো।

'আর বিশ সেকেন্ড,' বলে কাউন্ট ডাউন শুরু করল পাইলট।

বিশাল বাহনের স্বচ্ছ বো থেকে হাত নাড়ল রানা। মনে যদি কোন ভয় বা উদ্বেগ থাকেও, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। টয়লেটের দরজায় এখনও

পদাঘাত করছে ববি, তবে বাতাসের গর্জনে আওয়াজটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

'ফাইভ, ফোর, থ্রী, টু, ওয়ান, ড্রপ!'

হাইড্রলিক পাম্পের সাহায্যে অকস্মাৎ তুলে ফেলা হলো সামনের রেইল, পিছন দিকে পিছলে গেল ডার্লিং, ফাঁকের কিনারা দিয়ে খসে পড়ল প্লেন থেকে অন্ধকার শূন্যে। ত্রিশ টন ওজনের ডার্লিংকে চোখের পলকে ও সাবলীল ভঙ্গিতে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন অ্যাডমিরাল, সতর্কভাবে ডেকের কিনারার দিকে এগোলেন তিনি, নিচের দিকে ঝুঁকে তাকালেন।

চাঁদের আলোয় ছুটন্ত একটা উল্কার মত দেখা গেল প্রকাণ্ড ডীপ সী মাইনিং ভেসেল ডার্লিংকে।

প্রথমে তীরবেগে নামতে শুরু করল ডার্লিং, তারপর প্রকাণ্ড আকৃতির তিনটে ছাতা অর্থাৎ প্যারাসুট খুলে যেতেই নামার গতি মন্থর হয়ে পড়ল। ওপর দিকে তাকিয়ে স্বস্তিবোধ করল রানা, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। প্রথম বাধাটা পিছনে ফেলে এসেছে ও। এবার নিরাপদে পানিতে পড়তে হবে, নেমে যেতে হবে তিনশো বিশ মিটার গভীর সাগরের তলায়, অখণ্ড ও অক্ষত অবস্থায়। অপারেশনের এই পর্যায়ে কিছুই ওর করার নেই, কাজেই যাত্রা উপভোগ করা যেতে পারে।

চাঁদের আলোয় সি-ফাইভ গ্যালাক্সিকে পরিষ্কার চিনতে পারল ও, ডার্লিংকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। অ্যাডমিরাল টয়লেট থেকে ববিকে বের করেছেন কিনা ভাবল। মনে মনে হাসল ও, অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ববির।

আকাশ থেকে পানির দূরত্ব মাপা দিনের বেলা অত্যন্ত কঠিন, রাতে প্রায় অসম্ভব। তবে ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো প্রতিফলিত হতে দেখে রানা আন্দাজ করল আর পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পানিতে পড়বে ও। সীটটা কাত করে নিল, অতিরিক্ত প্যাডের ওপর স্থির হলো সেটা। সি-ফাইভের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল একবার, যদিও জানে প্লেন থেকে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না।

অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল ডার্লিং, জোড়া ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ল। সাগরের পানিতে বেশ বড় একটা গর্ত তৈরি হলো, পাঁচিলগুলো গোলাকার। তারপরই পানির নিচে ডুব দিল ডার্লিং।

প্যারাসুট থাকায় আশঙ্কার চেয়ে কমই লাগল ধাক্কাটা, রানার কোন হাড় ভাঙল না বা কোথাও ছড়েও গেল না। সীটটাকে খাড়া করে নিল ও, প্রতিটি পাওয়ার সিস্টেম চেক করল। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলছে দেখে খুশি হয়ে উঠল মন। কমপিউটর মনিটর জানিয়ে দিল, কোথাও কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়নি। বাইরের আলো জ্বালল, আলোটাকে তাক করল ওপর দিকে। দুটো প্যারাসুট মেলা অবস্থায় রয়েছে, তৃতীয়টা মোচড় খেয়ে জড়িয়ে গেছে লাইনের সঙ্গে।

কমপিউটর স্ক্রীনের ওপর চোখ, নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিয়ে নামার গতি জেনে নিল রানা। স্ক্রীনের ওপর দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে গেল সংখ্যাগুলো,

জ্বলে উঠল লাল ওয়ার্নিং সিগন্যাল। প্রতি মিনিটে একষট্টি মিটার নামছে ডার্লিং। কিন্তু নামার গতি হিসেব করা হয়েছিল, খুব বেশি হলে বিয়াল্লিশ ছাড়াবে না। প্রতি মিনিটে উনিশ মিটার দ্রুত নামছে ডার্লিং।

'এত ব্যস্ত যে কথা বলতে পারবে না?' রানার এয়ারফোনে অ্যাডমিরালের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' জবাব দিল রানা।

'প্যারাসুট?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল, কি শুনতে হবে ভেবে উদ্বেগ বোধ করলেন।

'একটা শুট লাইনের সাথে জড়িয়ে গেছে, ফলে নামার গতি বেড়ে গেছে আমার।'

'স্পীড?'

'একষট্টি।'

'নট গুড।'

'সব কথা শুনতে চাই আমি।'

ল্যান্ডিং সাইটটা বেছে নেয়া হয়েছে জায়গাটা সমতল এবং নরম পলিমাটি দিয়ে তৈরি বলে। তোমার গতি বেশি হলেও, পানিতে নামার সময় যেরকম ধাক্কা খেয়েছ তারচেয়ে কমই লাগবে।'

'ধাক্কার কথা ভাবছি না,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে কমপিউটর মনিটরে। 'ভাবছি ত্রিশ টন ডার্লিং দশ মিটার নরম কাদায় না ডুবে যায়। লোলার মত এটায় স্কুপ নেই যে মাটি খুঁড়তে পারবে।'

'আমরা তোমাকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনব,' প্রতিশ্রুতি দিলেন অ্যাডমিরাল।

'কিন্তু অপারেশনের কি হবে?'

এত নিচু গলায় কথা বললেন অ্যাডমিরাল, কোন রকমে শুনতে পেল রানা, 'অপারেশন বাতিল করা হবে⋯।'

'হোল্ড অন!' অকস্মাৎ বাধা দিল রানা। 'মনিটরে সাগরের তলা দেখতে পাচ্ছি।'

অন্ধকার থেকে কালো কুৎসিত তলদেশ দ্রুতবেগে উঠে আসছে। স্পঞ্জ কেকে একটা আঙুলের মত কাদায় ডুবে গেল ডার্লিং। ঠাণ্ডা কালো পানিতে ফুলে-ফেঁপে উঠল একটা বিশাল মেঘ, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

সি-ফাইভে কালো হয়ে গেল অ্যাডমিরাল ও ববির চেহারা, ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা রানার গলা শোনার জন্যে। টয়লেট থেকে মুক্ত হবার পর ববির সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেছে। সাগরের গভীর তলদেশে বন্ধুর নিয়তির কথা ভেবে বিচলিত বোধ করছে সে।

ডার্লিং কাদার ভেতর পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে কিনা বুঝতে পারল না রানা। ও শুধু দৃঢ় একটা চাপ অনুভব করল। চারদিকের সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য হয়েছে। ক্যামেরা ও বাইরের আলোয় শুধু বাদামী ও খয়েরি কাদা দেখা গেল। ভাগ্য ভাল যে প্যারাসুটগুলো স্রোতের টানে ডার্লিঙের একপাশে সরে গেছে।

বোতাম টিপে শুটের লাইনে আটকানো হুকগুলো খুলে নিল রানা। তারপর নিউক্লিয়ার পাওয়ার সিস্টেম চালু করল, যাতে সিধে হয়ে সামনে এগোতে পারে ডার্লিং। কাঁপুনিটা অনুভব করল ও, বিশাল ট্রাক্টর বেল্ট মাটি কামড়ে ঘুরতে শুরু করেছে। বেল্ট ঘুরছে, তবে ডার্লিং সামনে বাড়ছে বলে মনে হলো না।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর হঠাৎ ঝাঁকি খেল ডার্লিং, কাত হয়ে পড়ল ডান দিকে। কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করে বাহনটাকে সিধে করে নিল রানা। অনুভব করল, একটু একটু করে সামনে এগোচ্ছে। ক্রমশ বাড়ছে গতি।

হঠাৎ করেই কাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত বেগে ছুটল ডার্লিং। চারপাশের পানি ঘোলা। আরও পঞ্চাশ মিটার এগোবার পর দৃষ্টিসীমা বাড়তে শুরু করল, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে পানি।

পেশী ঢিল করে দিয়ে বসে আছে রানা, আপনগতিতে এগিয়ে চলেছে ডার্লিং। খানিক পর অ্যাডমিরাল ও ববির সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। জানাল, বেলিংস ডেমনস-এর দিকে রওনা হয়ে গেছে।

সকাল দশটার দিকে জর্জ হ্যামিলটনের মেসেজ নিয়ে হোয়াইট হাউসে ঢুকলেন রবিন ট্যালবট। শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টে এইমাত্র বেডরুমে ঢুকেছেন প্রেসিডেন্ট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট বাঁধছেন, সিচুয়েশন রুম থেকে খবর এল।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট,' সবিনয়ে বললেন রবিন ট্যালবট। 'ভাবলাম শুনে খুশি হবেন যে অপারেশনটা সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে। ডার্লিংকে নিয়ে বেলিংস ডেমনস-এর দিকে রওনা হয়ে গেছেন মাসুদ রানা।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাল একটা খবর দিয়ে শুরু হলো দিনটা। বম্বারের কাছে পৌঁছুতে কতক্ষণ সময় নেবেন উনি?'

'এক ঘণ্টা। আরও কম লাগবে যদি সাগরের তলা সমতল হয়।'

'আর বিস্ফোরণ?'

'দু'ঘণ্টা লাগবে বোমাটা সরাতে। আরও তিন ঘণ্টা এক্সপ্লোশন সাইটে পৌঁছে ডিটোনেটর সেট করতে, নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে।'

'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'তেমন কোন সমস্যা হয়নি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ভয় করেছিলেন, পতনের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ডার্লিং, তবে সেরকম কিছু ঘটেনি। আরেকটা বিষয় হলো, মি. মাসুদ রানা মি. ববি মুরল্যান্ডকে যেভাবেই হোক ফাঁকি দিয়েছেন। কাজটা তিনি একা করছেন।'

মনে মনে খুশি হলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি অবাক হচ্ছি না। সিআইএ-র গোপন ফাইলে দেখলাম, ভদ্রলোকের বিবেচনাবোধ অত্যন্ত প্রখর—একজন বন্ধুকে বিপদে ফেলার আগে নিজেই বরং প্রাণদান করবেন। মানুষের এই গুণটা সাঙ্ঘাতিক দুর্লভ। ভদ্রলোকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল, আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি। গাড়ি-বোমা সম্পর্কে নতুন কিছু খবর পেলে?'

'টাস্ক ফোর্স এ-পর্যন্ত সাতাশটা গাড়ি-বোমা খুঁজে বের করেছে।'

'হোমা ফুকুদা ও জাকি ওয়াহামা এতক্ষণে বুঝতে পারছে, তাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছি আমরা। বোমা ফাটাবার কোড যদি ওদের কাছে থাকত, এতক্ষণে আওয়াজ পেতাম।'

'প্রতিযোগিতায় আমরা জিতেছি কিনা শিগগিরই জানতে পারব,' শান্তসুরে বললেন রবিন ট্যালবট।

প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ফিলিপ হারমান হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। এলিভেটর থেকে নামতেই তাঁকে দেখতে পেলেন প্রেসিডেন্ট। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে,' বললেন তিনি, 'খালি পায়ে বিষ-পিঁপড়েদের কলোনিতে দাঁড়িয়ে আছ। কি ব্যাপার, ফিলিপ?'

'কমিউনিকেশন লাউঞ্জে আসুন, প্লীজ, মি. প্রেসিডেন্ট। কিভাবে যেন আমাদের সেফ কমিউনিকেশন সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে জাকি ওয়াহামা, ভিডিওতে আপনাকে চাইছে সে।'

'স্ক্রীনে রয়েছে সে?'

'এখনও আসেনি, তবে বলছে আপনার সাথে কথা বলতে চায়।'

'সিচুয়েশন রুমকে সতর্ক করো, আলোচনাটা যাতে শুনতে পায় ওরা।'

কমিউনিকেশন রুমে ঢুকে একটা লেদার চেয়ারে বসলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর সামনের দেয়ালে বিশাল ও চারকোনা একটা স্ক্রীন দেখা যাচ্ছে। চেয়ারের হাতলে বোতাম, সেটা টিপতেই স্ক্রীনে ফুটে উঠল জাকি ওয়াহামার জ্যান্ত ছবি।

মাদুরের ওপর পদ্মাসনে বসে রয়েছে জাকি ওয়াহামা, হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর। দামী বিজনেস স্যুট পরে আছে সে, পায়ে জুতো নেই, তবে মোজা আছে। তার প্রান্তের স্ক্রীনে প্রেসিডেন্টের ছবি ফুটে উঠতেই সামান্য মাথা ঝাঁকাল সে।

'আপনি আমার সাথে আলোচনা শুরু করতে চান, মি. ওয়াহামা?'

'হ্যাঁ, চাই, অবশ্যই,' বলল জাকি ওয়াহামা, সম্মানসূচক কোন রকম সম্বোধন এড়িয়ে গেল।

প্রথমেই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলেন প্রেসিডেন্ট। 'মন্টানা সীমান্তে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, মানতেই হবে। বিস্ফোরণটা আসলে একটা মেসেজ ছিল, তাই না?'

জাকি ওয়াহামার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠা-নামা করল দেখে প্রেসিডেন্ট ধরে নিলেন, লোকটা নার্ভাস বোধ করছে, যদিও তার চেহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। 'আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার,' বলল জাকি ওয়াহামা। 'সোসেকি দ্বীপে আমাদের কি ধরনের ফ্যাসিলিটি রয়েছে, আশা করি ইতিমধ্যেই আপনি তা মিস লরেল ও মি. গ্রাফটনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। মার্কিন ইন্টেলিজেন্সও নিশ্চয়ই আপনাকে অন্ধকারে রাখেনি...।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি আপনাদের ড্রাগন সেন্টার

ও এদো প্রজেক্ট সম্পর্কে সব কথাই জানি।' লক্ষ করছেন, জাকি ওয়াহামা জেনজো ইয়াহামার কথা তোলেনি। 'যদি ভেবে থাকেন আরেকটা গাড়ি-বোমা ফাটলে আমি পাল্টা আঘাত হানার নির্দেশ দেব না, মারাত্মক ভুল করবেন আপনি।'

'লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,' শুরু করল জাকি ওয়াহামা, এবারও তাকে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'আপনারা কি চান তা-ও আমরা জানি,' বললেন তিনি। 'পাবার চেষ্টা করে দেখুন, পরিণতির জন্যে আপনারাই দায়ী থাকবেন। পিঁপড়ের পাখা গজায় মরার জন্যে। বোধহয় কিছু একটা বলতে চান আপনি, তা না হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কেন?'

'আমার কয়েকটা নির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে।'

'শুনতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

'গাড়ি-বোমার তল্লাশি বন্ধ করার নির্দেশ দিন। আর যদি একটাও আটক করা হয়, ডিটোনেটের জন্যে সিগন্যাল পাঠানো হবে। মনে আছে, আপনারাই প্রথমে অ্যাটম বোমা ফেলেছিলেন আমাদের ওপর? কাজেই আপনাদের মেট্রোপলিটান শহরগুলোয় বোমা ফাটাতে ইতস্তত করব না আমরা।'

অনেক কষ্টে রাগ চেপে রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের কয়েক মিলিয়ন লোককে মারুন আপনারা, আমরা আপনাদের সবাইকে মেরে সাফ করে দেব। গোটা জাপানে প্রাণের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।'

'না, আপনি তা করবেন না। আপনাকে সবাই কসাই বলবে। আমেরিকানদের ঘৃণা করবে সবাই। তবু বলে রাখি, নতুন সাম্রাজ্যের স্বার্থে আত্মদান করতে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে জাপানীরা।'

'মিথ্যে কথা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এখনও আপনি, ইয়ামাদা ও আপনাদের সঙ্গী আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিন্যালরা সবকিছু গোপনে করছেন। আপনাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাপানের সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না। আপনারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, জাপান সরকারের সাথেও আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল জাকি ওয়াহামা। 'আপনি আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে দু'দেশের বিপর্যয় এড়াতে পারেন।'

'আমি শুনছি,' বললেন প্রেসিডেন্ট, গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা।

'জাপানী মালিকানাধীন কোন কোম্পানী আপনারা জাতীয়করণ করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় কোন রকম বাধা দেয়া যাবে না।'

'কোন বিদেশী কোম্পানী জাতীয়করণ করা হচ্ছে না। রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও অবাধে চলছে, কোন রকম বাধা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আপনি ঘোষণা করবেন, যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার সময় জাপানীদের পাসপোর্ট লাগবে না।'

'এ-ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে লড়তে হবে আপনাদের।'

ঠাণ্ডা সুরে বলে চলেছে জাকি ওয়াহামা, 'জাপানী পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা যাবে না, শুল্ক বাড়ানো যাবে না।'

'আর আপনারা?'

'আমরা কি করব সেটা আমাদের ব্যাপার,' বলল ওয়াহামা। 'এ-ব্যাপারে আপনাদের সাথে আমরা কোন আলোচনায় বসব না। যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই আপনাদের পণ্য জাপানীরা পছন্দ করে না।'

'বলে যান,' নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'হাওয়াই রাজ্য জাপানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রেসিডেন্টকে আগেই সাবধান করা হয়েছে, এ-ধরনের দাবি করা হতে পারে। 'আপনি একটা পাগল!'

'শুধু হাওয়াই নয়, ক্যালিফোর্নিয়াও।'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'নিজেকে আপনি বোকা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন কেন বুঝলাম না।'

'যেহেতু আমাদের টাকায় আপনাদের অর্থনীতি চাঙা রয়েছে, তাই মন্ত্রী পরিষদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে স্টেট, ট্রেজারি ও কমার্স ডিপার্টমেন্টে।'

'প্রতিনিধি নির্বাচন করবে কে? আপনি, হোমা ফুকুদা, নাকি জাপান সরকার?'

'মি. হোমা ফুকুদা ও আমি।'

'আপনার দাবি বা প্রস্তাব হজম করতে খানিকটা সময় দিন আমাকে,' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর বললেন, 'না, বড় বেশি গুরুপাক। দুঃখিত, মি. ওয়াহামা। জাতি হিসেবে আমরা কারও কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না। আপনার দাবি মেনে নিলে আমেরিকানরা হবে ক্রীতদাস। এ-ধরনের অন্যায় ও উদ্ভট দাবি মেনে নেয়ার জন্যে ভোট দিয়ে আমাকে প্রেসিডেন্ট বানানো হয়নি।'

'উনিশশো পঁয়তাল্লিশে আপনারা যে-সব শর্ত দিয়েছিলেন আমাদেরকে, সেগুলোর তুলনায় আমাদের দাবি অনেক নরম। তবে মানা না মানা আপনার ব্যাপার। আজ বিকেল তিনটে পর্যন্ত সময় দেয়া হলো আপনাকে। উপদেষ্টা ও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করুন। ওদেরকে জানান, আলোচনার মুহূর্তে ওয়াশিংটনের জনবহুল এলাকায় দুটো গাড়ি-বোমা ঘুরে বেড়াচ্ছে।' কথাও শেষ হলো, সেই সঙ্গে স্ক্রীন থেকে মুছে গেল জাকি ওয়াহামার ছবি।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। ন'টা বাজে। বাকি আছে আর ছ'ঘণ্টা। ঠিক ছ'ঘণ্টা পর মাসুদ রানাও পুরানো অ্যাটম বোমাটা ফাটিয়ে সাগরের তলায় একটা ভূমিধস ঘটাবে। 'হায় ঈশ্বর,' খালি কামরার ভেতর আপনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি। 'রানা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে কি হবে?'

নয়

ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার গতিতে এগোচ্ছে ডার্লিং, পিছনে মাথাচাড়া দিচ্ছে কাদার বিশাল একটা মেঘ। ভিউয়িং স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, লেযার-সোনার ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত ওটা। সাগরের তলায় মরুভূমিতে রয়েছে ও, তেমন কোন বিস্ময় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না।

সাতচল্লিশ মিনিট পর বি-টোয়েনটিনাইনের কাঠামোটা দেখতে পেল রানা। ধীরে ধীরে আকারে বড় হলো ওটা, এক সময় পুরো মনিটর দখল করে ফেলল। ডার্লিঙের গতি কমিয়ে ভাঙাচোরা প্লেনটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল ও। বেলিংস ডেমনস এক মিটারের কিছু বেশি কাদায় ডুবে আছে। একটা এঞ্জিন নিখোঁজ, মোচড় খেয়ে পিছন দিকে ভাঁজ খেয়ে রয়েছে স্টারবোর্ড উইং। তিনটে অবশিষ্ট প্রপেলারের ব্লেডগুলোও ভাঁজ খেয়ে গেছে।

তিনতলা উঁচু টেইল সেকশনে শেল ফায়ারের চিহ্ন দেখা গেল। গানার'স সেকশন চুরমার হয়ে গেছে, মরচে ধরা ২০ মিলিমিটার কামানের ব্যারেল নাক ডুবিয়ে দিয়েছে কাদায়। ত্রিশ মিটার লম্বা অ্যালুমিনিয়াম ফিউজিলাজে শ্যাওলা ও কাদা জমেছে, তবে বো-কে ঘিরে থাকা জানালার কাঁচ এখনও পরিষ্কার।

'টার্গেট দেখতে পাচ্ছি,' সি-ফাইভে খবর পাঠাল রানা।

'কি অবস্থা ওটার?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'একটা ডানার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। টেইল সেকশনও ভেঙে গেছে। তবে ফিউজিলাজ অক্ষত।'

'বোমাটা আছে ফরওয়ার্ড বম্ব বে-তে। ডার্লিংকে এমন পজিশনে নিয়ে যেতে হবে, তুমি যাতে প্লেনের ছাদ কেটে ভেতরে ঢুকতে পারো।'

'ভাগ্য আজ লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল রানা। 'স্টারবোর্ড উইং ভেঙে যাওয়ায় পজিশন নেয়ার জায়গা পাব। পাশ থেকে বাল্কহেড কাটব।'

ডার্লিঙের মেটাল-কাটিং মেশিনকে কাজে লাগাল রানা। মেশিনটার একটা বাহুর সঙ্গে ক্যামেরা আছে, কি কাটা হচ্ছে না হচ্ছে সবই রানা দূর থেকে স্ক্রীনে দেখতে পাবে। মেশিনটার ধারালো হুইলগুলো যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে ঘুরতে শুরু করল, এয়ারফ্রেমের অ্যালুমিনিয়াম কাটা চলছে।

চার মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া হল ফাঁকটা। ভেতরে বোমাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা বড় জিঞ্জিরের সঙ্গে ঝুলছে। বোমাটা নয় ফুট লম্বা, ডায়ামিটারে পাঁচ ফুট। 'ওটা আনতে যাচ্ছি,' রিপোর্ট করল রানা।

'তুলে আনতে দুটো ম্যানিপুলেটরই লাগবে তোমার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটার ওজন পাঁচ টন।'

'জিঞ্জির ও ব্রাকেট কাটতে একটা ম্যানিপুলেটর আর্ম লাগবে আমার।'

'কিন্তু একটা আর্ম বোমাটার ভার সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'জানি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো জিঞ্জির ও ব্রাকেট কাটার পর ওটাকে তুলব ভেবেছি।'

'একটু অপেক্ষা করো,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি চেক করে দেখে বলছি তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'

পাঁচ মিনিট পর অ্যাডমিরাল আবার যোগাযোগ করলেন, 'রানা?'

'বলুন।'

'বোমাটাকে খসে পড়তে দাও।'

'আবার বলুন।'

'জিঞ্জির ও ব্রাকেট কাটো, বোমাটা নিচে পড়ে যাক। বড় ধরনের ধাক্কা হজম করার ক্ষমতা আছে ওটার।'

ডকুমেন্টারি ফিল্মে দেখা অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ওর মাত্র কয়েক ফুট দূরে সে-ধরনের একটা বোমা রয়েছে। ওটা যদি জিঞ্জির মুক্ত হয়ে নিচে পড়ে, তারপর ফেটে যায়?

'লাইনে আছ তুমি, রানা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল, গলার আওয়াজে চাপা উত্তেজনা।

'যা বলছেন তা কি ফ্যাক্ট, নাকি গুজব?'

'হিস্টোরিকাল ফ্যাক্ট।'

'বোমাটা যদি ফাটে, আমার আজকের দিনটাই মাটি হবে,' কৌতুক করল রানা। তারপর বড় করে শ্বাস নিল, ছাড়ল, বন্ধ করল চোখ, সবশেষে কাটিং ডিস্কটাকে জিঞ্জির কাটার কাজে লাগিয়ে দিল। এত বছর পানির তলায় থাকায় শিকলে মরচে ধরে গেছে, বিচ্ছিন্ন হতে বেশি সময় নিল না। প্রকাণ্ড বোমাটা বন্ধ বম্ব বে-র দরজার ওপর পড়ল। বিস্ফোরণ ঘটল শুধু কাদায়।

নিঃসঙ্গ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। বোধহীন, অসাড় লাগছে নিজেকে রানার। ঘোলা পানি ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হলো আবার, আবার দেখা গেল বোমাটাকে।

'আমি তো কোন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম না,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল।

'পাবেন,' বলল রানা, দ্রুত সামলে নিচ্ছে নিজেকে। 'অবশ্যই শুনতে পাবেন।'

সবার মনেই কি হয় না হয় ভাব। বিস্ফোরণ ঘটতে বাকি আছে আর প্রায় দু'ঘণ্টা, ম্যানিপুলেটরের লম্বা বাহুতে অ্যাটম বোমাটাকে আটকে নিয়ে সাগরের মেঝে ধরে এগিয়ে চলেছে ডার্লিং। যতই ঘনিয়ে আসছে সময় সি-ফাইভ গ্যালাক্সি ও হোয়াইট হাউসের ভেতর উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে উঠছে পরিবেশ।

'সিডিউলের চেয়ে আঠারো মিনিট এগিয়ে আছে ও,' নরম সুরে বলল ববি। 'এখনও কোন বিপদে পড়েনি।'

'মনে মনে ওর জন্যে প্রার্থনা করো,' নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'গভীর সাগরের তলায় কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণ একা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাঁধে করে। যে-কোন মুহূর্তে ছাই হয়ে যেতে পারে ও, মৃত্যু মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরে।'

'ওর সাথে থাকা উচিত ছিল আমার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ববি।

'সবাই আমরা জানি, চিন্তাটা তোমার মাথায় প্রথম এলে তুমিও ওকে আটকে রেখে একা যেতে চেষ্টা করতে।'

'হয়তো,' বিড়বিড় করল ববি। 'কি জানি, অত সাহস আমার আছে কিনা। তবে রানা সাথে থাকলে মৃত্যুকে আমি পরোয়া করি না।'

চার্টের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। লাল একটা রেখা চলে গেছে বি-টোয়েনটিনাইনের দিকে, সেখান থেকে ডিটোনেশন সাইটে—রানার কোর্স। 'দায়িত্ব নিয়ে আজ পর্যন্ত রানা আমাদেরকে কখনও হতাশ করেনি। কাজটা ঠিকই করবে ও, প্রাণ নিয়ে ফিরেও আসবে। মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়া অভ্যেস হয়ে গেছে ওর।'

সিয়াটল মানচুরি, ডিফেন্স ডিটেকশন সম্পর্কে ইয়ামাদার এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান, সার্ভেইল্যান্স রাডার ডিসপ্লে অপারেটরের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাত তুলে একটা টার্গেট দেখাল তার চারপাশে দাঁড়ানো দলটাকে। দলে রয়েছে হোমা ফুকুদা, জাকি ওয়াহামা ও তোশিবা সুমারু।

'অত্যন্ত বড় আকারের আমেরিকান এয়ার ফোর্স ট্র্যান্সপোর্ট ওটা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'সি-ফাইভ গ্যালাক্সি, বিরাট ভার নিয়ে অনেক দূর যেতে পারে।'

'তুমি বলছ প্লেনটা অদ্ভুত আচরণ করছে?' জানতে চাইল জাকি ওয়াহামা।

মাথা ঝাঁকাল সিয়াটল মানচুরি। 'আমরা লক্ষ রাখছিলাম, হঠাৎ দেখি কি একটা জিনিস খসে পড়ল প্লেনটা থেকে।'

'কি হতে পারে জিনিসটা?'

মাথা নাড়ল সিয়াটল মানচুরি। 'শুধু এটুকু বলতে পারি, জিনিসটা ধীরে ধীরে পড়েছে, যেন একটা প্যারাসুট ছিল।'

'আন্ডারওয়াটার সেনসিং ডিভাইস হতে পারে?' তোশিবা সুমারু জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে, তবে সোনিক সেনসরের তুলনায় জিনিসটা অনেক বড় ছিল।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' মন্তব্য করল জাকি ওয়াহামা।

'তারপর থেকে,' বলল সিয়াটল মানচুরি, 'এলাকায় চক্কর মারছে প্লেনটা।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল জাকি ওয়াহামা। 'কতক্ষণ হলো?'

'প্রায় চার ঘণ্টা।'

'ভয়েস ট্র্যান্সমিশন শোনার চেষ্টা করেছ?'

'সংক্ষিপ্ত কিছু সিগন্যাল পেয়েছি, তবে ইলেকট্রনিক্যাল শব্দজট বাধা

দেয়ায় অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি।'

'স্পটার প্লেন!' হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল সিয়াটল মানচুরি।

'স্পটার প্লেন মানে?' ভুরু দুটো কুঁচকে আছে জাকি ওয়াহামার।

'সফিসটিকেটেড ডিটেকশন ও কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট আছে প্লেনটায়,' ব্যাখ্যা করল সিয়াটল মানচুরি। 'সামরিক অভিযান চালাবার সময় কমান্ড সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'

'ওদের প্রেসিডেন্ট এক নম্বর মিথ্যেবাদী!' হিস হিস করে বলল জাকি ওয়াহামা। 'আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, সোসেকি দ্বীপে হামলা চালাবার পাঁয়তারা কষছেন উনি।'

'কিন্তু এতটা প্রকাশ্যে কেন?' জানতে চাইলেন হোমা ফকুদা। 'ওই রেঞ্জে টার্গেট ডিটেক্ট করার যোগ্যতা আমরা রাখি, এ তথ্য মার্কিন ইন্টেলিজেন্স জানে।'

রাডার ডিসপ্লেতে প্লেনটাকে দেখছে সিয়াটল মানচুরি। 'ওরা কি ইলেকট্রনিক্যালি আমাদের ডিফেন্স ধ্বংস করতে চায়?'

রাগে থরথর করে কাঁপছে জাকি ওয়াহামা, টকটকে লাল হয়ে উঠছে চেহারা। 'এখুনি আমি ওদের প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করব, বলব আমাদের পানি থেকে ওটাকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'না, আমার কাছে আরও ভাল একটা বুদ্ধি আছে,' বললেন হোমা ফুকুদা। 'এমন একটা মেসেজ পাঠাব, প্রেসিডেন্ট সেটার মর্ম অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন।'

'কি বুদ্ধি?' জানতে চাইল জাকি ওয়াহামা।

'সহজ বুদ্ধি,' হোমা ফুকুদা জবাব দিলেন। 'প্লেনটাকে আমরা উড়িয়ে দেব।'

ছ'মিনিটের মাথায় এক জোড়া ইনফ্রারেড সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সি-ফাইভের দিকে ছুটল, প্লেনের আরোহীরা কিছুই জানল না, কারণ অ্যাটাক ওয়ার্নিং সিস্টেম বলে কিছু নেই ওটায়। আগের মতই ডার্লিঙের গতিবিধি মনিটর করছে ওরা, চক্কর দিচ্ছে আকাশে।

হোয়াইট হাউসে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ববি ওদের অফিসে রয়েছে, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে মেরিন জিওলজিস্টের রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছে সে, রিপোর্টে দেখানো হয়েছে কোন পথে আন্ডারসী ট্রেঞ্চ পেরিয়ে নিরাপদ জাপানী উপকূলে পৌঁছুবে রানা। দূরত্বটা মাপার চেষ্টা করছে ববি, এই সময় প্রথম মিসাইলটা আঘাত হানল। শক ও প্রেসার ওয়েভ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে ডেকে। হতভম্ব ববি কয়েক সেকেন্ড স্থির পড়ে থাকল, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, এই সময় আঘাত হানল দ্বিতীয় মিসাইল। লোয়ার কার্গো হোল্ড চুরমার হয়ে গেল, ফিউজিলাজে তৈরি হলো বিরাট একটা গর্ত।

সমাপ্তিটা হত দ্রুত ও দর্শনীয়, কিন্তু প্রথম মিসাইলটা সঙ্গে সঙ্গে ফাটেনি।

প্লেনের ওপরের কোমর পেরিয়ে একজোড়া বাল্কহেডের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল সেটা, উল্টোদিকের এয়ারফ্রেমের পাঁজরে লেগে বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের বেশিরভাগ ধাক্কা লাগল রাতের বাতাসে, ফলে ছিন্নভিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পেল প্লেন।

ধাক্কাটা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে ববি, ভাবছে প্লেনটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে অথবা ঝাঁপ দেবে সাগরে। পর পর দুটো মিসাইলের আঘাত খেয়ে বাতাসে ভেসে থাকা সম্ভব নয়। তবে ওর হিসেবে ভুল হয়েছে। প্রকাণ্ড গ্যালাক্সি সহজে বরণ করবে না মৃত্যুকে। প্লেনটায় এখনও আগুন লাগেনি, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাত্র একটা ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম। বড় একটা গর্ত তৈরি হওয়া সত্ত্বেও দিব্যি ভেসে থাকল বাতাসে।

পঙ্গু প্লেনটাকে নিয়ে ডাইভ দিল পাইলট। সাগর যখন আর মাত্র ত্রিশ মিটার নিচে, প্লেন সিধে করল সে, সোসেকি দ্বীপকে পিছনে রেখে দক্ষিণ দিকের কোর্স ধরল। এঞ্জিনগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে, তবে গর্ত দিয়ে বাতাস ঢোকায় থরথর করে কাঁপছে প্লেনের গোটা কাঠামো।

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সামনের দিকে এগোলেন অ্যাডমিরাল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার জন্যে। কার্গো বে-তে দেখতে পেলেন ববিকে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে গর্তটার দিকে।

'নিচে লাফ দিলে নির্ঘাত মারা যাব,' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

'আমারও লাফ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই,' পাল্টা চিৎকার করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

ক্ষয়ক্ষতি দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের চোখ। 'মাই গড! কি ঘটল কি!'

'এক জোড়া গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইল চুমো খেয়েছে,' জবাব দিল ববি।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল সে, অ্যাডমিরালকে নিয়ে ককপিটের দিকে এগোল। প্লেনের নিচের পেটে কি ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে চলে গেল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

ক্যাপটেন সম্পূর্ণ শান্ত, গভীর মনোযোগ দিয়ে কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত। ককপিটের মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল ববি, বেঁচে আছে বলে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। 'প্লেনটা এখনও উড়ছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ডিজাইনারকে চুমো খাবার কথা মনে করিয়ে দেবেন।'

দুই পাইলটের মাঝখানে মাথা গলিয়ে দিয়ে কনসোলের দিকে তাকালেন জর্জ হ্যামিলটন, ক্ষয়ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর জানতে চাইলেন, 'বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'ইলেকট্রিকাল ও খানিকটা হাইড্রোলিক পাওয়ার এখনও আছে আমাদের,' চীফ পাইলট জবাব দিল। 'তবে মেইন ফুয়েল ট্যাংক থেকে বেরিয়ে আসা লাইন বোধহয় কেটে গেছে। মিনিট দুই আগে গজের কাঁটা নেমে এসেছে।'

'মিসাইল রেঞ্জের বাইরে থাকলাম, তবে এলাকা ছেড়ে নড়লাম না, সম্ভব?'

'অসম্ভব।'

'আমি যদি অসম্ভবকে সম্ভব করার নির্দেশ দেই?' কঠিন সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

মাথা ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল পাইলট। 'আপনার অসম্মান করছি না, অ্যাডমিরাল, তবে জেনে রাখুন যে-কোন মুহূর্তে আমাদের এই প্লেন টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। আপনার যদি মরার ইচ্ছে জাগে, সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আমার দায়িত্ব প্লেন ও আরোহীদের রক্ষা করা। আপনি একজন পেশাদার নৌ-অফিসার, কাজেই আমি কি বলছি আশা করি আপনি তা বুঝতে পারছেন।'

'আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, তবে নির্দেশটা বহাল থাকল।'

'প্লেনটা যদি ভেঙে না পড়ে, আর যদি ফুয়েলে কুলায়,' চীফ পাইলট বলল, 'তাহলে আমরা হয়তো ওকিনাওয়ার নাহা এয়ারফিল্ডে পৌঁছুতে পারব। ওটাই সবচেয়ে কাছের বড় একটা রানওয়ে।'

'ওকিনাওয়া বাদ,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'দ্বীপটার ডিফেন্স সিস্টেম থেকে নিরাপদ দূরে থাকব আমরা, থাকব আমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানার অবস্থা জানার জন্যে কমিউনিকেশন রেঞ্জের ভেতর। গোটা দুনিয়াকে রক্ষা করার জন্যে কাজ করছে ও, ওকে আমরা একা ফেলে চলে যেতে পারি না। যতক্ষণ পারেন আকাশে ভাসিয়ে রাখুন আপনি আমাদের। অবস্থা যদি আরও খারাপের দিকে যায়, প্লেনটাকে সাগরে নামিয়ে দেবেন।'

চীফ পাইলটের চেহারা লাল হয়ে উঠেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল। তবে তীরে পৌঁছুনোর জন্যে লম্বা একটা সাঁতার দেয়ার প্রস্তুতি নিন আপনি।'

অ্যাডমিরাল হাসতে যাবেন, তাঁর কাঁধে একটা হাত পড়ল। 'আমি দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,' বলল কমিউনিকেশন অপারেটর। 'রেডিও গুঁড়িয়ে গেছে। কিছু ট্র্যান্সমিট বা রিসিভ করা সম্ভব নয়।'

'বোবা রেডিও নিয়ে এলাকায় থেকে লাভ কি?' জিজ্ঞেস করল চীফ পাইলট।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল, তাকালেন ববির দিকে, দৃষ্টিতে হতাশা। 'রানা কিছু জানবে না। ও ভাববে, ওকে একা ফেলে চলে গেছি আমরা।'

উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে কালো আকাশ ও কালো সাগরের মাঝখানে তাকাল ববি। অসুস্থবোধ করল সে। চোখের পানি আটকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল, 'আমাদেরকে রানার দরকার নেই। কেউ যদি বোমাটা ফাটাতে পারে তো সে রানা। কেউ যদি এ-ধরনের বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে তো সে আমার ওই হিরো।'

'ওর ওপর আমারও বিশ্বাস আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল।

'ওকিনাওয়া?' ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল চীফ পাইলট।

ধীরে ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তার দিকে তাকালেন জর্জ হ্যামিলটন, বিড়বিড় করে বললেন, 'ওকিনাওয়া।'

প্রকাণ্ড প্লেনটা অন্ধকারে ঘুরে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর অস্পষ্ট হয়ে এল এঞ্জিনের আওয়াজ। পিছনে পড়ে থাকল নিশ্চুপ সাগর, একজন মানুষ বাদে সম্পূর্ণ নির্জন।

ম্যানিপুলেটরে ঝুলছে বোমাটা। বিশাল সাবমেরিন ট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডার্লিং। ট্রেঞ্চটা দশ কিলোমিটার চওড়া, দুই কিলোমিটার গভীর।

জিওফিজিসিস্টরা ট্রেঞ্চের কিনারা থেকে বারোশো মিটার নিচের একটা ঢালকে বোমা ফাটাবার পজিশন হিসেবে নির্বাচন করেছে। বিস্ফোরণের ফলে ভূমিধস সৃষ্টি হবে, তারপর সিসমিক সী ওয়েভ। তবে স্যাটেলাইট ফটো দেখে যা ধারণা করা হয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি খাড়া ঢালটা। আরও খারাপ লক্ষণ হলো, ট্রেঞ্চের পাশের পলিমাটি তেলতেলা কাদার মত হয়ে আছে। কি ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে ভয়ই পেল রানা। পিচ্ছিল কাদায় একবার যদি হড়কাতে শুরু করে ভারী বাহনটা, ট্রেঞ্চের একেবারে তলায় গিয়ে থামতে হবে। এমনকি কাদায় না পিছলালেও বিপদের মাত্রা কমছে না, কারণ আঠার মত কাদা বেয়ে কোনভাবেই আবার ওপরে উঠে আসা সম্ভব নয়। রানা সিদ্ধান্ত নিল, বোমাটা বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি করার পর ওপরে ওঠার কোন চেষ্টাই ও করবে না। ঢালের একটা পাশ ধরে আরও নিচে নামবে। নামতে হবে দ্রুত, যাতে ভূমিধসে চাপা না পড়ে। একবার চাপা পড়লে আগামী এক কোটি বছরে আর বেরুতে হবে না।

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে রেখাটা কি সাংঘাতিক সরু, ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলো রানা। পাশে ববি নেই বলে মনটা খারাপ। সি-ফাইভ গ্যালাক্সি যোগাযোগ রাখছে না, কারণটা বুঝতে পারল না ও। নিশ্চয় সঙ্গত কোন কারণ আছে। কারণ ছাড়া ববি বা অ্যাডমিরাল ওকে ত্যাগ করবেন না।

উৎসাহ যোগানোর জন্যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না, নিঃসঙ্গ পরিবেশটা ভৌতিক লাগছে। অবসাদ ও ক্লান্তি দুর্বল করে তুলছে ওকে। সীটের ওপর নেতিয়ে রয়েছে, যেন কোন আশা নেই মনে। হাতঘড়ি দেখল একবার।

খানিক পর ডার্লিঙের ম্যানুয়াল কন্ট্রোল হাতে নিল রানা। সি-ফাইভ থেকে ওরা যোগাযোগ করছে না, কাজেই পরামর্শ পাবার আশা নেই। ডিটোনেশন সেন্টারে পৌঁছুতেই হবে ওকে, আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

ফরওয়ার্ড ডাইভ এনগেজ করল রানা, প্রকাণ্ড ট্রাক্টর ভেহিকেল ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

প্রথম একশো মিটারের পর অধোগতি বাড়তে শুরু করল। রানার ভয় হলো, ডার্লিঙকে বোধহয় আর থামাতেই পারবে না, সরাসরি ট্রেঞ্চের তলায়

পৌঁছে যাবে। ব্রেক করল, কিন্তু ডার্লিঙের গতি তাতে কমল না। পিচ্ছল কাদার ওপর দিয়ে হড়কে নেমে যাচ্ছে প্রকাণ্ড যান্ত্রিক দানবটা।

ম্যানিপুলেটরের গ্রিপ-এ গোল বোমাটা মারাত্মক ভঙ্গিতে দুলছে। সরাসরি ওর সামনে রয়েছে ওটা, না তাকিয়ে পারছে না রানা। আর তাকালেই যেন নিজের ভবিষ্যৎ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে ও।

হঠাৎ করে আরেকটা ভয়ঙ্কর চিন্তা খেলে গেল মাথায়। বোমাটা যদি গ্রিপ থেকে ছিটকে পড়ে, নেমে যায় ঢাল বেয়ে, ওটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। মৃত্যু ভয় নয়, ব্যর্থতার ভয়। জীবন দিয়ে হলেও এই অপারেশনে সফল হতে হবে ওকে।

সীটের ওপর সিধে হলো রানা, দ্রুত নড়ে উঠল হাত দুটো। এমন একটা ঝুঁকি নিচ্ছে, কোন সুস্থ লোক ভাবতেই পারবে না। রিভার্স ড্রাইভ দিয়ে অতিরিক্ত পাওয়ার অ্যাপ্লাই করল। ক্লিট বা গোঁজগুলো পিছন দিকে গতি পেল, ধীরে ধীরে মন্থর-হলো ডার্লিঙের গতি।

দাঁড়িয়ে পড়ল ডার্লিং, ঘোলা পানি ঢেকে ফেলল ওটাকে। ধীরে ধীরে পঞ্চাশ মিটার এগোল রানা, পানি খানিকটা পরিষ্কার হতে আবার রিভার্স এনগেজ করল, দাঁড় করাল ডার্লিঙকে। এভাবেই এগোল রানা, খানিক দূর এগিয়ে থামে, তারপর আবার এগোয়। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ও, ফিরে পেয়েছে আত্মবিশ্বাস।

আধ ঘণ্টা পর নেভিগেশনাল কমপিউটর সঙ্কেত দিল, গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ও। ঢালের মেঝে থেকে বেরিয়ে রয়েছে ছোট ও সমতল একটা শেলফ, পাওয়ার সিস্টেম ডিজএনগেজ করে পার্ক করল ও। 'ডিটোনেশন সাইটে পৌঁচেছি আমি,' কমিউনিকেশন ফোনে বলল রানা, ওপরে কোথাও থেকে এখনও হয়তো শুনছেন জর্জ হ্যামিলটন, এই আশায়।

ম্যানিপুলেটরের বাহু নিচু করে বোমাটাকে নরম পলিতে নামাল রানা, রিলিজ করল গ্রিপার। ম্যানিপুলেটরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিল, শিট-মেটাল দিয়ে তৈরি কাঁচি দিয়ে বোমার টেইল প্যানেল কাটতে হবে, মেইন ফিউজিং কমপার্টমেন্টটাকে ঢেকে রেখেছে ওটা।

ভেতরে রয়েছে চারটে রাডার ইউনিট ও একটা ব্যারোমেট্রিক প্রেশার সুইচ। বোমাটা যদি পরিকল্পনা অনুসারে ফেলা হত, গ্রাউন্ড টার্গেট এগিয়ে আসছে দেখলে প্রতি-সঙ্কেত পাঠাত রাডারগুলো। তারপর, আগেই নির্ধারিত নির্দিষ্ট অলটিচ্যুডে পৌঁছে, রাডারের দুটো ইউনিট ফিউজিং সিস্টেমকে ফায়ারিং সঙ্কেত পাঠাত। ব্যারোমেট্রিক সুইচটা হলো দ্বিতীয় আর্মিং সিস্টেম, ওটাও নির্দিষ্ট অলটিচ্যুডে ফায়ারিং সার্কিট বন্ধ করার জন্যে সেট করা আছে।

তবে প্লেন সচল থাকা অবস্থায় ফায়ারিং সিগন্যাল সার্কিটগুলো বন্ধ করা যাবে না। ওগুলো বন্ধ করতে হলে ক্লক-অপারেটেড সুইচ ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সুইচগুলোর নাগাল পেতে হলে বম্ব-বে থেকে বোমাটাকে যথেষ্ট দূরে সরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে কেউ ফাটাবার আগেই ফেটে যাবে

বোমাটা।

প্যানেল সরাবার পর বাম দিকের ম্যানিপুলেটরের শেষ মাথায় একটা মিনিয়েচার ভিডিও ক্যামেরা বসাল রানা। ব্যারোমেট্রিক আর্মিং সুইচ খুঁজে নিয়ে দ্রুত ওটার ওপর ফোকাস করল। পেতল, তামা ও ইস্পাত দিয়ে তৈরি; খানিকটা মরচে ধরলেও এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এরপর ম্যানিপুলেটরের অপর বাহুতে সরু একটা সাঁড়াশি জোড়া লাগাল ও, সাঁড়াশিটা একটা হাতের মত, ভাঁজ হয়ে ফিরে এসেছে ডার্লিঙের সামনের দিকে। ভারী টুল বক্স থেকে অদ্ভুতদর্শন একটা সেরামিক বস্তু তুলে নিল হাতটা, বাতাসবিহীন ছোট ফুটবলের মত দেখতে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই জিনিসটা কি। ওটা আসলে প্রেশারাইজড কন্টেইনার, ভেতরে আছে পুটিং-এর মত দেখতে মিশ্র পদার্থ, প্লাস্টিক ও অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। ব্যারোমেট্রিক ফায়ারিং সুইচে নিখুঁতভাবে ফিট করবে সেরামিক কন্টেইনার, ফলে ওটা একটা ওয়াটারটাইট সীল-এ পরিণত হবে।

ম্যানিপুলেটরের হাত সচল করল রানা, সুইচের চারধারে কন্টেইনারটা আটকাল, তারপর সাবধানে খুলে নিল একটা প্লাগ। এবার ধীরে ধীরে পানি চুইয়ে ভেতরে ঢুকবে কন্টেইনারে। লবণ পানির সংস্পর্শে ভেতরের নিষ্ক্রিয় কমপাউন্ড সক্রিয় হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে জোরালো ক্ষার। তামার প্লেট খেয়ে ফেলার পর ব্যারোমেট্রিক সুইচের তামার ওপর হামলা চালাবে অ্যাসিড কম্পাউন্ড, ফলে এক সময় একটা ইলেকট্রিক্যাল চার্জ তৈরি হবে। ওই ইলেকট্রিক্যাল চার্জই ফায়ারিং সিগন্যাল পাঠাতে ও বোমাটা বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করবে। তামার প্লেট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, অ্যাসিড কম্পাউন্ড ওটাকে এক ঘণ্টার আগে খেয়ে ফেলতে পারবে না।

ম্যানিপুলেটরের বাহুগুলো সরিয়ে আনল রানা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে আনছে ডার্লিংকে। কাদার ওপর ভীতিকর ও ভৌতিক একটা আকৃতি নিয়ে পড়ে রয়েছে বোমাটা। চট করে একবার ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোলে তাকাল ও, ডিজিটাল ঘড়িতে সময় দেখল।

শুরু হলো প্রাণ বাঁচানর প্রতিযোগিতা। ফাটতে সাতচল্লিশ বছর দেরি করলেও, এবার নির্দিষ্ট একটা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, বোমাটাকে আজ ফাটতেই হবে।

'কোন খবর পেলে?' ওভাল অফিস থেকে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন।

'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেন, তার কোন ব্যাখ্যা পাইনি,' সিচুয়েশন রূম থেকে রিপোর্ট করলেন রবিন ট্যালবট।

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে তুমি হারিয়েছ?'

'সেরকমই ভয় করছি, মি. প্রেসিডেন্ট। সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা করেও তাঁর প্লেনের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি আমরা।'

এক মুহূর্ত কথা বললেন না প্রেসিডেন্ট। আশঙ্কায় অস্থির মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। 'কোথায় কি ভুল হলো?'

'আমরা শুধু অনুমান করতে পারি। সর্বশেষে স্যাটেলাইট রিপোর্ট হলো, ডার্লিঙের সাথে যোগাযোগ কেটে দিয়ে ওকিনাওয়া দ্বীপের দিকে যাচ্ছে সি-ফাইভ।'

'এর কোন অর্থ হয় না। বেলিংস' ডেমনস থেকে বোমাটা নামিয়ে আনতে সফল হয়েছেন মাসুদ রানা, এরপর কেন ওকে ত্যাগ করবেন অ্যাডমিরাল?'

'ত্যাগ করার তো কথা নয়, যদি না মাসুদ রানা গুরুতর কোন দুর্ঘটনায় পড়েন। এমন হতে পারে, অ্যাডমিরাল নিশ্চিতভাবে বুঝেছেন যে বোমাটা ফাটানো ওঁর দ্বারা সম্ভব নয়।'

'তারমানে সব শেষ হয়ে গেল,' হতাশ গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট।

এক সেকেন্ড দেরি করে, ভারী গলায় জবাব দিলেন রবিন ট্যালবট, 'অ্যাডমিরাল আবার যোগাযোগ না করা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'গাড়ি-বোমাগুলোর শেষ খবর?'

'আরও তিনটে গাড়ি-বোমা নিউট্রালাইজ করেছে এফবিআই টাস্ক ফোর্স, সবগুলোই মেট্রোপলিটান শহরে।'

'ড্রাইভাররা?'

'সবাই তারা ইয়ামাদা ও গোল্ড ড্রাগনের অন্ধভক্ত, স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি অথচ গ্রেফতার হবার সময় কেউ তারা বাধা দেয়নি বা গাড়ি-বোমা ফাটিয়ে দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি।'

'এতটা নিরীহ সাজার কারণ?'

'ওদের ওপর নির্দেশ আছে, ড্রাগন সেন্টার থেকে কোডেড সিগন্যাল পাবার পরই শুধু বোমাগুলো ফাটাবে ওরা।'

'আমাদের শহরগুলোয় আর ক'টা গাড়ি-বোমা লুকানো আছে?'

উত্তেজনাকর বিরতি, তারপর ধীরে ধীরে রবিন ট্যালবট বললেন, 'অনেক, দশটার কম নয়।'

'গুড গড!' অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের ধাক্কার সঙ্গে ভয়ের একটা শিহরণও অনুভব করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এখনও আমি মাসুদ রানার ওপর আস্থা হারাইনি,' রবিন ট্যালবট শান্তকণ্ঠে বললেন। 'বোমার ফায়ারিং সিস্টেম প্রাইম করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি, এর কোন প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।'

প্রেসিডেন্টের চোখে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠল। 'কখন জানতে পারব আমরা?'

'মি. রানা যদি সময়সূচী রক্ষা করতে পারেন, বারো মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটার কথা।'

চেহারায় কোন ভাব নেই, ডেস্কের ওপর তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর যখন কথা বললেন, কোন রকমে শুনতে পেলেন রবিন ট্যালবট। 'মাসুদ রানার জন্যে প্রার্থনা করো, রবিন। ঈশ্বরের কাছে ওর সাফল্যের জন্যে কান্নাকাটি করো।'

দশ

টাইমিং প্লেটটা ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলল অ্যাসিড কম্পাউন্ড, তারপর হামলা চালাল ব্যারোমেট্রিক প্রেশার সুইচে। একটু পরই একটা ইলেকট্রিকাল চার্জ তৈরি হলো, বন্ধ হয়ে গেল ফায়ারিং সার্কিট।

প্রায় পাঁচ দশক অপেক্ষা করার পর, মূল বোমার চারধারে বত্রিশটা ডিটোনেটর জ্যান্ত হয়ে উঠল, আগুন জ্বালিয়ে দিল অবিশ্বাস্য জটিল ডিটোনেশন সিস্টেমে, যার ফলে চেইন রিয়্যাকশন শুরু করার জন্যে চারপাশের প্লুটোনিয়ামে ঢুকে পড়ল নিউট্রন। এরপর শুরু হলো ফিশন বিস্ফোরণ, পরমাণু বিভাজন—সৃষ্টি হলো শত সহস্র মিলিয়ন ডিগ্রি ও কিলোগ্রাম চাপ আর শক্তি। পানির তলায় গ্যাস ভরা অগ্নিগোলক মাথাচাড়া দিল, ছুটল ওপর দিকে, ছিন্ন করল সাগরের পিঠ। আকাশের দিকে উঁচু হলো বিশাল এলাকা জুড়ে বিপুল পানি, শক ওয়েভের ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল রাতের বাতাসে।

যেহেতু চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না, তাই শক ওয়েভ পাঠানোর জন্যে পানি হয়ে উঠল প্রায় নিখুঁত একটা মাধ্যম। প্রতি সেকেন্ডে কমবেশি দুই কিলোমিটার গতি, শক ওয়েভের সামনের অংশ মাত্র আট কিলোমিটার দূরে ট্রেঞ্চের ভেতর নাগাল পেয়ে গেল ডার্লিঙের। ট্রেঞ্চের ঢাল বেয়ে মন্থরবেগে নেমে যাচ্ছে ডার্লিং, বারো মাইল অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারেনি। প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ির মত আঘাত করল শক ওয়েভ।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ডার্লিং, নরম পলিমাটির সচল পাঁচিল গ্রাস করল ওটাকে, কোনও দিকে দৃষ্টি চলে না, তবু রানা শুধু উল্লাসই বোধ করল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতার সমস্ত ভয় উবে গেছে মন থেকে। সোনার প্রোব-এর ওপর অন্ধবিশ্বাস রেখে ঘোলা পানি ও কাদার ভেতর দিয়ে ডার্লিংকে নিয়ে এগোচ্ছে অজানা পথে। লম্বা একটা কার্নিসে রয়েছে ও, দীর্ঘ ঢালের মাঝখান দিয়ে নেমে গেছে সেটা। ঢালের চেয়ে কার্নিসটা কম ঢালু, ফলে গতি আগের চেয়ে সামান্য হলেও বেড়েছে, কারণ রির্ভাস এনগেজ করার দরকার হচ্ছে না। কার্নিসেও কাদা আছে, তবে কাদার নিচে রয়েছে পাথর, ফলে ট্র্যাক্টর বেল্ট অল্প হলেও কাজে লাগছে। যদিও যান্ত্রিক দানবটাকে সোজা পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার, কাদার ওপর বারবার হড়কে যাচ্ছে ডার্লিং।

নিয়তি সম্পর্কে রানার মনে কোন ভুল ধারণা নেই। প্রাণ বাঁচানোর প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে ও। ধেয়ে আসছে পাহাড়ের মত উঁচু ভূমিধস। ওটার পথ থেকে সরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ঢালের কোথায় লুকাবে রানা? পুরো ট্রেঞ্চটাই তো ভূমিধসে ভরাট হয়ে যাবে।

তবু, গোঁয়ারের মত একটা জেদ কাজ করছে ওর ভেতর। যেভাবে হোক,

বেঁচে থাকতে হবে ওকে।

সাগরের ওপর, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, বিশাল এলাকার বিপুল পানি দুশো মিটার পর্যন্ত উঁচু হলো, তারপর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু ফল্ট জোনের গভীরে কি ঘটছে? ট্রেঞ্চের মেঝের নিচে শক ওয়েভের অবিশ্বাস্য শক্তি পৃথিবীর শক্ত ছালে একটা খাড়া ফাটল তৈরি করল। একের পর এক ধাক্কা লাগায় ফাটলটা চওড়া হচ্ছে, সৃষ্টি করছে উঁচু মাত্রার ভূমিকম্প।

লক্ষ বছর স্থির হয়ে থাকা পলিমাটির অসংখ্য স্তর আগে-পিছে জায়গা বদল শুরু করল, টেনে নিচে নামাচ্ছে সোসেকি দ্বীপের ভারী লাভা, দ্বীপটা হয়ে উঠল চোরাবালিতে পড়া এক টুকরো পাথরের মত। মাটিতে গাঁথা বিশাল পাথুরে দ্বীপ শক ওয়েভের প্রাথমিক ধাক্কা সহজেই হজম করতে পারল, ভূমিকম্পে কোন ক্ষতিই হলো না কয়েক মিনিট। কিন্তু তারপরই সাগরে ডেবে যেতে শুরু করল, বাঁধের গা বেয়ে ওপরে উঠছে পানি।

নিচের স্তরের পলিমাটি জমাট না বাধা পর্যন্ত ডেবে যেতে থাকল দ্বীপটা, তারপর ভাসমান পাথরের বিপুল বিস্তার ধীরে ধীরে নিচু হলো, এক সময় স্থির হলো নতুন একটা স্তরে। কিন্তু এখন সাগরের ঢেউগুলো পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় আঘাত করছে না, বাঁধের মাথা টপকে উঠে আসছে দ্বীপের ওপর, লাফ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের সারি সারি গাছপালার দিকে।

বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ড পর ট্রেঞ্চের পুব পাঁচিলের বিশাল একটা অংশ কেঁপে উঠল, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ফুলে উঠল বাইরের দিকে। তারপর বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে কয়েকশো মিলিয়ন টন কাদা বিস্ফোরিত হয়ে লাফ দিল ট্রেঞ্চের তলা লক্ষ করে। কল্পনার অতীত আলোড়ন সৃষ্টি হলো পানিতে। শুরু হলো সিসমিক ওয়েভ।

সাগরের একটা অংশ যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সারফেসের নিচে মাত্র এক মিটার উঁচু, নিচে হিমালয়ের আকৃতি পাওয়া পানির পাহাড় ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার গতিতে ছুটল পশ্চিম দিকে। ধেয়ে আসা এই পানির সঙ্গে দুনিয়ার অন্য কোন শক্তির তুলনা চলে না, অপর কোন শক্তির এতটা ধ্বংসকরী ক্ষমতা নেই। ওটার পথে, মাত্র বিশ কিলোমিটার সরাসরি সামনে রয়েছে সোসেকি দ্বীপ।

হোমা ফুকুদা, জাকি ওয়াহামা ও তাদের লোকজন এখনও ডিফেন্স কন্ট্রোল রূমে রয়েছে, পঙ্গু সি-ফাইভের পলায়ন দেখছে রাডারে।

'দু-দুটো মিসাইল লাগল অথচ এখনও ওটা উড়ছে!' সবিস্ময়ে নিস্তব্ধতা ভাঙল জাকি ওয়াহামা।

'এখনও ওটা পড়ে যেতে পারে...,' হঠাৎ থামলেন হোমা ফুকুদা। বিস্ফোরণের শব্দ ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছেন বলা কঠিন, তবে তারচেয়ে বেশি অনুভব করতে পেরেছেন। 'শুনলে?'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে...বোধহয় কোথাও বাজ পড়ল,' রাডার ডিসপ্লে থেকে চোখ না সরিয়েই বলল সিয়াটল মানচুরি।

'তুমি অনুভব করোনি?' জানতে চাইলেন হোমা ফুকুদা।

'পায়ের তলাটা সামান্য যেন কাঁপল,' বলল জাকি ওয়াহামা।

তোশিবু সুমারু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। মাটির কম্পন জাপানীদের জন্যে নতুন কিছু নয়। প্রতি বছর মেইন আইল্যান্ডে এক হাজার বার ভূমিকম্প হয়, প্রতি হপ্তায় কয়েক বার জাপানীদের পায়ের নিচে মাটি কেঁপে ওঠে। 'সিসমিক কম্পন,' বলল সে। 'আমরা একটা সিসমিক ফল্টের কাছে রয়েছি। ভয় পাবার কিছু নেই, এ-ধরনের কাঁপুনি প্রায়ই অনুভব করি আমরা। দ্বীপটা নিরেট পাথর, ড্রাগন সেন্টারও এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ভূমিকম্পে কোন ক্ষতি হবে না।'

কামরার আলগা জিনিস-পত্র সামান্য নড়ে উঠল, বোমাটার মন্থর হয়ে আসা এনার্জি ড্রাগন সেন্টারের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তারপরই সাবওশন ফল্টের ধস থেকে তৈরি শক ওয়েভ দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড শক্তিতে। মনে হলো যেন গোটা ড্রাগন সেন্টার প্রতি মুহূর্তে চারদিক টলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে। সবার চেহারায় বিস্ময়, তারপর বিস্ময়ের জায়গায় ফুটে উঠল উদ্বেগ, সবশেষে ভয়।

'খুব জোরাল মনে হচ্ছে,' বলল জাকি ওয়াহামা, নার্ভাস।

'হ্যাঁ, এ-ধরনের ভূমিকম্প আগে কখনও অনুভব করিনি আমরা,' তাল সামলাবার জন্যে একটা দেয়ালে হাত রাখল তোশিবু সুমারু।

হোমা ফুকুদা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, চেহারা দেখে বোঝা গেল খুব রাগ হয়েছে তাঁর। 'এখান থেকে আমাকে তোমরা বের করো,' নির্দেশ দিলেন তিনি।

'টানেলের চেয়ে এখানেই বরং আমরা বেশি নিরাপদ,' চিৎকার করল সিয়াটল মানচুরি। ড্রাগন সেন্টার এখনও প্রবল ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে, কর্কশ ও বিচিত্র সব শব্দে কান পাতা দায়।

দ্বীপের নিচে রয়েছে লাভা রক, সেটাকে ভেদ করে ছুটে গেল শক ওয়েভ। ড্রাগন সেন্টারে যারা কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। লাভা রক-এর নিচে রয়েছে নরম পলিমাটির স্তর, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সেটা। কন্ট্রোল সেন্টার এবার আরও তীব্রগতিতে টলতে শুরু করল, প্রতি মুহূর্তে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে গোটা দ্বীপ। ড্রাগন সেন্টারের প্রতিটি জিনিস, যেগুলো আটকানো নয়, উল্টে পড়ল।

হামাগুড়ি দিয়ে কামরার এক কোণে সরে গেল জাকি ওয়াহামা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে তোশিবু সুমারুর দিকে। 'মনে হচ্ছে আমরা যেন নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছি!'

তোশিবু সুমারু গুঙিয়ে উঠল, 'দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে!'

ড্রাগন সেন্টারের আতঙ্কিত লোকরা জানে না, অতিকায় সিসমিক ওয়েভ শক ওয়েভের ঠিক দু'মিনিট পিছনে রয়েছে।

কাদার ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে হেলেদুলে এগোচ্ছে ডার্লিং, হড়কে নেমে

যাচ্ছে ট্রেঞ্চের তলার দিকে। প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ট্র্যাক্টর বেল্ট, আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে ডার্লিং। তারপর আবার বেল্টটা ঢুকে পড়ছে শক্ত মাটিতে, ফিরে পাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ।

একটা কালার স্ক্রীন কয়েকটা ডায়াল ও গজ গাইড করছে রানাকে। সোনার-লেযার স্ক্যানার বাইরের দৃশ্য তুলে ধরছে ওর চোখের সামনে, সেগুলো পরীক্ষা করে নিজের নিয়তি বোঝার চেষ্টা করছে ও।

এখনও যে বেঁচে আছে, এটা একটা বিস্ময় বলে মনে হলো ওর। কারণটাও বোঝা গেল। এদিকে শুধুই নরম মাটি আর কাদা, শক্ত পাথরের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে, জিওফিজিসিস্টদের হিসাব অনুসারে যথেষ্ট দূরে সরে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় ভূমিধস ওর নাগাল পেয়ে যাবে।

ভূমিধসে চাপা পড়বে, কিছুই করার থাকবে না ওর। তবে তার আগে ওকে চেষ্টা করতে হবে প্রথম ধাক্কাটা লাগার সময় ট্রেঞ্চের পাঁচিল থেকে ডার্লিং যেন ছিটকে না পড়ে। এ-ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে হলে শক্ত মাটির পাঁচিল বা নিরেট পাথরের আড়াল পেতে হবে ওকে।

ভূমিধস নাগাল পেয়ে গেলে অন্য কথা, ওর সবচেয়ে বড় বাধা এখনও ট্রেঞ্চটাই। উল্টোদিকে রয়েছে ও। জাপানী উপকূলে পৌঁছুতে হলে প্রথমে ট্রেঞ্চের তলায় নামতে হবে ওকে, তারপর অপর দিকের ঢাল বেয়ে উঠতে হবে।

রানা জানে না, স্ক্যানার ওকে জানাতে পারেনি, উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। একটা কারণ, ঢালটা অসম্ভব খাড়া। আরেকটা কারণ, ঢালটা শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি নয়। তাছাড়া, সাগরের তলায় ফাটলটা আরও চওড়া ও গভীর হচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে দক্ষিণ-পুবে, অর্থাৎ আটশো কিলোমিটারের মধ্যে পালানোর কোন সুযোগ দেবে না। স্ক্যানার অবশ্য ওকে জানাল, মহাশক্তিধর সিসমিক ভূমিধস ট্রেঞ্চের পুব পাড় ধরে ছুটে আসছে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে, কিন্তু জানাল অনেক দেরিতে।

নরম কাদার সঙ্গে সংগ্রাম করছে ডার্লিং, এই সময় ধসটা আঘাত করল। রানা অনুভব করল ওর বাহনের নিচ থেকে সরে গেল মাটি। সেই মুহূর্তে নিজের নিয়তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো ও। বুঝল, হেরে গেছে। এ-ধরনের বিকট গর্জন কেউ কোনদিন শুনেছে বলে মনে হয় না, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল রানার। দেখতে পেল, মৃত্যুর থাবা ওকে ছুঁয়ে দেয়ার জন্যে লম্বা হয়েছে। রানা শুধু শরীরটাকে শক্ত করে নেয়ার সময় পেল, চোখের পলকে ধাবমান কাদার পাঁচিল গ্রাস করল ডার্লিংকে, সঙ্গে করে ছুটিয়ে নিয়ে চলল কালো গভীর পাতালে।

সাগর যেন পাগলা ঘোড়া হয়ে উঠেছে। রাতের আকাশে মাথাচাড়া দিল সিসমিক ওয়েভ, দ্বীপের কাছাকাছি মগ্ন চড়ায় বাধা পেয়ে আরও উঁচু হলো, প্রায় আশি ফুট। মাতাল সাগর গর্জন করছে, আওয়াজগুলো সোনিক বুম-এর মত। এরইমধ্যে দ্বীপটার উঁচু বাঁধ ডুবে গেছে. পাহাড়চূড়ার আকৃতি পেয়ে

সেটার ওপর আছড়ে পড়ল জলোচ্ছ্বাস।

সমস্ত গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দ্বীপের প্রতিটি দালান মিশে গেল মাটির সঙ্গে, খড়কুটোর মত ভেসে গেল প্রবল স্রোতে। প্রকৃতির বা মানুষের তৈরি কোন কিছুই সিসমিক ওয়েভের তুলনারহিত শক্তিকে এক পলকের বেশি ঠেকাতে পারল না। সহস্র কোটি টন পানি পথের সামনে যা পেল সবই ধ্বংস করে দিল। দ্বীপটাকে যেন একটা দানবের হাত চাপ দিয়ে আরও নামিয়ে দিল নিচের দিকে।

তারপর ধীরে ধীরে পানির নিচে তলিয়ে গেল সোসেকি দ্বীপ, আর কোনদিন মাথা তুলবে না।

সোসেকি দ্বীপ নেই, ড্রাগন সেন্টার ধ্বংস হয়েছে, খবরটা শুনে ক্লান্ত হাসি হাসলেন ওঁরা। প্রেসিডেন্ট সিচুয়েশন রূমে নেমে এলেন রবিন ট্যালবট ও ডান কপারফিল্ডকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। ভারি খুশি তিনি, সদ্য তৈরি সোনার মেডেলের মত চকচক করছে মুখ। 'তোমার লোকজন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে,' বললেন তিনি, রবিন ট্যালবটের হাতটা নির্মমভাবে পিষছেন। 'জাতি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'বাটন টীম ও মাস্টার কী টীমের কৃতিত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁদেরই প্রাপ্য,' বললেন ডান কপারফিল্ড। 'সত্যি, অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ওঁরা।'

'সেজন্যে মূল্যও কম দিতে হয়নি,' নরম সুরে বিড়বিড় করলেন রবিন ট্যালবট। 'হেরাম ওয়ানচু, রিচার্ড এমারসন এবং মাসুদ রানা। আমি বলব, বিশেষ করে মি. মাসুদ রানার কথা স্মরণ করে, অনেক চড়া মূল্যই দিতে হয়েছে।'

'মাসুদ রানার কোন খবর নেই?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা নাড়লেন ডান কপারফিল্ড। 'তাঁর ও ডার্লিঙের পরিণতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সিসমিক ভূমিধসে চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়ে গেছে চিরকালের জন্যে।'

'স্যাটেলাইটও তাঁর বা ডার্লিঙের কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি?'

'বিস্ফোরণের পর প্রথমবার যখন স্যাটেলাইট ওদিক দিয়ে গেল, পানিতে এত আলোড়ন ছিল যে ডীপ সী মাইনিং ভেহিকেলের কোন ছবি তুলতে পারেনি ক্যামেরা।'

'হয়তো পরের বার ওদিক দিয়ে যাবার সময় ছবি পাওয়া যাবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মাসুদ রানা সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি একজন বিশ্ব নাগরিক। তাঁকে নিয়ে আমরা, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে, গর্ব করতে পারি। তাঁর বেঁচে থাকার সামান্যতম সম্ভাবনাও যদি দেখা যায়, আমি চাই তাঁকে উদ্ধারের জন্যে ফুল-স্কেল রেসকিউ মিশন পাঠানো হোক। আমরা বেঁচে আছি এখনও, দুনিয়াটা রক্ষা পেয়েছে, সেটা তাঁর কৃতিত্ব, কাজেই আমরা তাঁকে পিঠ দেখাতে পারি না।'

'এদিকটা আমি দেখব,' প্রতিশ্রুতি দিলেন রবিন ট্যালবট, তবে এরইমধ্যে

অন্যান্য প্রজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন তিনি।

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের খবর কি?'

'ড্রাগন সেন্টার থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিল, জখম নিয়েও পাইলট হুইল-আপ ল্যান্ডিং করতে সমর্থ হয়েছেন ওকিনাওয়ার নাহা এয়ারফিল্ডে।'

'হতাহতের রিপোর্ট পাওনি?'

'কেউ নিহত বা আহত হয়নি। দু'একজন সামান্য ব্যথা পেয়েছে।'

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'জানা গেল কেন ওরা যোগাযোগ রাখতে পারেনি।'

সেক্রেটারি অভ স্টেটস সামনে এগিয়ে এলেন। 'আরও সুখবর আছে, মি. প্রেসিডেন্ট। রুশ ও ইউরোপিয়ান সার্চ টীম নিজেদের এলাকার প্রায় সবগুলো গাড়ি-বোমার হদিস বের করে ফেলেছে। ভারত, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব থেকে খবর এসেছে, ওরা চারটে করে মোট বারোটা গাড়ি-বোমার সন্ধান পেয়েছে। সিঙ্গাপুর, হঙকঙ, পাকিস্তান খুঁজে পেয়েছে তিনটে করে মোট ন'টা বোমা। আর বাংলাদেশে পাওয়া গেছে দুটো। বিভিন্ন দেশ থেকে এ-ধরনের খবর এখনও আসছে।'

'খুশির খবর, সন্দেহ কি,' বললেন প্রেসিডেন্ট, তাকালেন রবিন ট্যালবটের দিকে। 'আমরা কি করছি?'

'আরও ছ'টা গাড়ি বোমা পাওয়া গেছে।' নিঃশব্দে হাসলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর। 'এখন যেহেতু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছি, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে ধীরেসুস্থে বাকিগুলোও খুঁজে বের করা হবে।'

'হোমা ফুকুদা ও জাকি ওয়াহামা?'

'ধারণা করা হচ্ছে, ডুবে গেছে তারা।'

'সবাইকে ধন্যবাদ,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'দুঃখ শুধু এই যে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে আসল লোকটাকে আমরা পাচ্ছি না। রবিন, স্যাটেলাইটের পরবর্তী রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করব আমি। তারপর ঢাকার সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন মি. রাহাত খান।'

বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু এরইমধ্যে অন্য আরও অনেক বিপদ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। সেদিন বিকেলেই জানা গেল, তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে তুমুল গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে। এক ঘণ্টা পর রিপোর্ট এল, খেমার রুজরা কম্বোডিয়ার একটা গ্রামের সব ক'জন লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। রাতে জানা গেল, একটা মার্কিন কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারকে গুলি করে নামিয়েছে উত্তর কোরিয়ার একটা মিগ-টোয়েনটিফাইভ।

নানা ঝামেলা ও ব্যস্ততার মধ্যে একজন লোককে খুঁজে বের করার পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে গেল। স্যাটেলাইটের ইমেজ টেকনলজি তারচেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি তুলতে ব্যস্ত। জাপান সাগরের দিকে আসতে আরও প্রায় চার হপ্তা সময় লাগল পিরামিডার স্যাটেলাইটের।

তবে ডার্লিঙের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

এগারো

ক'দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো খবরটা। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট লিখল—

'নুমা অর্থাৎ ন্যাশনাল আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির হেডঅফিস থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে মাসুদ রানা, স্পেশ্যাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, জাপান সাগরে নিখোঁজ হয়েছেন। ধারণা করা হয়েছে, একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তিনি।

একাধিক রাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী মাসুদ রানার জন্ম বাংলাদেশে। তিনি একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ছিলেন। বিশেষ করে সাগরের তলা থেকে প্রাচীন জাহাজ উদ্ধারে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন তিনি। গুপ্তধন আবিষ্কারে তাঁর সাফল্যও বিস্ময়কর। লেখাপড়া শেষ করে মাসুদ রানা সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। পরে তাঁর ক্যারিয়ারের প্রকৃতি বদলে যায়, মেজর রানা নাম লেখান এসপিওনাজ জগতে। বলা হয়, গল্পকাহিনীর জেমস বন্ডের সাফল্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল বাস্তব মাসুদ রানার সাফল্য। টপ সিক্রেট বিধায় তাঁর কৃতিত্ব ও অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয়নি, তবে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এটুকু জানা গেছে যে তিনি যে শুধু দেশপ্রেমিক ছিলেন তা নয়, বরং বলা যায় বিশ্ব প্রেমিক ছিলেন। তার মত হৃদয়বান পুরুষ নাকি এসপিওনাজ জগতে আগে কখনও আসেনি। উল্লেখ্য, চরম সংকট থেকে বিশ্বকে একাধিকবার রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। অন্তত দু'বার তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি।

নুমায় তিনি আসেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ অনুরোধে।গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাডমিরাল জানিয়েছেন, মাসুদ রানা ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা। তিনি তাঁর জীবনে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাডমিরাল নিজেও আছেন, আছেন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক প্রেসিডেন্ট। তাঁর দৃষ্টিতে, মাসুদ রানার বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রিয়েটিভিটি। কোন কাজকেই তিনি অসম্ভব বা কঠিন বলে মনে করতেন না।

তিনি এমন একজন মানুষ যাকে ভোলা যায় না।'

রানার হ্যাঙ্গারে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, একটা প্রাচীন গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের লেখাটা পড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি, 'রানার জীবনে সাফল্যের পরিমাণ এত বেশি যে এই অল্প ক'টা কথায় ওর জীবনী তুলে ধরার চেষ্টাটাকে অন্যায় ও অবিচার বলে মনে হয়।'

তাঁর সামনে পায়চারি করছে ববি, চেহারায় কোন ভাব নেই। 'রানা নেই,

এ আমি ভাবতে পারছি না।' কথাটা শান্তসুরে বলা হলেও, শোনাল হুমকির মত।

কারও ধারণা ছিল না, এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে। অ্যাডমিরালের মনে হচ্ছে তিনি তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন। আর ববির মনে হচ্ছে সে তার ভাইকে।

'ডার্লিঙে ওর সাথে আমারও থাকা উচিত ছিল,' আবার বলল ববি।

মুখ তুলে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তাহলে তোমারও কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। তুমিও মারা যেতে।'

'ওর সাথে আমার না থাকতে পারাটা একটা অপরাধ, নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

'রানা সাগরে মারা গেছে। আমাকে একবার কথাচ্ছলে বলেছিল, আমার মরণ যেন সাগরে হয়।'

'আজ এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে থাকত রানা, ডার্লিঙের ম্যানিপুলেটরে যদি কাটিং টুল-এর বদলে স্কুপ ফিট করা থাকত,' আবার হুমকির মত শোনাল ববির কণ্ঠস্বর।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ববির দিকে তাকিয়ে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার উদ্ভট কল্পনা রানাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

মুখ তুলে রানার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকাল ববি। 'আমার মনে হচ্ছে, শুধু নাম ধরে চিৎকার করলেই হবে, সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে আসবে রানা।'

অ্যাডমিরাল স্বীকার করলেন, 'সে-কথা আমারও মনে হয়েছে, কেন জানি না।'

হঠাৎ করে খুলে গেল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা, মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওরা, তারপরই ঢিল পড়ল পেশীতে। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শুশি তোইআমা, হাতের ট্রেতে কাপ ও টিপট। সাবলীল ভঙ্গিতে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে, ববি আর জর্জ হ্যামিলটনের দিকে যেন উড়ে এল।

ভুরু কুঁচকে ববির দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'আমার কাছে এটা একটা বিস্ময়, শুশিকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি কিভাবে তুমি রবিন ট্যালবটের কাছ থেকে আদায় করলে?'

'এর মধ্যে কোন রহস্য নেই,' নিঃশব্দে হেসে বলল ববি। 'এ-ধরনের চুক্তিকে বলা হয়, বিনিময় ব্যবসা। ওকে আমি উপহার হিসেবে পেয়েছি, বদলে এদো প্রজেক্ট সম্পর্কে চুপ থাকতে হবে আমাকে।'

'তোমার ভাগ্য ভাল যে ড্রামে ভরে নদীতে ফেলে দেয়নি।'

'সব কথা রিপোর্টারদের বলে দেব, এই এক লাইনের একটা হুমকি দিয়েছিলাম। হুমকি না বলে বলা উচিত ধোঁকা।'

'রবিন ট্যালবট ডামি নন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তিনি তা জানেন।'

'ঠিক আছে, তাহলে ধরে নিতে হবে আমার কাজে খুশি হয়ে উনি

আমাকে উপহারটা দিয়েছেন।'

অ্যাডমিরালের পাশে, গাড়ির বনেটে ট্রেটা নামিয়ে রাখল শুশি তোইআমা। 'চা, জেন্টলমেন?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বললেন অ্যাডমিরাল।

ববি বলল, 'ওর গাড়িগুলো আমি নিজে দেখাশোনা করব। যতদিন বেঁচে আছি, হ্যাঙ্গারের ভেতরটা ঠিক এরকমই থাকবে। রানা জানবে, ওর একটা উপকার করছি আমি।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছ রানার যেন পুনর্জন্ম ঘটবে,' খসখসে গলায় বললেন জর্জ হ্যামিলটন।

'ও মরেনি,' বিড়বিড় করল ববি। তার মন পাথরের মত শক্ত, তবু চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠছে।

ওয়াশিংটনে এটা খুব নাম করা একটা রেস্তোরাঁ। ফরগেট-মি-নট। ভিড়ের মধ্যে সিলভিয়া ফক্সকে দেখতে পেয়ে টেবিল থেকে হাত নাড়ল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স। মাথার পিছনে চুলগুলো শক্ত করে বেঁধেছে সিলভিয়া, তার ওপর জড়িয়েছে একটা বড় স্কার্ফ। পরনের পোশাক আনুষ্ঠানিক বলা যাবে না—প্যান্টের সঙ্গে ম্যাচ করা কাশ্মিরী টার্টলনেক সোয়েটার, নিচে গ্রে উলের শার্ট।

উলের তৈরি একটা চেক জ্যাকেট লরেলির গায়ে, ব্লাউজটা খাকি, স্কার্টটাও উল। চেয়ার ছেড়ে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সিলভিয়ার দিকে, শুধু সিলভিয়া বলেই। 'তুমি আসতে পারায় সত্যি আমি খুশি হয়েছি।'

আন্তরিক হেসে লরেলির হাতটা ধরল সিলভিয়া। 'এখানে খাওয়ার খুব শখ ছিল আমার। সুযোগ পেয়ে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার জন্যে কি বলব?' সিলভিয়া বসার পর জানতে চাইল লরেলি।

'বাইরে যে ঠাণ্ডা, মার্টিনি হলে মন্দ হয় না।'

ওদের ওয়েটার অপেক্ষা করছিল, অর্ডার নিয়ে চলে গেল সে। ন্যাপকিন নিয়ে কোলের ওপর রাখল লরেলি। 'ওয়েক দ্বীপে তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর তেমন সুযোগ পাইনি আমি। সবাই আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'আমরা সবাই আসলে রানার প্রতি ঋণী।'

মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল লরেলি। তার ধারণা ছিল, রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর পুরো দুটো দিন এত কান্নাই কেঁদেছে যে চোখের পানি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, কিন্তু হঠাৎ শুধু নামটা শুনেই আবার ভিজে উঠল চোখ দুটো।

মুখের হাসি নিভে গেল সিলভিয়ার, লরেলির দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে। ভাবল কিছু বলবে না। কিন্তু চুপ করে থাকাও সম্ভব হলো না। নিচু স্বরে বলল, 'রানা আমাকে বলেছে, তোমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলে।'

'দু'জন মানুষ এরচেয়ে বেশি কাছাকাছি হতে পারে না, আবার দূরত্বটাও ছিল অসীম,' ধরা গলায় বলল লরেলি। 'ওকে আমি এত বেশি ভালবেসেছিলাম

যে সেটা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ভালবেসেছিলাম মন দিয়ে, শরীর দিয়ে নয়। ঠিক কি বলতে চাইছি তুমি হয়তো বুঝবে না…।'

'অনুমান করতে পারি,' বলল সিলভিয়া। 'তোমার প্রতি আশ্চর্য একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল ওর।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে লরেলি। কিন্তু একটু পর হঠাৎ নার্ভাস দেখাল তাকে। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে। কি যে হয়েছে আমার। কিন্তু আমাকে জানতে হবে।' হাতের তালু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে সে, ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে।

লরেলির চোখে সরাসরি তাকাল সিলভিয়া। 'কি জানতে চাইছ অনুমান করতে পারছি। উত্তরটা হলো, হ্যাঁ। একরাতে তার ডেরায় যেতে হয়েছিল আমাকে। তখনই ব্যাপারটা ঘটে যায়।'

ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ ধরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল লরেলি। 'ধন্যবাদ, সিলভিয়া। ব্যাপারটা স্রেফ কৌতূহল নয়। জানার আমার দরকার ছিল। ওর সাথে শেষবার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল, এরকম একটা মেয়ে আমার দরকার ওর স্মৃতি রোমন্থন করার জন্যে, শোকটা ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যে। আমি আগেই আন্দাজ করেছি, তুমিই সে-ই মেয়ে। জানি, তোমার জীবনে অন্য পুরুষ আসবে…।'

'কিন্তু ওর জায়গাটা কেউ দখল করতে পারবে না,' সিলভিয়ার কণ্ঠস্বর প্রতিশ্রুতির মত শোনাল।

ওদের ড্রিঙ্ক নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। নিজের গ্লাসটা উঁচু করে ধরল সিলভিয়া। 'মাসুদ রানার স্মরণে। যাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি অথচ ভুলেও থাকতে পারব না।'

দুটো গ্লাস পরস্পরকে ছুঁল।

চোখ ভরা পানি, লরেলি বলল, 'আসলে ভুলে থাকতে চাই না।'

মেরিল্যান্ড, শহরের বাইরে একটা সেফ হাউস। জেনজো ইয়ামাদার সঙ্গে লাঞ্চ সারছেন রবিন ট্যালবট। 'আর কিছু করার আছে আমার, যে ক'দিন আছেন এখানে দিনগুলো যাতে আরও আরামে কাটে?' জানতে চাইলেন তিনি।

কয়েক চামচ নুডল সুপ খেয়ে হাঁসের মাংসে কামড় বসাল জেনজো ইয়ামাদা, তাকিয়ে আছে সোনালি ক্যাভিয়ারের দিকে। 'হ্যাঁ, একটা উপকার করতে পারেন,' বলল সে।

'বলুন, কি উপকার?'

দরজায় দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ড আর তার সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করল জেনজো ইয়ামাদা, দ্বিতীয় লোকটা ওদেরকে পরিবেশন করছে। 'আপনার

লোকেরা শেফ-এর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না। তার রান্নার হাত খুব ভাল। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

'নিউ ইয়র্কের নামকরা সব জাপানী রেস্তোরাঁয় কাজ শিখেছে মেয়েটা। ওর নাম রুবিনা, সরকারের বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু না, দুঃখিত, আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।'

রবিন ট্যালবট ইয়ামাদার মুখভাব পরীক্ষা করলেন, সেখানে রাগ বা শত্রুতার চিহ্নমাত্র নেই, কড়া পাহারায় বন্দী করে রাখা হয়েছে বলে হতাশও নয় সে। যে-কোন পরিতৃপ্ত একজন মানুষের সঙ্গে বদলে নেয়া যাবে তার চেহারা। অল্প মাত্রার ড্রাগ দেয়া হয়েছে তাকে, চার হপ্তা ধরে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে ইন্টারোগেট করা হয়েছে, তবে চেহারায় তার কোন ছাপ নেই। এরকমই হবার কথা, কারণ রবিন ট্যালবটের এক্সপার্ট ইন্টারোগেটররা পোস্টহিপনোটিক সাজেশন দেয়ায় জেরার কথা কিছুই মনে নেই তার, জানে না নিজের অজান্তে কৌতূহলী একদল বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারকে যে-সব টেকনিক্যাল ডাটা দান করেছে তার দাম হবে কয়েকশো কোটি ডলার। পেশাদার চোরের মত সিঁধ কেটে তার মাথা থেকে বের করে নেয়া হয়েছে মূল্যবান সমস্ত তথ্য।

'সত্যি দুঃখ পেলাম,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ইয়ামাদা। 'ভেবেছিলাম ফেরার সময় ওকে আমি সাথে করে নিয়ে যাব।'

'তা সম্ভব হবে না,' বললেন রবিন ট্যালবট।

সুপ শেষ করে আবার মাংসে কামড় দিল ইয়ামাদা। 'সাধারণ একজন ক্রিমিন্যালের মত বেশিদিন আমাকে আপনারা আটকে রাখতে পারেন না। আমি একজন চাষা নই, যাকে নর্দমা থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। আর দেরি না করে আমাকে মুক্তি দিলে নিজেদেরই উপকার করবেন আপনারা।'

জোরাল কোন দাবি নয়, প্রচ্ছন্ন হুমকি। ইয়ামাদা জানে না তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা বলতে যা ছিল সবই হারিয়েছে সে। জাপানে তার আত্মার শান্তির জন্যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। হোমা ফুকুদা ও জাকি ওয়াহামার মৃত্যু সংবাদও শোনানো হয়নি তাকে। ড্রাগ সেন্টার যে নেই, তা-ও তাকে বলা হয়নি। তার জানা মতে, এদো প্রজেক্টের গাড়ি-বোমাগুলো এখনও বিভিন্ন দেশে নিরাপদ জায়গায় লুকানো আছে।

'যে অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন রবিন ট্যালবট, 'উচিত ছিল আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করে মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দায়ে আপনার বিচার করা। আপনি আসলে ভাগ্যবান।'

'জাপানকে রক্ষা করা আমার পবিত্র দায়িত্ব,' ভারী গলায় বলল ইয়ামাদা।

'নিজেদের রক্ষা করার জন্যে আপনারা অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবেন, এ কেমন কথা? আপনার সঙ্গী ব্যবসায়ীদের মধ্যে নীতির কোন বালাই নেই।'

'জাপানী সমাজ অন্য যে-কোন সমাজের চেয়ে সেরা। আমাদের শক্তিকেও খাটো করে দেখবেন না। সামরিক যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক যুদ্ধের মধ্যে

আমি কোন পার্থক্য দেখি না। যুদ্ধে আবার নীতি কি?'

মনে মনে হাল ছেড়ে দিলেন রবিন ট্যালবট, জেনজো ইয়ামাদাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো তার কর্ম নয়। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, বললেন, 'এবার আমাকে যেতে হয়।'

মুখ তুলে তাকাল ইয়ামাদা। 'এদো সিটিতে কখন ফিরছি আমি?' জানতে চাইল সে।

এক মুহূর্ত তার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থেকে রবিন ট্যালবট বললেন, 'কাল।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ইয়ামাদা। 'প্লীজ, লক্ষ রাখবেন এয়ারপোর্টে যেন আমার প্রাইভেট একটা প্লেন অপেক্ষা করে।'

'ঠিক আছে।'

'গুড ডে, মি. ট্যালবট।'

'গুড ডে, মি. ইয়ামাদা। আশা করি কোন রকম কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।'

ইয়ামাদার ঠোঁট দুটো পরস্পরকে চেপে ধরল। আধবোজা চোখে রবিন ট্যালবটকে দেখল সে। 'না, মি. ট্যালবট, আপনাকে ক্ষমা করতে পারব না। এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, আমাকে বন্দী করার জন্যে চড়া মূল্য দিতে হবে আপনাদেরকে।' হাত নেড়ে প্রতিপক্ষকে বিদায় করে দিল সে, ন্যাপকিনে মুখ মুছে কাপে চা ঢালল।

সেফ হাউসের আরেক কামরায় অপেক্ষা করছিলেন ডান কপারফিল্ড। রবিন ট্যালবটকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জানতে চাইলেন, 'কেমন হলো লাঞ্চ?'

'খাবারগুলো ভালই ছিল, সঙ্গীটি ছিল উন্মাদ। তোমার লাঞ্চ?'

'কিচেনে বসে খাবার সময় ইয়ামাদার বক্তব্য শুনলাম। রুবিনা আমাকে হ্যামবার্গার খাইয়েছে।'

'ভাগ্যবান।'

'ইয়ামাদাকে দেখে কি মনে হলো?'

'ওকে বলেছি কাল ছেড়ে দেব।'

'শুনেছি। সুটকেস গোছানোর কথা মনে থাকবে তার?'

হাসলেন রবিন ট্যালবট। 'আজ রাতের ইন্টারোগেশন সেসনে চিন্তাটা ওর মাথা থেকে মুছে ফেলা হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন ডান কপারফিল্ড। 'আর কতদিন ইন্টারোগেট করা হবে ওকে?'

'যতদিন না সে যা জানে আমরাও তা জানতে পারি।'

'তাতে এক বছর সময় লেগে যেতে পারে।'

'লাগল।'

'তাকে ছিবড়ে বানাবার পর?'

'মানে?'

'চিরকাল তাকে আমরা লুকিয়ে রাখতে পারি না। আবার ছেড়ে দিয়ে যদি

জাপানে চলে যেতে দিই, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা হবে।'

চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, ডান কপারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রবিন ট্যালবট। 'ইয়ামাদার যখন আর নতুন কিছু বলার থাকবে না, রুবিনা তার নুড্ল্ সুপে কিছু একটা মেশাবে।'

'আমি দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট। আমার হাত-পা বাঁধা।'

কনফারেন্স রুমে রয়েছেন ওঁরা, টেবিলের উল্টোদিকে বসা শক্ত-সমর্থ মানুষটার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। শক্ত-সমর্থ ও বেঁটে, সফল রাজনৈতিক নেতা হলেও দেখে মনে হবে সামরিক কর্মকর্তা।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটনে এসেছেন। সফরসঙ্গী হিসেবে এসেছেন দু'জন মন্ত্রী, পাঁচজন উপদেষ্টা। তাঁর দু'পাশে বসেছেন তাঁরা।

'দুঃখিত আমিও, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে যদি ভেবে থাকেন গত কয়েক হপ্তার ঘটনা ধামাচাপা দেয়া সম্ভব, মারাত্মক ভুল করবেন আপনি।' ইচ্ছে করেই কূটনৈতিক ভাষা পরিহার করেছেন তিনি।

'জেনজো ইয়ামাদা, জাকি ওয়াহামা ও হোমা ফুকুদা যদি অন্যায় কিছু করে থাকে, সেজন্যে শুধু তারাই দায়ী। ওদের সাথে জাপান সরকার বা জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নেই বা ছিল না। আপনি বলছেন যুক্তরাষ্ট্রে ও গভীর সাগরে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়েছে ওরা। সেরকম যদি কিছু ঘটে থাকে, আমি বলব, গোপনে নিজেদের সর্বনাশ করেছে ওরা। জাপান সরকার সেজন্যে দায়ী নয়।'

মীটিংটা জটিল হয়ে উঠছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর উপদেষ্টারা নিরেট পাঁচিলের ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা অভিযোগগুলোকে অবাস্তব ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছিলেন। আধ ঘন্টা আলোচনার পর খানিকটা নরম হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে যা ঘটেছে তার দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিতে রাজি নন।

'আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই আমি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের বলুন তাঁরা যেন পাশের কামরায় অপেক্ষা করেন। শুধু আপনার ইন্টারপ্রেটার থাকুক।'

অনুরোধটা অনুবাদ করার পর প্রধানমন্ত্রীর চেহারা লালচে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয়নি। প্রেসিডেন্ট হাসছেন, তবে তাঁর চোখে হাসি নেই। 'আপনার অনুরোধ আরেকবার বিবেচনা করুন,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'উপদেষ্টারা উপস্থিত থাকলে আমাদের দু'পক্ষেরই সুবিধে।'

'দেখতেই পাচ্ছেন,' ইঙ্গিতে কিডনি আকৃতির টেবিলটা দেখালেন প্রেসিডেন্ট, 'আমার সঙ্গে কেউ নেই।'

উপদেষ্টা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে নিচুস্বরে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার অনুরোধ স্বাভাবিক প্রোটোকল ক্ষুণ্ন করছে। আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

অনুবাদ শোনার পর প্রেসিডেন্ট স্পষ্টকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'এখানে আমরা খেলা করতে বসিনি, মি. প্রাইম মিনিস্টার। হয় আপনার লোকজন কামরা থেকে বেরিয়ে যাবেন, নয়তো আমি।'

ঝাড়া তিন সেকেন্ড চিন্তা করার পর প্রধানমন্ত্রী ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। 'বেশ।' আবার তিনি কথা বললেন উপদেষ্টাদের সঙ্গে।

কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। নিজের ইন্টারপ্রেটারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, বললেন, 'আমি যা বলব ঠিক তাই অনুবাদ করবে, কড়া ভাষার ওপর মধুর প্রলেপ লাগাবার দরকার নেই।'

'বুঝেছি, স্যার।'

প্রধানমন্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে, কাজেই এ-সব তথ্য আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, মি. প্রাইম মিনিস্টার। ইয়ামাদা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কি করতে যাচ্ছে, প্রথম থেকেই সব আপনি ও আপনার মন্ত্রীসভার অনেক সদস্য জানতেন। অ্যাটম বোমা তৈরির ওদের চেষ্টাকে আপনি নীরবে সমর্থন করেছেন। গোল্ডেন ড্রাগন নামে একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড সংগঠন ভয়ঙ্কর একটা প্রজেক্টে অর্থ যোগান দিচ্ছে, তা-ও আপনি ও আপনার সহকারীরা জানতেন। এদো প্রজেক্টের আসল উদ্দেশ্য, জাপানকে ব্ল্যাকমেইলারের ভূমিকায় দাঁড় করানো। সমস্ত কিছু গোপনে করা হয়, এখন আবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন কিছুই না জানার ভান করে। সব জেনেশুনেও চুপ করে থেকে ওদেরকে আপনি সমর্থন যুগিয়েছেন।'

অনুবাদ শোনার পর টেবিলে ঘুসি মারলেন প্রধানমন্ত্রী। 'এ-সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট মিথ্যে হতে পারে না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের পরিচিত অপরাধীরা "নতুন সাম্রাজ্য" গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছিল, এ-খবর একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে আপনি রাখেননি, এটা কি বিশ্বাস করা যায়? আপনি সব জেনেও চুপ করে ছিলেন, সেটাই ওদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছে। আপনারও ইচ্ছে ছিল, জাপান অ্যাটম বোমার মালিক হোক, সারা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলুক।'

চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল, কথা বলতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী। দেয়ালের লিখন তিনি পড়তে পারছেন। মুখে চুনকালি মাখানো হবে, এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। 'এখানে আমরা কারও ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে চিরকালই মন কষাকষি হবে। তবে পরস্পরকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব।'

প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করলেন, বাঁচার জন্যে তাঁর দিকে একটা রশি ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। খপ করে সেটা ধরে ফেললেন তিনি। 'আপনার প্রস্তাবটা বলুন।'

'জাতি ও রাষ্ট্রকে কেলেঙ্কারি থেকে বাঁচানোর জন্যে পদত্যাগ করবেন আপনি। আপনার ও আমার সরকারের মধ্যে যে পারস্পরিক বিশ্বাস ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হবে না। শুধু নতুন একজন প্রাইম মিনিস্টার এবং সৎ ও রুচিশীল সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটা নতুন মন্ত্রীসভার পক্ষে দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আশা করা যায়, তখন আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনায় বসতে পারব।'

'ঘটনাটা তাহলে গোপনই থাকবে?'

'আমি কথা দিচ্ছি, ড্রাগন সেন্টার এবং এদো প্রজেক্ট সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এদিক থেকে গোপন থাকবে।'

'কিন্তু আমি যদি পদত্যাগ না করি?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো মেলে ধরলেন প্রেসিডেন্ট। 'সেক্ষেত্রে আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে যে জাপানী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিষম একটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। 'আমাকে তাহলে বুঝতে হবে, মি. প্রেসিডেন্ট, আমেরিকায় জাপানী পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করার হুমকি দিচ্ছেন আপনি?'

'হুমকি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই ঘোষণা করারও,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কারণ, আমেরিকানরা যদি জানে যে জাপানে তৈরি অনেকগুলো অ্যাটম বোমা তাদের দেশে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে একটা ফাটানোও হয়েছে, জীবনে কখনও তারা কেউ আপনাদের পণ্য কিনবে বলে মনে হয় না আমার।'

বারো

জাপানের দক্ষিণ পুব থেকে এক হাজার একশো পঁচিশ কিলোমিটার দূরে মার্কাস আইল্যান্ড। সেই আদিকাল থেকে নিঃসঙ্গ, আশপাশে আর কোন দ্বীপ নেই। দ্বীপটা প্রবাল-প্রাচীরে ঘেরা, তীরগুলো নিখুঁত একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে, ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় কিলোমিটার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা মার্কাস দ্বীপে শুধু শুধু কয়েকটা বোমা ফেলেছিল, তখনই দ্বীপটার নাম কিছু কিছু মানুষ শুনেছে। তারপর ওটার কথা আর কেউ মনে রাখেনি। বছর চার-পাঁচ আগে হঠাৎ এক জাপানী ব্যবসায়ী দ্বীপটার নির্জন সৈকতে হাজির হন, তাঁর ধারণা হয় ট্যুরিস্টদের জন্যে জায়গাটা স্বর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহেই মার্কাস দ্বীপ একটা বিলাসবহুল রিসর্ট হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ছবির মত সুন্দর একটা গ্রাম তৈরি করেছেন ভদ্রলোক। একটা গলফ

কোর্স আছে, আছে একটা ক্যাসিনো ও তিনটে রেস্তোরাঁ, ককটেল লাউঞ্জ, ড্যান্স ফ্লোর, একটা থিয়েটার, বিরাট পদ্ম আকৃতির সুইমিং পুল, দু'টো টেনিস কোর্ট। ছোট একটা এয়ারফিল্ডও আছে, ফলে দ্বীপে আর কোন জায়গা খালি পড়ে নেই।

রিসর্টের কাজ শেষ হবার পর দেখাবার জন্যে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, ফিরে গিয়ে যার যার কাগজে প্রতিবেদন লেখেন তাঁরা। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ট্যুরিস্টদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মার্কাস দ্বীপ। তবে জাপানী ট্যুরিস্টদের চেয়ে বিদেশী ট্যুরিস্টরাই বেশি আসে এখানে; বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তাইওয়ান ও কোরিয়ান ট্যুরিস্টরা।

মধুচন্দ্রিমার জন্যে মার্কাস দ্বীপ আদর্শ জায়গা। পাম গাছের ছায়ায় বাংলোগুলোয় সদ্য বিবাহিত দম্পতিরা হেসে-খেলে অলস সময় কাটায়।

অস্ট্রেলিয়ান আলেক হুপার পানি থেকে সৈকতে উঠে এল। শেষ বিকেলেও গরম হয়ে আছে সাদা বালি, ভেজা গা নিয়ে সে তার নতুন বউয়ের দিকে হাঁটছে। একটা লাউঞ্জ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঢুলছে শার্লট। স্ত্রীর দিকে এগোবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পানির দিকে একবার তাকাল হুপার।

ওরা কোরিয়ান দম্পতি, লী ওবি ও মোনা সাং, ওদের পাশের বাংলোতেই থাকে। রিসর্টের একজন উৎসাহী ইনস্ট্রাকটরের কাছে উইন্ডসার্ফিং-এর কলা-কৌশল শিখছে দু'জনে। ওদের আরও খানিক সামনে, নিউজিল্যান্ডার মাইকেল ব্রেইন স্নরকেল-এ চড়ে ছুটছে, পিছনে একটা ম্যাট-এর ওপর ভেসে রয়েছে তার স্ত্রী ক্লারা। ওরাও সদ্য বিবাহিত।

স্ত্রীকে হালকা চুমো খেয়ে উদোম পিঠে একবার হাত বুলাল হুপার। শার্লটের পাশে বালির ওপর শুয়ে পড়ল সে, চোখে সানগ্লাস তুলে অলস দৃষ্টিতে আবার তাকাল পানির দিকে।

লী ওবি ও মোনা সাং উইন্ডসার্ফিং শিখতে হিমশিম খাচ্ছে। পাল তোলার আগেই ভারসাম্য হারিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছে পানিতে।

মাইকেল ব্রেইন ও ক্লারার দিকে তাকাল হুপার। পানিতে না পড়ে ম্যাটের ওপর পাশ ফিরল ক্লারা, তারপর চিৎ হলো। এক প্রস্থে তৈরি সোনালি বেদিং স্যুট পরেছে সে, শরীরের বিশেষ কিছু ঢাকা পড়েনি। তাকিয়ে থাকার মত একটা ফিগার, মনে মনে প্রশংসা করল হুপার। তার স্বামী স্নরকেল নিয়ে পানির নিচে রয়েছে।

হঠাৎ কি যেন একটা ধরা পড়ল হুপারের চোখে। প্রবাল রীফ কেটে চ্যানেলে ঢোকার একটা পথ তৈরি করা হয়েছে, উল্টোদিকে খোলা সাগর। চ্যানেলের ঠিক মুখে, পানির তলায়, কি যেন একটা ঘটছে। হুপারের মনে হলো, সম্ভবত কোন সামুদ্রিক প্রাণী পানির তলায় আলোড়ন তুলছে। জিনিসটা কি দেখতে না পেলেও, বোঝা গেল রীফের ভেতর দিয়ে খাঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে ওটা।

'সাবধান!' চিৎকার করল হুপার, লাফ দিয়ে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, 'ওখানে ওটা কি বলো তো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সৈকত ধরে ছুটল

সে, হাত তুলে আলোড়িত পানির দিকটা দেখাচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'সাবধান! বিপদ! সাবধান!'

তার চিৎকার শুনে সুইমিং পুল ও রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে এল অনেক লোক, পানির কিনারায় ভিড় করল সবাই।

লী ওবি ও মোনা সাঙের ইস্ট্রাকটর হুপারের চিৎকার শুনতে পেল। তার হাত অনুসরণ করে তাকাতেই পানির নিচে আলোড়ন দেখতে পেল সে, এদিকেই এগিয়ে আসছে। লী ওবি ও মোনা সাঙকে তীরে ফেরার জন্যে তাগাদা দিল সে। লাফ দিয়ে সেইলবোর্ডে চড়ে মাইকেল ব্রেইন আর তার স্ত্রীকে সাবধান করার জন্যে ছুটল। পানির তলায় অলসভঙ্গিতে ভেসে যাচ্ছে মাইকেল ব্রেইন, জানে না রহস্যময় একটা প্রাণী বা অন্য কিছু সরাসরি এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই।

একটা গুঞ্জন ঢুকল মাইকেল ব্রেইনের কানে। আন্দাজ করল, কেউ বোধহয় পানিতে স্কি করছে। তারপর হঠাৎ সে দেখল, আশপাশের সমস্ত মাছ একযোগে ছুটে পালাল। ভয়ে শরীরটা শিরশির করে উঠল তার। ধারণা করল, খাড়িতে নিশ্চয়ই হাঙর ঢুকে পড়েছে।

পানির ওপর মাথা তুলল ব্রেইন, চারদিকে তাকিয়ে হাঙরের ফিন খুঁজল। নেই দেখে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল সে। দেখল একটা সেইলবোর্ড এগিয়ে আসছে, আর তার স্ত্রী ফ্লোটিং প্যাডে ঝিমাচ্ছে, এই সময় চিৎকার শুনে সৈকতের দিকে তাকাল সে। রিসর্টের প্রায় সব লোকই ভিড় করেছে ওখানে, উন্মাদের মত হাত নেড়ে চ্যানেলের প্রবেশপথটা দেখাচ্ছে তারা। সেদিকে তাকিয়ে তুমুল আলোড়নটা সে-ও এবার দেখতে পেল।

পানি থেকে একটা কাঁপুনি উঠছে, অনুভব করে আবার ডুব দিল ব্রেইন। ভাবছে, কি হতে পারে জিনিসটা? স্বচ্ছ পানি, মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে, কি ওটা? সবুজ ও খয়েরি মাটিতে ঢাকা বিশাল একটা আকৃতিবিহীন কাঠামো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো তার চোখের সামনে।

স্ত্রীর ফ্লোটিং ম্যাট খপ করে ধরে দ্রুত সাঁতার কেটে এগোল ব্রেইন। কাছেই প্রবালের একটা ঢাল পানির ওপর মাথা তুলেছে, নিরাপদ ভেবে সেদিকেই যাচ্ছে সে।

পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কিম্ভূতকিমাকার কাঠামোটা, ওদের কোন ক্ষতি না করেই, সরাসরি সৈকতের দিকে এগোচ্ছে।

অচেনা ও রহস্যময় একটা সামুদ্রিক দানবের মত খাড়ির তলা থেকে মাথা তুলল ওটা। দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল রিসর্টের অতিথি ও কর্মীরা। কাঠামোটার চারদিক থেকে হড়হড় করে পানি গড়াচ্ছে, ওটার নিচে থরথর করে কাঁপছে বালির জমিন, সৈকত ধরে উঠে এসে একজোড়া পাম গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতার ভেতর স্থির দাঁড়িয়ে আছে সবাই, পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে, কারও চোখে পলক নেই। এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে, জিনিসটা আসলে প্রকাণ্ড একটা মেকানিকাল ভেহিকেল, ওপর দিকে চুরুট

আকৃতির চূড়া। দুটো যান্ত্রিক বাহু শূন্যে উঠল। সামুদ্রিক আগাছা ও শ্যাওলা ঝুলে রয়েছে বাহনটার গায়ে। ধাতব একটা শব্দ হলো, সেই সঙ্গে খুলে গেল চূড়ার হ্যাচ। এলোমেলো কালো চুল সহ একটা মুখ উঁকি দিল বাইরে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, চোখ দুটো মায়াভরা, দৃষ্টিতে সরল কৌতুক। ভিড়টার ওপর চোখ বুলাল আগন্তুক, দৃষ্টি স্থির হলো সাদা অ্যাপ্রন পরা এক যুবকের ওপর। তারপর হঠাৎ ঠোঁট ফাঁক করে হাসল সে, ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'ভুল হলে ক্ষমা চাই, তুমি আসলে একজন ওয়েটার?'

'ইয়েস···স্যার।'

'খুশির খবর। একমাস ধরে শুধু স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এখন আমি এক প্লেট গলদা চিংড়ি, গ্রীন স্যালাড আর বিয়ার পেতে পারি কি?'

চার ঘন্টা পর, ইতিমধ্যে সুস্বাদু খাবারে পেট ভরে নিয়েছে, জীবনের সবচেয়ে উপভোগ্য ও আরামপ্রদ ঘুমে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

* * *

মাসুদ রানা

জাপানী ফ্যানাটিক

[তিনখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সাতো বোনামির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।
'এটা তাহলে খেলা নয়? স্রেফ মানুষ শিকার?
তার মানে আমাকে সেঞ্জার রেইনসফোর্ড-এর
ভূমিকা নিতে হবে? আর তুমি নেবে
জেনারেল য্যারফ-এর ভূমিকা?'
চোখ কোঁচকাল বোনামি।
'এসব নাম আমার পরিচিত নয়।'
'ক্লাসিক একটা গল্প, এক লোক খেলাচ্ছলে
মানুষ শিকার করত।'
'আমি পশ্চিমা বই পড়ি না।' দরজার দিকে ইঙ্গিত
করল বোনামি, 'সময় হয়ে গেছে। বেরিয়ে যাও।
একঘণ্টা পর আসছি আমি, তলোয়ার নিয়ে।
বেরিয়ে গেল নিরস্ত্র রানা।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

Pathfinder

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০